জীবদ্দশায় যিনি একটি সভ্য জাতি ও শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার বীজ বপন করে সমকালীন বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। যাঁর অনুসারীগণ বিশ্ব-ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রীতি-সম্প্রীতিসহ সর্বক্ষেত্রে মানবজাতির অভূর্তপূর্ব কল্যাণ সাধন করেন। গ্রিক, পারস্য ও রোমানদের মতো সমকালীন সভ্যতার মোড়লদের পরাজয় হয় যাঁর অনুসারীদের হাতে। ধর্ম, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে যিনি সৃষ্টি করেন প্রভূত বিপ্লব; এমনকি বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান চিরঋণী যাঁর অনুসারীদের কাছে। পৃথিবীকে যিনি উপহার দিয়েছিলেন একদল আদর্শ সোনার মানুষ, একটি কল্যাণ রাষ্ট্র এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত শান্তিপ্রতিষ্ঠার এক শাশ্বত আদর্শ। সর্বোপরি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সেই বিশ্বনবী সা. এর অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতারই শিল্পিত প্রয়াস এই ***প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তফা কামিল মাদানী*** বিরচিত গবেষণাগ্রন্থ ***'বিশ্বনবী ও বিশ্বশান্তি'***।

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ:

বিশ্বনবী (সাঃ) ও বিশ্বশান্তি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল মাদানী

দি রয়েল পাবলিশার্স

ISBN: 984-70254-0422-9

The ROYAL PUBLISHERS

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বিশ্বশান্তি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল মাদানী

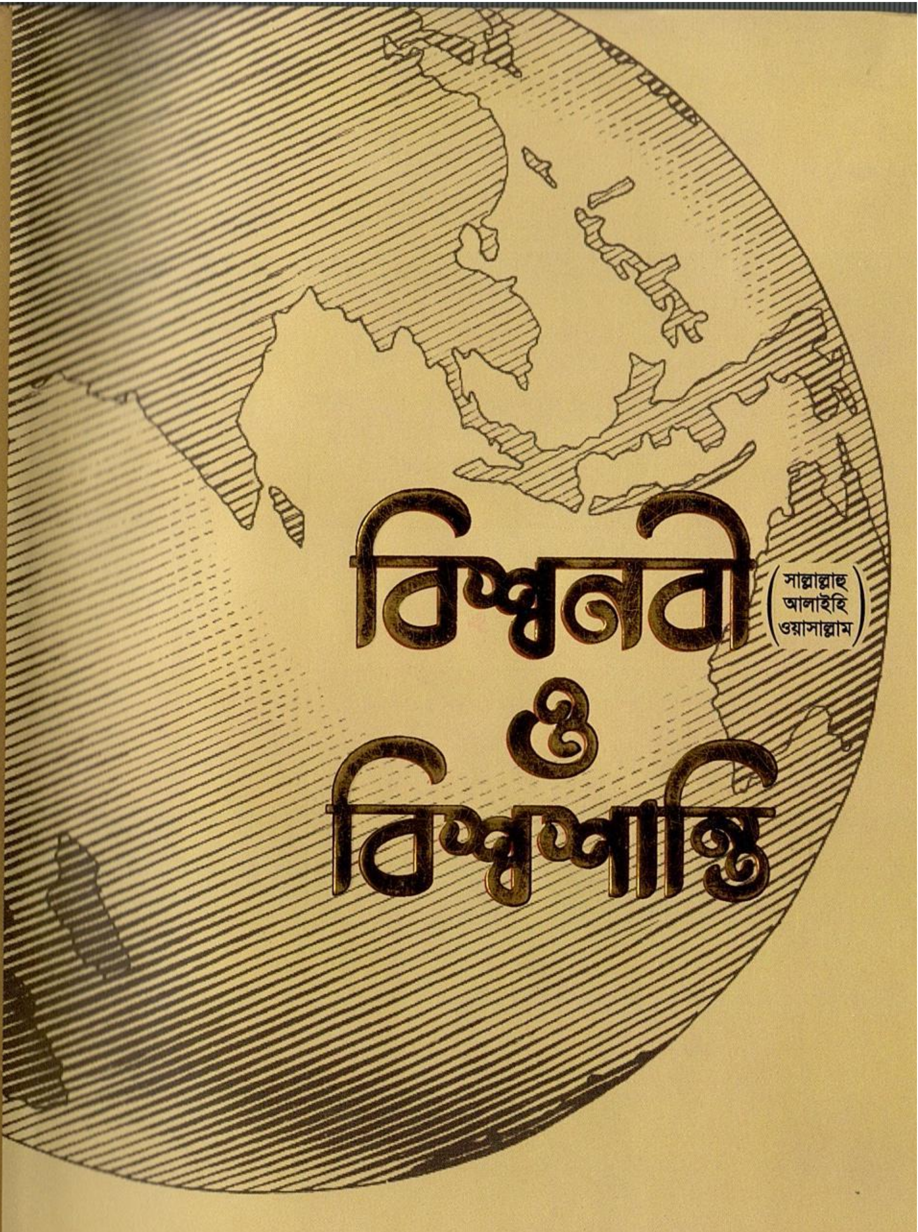

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বিশ্বশান্তি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল মাদানী

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিশ্বশান্তি

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিশ্বশান্তি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল মাদানী

অধ্যাপক, কুরআনিক সায়েন্সেস ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বিশ্বশান্তি
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল মাদানী

প্রথম প্রকাশ: ২১ এপ্রিল ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
সার্বিক সহযোগিতায়: ডা. মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন
প্রকাশনায়: দি রয়েল পাবলিশার্স; কম্পিউটার মার্কেট, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

পরিবেশক:
প্রদীপালয়
বানিয়ারপুল, অদুরপাড়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৫৫৪-৩২৬১৫০, ০১৮৩৮-৬৯৯৫৪১

আহমদীয়া ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী
১০৫ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৩১-৫৩৩৭৩১

প্রচ্ছদ: নাজির উদ্দীন মাহমুদ লিটন
অঙ্গসজ্জা: এ্যাটাচ এ্যাড
মুদ্রণ: দি উদয়ন প্রোডাক্টস
১০ জি.এ. ভবন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৯-৮০২৯৪০
ইমেইল: udayanprodcuts@gmail.com

মূল্য: ৪০০/- টাকা। **(তবে বিক্রয়যোগ্য নহে)**

Bishwanabi (sm) O Bishwashanti by Prof. Dr. Mohammad Mustafa Kamil Madani. email: mkamil2015@gmail.com, Published by The Royal Publishers, Computer Market 38/3 Banglabazar, Dhaka 1100.

Price: 400 Taka. (**But not for sale**)

ISBN: 984-70254-0422-9

উৎসর্গ

উৎসর্গ বিশ্বে মানবতার সেবা ও উম্মার কল্যাণে...

বিশেষ করে,আমার বাবা হাজী আবদুল হাকিম মাস্টার, মমতাময়ী মা কুলসূমা খাতুন তাঁরা আজ পৃথিবীতে নেই। তাঁরাসহ সকল মুসলমানদের মাগফিরাত কামনায় মহান রবের দরবারে পেশ করছি।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিশ্বশান্তি

প্রকাশকের কথা

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের পরও বিশ্ববাসী শান্তিতে নেই। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্য। সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বপরিমণ্ডলের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিমাত্রই বিনাবাক্য ব্যয়ে একথা স্বীকার করে নেবেন। অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেনো ক্রমশ নিচের দিকে নামছে বিশ্ববাসীর শান্তি-সুখের পারদ!

হারানো শান্তির খোঁজে বিশ্ববাসী নানাদিকে ঝোঁকছে। নানা মানুষের নানা মত নানান মাধ্যমে উপস্থাপিত হচ্ছে। তবুও কেউ শান্তির শতোভাগ সন্ধান দিতে পারছে না। শান্তি যেনো আজ সোনার হরিণ!

ইসলামের ইতিহাসজ্ঞ শ্রেণির কথা অবশ্য আলাদা। তারা জানেন এবং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখেন যে, বিশ্ববাসীর প্রকৃত শান্তি সুপ্ত রয়েছে বিশ্বস্রষ্টার প্রেরিত মহাপুরুষ, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতের অনুসরণেই। এই মহাসত্যকে সমকালীন বিশ্বের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসেই প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল মাদানী দীর্ঘ গবেষণা ও অধ্যবসায়ের বদৌলতে রচনা করেছেন **‘বিশ্বনবী সা. ও বিশ্বশান্তি’** শীর্ষক এক অনবদ্য গ্রন্থ।

ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রফেসর কামিল স্যারের বিশেষ ভক্ত। তাঁর সাপ্তাহিক জুমার আলোচনা, তাঁর গবেষণাধর্মী লেখালিখি খুবই হৃদয়গ্রাহী ও ফলপ্রসূ। ইতোপূর্বে বিবিধ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। এবার প্রকাশ পেতে যাচ্ছে, ‘বিশ্বনবী সা. ও বিশ্বশান্তি’।

গ্রন্থটি প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের বিশ্বাস, এই বই পাঠান্তে শান্তিহারা পাঠককুল প্রকৃত শান্তির সন্ধান পাবেন। এবং এর মধ্য দিয়ে শান্তির বার্তা পৌঁছে যাবে প্রত্যেক সমাজে, প্রতিটি রাষ্ট্রে এবং সারা বিশ্বে।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্যে কবুল করুন। আমিন!

শুভেচ্ছাসহ
ডা. মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন
এমবিবিএস, এফসিপিএস, (মেডিসিন)
এমডি (গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি)

লেখকের কথা

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মহামানব। মানবতার বিশ্বস্ত পথিকৃৎ, অকৃত্রিম জনদরদী, কল্যাণকামী, শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতুলনীয় দাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ। এককথায় তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত, সব কিছুতেই মহান। তাই তো দয়াময় প্রভু তাঁর সম্পর্কে একবাক্যে বলে দিয়েছেন:

“নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী”[১]

এ মহান আদর্শের টানেই দলে-দলে ইসলামের ছায়াতলে ছুটে এসেছিলেন আলোক-সন্ধানীরা। বিশ্বনবীর হাতে হাত রেখে আপ্লুত কণ্ঠে দিয়েছিলেন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যপূর্ণ ঘোষণা। বিশ্বনবী সা. জাহিলিয়াতের নিকশ আঁধার বিদূরিত করে রচনা করেন একটি আলোকিত ও সুন্দর পৃথিবী। জঘন্য বর্ণপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতির মূলোৎপাটনপূর্বক আশরাফ-আতরাফের দেয়াল বিচূর্ণ করে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেন গোটা মানবজাতিকে। ঘোষণা দেন– ‘তাক্বওয়া ও ভালো কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড।’

এবং ঘোষণা দেন, ‘আল্লাহ্ তা’আলার কাছে পছন্দের আমল মানবসেবা, মানুষকে একটু আনন্দ দেওয়া, অসহায় মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া, মসজিদে নববীতে দীর্ঘ একমাস ইতেকাফের চেয়েও উত্তম।’[২]

এভাবে বিশ্বনবী (সা.) বিশ্ববাসীর মধ্যে মানবিকতা ও সেবার মানসিকতা জাগ্রত করেছেন। স্বার্থপরতা পদদলিত করে সহমর্মিতাকে শানিত করেছেন। ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আদম সন্তানকে। তাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছেন অনুপম আদর্শের উজ্জ্বল উদাহরণ একদল সোনার মানুষ। যারা বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

---

[১]. সুরা কলম, আয়াত: ৫

[২]. মু'জামুল আওসাত, তাবরানী, হাদিস নং: ৬০২৬, হাসান লি গাইরিহি, আল্লামা আল-বানী হাদিসটি সাহিহুত তারগীবে রেওয়ায়েত করেছেন।

বিশ্বনবী (সা.) স্বীয় জীবদ্দশায় একটি সভ্য জাতি ও শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার বীজ বপন করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। তাঁর বিদায়ের মাত্র ৬ বছর পর ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা বিজ্ঞানের জগতে পদার্পণ করেন। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রীতি-সম্প্রীতিসহ সর্বক্ষেত্রে মানবজাতির অভূর্তপূর্ব কল্যাণ সাধন করেন। মুসলমানদের মতো এতো দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী কোনো জাতি ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। গ্রিক, পারস্য বা রোমকদের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি তা তাদের পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছিলো। তাঁরা ধর্ম, ভাষা, শিল্প তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে প্রভূত বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বর্তমান পশ্চিমা আধুনিক সভ্যতা মূলত মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছেই ঋণী।

সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক কিতাব কুরআনে কারিম অবতরণ ছিলো বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ, তিনি ছিলেন চলমান কুরআন। তিনি সঙ্গত কারণে নিরক্ষর তথা উম্মী নবী হলেও প্রথম দিন থেকেই তিনি ছিলেন মানুষ গড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সফল কারিগর, আদর্শমানব সম্পদ গঠনে ইতিহাসের বিস্ময়কর পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। নবীজি (সা.) স্বীয় কর্মশালায় প্রশিক্ষিত একদল আদর্শ সোনার মানুষের সমন্বয়ে গঠন করেন শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর এক বসুন্ধরা। উপহার দেন মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসায় ভরপুর এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ। নিশ্চিত করেন গণমানুষের জানমাল ও ইজ্জত-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা। সুপ্রতিষ্ঠিত করেন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানসহ সকল মৌলিক অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা, সমাজ থেকে বিদূরিত করেন জুলুম-অত্যচার, মারামারি-হানাহানি, নির্যাতন-নিপীড়ন ও যাবতীয় অন্যায় অনাচার সর্বস্তরের মানুষের জন্য আদল-ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীবাসীর গভীর আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হন। ফলে তাঁর সাথী-সাহাবিরা তাঁর ইশারা এমন কি অঙ্গুলি হেলনমাত্রই স্ব-স্ব জান-মাল তথা সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকারে ছিলেন সদাপ্রস্তুত। সাহাবায়ের কেরামের অন্তরে বিশ্বনবীর প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ-অনুকরণ এবং বাস্তবায়নের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা এতো তীব্র ছিলো যে, রীতিমতো তাঁরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তেন। ফলে তিনি বিশ্বশান্তিতে অসামান্য অবদান রাখার পাশাপাশি একটি শ্যান্তিপূর্ণ

আদর্শ সমাজগঠনেও সক্ষম ও সফল হয়েছিলেন।

বিশ্বনবীর কর্মময় সফল জীবনের আলোকে আমার সামান্য এ প্রয়াস সত্যানুসন্ধানী রাসুল প্রেমীদের সফল ও সুন্দর জীবন গঠনে রাখতে পারে অগ্রণী ভূমিকা– এ শুভ্র প্রত্যয়েই আমার এ শিল্পপথের পথচলা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গ্রন্থটি রচনা, মুদ্রণ, সংস্কার, পরিশুদ্ধী, পরিমার্জন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি, ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি কামনা করছি। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বইটির প্রথম প্রকাশের যাবতীয় খরচ বহনকারী আমার অনুপ্রেরণার উৎস, দীনের একনিষ্ঠ খাদিম, আমার অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত ভাই ডা. মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন, এমবিবিএস, এফসিপিএস, (মেডিসিন) এমডি (গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি)। আল্লাহ উনাকে ইহকালে সুস্থ, সুন্দর জীবন এবং পরকালে উত্তম যাযা দান করুন। সাথে সাথে আরো স্মরণ করছি ডা, রেজাউল করিম, এমডি- পার্কভিউ হাসপাতাল ও ডা. ইউসুফ, এমডি- ন্যাশনাল হাসপাতাল যারা আমার এই বইটির মুদ্রণের পথ যাত্রায় সার্বিকভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিশেষ করে আমার প্রিয় ভাই কাউছর মাহামুদ এবং উদিয়মান কবি প্রতিভাবান তরুণ লেখক আমার প্রিয় ছাত্র আলা উদ্দিন কবির যারা বইটির মান উন্নয়নে স্বেচ্ছায় সুন্দর সৃজনশীল পরামর্শ দিয়েছে। যে কোনো সৃজনশীল কাজ, কর্মে তাদের অতি আপন বিশ্বস্ত পেয়েছি। এক্ষেত্রে আরো যারা অবদান রেখেছে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি যেনো এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে তিনি দয়া করে জান্নাতের পাথেয় হিসেবে কবুল করে নেন, আমিন!

মাআস-সালাম

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল মাদানী
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

সূচি

প্রথম অধ্যায়
বিশ্বনবী (সা.) ছিলেন সকল গুণের আধার

মানুষের কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে দিলেন ২২
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাসুল ২৪
আদমের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ২৫
নবুয়তের প্রাসাদের পরিপূর্ণতা দান ২৬
ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা ২৭
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ২৮
বিশ্বনবীর আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় ২৯
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতেই তুলে নিলেন ৩১
বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) জীবন্ত কুরআন ৩৩
বিশ্বনবী (সা.) আদর্শ ও আমাদের করণীয় ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
রাসুল (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ জীবনী

০১. বিশ্বনবী (সা.)-এর পরিবারের মর্যাদা ৩৭
০২. বিশ্ববাসীর ওপর বিশ্বনবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ৩৭
০৩. তিনি শ্রেষ্ঠ পাঁচজন রাসুলের প্রধান ৩৯
০৪. বিশ্বনবী (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৪২
০৫. বিশ্বনবী (সা.)-এর বংশপরিক্রমা ৪৬
০৬. বিশ্বনবী (সা.) জন্ম তারিখ ও স্থান ৪৭
০৭. বিশ্বনবী (সা.) কর্মজীবন ৫০
০৮. বিশ্বনবী (সা.) ছোট্ট বয়সে ছাগল চরাতেন ৫০
০৯. কর্মজীবনের শুরুতে রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন ৫০
১০. খতমে নবুয়তের মহর ৫৩
১১. বিশ্বনবী (সা.) গঠন ৫৬
১২. বিশ্বনবী (সা.)-এর দুধ মা ৫৯

১৩. বিশ্বনবী (সা.)-এর দুধ ভাই ও বোন ৬০
১৪. বিশ্বনবী (সা.) যেসকল রমণীকে বিবাহ করেছিলেন ৬১
১৫. বিশ্বনবী (সা.)-এর সন্তানদের পরিচয় ৬৯
১৬. নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান ও তারিখ ৭৫
১৭. বিদায় হজ্বের প্রথম ভাষণ আরাফাতে ৭৬
১৮. আল্লাহ কর্তৃক দ্বীনের পূর্ণতার ঘোষণা ৭৮
১৯. সূরা নাসার অবতরণ ৭৯
২০. বিশ্বনবী (সা.)-এর বিদায়ের লক্ষণ ও একটি গাণিতিক সমীক্ষা ৮০
২১.উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য বিশ্বনবী (সা.)-এর নামাজ ৮১
২২. বিশ্বনবী (সা.)-এর একটি হাদিস ও আবুবকর (রা.)-এর বিশেষ অনুধাবন ৮২
২৩. ফাতেমা (রা.)-এর সাথে বিশ্বনবী (সা.)-এর গোপনে কথোপকথন এবং ফাতেমার কান্না ও হাসি ৮৫
২৪. বিদায় হজ্বের দ্বিতীয় ভাষণ, মিনার ময়দানে নাহার দিবসের ভাষণ ৮৬
২৫. বিশ্বনবী (সা.)-এর অসুস্থতা ৮৭
২৬. অসুস্থতা চরম আকার ধারণ করলো ৮৯
২৭. মৃত্যুর ৫ দিন পূর্বে করা রাসুল (সা.)-এর সর্বশেষ অসিয়ত ৯০
২৮. হে ফাতিমা! তুমি আমল করো ৯৩
২৯. বিশ্বনবী (সা.)-এর ওফাতের স্থান ও তারিখ ৯৩
৩০. বিশ্বনবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন ৯৪
৩১. রাসুল (সা.)-এর বর্জখি হায়াত ৯৫

তৃতীয় অধ্যায়
বিশ্বনবী (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

বিশ্বনবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে মুসলিম স্কলারগণ ৯৯
বিশ্বনবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে অমুসলিম স্কলারগণ ১০১
১ নং বৈশিষ্ট্য: তাঁর ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ হয় ১১৩
২ নং বৈশিষ্ট্য: অন্যান্য নবী-রাসুলের কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ ১১৪
৩ নং বৈশিষ্ট্য: শেষ নবীর রিসালত এবং নবুয়ত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ১১৫
৪ নং বৈশিষ্ট্য: মহানবী (সা.) শেষ নবী ১১৬
৫ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবী (সা.) ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ ১১৭

৬ নং বৈশিষ্ট্য: তাঁর নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ১১৮
৭ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবী নিষ্পাপ মাসুম, তাঁর কোনোগুনাহ নেই ১১৮
৮ নং বৈশিষ্ট্য: মহান রাব্বুল আলামিন রাসুলের (সা.) জীবনের শপথ করেছেন ১১৯
৯ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবী (সা.) 'জাওয়ামিউল কালিম' এর অধিকারী ১১৯
১০ নং বৈশিষ্ট্য: কাফেরদের মনে সবসময় ভীতি সঞ্চার হতো ১২০
১১ নং বৈশিষ্ট্য: গাছপালা কর্তৃক বিশ্বনবী (সা.)-কে সালাম দেয়া ১২১
১২ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবীর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া নিদর্শন ১২৪
১৩ নং বৈশিষ্ট্য: চতুষ্পদ জন্তু বিশ্বনবীর সাথে কথা বলতো ১২৫
১৪ নং বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ এবং ফেরেশতারা বিশ্বনবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন ১২৭
১৫ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবী (সা.)-এর পূর্বপুরুষদের কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন না ১২৭
১৬ নং বৈশিষ্ট্য: যেখানে রাত-দিন আছে, সেখানেই এই ধর্ম পৌঁছে যাবে ১২৮
১৭ নং বৈশিষ্ট্য: মহান রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবীর শত্রুকে নিজ হাতে দমন করেন ১২৯
১৮ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবীর কুৎসা রটনাকারীদের জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট ১৩০
১৯ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবী (সা.) হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন ১৩১

চতুর্থ অধ্যায়
সভ্যতা বিনির্মাণে বিশ্বনবী (সা.)-এর অবদান

১. জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতিগঠন ১৩৩
২. শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে তাকওয়াকেই ঘোষণা করেছেন ১৩৫
৩. সাম্য ও ইনসাফের অনন্য আদর্শ ১৪০
৪. গোত্রীয় ভেদাভেদ দূরীকরণ ১৪৪
৫. ঈমানের শাখা ১৪৫
৬. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সভ্যতা ও ঈমানের দাবি ১৪৬
৭. ঈমানের ও সভ্যতার শিক্ষা : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতা ১৪৮
৮. তিন জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন ১৪৯

৯. পানিতে প্রস্রাব না করা ১৫০
১০. পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা, বাতি নিভিয়ে দেয়া ১৫১
১১. রাগ প্রশমনের এক মহৌষধ ১৫৩
১২. ঘুম থেকে উঠে তিনবার হাত ধৌত করা ১৫৪
১৩. দুধ সবচেয়ে ভালো খাবার ও পানীয় ১৫৫
১৪. শুকরের মাংসকে কেন হারাম করা হয়েছে? ১৫৭
১৫. মদ কেন হারাম করা হয়েছে? ১৫৭
১৬. কাপড় পরিধান করার শিক্ষা ১৬০
১৭. কাপড় পরিষ্কার, চুল আঁচড়ানোর আদেশ ১৬২
১৮. বৈরাগ্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন ১৬৩
১৯. যারা ধোঁকা দেয়, ভেজাল করে তারা আমার দলভুক্ত নয় ১৬৪
২০. বেশি-বেশি চাওয়া, তথা লোভ জাহান্নামের স্বভাব ১৬৫
২১. খাবার নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেনা ১৬৬
২২. মানুষের সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে ধৈর্য ১৬৭
২৩. বিশ্বনবী (সা.)-এর চিকিৎসা ১৬৮
২৪. সুস্থতায় মধু ১৬৮
২৫. খেজুরের উপকারিতা ১৭০

পঞ্চম অধ্যায়
শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে বিশ্বনবী (সা.)

পরিপূর্ণ মানুষগঠনে ইসলামের ভূমিকা
১.ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মতপার্থক্য থাকবেই ১৭২
২.আমান বলতে যা বোঝায়: ১৭৩
৩. আস-সালাম বলতে যা বোঝায়: ১৭৪
ক. 'প্রকৃত মানুষ' গঠনে বিশ্বনবী (সা.)-এর অবদান ১৭৫
খ. ঈমান মজবুত ও অন্তরকে দৃঢ় করা ১৭৭
গ. ইসলামের মানদণ্ডে মানুষের মর্যাদা ১৭৮
ঘ. অন্যের সম্মান নষ্ট করার ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা ১৮০
ঙ. মানুষের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত অপরের জন্য হারাম ১৮০
চ. মানুষের দেহ আল্লাহর তৈরি দালান, তা ধ্বংস করার অধিকার কারো নেই ১৮২
৪. শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী বিষয়গুলো সরিয়ে ফেলা ১৮৩

ক. অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই এবং জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দান ১৮৩
খ. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধকরঃ ১৮৬
গ. সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রপ্রীতি ইত্যাদির বিপক্ষে ইসলামের লড়াই ১৮৭
ঘ. জাহেলি আত্ম-অহমিকার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই ১৮৮
ঙ. সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিপক্ষে ইসলামের লড়াই ১৯১
চ. ধর্মীয় বাড়াবাড়ি ও উগ্রতার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই ১৯২
ছ. সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত লোভ-লালসার বিপক্ষে ইসলাম ১৯৪
জ. দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম ১৯৬
৫. শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এমন কাজকে শক্তিশালী ও মজবুত করা ১৯৯
ক. মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ১৯৯
খ. নিষ্ঠা ও উদারতার প্রতি উৎসাহ প্রদান ২০১
গ. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও মার্জনার প্রতি উৎসাহ প্রদান ২০২
ঘ. পৃথিবীতে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ২০৪
ঙ. নম্র আচরণ কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনে ২০৫
চ. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানে সহায়ক ২০৭
ছ. ভালো কথা শান্তি ও নিরাপত্তা বয়ে আনে ২০৯
জ. লজ্জাশীলতা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে ২১০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ইসলাম

ক. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে যা বুঝায় ২১৩
খ. ধর্মের বিভিন্নতা আল্লাহর বিধান বা নিয়ম ২১৩
গ. অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহাবস্থানের আহ্বান ২১৫
ঘ. মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে উদারতার সাথে চলাফেরা করে ২১৬
ঙ. আহলে কিতাবদের খাবার ভক্ষণ ও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা যাবে ২২০
চ. আহলে কিতাবদের সহযোগিতা গ্রহণ ২২২
ছ. অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কিছু চমৎকার নমুনা ২২২

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বনবীর শিক্ষা কর্মশালা

সুন্নতে নববীর আলোকে শিক্ষাদান পদ্ধতি ২২৭
শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠপক্রিয়া সহজীকরণ ২২৯
শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ২৩২
জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষার্থীদের আত্মিক প্রশান্তি নিশ্চিত করণ ২৩৭
প্রয়োজনে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা ২৪০
প্রশ্নকারীর খোঁজ-খবর নেয়া, প্রশংসা করা এবং তার সাথে পরিচিত হওয়া ২৪২
উদাহরণ পেশ করে পাঠদান প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করা ২৪৩
ছাত্রদের প্রতি দয়া ও নম্রতাপ্রদর্শন ২৪৬
শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার ২৫০
ছাত্রদের বিরক্তি দূর করতে এবং তাদের মধ্যে উদ্যমতা ফেরাতে পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনা ২৫৩
ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে কথোপকথন পদ্ধতি ২৫৬
মনকে উজ্জীবিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের আবেগকে জাগিয়ে তোলা ২৬০

অষ্টম অধ্যায়

আদর্শ মানব গঠনে ইতিহাসের বিস্ময়কর পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব বিপ্লব

১. তারবিয়া এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৬৭
২. বিশ্বনবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ মানব গঠনে তার প্রভাব ২৬৯
৩. শিক্ষা-দীক্ষায় বিশ্বনবীর আদর্শ অনুসরণ ও এর অবদান ২৭২
৪. সদ্যোজাত জাতিকে ঈমান, তাকওয়া ও মানব-সম্মান শিক্ষা দিয়েছেন ২৭৫
৫. বিশ্বনবী (সা.) স্বীয় উম্মতকে প্রভূত পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছেন ২৮২

নবম অধ্যায়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দাওয়াত

১. বিশ্বনবী (সা.) উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেওয়ার ঘোষণা ২৯৬
২. বিশ্বনবী (সা.)-এর জাওয়ামিয়ুল কালিম ২৯৮
৩. সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ইসলামের দাওয়াত ২৯৯
৪. বিশ্বব্যাপী দাওয়াতি কার্যক্রম ৩০৩
৫. ওলীদ ইবনে মুগিরা ও আবু জেহেলেরে ষড়যন্ত্র ৩১০

৬. হযরত ওমর ফারুকের মুখে কালিমায়ে তাইয়্যিবা ৩১১
৭. প্রকাশ্যে কাবাগৃহে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা ৩১২

দশম অধ্যায়
বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা

০১. রাসুল (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ঈমানের অপরিহার্য দাবী ৩১৫
০২. নবীর মুহাব্বাতের প্রকৃত স্বরূপ ৩১৬
০৩. নবীর মুহাব্বাত মহান ইবাদত ৩১৬
০৪. আমরা নবী (সা.)-কে কেন মুহাব্বাত করব? ৩২০
০৫. নবী (সা.)-কে মুহাব্বাত করার বহিঃপ্রকাশ ৩২৩
০৬. নবী (সা.)-কে ভালবাসার বাহ্যিক দলিলসমূহ ৩২৪
০৭. নবী (সা.)-কে সম্মানের সহিত ডাকতে হবে ৩২৫
০৮. বিশ্বনবীর কথা, কাজ এবং মৌন সমর্থনকে সত্যায়ন করতে হবে ৩২৬
০৯. বিশ্বনবীর মুহাব্বাতের আরেকটি প্রমাণ ৩৩১

একাদশ অধ্যায়
সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কর্মে নবীজি (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

০১. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কর্মে বিশ্বনবী (সা.) প্রতি ভালোবাসার বিরল চিত্র ৩৩৬
০২. হযরত আলীর (রা.) মুহাব্বাত ৩৩৭
০৩. আবু বকর (রা.) ৩৩৮
০৪. নারী সাহাবী ৩৩৯
০৫. যুবক সাহাবী ৩৪০
০৬. যায়েদ ইবনে দাসনার মুহাব্বত ৩৪১
০৭. হযরত আবু সুফিয়ান এর স্বীকৃতি ৩৪১
০৮. হুদাইবিয়ার সন্ধি ৩৪২

দ্বাদশ অধ্যায়
রাসুলের মুহাব্বাতের পুরস্কার

০১. রাসুলের মুহাব্বাতের পুরস্কার ৩৪৪
০২. বিশ্বনবীর এক সাহাবী রাসুলের কাছে এসে বললেন ৩৪৬
০৩. ত্রুটিপূর্ণ মুহাব্বত এবং মুহাব্বত নিয়ে বাড়াবাড়ি ৩৪৮
০৪. হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা ৩৪৯
০৫. প্রথম দল হল : “আহলে জাফা” ৩৫৩
০৬. জাফা-এর কিছু লক্ষণ কিছু-কিছু মুসলমানদের মধ্যেও পাওয়া যায় ৩৫৪
০৭. মু’তাযিলা ৩৫৭
০৮. এখনকার একশ্রেণীর লোক ৩৬৩
০৯. দ্বিতীয় দলের পরিচয় ৩৬৩
১০. নবী (সা.) নূরের না কি মাটির তৈরী ? ৩৬৭
১১. তারা মনে করে আল্লাহ্ সর্বপ্রথম বিশ্বনবী (সা.)-কে সৃষ্টি করেছেন ৩৭৩
১২. তারা আরো মনে করে, রাসুল (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি ৩৭৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিশ্বনবী র ভালোবাসা অর্জনের উপায়

০১.আমরা আটটি গুণের অধিকারী হতে পারলে নবী (সা.)-এর ভালোবাসা অর্জন করতে পারবো ৩৭৭
০২. বেশি-বেশি দরূদ পাঠ নবীর (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার অন্যতম দাবি ৩৮৩
০৩. সালাত ও সালামের সংজ্ঞা ৩৮৫
০৪. দরূদ ও সালাম পেশ করার ফজিলত ৩৯০
০৫. যেসব মুহূর্তে দরূদ পাঠ করতে হয় ৩৯৭
০৬. দরূদ শরিফের বিভিন্ন ধরণ ও রূপ ৩৯৯
০৭. ইমাম ইবনুল কাইয়িম কর্তৃক বর্ণিত দরূদের চল্লিশ উপকারিত ৪০৬

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বনবী (সা.) ছিলেন সকল গুণের আধার

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন। যা ছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব বিপ্লব। মানবিকতার এমন কোনো দিক নেই যাকে তিনি পূর্ণতা দেননি। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ বানিয়েছেন এবং তাকে মহান চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। রাসুল (সা.)-এর মধ্যে সকল প্রকার ভালো গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল, তিনি ছিলেন সকল গুণের আধার।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সততা, সত্যবাদীতা অকল্পনীয় সহনশীলতা, ধৈর্য্য শক্তি, সুন্দর পরিচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা,বিনয় ও বিন্র চলাফেরা, আদব-কায়দা। শিষ্টাচার, সুমধুর ব্যতিক্রমী ব্যবহার, নিষ্ঠাবান সংগ্রামী জীবন, তার পর্যবেক্ষণ পারদর্শিতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রখর বুদ্ধিমত্তৃা, নারী অধিকার, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মনোভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সকল ধর্মের মানুষের প্রতি মানবাধিকার নিশ্চিত করণ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এবং সেগুলোর চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করে অমুসলিম মনীষীরা মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। এসব বিশ্বজোড়া খ্যাতনামা মনীষীরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন তিনিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনিই জগৎ শ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী। বিশেষ করে বিশ্বের সকল ধর্মের মানুষের প্রতি তার নিদারুণ মমত্ববোধ, সমত্ববোধ, মানবপ্রেম, সৃষ্টির প্রতি অগাধ ভালোবাসা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। মানবপ্রেমের এমন নজির ইতিহাসে বিরল। তাই সকল শ্রেণীর মানুষ তাকে ভালোবাসতো। পৃথবীর বুকে যত গবেষণা হয়েছে, এমনকি অমুসলিমদের গবেষণার মধ্যেও রাসুল (সা.)-কে সেরাদের সেরা হিসেবে নির্ধারণে বাধ্য হয়েছেন। মাইকেল এইচ হার্ট তার লিখিত গ্রন্থ দি হান্ড্রেড বইতে তিনি মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.)-কে সর্বকালের

সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি, উত্তম আদর্শ নির্বাচন করেছেন।

মানুষের কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে দিলেন

বিশ্বনবী (সা.)-এর একটি অন্যতম দিক হলো আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন দয়ালু শিক্ষকরূপে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। এবং তাঁর শিক্ষক হওয়ার প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী নবী, যার সৌরভময় সীরাতের কথা বলে শেষ করা যাবে না,যিনি মানুষের কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে দিলেন; অজ্ঞতার বোঝা, অন্যায়ের বোঝা। গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করলেন। জালিম শাসকেরা যে মানবতার ওপর অত্যাচার করছিলো, আঘাত করছিলো; সেই নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার হাবীবকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে রাসুল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিয়ে বলেন:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

অর্থ: 'আর তাদের ওপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করেন'।[৩]

আমরা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সর্বশেষ উম্মত, শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত। রবিউল আউয়াল মাস রাসুল (সা.)-এর আগমনের মাস ও তার তিরোধানের মাস। গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার সুব্হে সাদিকের সময় দুনিয়াতে মা আমেনার কোলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং একই তারিখ সোমবার তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সহিহ হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয় যে, তিনি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন।

١- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : "فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ."

[৩]. সূরা আ'রাফ: ১৫৭

১. অর্থ: আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত, "রাসুল (সা.)-কে সোমবারে রোযা রাখার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, সেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার ওপর কুরান অবতীর্ণ হয়েছিল"[৪]

٢- وثبت عنه أنه قال :تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.

২. অর্থ: "রাসুল (সা.)-এর হাদিস থেকে আরও সাব্যস্ত হয় যে, নিশ্চয় তিনি (সা.) বলেন, মানুষের আমলসমূহ পেশ করা হয় সোম ও বৃহস্পতিবারে। সুতরাং আমার আমলসমূহ আমি রোযা রাখা অবস্থায় পেশ করা হোক এমনটা আমি পছন্দ করি।[৫]

٣- عن ابن عباس (رضـ) قال:ولد النبي يوم الإثنين واستنبئ يوم الإثنين ، وتوفي يوم الإثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين ، ورفع الحجر يوم الإثنين.

৩. অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা.) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবারে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন, সোমবারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সোমবারে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, সোমবারেই মদিনায় পৌঁছেন এবং সোমবারে তিনি হাজরে আসওয়াদ উঠিয়েছিলেন।[৬]

রাসুল (সা.) পৃথিবীবাসীর কাছে রহমত হিসেবে আগমন করেছেন। পৃথিবীর মানুষকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রায় ২৪ বছর হিদায়েতের কাজ, নবুয়তের কাজ আঞ্জাম দেয়ার পর, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী ৬৩ বছর বয়সে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা র দরবারে চলে গেছেন।

[৪]. মুসলিম হাদিস নং: ১১৬
[৫]. ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, এবং আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
[৬]. মুসনাদে আহমদ -১৭২/৪) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

রাসুলে করিম (সা.)-এর বর্ণাঢ্য জীবনই শুধু নয়; তার পূর্বে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত আরো যত নবী রাসুল মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রেরণ করেছেন, যাদের কারো কারো (২৫জন) বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এসেছে। অসংখ্য নবী রাসুলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

অর্থ: "আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো বর্ণনা আমি আপনার কাছে করেছি এবং কারো কারো বর্ণনা আমি আপনার কাছে করিনি"।[৭]

দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাসুল

পবিত্র কুরআন মজিদে ২৫ জন রাসুলের কথা মহান আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে ৫ জন রাসুলকে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশেষভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাসুল হিসেবে বিবেচিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

অর্থ: "সুতরাং ছবর কর যেমন অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ত্যাগী রাসুলগণ করেছেন,... "।[৮]

তাঁদের কর্মময় জীবন মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই পাঁচজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসুল হচ্ছেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ত্যাগী রাসুলগণ হলেন- হযরত নুহ (আ.), হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। রাসুলের সংখ্যা সর্বমোট ৩১৩ জন। এই

[৭]. সূরা গাফির : ৭৮
[৮]. সূরা আহকাফ: ৩৫

৩১৩ জনের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ রাসুল হলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং নবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। তাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ নবী হলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান

রাসুল (সা.) সত্য প্রকাশের স্বার্থে নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ .

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি কেয়ামতের দিন আদম সন্তানের ইমাম (নেতা) হবো, এতে আমার কোনো অহংকার নেই। হামদের (আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা) পতাকা আমার হাতেই থাকবে, এতেও আমার কোনো গর্ব নেই। সেদিন আল্লাহ তা'আলার নবী আদম (আ.) এবং নবীগণের সকলেই আমার পতাকার নিচে থাকবেন। সর্বপ্রথম আমার জন্যই মাটিকে বিদীর্ণ করা হবে, এবং এতেও আমার কোনো অহংকার নেই"।[৯]

পৃথিবীতে যত আদম সন্তান এসেছে এবং আসবে, সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন, শেষ নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি (সা.) কেনো শ্রেষ্ঠ? কেনো আগমন করেছিলেন দুনিয়াতে? আমাদের জন্য কী রেখে গেছেন শ্রেষ্ঠ নবী?

তিনি একটি মিশন নিয়ে আগমন করেছিলেন। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, রিসালতের দায়িত্ব, নিয়ে তিনি এই ধরায় আগমন করেছিলেন। যে রিসালতের যাত্রা শুরু হয়েছিলো হযরত আদম (আ.)-কে দিয়ে। তিনিই

[৯] .আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত,ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং: ৩৬১৫, আল্লামা আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রথম মানব, প্রথম পিতা, প্রথম নবী। তাঁকে দিয়ে যে কাজের যাত্রা শুরু হয়েছিলো, সে নবুয়তের প্রাসাদ, সে নবুয়তের বাগান ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছিল রাসুলে করিম বিশ্বনবী (সা.) মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে।

নবুয়তের পরিসমাপ্তি

আল্লাহ তা'আলা রাসুলে করিম (সা.)-এর নুবওয়তের মাধ্যমে নবুয়তের প্রাসাদের পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁরপরে আর কোনো নবী-রাসুল প্রেরণ করবেন না, পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

অর্থ: 'হে লোকেরা, মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নয়; কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী।'[১০]

মুহাম্মাদ (সা.) কোনো পুরুষের বাবা ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর সর্বশেষ রাসুল এবং নবী। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ছেলে সন্তান ছিলো। তারপরেও কেন তাকে পুরুষের বাবা বলা যাবে না? উত্তরে বলা যায়, রাসুলে করিম (সা.)-এর পুত্রসন্তান যারা ছিলেন, তারা তো শিশু অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন, সাবালক হওয়ার আগেই মৃত্যু বরণ করেছেন। তাই স্পষ্টভাবেই বলা যায়, তিনি কোনো পুরুষের বাবা ছিলেন না। যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে দিয়েই নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাই দৃপ্ত কণ্ঠে বলা যায় তার পরে আর কোন নবী আসবেন না। যদি কেউ আসবে বলে ধারণা পোষণ করে, তবে তার ঈমান থাকবে না। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারাবাহিকতার ইতি টানা হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর নবুয়তকে হাদীস শরীফে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ " مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا

[১০]. সূরা আহযাব: ৪০

مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ

অর্থ: 'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করিম (সা.) বলেছেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করলো, সে তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করলো, কিন্তু একপাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেলো । অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো, ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হলো না কেনো? নবী (সা.) বলেন, আমিই সেই ইট, আর আমিই সর্বশেষ নবী ।'[১১]

ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা

আল্লাহর বিধানের পূর্ণতা, নবুয়তের পূর্ণতা, রাসুলের ওফাতের যখন মাত্র ৮২ দিন বাকি, বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষ জনতার সামনে রাসুল (সা.)-এর মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামিন ইসলামকে পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং রাসুলের কর্মের ওপর সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন । এই উম্মতের জন্য এটা মহাপ্রাপ্তি । রাসুল (সা.) জবলে রহতের পাদদেশে লক্ষাধিক সাহাবির সামনে এ ঘোষণা দেন । যে যুগে লোকসংখ্যা ছিল কম, সে যুগে ১ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করে ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া এত সহজ ছিলো না । বর্তমানে সৌদি আরবে ২ কোটির মতো মানুষ, সেখানে ১৪৫০ বৎসর পূর্বে কত মানুষ ছিলো, তা বর্তমান অবস্থা দেখলেই প্রতীয়মান হয় । মহান রাব্বুল আলামিন নবুয়ত ও রেসালতের পূর্ণতার ব্যাপারে ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

[১১]. ইমাম বুখারি এবং মুসলিম উভয়ই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তবে শব্দ ইমাম বুখারি (রহ.)-এর । বুখারি : ৩৫৩৫, মুসলিম : ২২৮৬ ।

অর্থ: 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি ।'[১২]

সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানব

এটা সত্যই আমরা উম্মতে মোহাম্মাদির জন্য গর্বের বিষয়, অনেক বড় অহংকারের বিষয় । মহান আল্লাহর স্বীকৃতি দেয়ার পর অন্য কারো স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই । সাক্ষ্যদানের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট । মহান আল্লাহর ওপর কথা বলার অধিকার কারো নেই । কেউ এটা বলতে পারবে না যে, ইসলাম অন্য ধর্মের মতো একটি ধর্ম । তবে মানা না মানা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার । নিজেকে মুমিন ও মুসলিম দাবি করলে ইসলাম অবশ্যই মানতে হবে, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, এ কথা বিশ্বাস না করে মুসলমান হওয়ার কোন পথ নেই । বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১৭০ কোটি মুসলমান, যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, কিন্তু আল্লাহকে মানে না, ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করে না, সে রকম মুসলমানের প্রয়োজনীয়তা কতোটুক? যার বিশ্বাসে ত্রুটি আছে, ঈমানে দুর্বলতা আছে, তাকে মহান আল্লাহ মুমিন হিসেবে কবুল করবেন না । হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শ্রেষ্ঠ মহামানব, সফল শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক । স্বল্প সময়ের মধ্যে যিনি বিশ্ব জয় করেছেন । বিশ্ববাসীকে একটি সুন্দর সফল রাষ্ট্রব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন । শুধু মুসলমানরাই নয়, অমুসলিম বিশেষজ্ঞরাও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন । যিনি জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । যিনি যুদ্ধের ময়দানে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, সর্বক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন । তিনি চারিত্রিক গুণাবলির কারণে নবুয়তের আগে মক্কাবাসী কর্তৃক "আল-আমিন" উপাধীতে ভূষিত হয়েছিলেন । মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

[১২]. সূরা মায়িদা : ৩

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থ: 'নিঃসন্দেহে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন।'[১৩]

যারা মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং রাসুলে করিম (সা.)-এর নবুয়ত ও রিসালতে বিশ্বাসী, তাদেরকে অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে একমাত্র আদর্শ হিসেবে মানতে হবে, তাতে সন্দেহের লেশমাত্র থাকতে পারবে না। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাজ-কর্ম, আদর্শ সবকিছু নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। আর এতে তাঁর সুন্নতের কার্যকারিতা এবং মানুষের জন্য কত যে উপকারীতা প্রমাণিত হচ্ছে। তাঁর আদর্শের স্বীকৃতিস্বরূপ মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ করেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: "আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।[১৪]

রাসুলের আদর্শ বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো আদর্শ গ্রহণ করা হয়, তাহলে ঈমানহারা হয়ে যাবে। নামে মুসলমান হলেও প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে না। যে প্রকৃত মুসলমান সে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছাড়া অন্য কোথাও আদর্শ অন্বেষণ করতে পারে না। পৃথিবীর কোনো গবেষক হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনে কোনো ত্রুটি খুঁজে পায়নি।

বিশ্বনবীর আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে সম্পাদন করার পর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য চলে গেছেন। কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার আদর্শ। রাসুলের আদর্শ অর্থ রাসুল (সা.)-কে জানা ও মানা। যদি আমরা মুখে লক্ষ-কোটিবার বলি, আমরা রাসুলে

[১৩]. সূরা কলম : ৪
[১৪]. সূরা আহযাব : ২১

করিম (সা.)-কে ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের জীবনে যদি রাসুলের আদর্শ না থাকে, তাহলে সে কথা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই না। রাসুলে করিম (সা.) চলে গেলেন, কিন্তু তিনি আমাদেরকে দুর্ভাগা ও হতভাগা অবস্থায় রেখে যাননি। তিনি আমাদেরকে এমন কিছু দিয়ে গেছেন, যা আমরা কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ, অনুকরণ করলে; কখনো পথহারা হবো না, কখনো পথভ্রষ্ট হবো না। রাসুলে করিম (সা.) আমাদেরকে খালি হাতে রেখে যাননি, তিনি আমাদের কাছে আমানত রেখে গেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ আমাদের নিকট রেখে গেছেন এমন দুটি জিনিস, যা আঁকড়ে ধরলে আমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবো না। আর তা হলো, কুরআন মজিদ ও রাসুলে করিম (সা.)-এর সুন্নত। এ প্রসঙ্গে রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন :

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ , وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি,তা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব, আর তার নবীর সুন্নত।[১৫]

রাসুলে করিম (সা.) যে দুটি আমানত আমাদের কাছে রেখে গেছেন, তা পৃথিবীর ভোগ-বিলাসের বস্তু গাড়ি-বাড়ি, দালান-প্রসাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রাসুলে করিম (সা.) আমাদের কাছে এমন কিছু রেখে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত যত বেশি অর্জন করবে তত বেশি সমৃদ্ধ ও সফলকাম হবে। রাসুলে করিম (সা.) গ্যারান্টি দিয়ে বললেন, যদি তোমরা এ দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরো, আমল করো, নিজের জীবনে প্রয়োগ করো, নিজের জীবনকে এ দু'টির আলোকে পরিচালিত করো; তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, পথ হারা হবে না। এ দুটি

[১৫]. মালিক ইবনে আনাস, মুয়াত্তা মালিক। ইবনে আবদুল বার,তামহিদ- ৩৩১/২৪। ইবনে হাজার, হিদায়াতুর রিওয়াত- ১৪০/১।

জিনিসে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি আসবে না, বিভ্রান্তি আসবে না। এজন্য এ দুটি জিনিসের ওপর ১০০% আস্থা রাখা যায়। কারণ এ দু'টির প্রথমটি সরাসরি মহান আল্লাহ্‌র ওহী। দ্বিতীয়টিও মহান আল্লাহ্‌র শেষ নবীর বাণী যা ওহীর অংশ। মহান আল্লাহ্ রাসুল (সা.)-এর কথা ও কাজের সত্যতার গ্যারান্টি দিয়ে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"তিনি মুহাম্মাদ (সা.) (নিজ থেকে) কোনো কথা বলেন না, তিনি যা বলেন তা ওহী থেকেই বলেন"।[১৬]

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতেই তুলে নিলেন

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন মজিদকে হিফাজতের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থ: "নিশ্চয় আমি এ কুরআনকে নাযিল করেছি এবং তা সংরক্ষণ করার দায়িত্বও আমিই গ্রহণ করেছি"।[১৭]

মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.)-এর পূর্বে যত কিতাব নাযিল হয়েছে, সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেননি, তাদের স্ব-স্ব জাতিকে তা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি ঐ সমস্ত নবীর উম্মতদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের ওপর নাযিলকৃত কিতাব তোমাদেরকেই হিফাযত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ

[১৬]. সূরা নজম: ৩,৪
[১৭]. সূরা হিজর: ৯

شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিলো হিদায়াত ও আলো। এর মাধ্যমে ইহুদিদের জন্য ফায়সালা প্রদান করত নবীগণ এবং রব্বানি ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিলো এবং তারা ছিলো এর ওপর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করো না। আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেয় না, তারাই কাফির।'[১৮]

পক্ষান্তরে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজের হাতেই তুলে নিলেন। এ কারণে এ কিতাবকে কেউ বিকৃত করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেউ বিকৃত করতে পারবেও না।

বাদশা হারুনুর রশিদ একদা রাষ্ট্রের সমস্ত পণ্ডিতকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেখানে একজন মহাপণ্ডিতকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে পণ্ডিত খলিফার ডাকে সাড়া দেননি। কিন্তু দেখা গেলো, পরের বছর সে পণ্ডিত খলিফার হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গত বছর আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বলেছিলাম, ইসলাম গ্রহণ করলে অনেক রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা উপঢৌকন দিবো বলেছিলাম, আপনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আর এ বছর কোনো দাওয়াত ছাড়াই নিজে নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কারণ কী ? তখন তিনি বললেন, মহামান্য বাদশা, আমি গত বছর এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তিনটি নুসখা বা পাণ্ডুলিপি তৈরি করলাম, একটি কুরআনের একটি তাওরাতের আর একটি ইনজিলের। তারপর আমি প্রতিটি পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করলাম এবং সে পাণ্ডুলিপিগুলো বিক্রি হয়ে

[১৮]. সূরা মায়িদা : ৪৪

গেলো, কিন্তু কুরআন বিক্রি হয়নি। তখন আমি বুঝতে পারলাম, কুরআনই হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। কুরআনকে বিকৃত করতে পারবে না। কুরআন সুউচ্চ, সুমহান, কেয়ামত পর্যন্ত তার সূর্য উদিত হতে থাকবে। কুরআন নিয়ে বলে শেষ করা যাবেনা। অনেক বড় বড় গবেষক পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শেষ করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) জীবন্ত কুরআন

রাসুলের হাদিসকে 'সুন্নতে রাসুল'বলা হয়। একবার কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসুলের চরিত্র কেমন ছিলো? তখন হযরত আয়েশা (রা.) তাদেরকে বললেন;

" كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ "

অর্থ: "তাঁর চরিত্র হলো কুরআন"।[১৯]

রাসুলের জীবনের কিছু অংশ মাক্কি, কিছু অংশ মাদানি। তাই কুরআন মজিদে দেখা যায় কিছু সূরা মাক্কি ও কিছু সূরা মাদানি।

কুরআন বোঝার জন্য, কুরআন মানার জন্য, আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। রাসুলের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য, রাসুলের গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্যে আমাদেরকে কুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আলেমরা, জ্ঞানীরা, নবীদের ওয়ারিস, নবীরা কোনো ধন-সম্পদ টাকা-পয়সার ওয়ারিস করেন না। রাসুলে করিম (সা.) জ্ঞানীদের সম্মানে বলেন:

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ

অর্থ: "নিশ্চয় ওলামায়ে কেরাম নবীগণের ওরারিস। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে কোনো স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা রেখে যাননি, বরং তারা মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন ইলম"।[২০]

[১৯]. মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং : ২৫৮১৩, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হাদিস সহিহ।
[২০]. সুনানে আবু দাউদ-৩৬৪১, তিরমিজি -২৬৮২। ইমাম আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বিশ্বনবী (সা.) আদর্শ ও আমাদের করণীয়

আমাদেরকে রাসুলের আদর্শ, সুন্নাতকে যিন্দা করতে হবে। এজন্য প্রত্যেকটি কাজ আমাদেরকে রাসুলের সুন্নতের আলোকে করতে হবে। শুধু জশনে জুলুস করলাম, মিষ্টি বিতরণ করলাম; অন্যদিকে সারা বছর রাসুলের কোনো সুন্নত পালন করলাম না, তাকে রাসুলের মুহাব্বত ও ভালোবাসা বলে না। রাসুলের ভালোবাসা বলা হয়, জীবনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মুহূর্ত রাসুলের সুন্নত মতো জীবন যাপন করা। রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ

অর্থ: "আলি ইবনে যায়েদ ইবনে জুদ'আন ইবনে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, "যে ব্যাক্তি আমার সুন্নতকে জীবিত করলো সে যেনো আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে"।[২১]

রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন :

"وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ"

অর্থ: "যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করো, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে"।[২২]

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে রাসুলের সাথে জান্নাতে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রাসুলের বিরুদ্ধে, তাঁর আদর্শ ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে কোনো আঘাত আসলে তা প্রতিহত করতে হবে। যদি কেউ রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, আর আপনার মনে কোনো জ্বালা সৃষ্টি না হয়, কোন ধরনের

[২১]. ইমাম তিরমিজি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আবু ঈসা বলেন, এই হাদিসটি হাসান এবং একদিক থেকে গারিব।
[২২]. মুসলিম হাদিস নং : ১০৭২।

প্রতিবাদ সৃষ্টি না হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে আপনি মুমিন নন। আপনি রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসেন না, রাসুল (সা.)-এর আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করবে, আর আপনি চুপ থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না, তাহলে মনে রাখতে হবে আপনার ঈমানের মধ্যে ত্রুটি আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

অর্থ:"যারা মুমিন তারা আল্লাহ্ এবং তার রাসুল (সা.)-কে সাহায্য করে"।[২৩]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা কে সাহায্য করার অর্থ হলো আল্লাহ্র দ্বীনকে সাহায্য করা। সর্বশক্তি দিয়ে রাসুলের আদর্শের পরিপন্থি কথা, কাজ প্রতিহত করা। ইসলামের ওপর আঘাত আসলে, কুরআনের ওপর আঘাত আসবে, রাসুলের আদর্শের উপর আঘাত আসলে সে রকম কাজের ও কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলা এবং তা প্রতিহত করা। যারা এই রকম করবে তারাই প্রকৃত সত্যবাদী, তারাই প্রকৃত মুমিন, প্রকৃত মুসলমান।

পরিশেষে, রাসুল (সা.) মুসলিম উম্মাহকে তেমনই একটা ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, যা দেহ ও আত্মার মাঝে সমন্বয় সাধন করে। যা জাগতিক চাহিদা ও আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলোর মাঝে ভারসাম্য তৈরি করে। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের মনের গভীরে ঈমানের বীজ বপন করে দিয়েছেন। মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন। তাদের হৃদয় থেকে জাহেলিয়াতের চিন্তা-ভাবনাকে মূলোৎপাটন করেছেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের মহানুভবতা শেখানোর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রতার বিপক্ষে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে রাসুলের আদর্শ ও সুন্নাতকে যিন্দা করতে হবে। এ জন্য প্রত্যেকটি কাজ রাসুলের সুন্নতের আলোকে করতে হবে।

[২৩]. সূরা হাশর,আয়াত নং-৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বনবী (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ জীবনী

বিশ্বনবী (সা.)-এর পরিবারের মর্যাদা

বিশ্বনবী রাসুল (সা.)-এর পরিবার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার, তাঁরা বিশ্ববাসীর নিরাপত্তার প্রতীক এবং তাঁদের রাসূল (সা.) নূহ (আ.)-এর কিশতির সাথে তুলনা করেছেন, এবং তাঁদের ভালোবাসাকে রাসূলের ভালবাসার সাথে তুলনা করে ইরশাদ করেন-

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছ থেকে এ দ্বীন প্রচারে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; তবে আত্মীয়তার সূত্রে যে সৌহার্দ্য রয়েছে সেটা আলাদা।'[২৪]

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন,

مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ

অর্থ:'তোমাদের মধ্যে আমার পরিবার নুহ (আ.)-এর কিশতির মতো, যে এই কিশতিতে আরোহণ করবে, সে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে দূরে থাকবে। সে ডুবে যাবে।'[২৫]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন,

النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، إِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ

অর্থ: "আসমানবাসীদের জন্য তারকারাজির অবস্থান যেমন নিরাপত্তার প্রতীক। তেমনি আমার পরিবার পৃথিবীবাসীর জন্য নিরাপত্তার প্রতীক।

[২৪]. সূরা আশ-শুরা
[২৫]. ইমাম আহমদ ও হাকীম আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত।

যখন আমার পরিবার পৃথিবী থেকে চলে যাবে, তখন পৃথিবীবাসীও ধ্বংস হয়ে যাবে ”।[২৬]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন,

أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي

অর্থ:‘তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে মুহাব্বত কর। কেননা তিনি তাঁর নিয়ামতরাজি দিয়ে তোমাদেরকে খাবার যুগাচ্ছেন। আর আল্লাহ তা‘আলার মুহাব্বতে তোমরা আমাকে মুহাব্বত কর এবং আমার মুহাব্বতে আমার পরিবারকেও মুহাব্বত কর।’[২৭]

أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

অর্থ: হযরত আবু বকর (রা.) আলী কে (রা.) বলেছেন, হে আলী ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, রাসুল (সা.)-এর সান্নিধ্য অর্জন করা, আমার কাছে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে অধিক প্রিয়।[২৮]

অপর বর্ণনায় আবু বকর (রা.) বলেন-

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم قَالَ: "ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.

অর্থ: অপর বর্ণনায় আবু বকর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.)-এর পরিবার সংরক্ষণের মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।[২৯]

বিশ্ববাসীর ওপর রাসুল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

রাসুল (সা.) সর্বকালের সর্বযুগের মহামানব, এবং সকল আদম সন্তানের সর্দার। নিচে আমি কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করেছি।

[২৬]. মুসনাদে ইমাম আহমদ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত।
[২৭]. তিরমিযি, বাইহাকী, ইমাম হাকীম।
[২৮]. বুখারী, মুসলিম, আহমদ।
[২৯]. বুখারী, আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত।

১ নং হাদিসঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ

অর্থ: “আমি কেয়ামত দিবসে আদম সন্তানদের সর্দার হবো, এবং আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি যাকে কবর থেকে উঠানো হবে, এবং আমিই হবো সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সুপারিশ কবুলকৃত ব্যক্তি।”[৩০]

২ নং হাদিসঃ হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلَا فَخْرَ

অর্থ: “আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানদের সর্দার হবো এবং এতে আমার কোনো অহংকার নেই। আমার হাতেই থাকবে কৃতজ্ঞতার ঝাণ্ডা এবং এতে আমার কোনো অহংকার নেই, হযরত আদম (আ.)-সহ সকল নবী সেদিন আমার ঝাণ্ডার নিচে থাকবে। আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার কবর বিদীর্ণ করা হবে এবং এতে আমার কোনো অহংকার নেই।”[৩১]

৩ নং হাদিসঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

[৩০]. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিম, ২২৭৮ নং হাদিস।
[৩১]. হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিরমিজি : ৩৬১৫, ইমাম আল-বানী এই হাদিসটিকে হাসান ও সহিহ বলেছেন।

অর্থ: "ছয়টি ক্ষেত্রে আমাকে অন্যান্য নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। ১. আমাকে জাওয়ামিয়ুল কালিম (ব্যাপক অর্থবহ সংক্ষিপ্ত শব্দ বা বাক্য) দান করা হয়েছে। ২. আমাকে রুওব (বাতিলের জন্য আতঙ্ক) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ৩. আমার জন্য গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বৈধ করা হয়েছে। ৪. সমগ্র পৃথিবীর জমিনকে আমার জন্য করা হয়েছে পুত-পবিত্র ও সেজদার স্থান। ৫. সৃষ্টিকুলের নিকট আমাকে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। ৬. এবং আমার মাধ্যমে নবীপ্রেরণের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি করা হয়েছে।"[৩২]

এই ছয়টি ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়। যথা: ১. মহা সুপারিশ। ২. তিনি (সা.) সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা হবে। ৩. নবীদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক অনুসারী তাঁরই হবে ৪. তাঁর উম্মতের সংখ্যা জান্নাতের অধিবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ হবে। ৫. তিনিই হবেন কিয়ামত দিবসে কৃতজ্ঞতার ঝাণ্ডাধারী। ৬. তিনি সেদিন হাউজে কাউসারের মালিক হবেন। ৭. এবং তিনি সেদিন ওসিলারও মালিক হবেন। ওয়াসিলা হলো জান্নাতের এমন এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান যা একমাত্র রাসুল (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত থাকবে। ৮. তিনি কিয়ামত দিবসে নবীগণের ইমাম ও খতিব হবেন।

তিনি শ্রেষ্ঠ পাঁচ রাসুলের প্রধান

অন্যরা হলেন, নুহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা (আ.)

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾

অর্থ: "অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী রাসুলগণ করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হতো, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন

[৩২]. মুসলিম : নং ৫২৩, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত ।

তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।[৩৩]

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সেই পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।"[৩৪]

পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবে এ পাঁচজন নবীর তালিকায় আল্লাহ রাসুল (সা.)-কে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন।

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا ، مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

অর্থ: "যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিলাম।"[৩৫]

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী-রাসুলগণের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ।[৩৬]

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾

অর্থ: "আমি ইতোপূর্বে আদম (আ.)-এর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিলো এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।"[৩৭]

[৩৩]. সূরা আল আহক্বাফ : ৩৫
[৩৪]. সূরা আশ শুরা : ১৩
[৩৫]. সূরা আহযাব : ৭
[৩৬]. মুসনাদে আহমদ।
[৩৭]. সূরা ত্বোয়া-হা : ১১৫

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা আনআম-এর ৮৩-৮৭ আয়াতে **১৮** জন রাসুলের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন-

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ*وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَ هَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ*وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ*وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ*وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

অর্থ: এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহিমকে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথপ্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নুহকে পথ প্রদর্শন করেছি- তার সন্তাানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এবং ইসমাইল, ইয়াসা ইউনুস ও লুতকে- প্রত্যেককে আমি সারা বিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি।[৩৮]

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كم الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: «ثَلَاثمِائَة وبضع عشر جماً غفيراً»

৩৮. সূরা আনয়াম : ৮৩-৮৭

অর্থ: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, রাসুলগণের সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, রাসুল ছিলেন তিনশত পনেরো জন।[৩৯]

অপর বর্ণনায় আবু যর রা. থেকে বর্ণিত,

وفي رواية أخرى عن أبي ذرٍ رضي الله عنه: أنّ الأنبياءَ مائةُ ألفٍ وأربعةٌ وعشرونَ ألفًا، وأنّ الكُتبَ المنَزّلَةَ مائةٌ وأربعةُ كُتُبٍ

অর্থ: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, নবীগনের সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার।[৪০]

আবু উমামা থেকে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আবু যর বলেন,

عن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال: مائة ألف، وأربعة وعشرون ألفاً، والرّسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسةَ عشر، جمّاً غفيراً.

অর্থ: আবু উমামা থেকে একটি রেওয়ায়েত এসেছে, আবু যর বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! নবীগণের সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, ১ লক্ষ চব্বিশ হাজার। এবং তাদের মধ্য থেকে রাসুল ছিলেন তিনশত পনের জন। অপর এক বর্ণনায় ইবনে হিব্বান বলেন, পৃথিবীতে প্রেরিত ১,২০,০০০ জন নবীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।[৪১]

বিশ্বনবী (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নবী(সা.)-এর নাম, মুহাম্মাদ। উপনাম: আবুল ক্বাসিম।

তাঁর আরো কিছু প্রসিদ্ধ নাম আছে যা সহিহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আহমদ, মাহী, হাশীর, আক্বীব, মুক্বফী রাসুল (সা.)-এর "মুহাম্মদ" নামটি পবিত্র কুরআনে ৪ বার এসেছে: যথা-

৩৯. মিশকাত ৫৬৬৯, আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল-বানী এই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

৪০. শাউকানী, ফাতহি আররাব্বানী, আবি জর থেকে বর্ণিত, খণ্ড নং/পৃষ্ঠা-৪৮৪/১, হাদিসটি সানাদ হাসান।

৪১. ইবনে আবি হাতেম রিওয়ায়াত করেছেন, হাফেজ ইবনে কাছির বর্ণনা করেছেন তাঁর তাফসিরে পৃ., খ. ২/৫৮৬ এবং বলেছেন, আবু জার (রা.)-এর হাদিসটি নবীদের সংখ্যা বর্ণনায় প্রসিদ্ধ হাদিস, তবে কারে কারো মতে হাদিসটি জয়িফ।

১ -﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ﴾

অর্থ: আর মুহাম্মদ একজন রাসুল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত যদি কেউ পশ্চাৎগমন করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।[৪২]

২- ﴿كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

অর্থ: মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।[৪৩]

৩-﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾

অর্থ: আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।[৪৪]

٤-﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

অর্থ: মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরাগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।[৪৫]

[৪২]. সূরা আলে ইমরান :১৪৪
[৪৩]. সূরা আহযাব: ৪০
[৪৪]. সূরা মুহাম্মদ :২
[৪৫]. সূরা আল ফাতহ :২৯

আর রাসুল (সা.)-এর আহমদ নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে মাত্র একবার। আর তা হলো-

৫-﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾

অর্থ: 'স্মরণ করো, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) বললো, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তার নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলো, তখন তারা বলল: এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।'[৪৬]

বিশ্বনবী (সা.)-এর বংশপরিক্রমা

মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশপরিক্রমা হলো- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হিশাম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআব ইবনে লুয়াই ইবনে ইবনে গালিব ইবনে ফেহের ইবনে মালেক ইবনুন নজর ইবনে কেনানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুজার ইবনে নিযার ইবনে মায়াদ্দি ইবনে আদনান। এতে কোনো মতানৈক্য নেই যে, আদনান হলেন ইসমাইল (আ.)-এর ছেলে।[৪৭]

বিশ্বনবী (সা.)-এর পিতা

রাসুল (সা.)-এর সৌভাগ্যবান পিতা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হিশাম ইবনে মানাফ। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের ১০ জন পুত্র সন্তান ছিলো। দশম পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর তিনি মানত্

[৪৬]. সূরা আছ ছাফ : ৬
[৪৭]. ইবনে হিশাম : আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ১/১, ইবনে ক্বায়্যিম আল জুযিয়্যাহ : যাদুল মায়াদ ৭১/১, আস সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ২৩৯/১, ইবনে কাছিরঃ আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ১৮৯/১।

করলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহর জন্য কুরবানি তথা উৎসর্গ করে দিবেন। অতঃপর তিনি একজনকে নির্বাচিত করার জন্য লটারির ব্যবস্থা করলেন। লটারিতে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতা আব্দুল্লাহর নাম উঠে এলো। আব্দুল্লাহ ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের সবচেয়ে আদরের পুত্র। কোরাইশদের কাছে এবং তার নানার গোত্র বনী মাখযুমের লোকদের কাছেও তিনি ছিলেন অতি প্রিয়। তাই সকলে তাকে কুরবানি দিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর তার পরিবর্তে ১০০ টি উট দ্বারা সেই কুরবানি সম্পন্ন করা হয়।

এরপর আব্দুল মুত্তালিব তার প্রিয়পুত্র আব্দুল্লাহর বিবাহকার্য সম্পাদন করলেন কোরাইশ গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত নারী আমেনা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যোহরা ইবনে কিলাবের সাথে। আমেনা ছিলেন বংশ মর্যাদায় কোরাইশের সর্বোৎকৃষ্ট নারী।

বিবাহের কিছুদিন পর আব্দুল্লাহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে মদিনায় তাঁর মামাদের কাছে অবস্থান করেন। এবং সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে নাবেগা আল জুওদির বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। রাসুল (সা.)-এর জন্মের পূর্বেই তিনি মারা যান। আর রাসুল (সাঃ)-এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তার মা আমেনা মৃত্যুবরণ করেন।[৪৮]

বিশ্বনবী (সা.)-এর চাচা ও ফুফুগণ

রাসুল (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের যে দশজন পুত্রসন্তান ছিলো তারা হলেন- আব্বাস, আব্দুল্লাহ, হামজা, আবু তালিব, যুবাইর, হারিস, খাজাল, আল মুক্বায়িম, দেরার এবং আবু লাহাব (যার নাম ছিলো আব্দুল উজ্জা)। এখানে রাসুল (সা.)-এর পিতাকে বাদ দিলে তার চাচাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ জন। রাসুল (সা.)-এর কাছে যখন ইসলামের পয়গাম এসেছিলো। তখন তাঁর চাচাদের মধ্য থেকে ৪ জন জীবিত ছিলেন। তারা

[৪৮]. ইবনে হিশামঃ আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ১৫৬/১, ইবনুল আছীরঃ আল কামিলু ফিত তারীখ ৩৬১,৫৪৮/১, আত-তাবরিঃ তারীখুল উমামে ওয়াল মুলুক ৪৫৮/১।

হলেন, আব্বাস, হামজা, আবু তালিব এবং আবু লাহাব। এদের মধ্য থেকে আব্বাস এবং হামজা ইসলাম গ্রহণ করলেও বাকি দুজন আবু তালেব ও আবু লাহাব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতে পারেনি। বরং তারা তাদের কুফরিতে নিমজ্জিত ছিলেন।

অন্যদিকে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সন্তান তথা রাসুলের ফুফুদের সংখ্যা ছিল ৬ জন। তাঁরা হলেন সফিয়্যাহ, উম্মে হাকিম আল বায়দাহ, আতেকাহ, উমাইমা, আরওয়া এবং বাররাহ।[৪৯]

বিশ্বনবী (সা.)-এর মায়ের পরিচয়

রাসুল (সা.)-এর মমতাময়ী মা হলেন, আমেনা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে ইবনে যাহরা ইবনে হাকিম ইবনে মুররাহ। হাকিম ইবনে মুররাহ হলেন বাবার দিক থেকে রাসুল (সা.)-এর পঞ্চম দাদা।

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসুল (সা.)-র পিতা-মাতা উভয়ে একই বংশমূল থেকে এসেছে। তাঁদের দুজনের বংশধারা হাকিম ইবনে মুররাহ পর্যন্ত গিয়ে একত্রিত হয়েছে। যার অপর নাম ছিলো কিলাব। রাসুল (সা.)-এর নানাদের মধ্যে দুই নাম্বারে আবদে মানাফ নামে যে ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় তিনি এবং দাদাদের মধ্যে যে আবদে মানাফ রয়েছেন তারা উভয়ে কিন্তু একই ব্যক্তি নন। বরং ভিন্ন ব্যক্তি।[৫০]

রাসুল (সা.)-এর পিতা মাতা উভয়ের দাদাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফেহের। যার অপর নাম ছিলো কুরাইশ। তিনি রাসুল (সা.)-এর দশম দাদা ছিলেন। এবং তাঁর নাম অনুসারেই কুরাইশ বংশের নামকরণ করা হয়েছে। কুরাইশ বংশের ১২ টি শাখা গোত্র ছিলো। এসব গোত্রের একটি ছিলো বনু আবদে মানাফ। আবদে মানাফ রাসুল (সা.)-এর তৃতীয় দাদা। তিনি ছিলেন কোরাইশ গোত্রের এমন একজন নেতা, যার সম্মান ও মর্যাদা ছিলো মক্কার আরবদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত।

[৪৯]. ইবনে সায়্যিদুন নাছ : উয়ুনুল আছর ৩৬৯/২, আছ ছোহাইলি : আর রাদুল আনফ ২১০-২১৬/১, ইবনে হিশামঃ সিরাতুন নাবাবিয়া ১০৮-১১০/১, ইবনে কাছীরঃ সিরাতুন নাবাবিয়া ১০২, ১০৩, ১৭৪, ১৮৪/১।
[৫০]. ইবনে হিশামঃ আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ- ১০৮-১১০/১,

তিনি ছাড়াও রাসুল (সা.)-এর দাদা ও নানাদের প্রত্যেকেই ছিলেন অতীব সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত নেতা। তাঁদের কারো মধ্যে জাহেলি যুগের অজ্ঞতা, অনৈতিকতা ও কদর্যতার লেশমাত্র ছিলো না। সুতরাং রাসুল (সা.)-এর বংশ ছিল অত্যন্ত পূতপবিত্র একটি বংশ।[৫১]

দাদী : ফাতেমা বিনতে আমরাল মাখযুমিয়্যাহ।

নানী : বুররাহ বিনতে আব্দুল উয্যা বিন ওসমান বিন আব্দুদ্দার বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ।

বিশ্বনবী (সা.) জন্ম তারিখ ও স্থান

রাসুল (সা.) পবিত্র মক্কার সাফা পর্বতের নিকটে আবু তালিবের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের স্থানটিতে বর্তমানে "মক্কা লাইব্রেরী " নামে বিশাল একটি উন্মুক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (সম্ভবত) ১২-ই রবিউল আওয়াল হিজরী সনের ৫৩ বছর পূর্বে ২০ এপ্রিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে-

عن جابر وابن عباس أن أنهما قالا : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات

অর্থ: "অতপর তাঁর জন্ম সন হলো, আমুল ফিল তথা হস্তীবর্ষ ১২ রবিউল আওয়াল, সোমবার। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়তপ্রাপ্ত হন এবং সোমবারেই মৃত্যুবরণ করেন।"[৫২]

রাসুল (সা.)-এর জন্ম তারিখ (দিন ও মাস) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও সিরাতবেত্তাদের মতানৈক্য রয়েছে। অবশ্যই এর পেছনে একটি

[৫১]. ইবনে হিশামঃ আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ- ১০৮-১১০/১,

[৫২]. ইবনে ইসহাক তার বর্ণনা দিয়েছে, এবং ইবনে আবি শাই'বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এ হাদিসটি রেওয়াত করেছে।

যৌক্তিক কারণও রয়েছে। তা হলো, রাসুল (সা.) যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর ভবিষ্যৎ শান ও মর্যাদা সম্পর্কে কারো জানা ছিলো না। তখন আর অন্য আট-দশটি সাধারণ নবজাতক শিশুর মতই তাঁর জন্ম তারিখ সংরক্ষণ করাটা কেউ প্রয়োজন মনে করেনি। তাই রাসুল (সা.)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কারো নিশ্চিত কোনো জ্ঞান নেই।

তবে তাঁর জন্মের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পাওয়া যায় তা হলো, জন্ম সন ও বার। অতঃপর তাঁর জন্মসন হলো আমুল ফিল তথা হস্তীবর্ষ। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, রাসুল (সা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর জন্মের বছর ছিলো আমুল ফিল তথা হস্তীবর্ষ।[৫৩]

তাছাড়া অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মত পোষণ করেছেন যে, রাসুল (সা.)-এর জন্ম আমুল ফিল তথা হস্তী বর্ষে হয়েছিলো। আধুনিক যুগের ওলামায়ে কেরাম এবং পশ্চিমা স্কলারগণও এই মতকে সমর্থন জানিয়েছেন। এবং তারা হস্তীবর্ষ-এর ইংরেজি সন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৫৭০ কিংবা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ।[৫৪]

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টির ব্যাপারে সবাই একমত তা হলো, রাসুল (সা.) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি সোমবারে নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং সোমবারেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আবু কাতাদাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সোমবারে রোজা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছি- অথবা আমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।[৫৫]

[৫৩]. যাদুল মা'আদ ফি হুদা খাইরিল ইবাদ: ৭৬/১।

[৫৪]. আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ সহিহা: ৯৭১১।

[৫৫]. মুসলিম: ১১৬২।

রাসুল (সা.)-এর জন্মের ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী যে মতটি আমাদের সামনে এসেছে তা হলো, রবিউল আউয়াল মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখের কোনো একটি দিনে তাঁর জন্ম হয়েছে। কিছু মুসলিম গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে, রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখের সাথেই সোমবারের মিল পাওয়া যায়। সে হিসেবে ইংরেজি তারিখ দাঁড়ায় ২০ এপ্রিল ৫৭১ খৃ.। এখানে আরো অনেক মতামত থাকতে পারে। তবে কিছু আধুনিক সীরাতবিদ এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ওস্তাদ মুহাম্মদ খাদরী এবং ছফিউর রহমান আল মুবারকপুরী।[৫৬]

লালন-পালনকারীর নাম: উম্মে আইমান।

[৫৬]. ছফিউর রহমান আল মুবারকপুরী, রাহিকুল মাখতোস, পৃষ্ঠা নং- ৪১; নুরুল ইয়াকিন ফি সিরাতে মাহায়্যিদুল মুরসালিন, পৃষ্ঠা নং- ০১

বিশ্বনবী (সা.)-এর কর্মজীবন

বিশ্বনবী (সা.) ছোট্ট বয়সে ছাগল চরাতেন

ছাগল চরানো নবীগণের সুন্নাত বিধায়, আল্লাহ বিশ্বনবীকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেননি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ،كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ .

অর্থ: 'নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেনি যিনি ছাগল চরাননি। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি অর্থের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।'[৫৭]

বিশ্বনবী (সা.)-এর ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম গমন

যৌবনের শুরুতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দিষ্ট কোনো কর্ম ছিলো না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে যা পাওয়া যায়, তা হলো তিনি ছাগল চরাতেন। প্রথমে তিনি বনি সা'দ গোত্রের ছাগল চরিয়েছেন, এরপর মক্কায় এসে অর্থের বিনিময়ে সেখানকার অধিবাসীদের ছাগল চরিয়েছেন।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খদিজা (রা.)-এর কিছু সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম গমন করেন। ইবনে ইসহাক বলেন, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ অর্থবিত্ত এবং সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়িক মহিলা। তিনি নিজের সম্পদ নিয়ে বাণিজ্য করার জন্য মুদারাবা চুক্তিতে লোক নিয়োগ দিতেন। যখন তিনি রাসুল (সা.)-এর সততা, আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার কথা শুনলেন, তখন তার কাছে খবর পাঠালেন এবং তাকে ডেকে আনলেন। অতঃপর খদিজা (রা.) তাকে নিজের সম্পদ নিয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শাম গমন করার জন্য প্রস্তাব

[৫৭]. সহিহ বুখারী, বাবু রায়াইল গানামি আলা কারারীত : ২১৭০।

করলেন। এবং এর বিনিময়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীকে যা প্রদান করে থাকেন তার চেয়েও উত্তম বিনিময় অফার করলেন।[৫৮]

ব্যবসার ফযিলত বা মর্যাদা:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

অর্থ: ‘তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার করো। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।’[৫৯]

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ: অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৬০]

রাফে ইবনে খদীজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

অর্থ: ‘বলা হলো হে আল্লাহর রাসুল, কোন্ উপার্জন সবচেয়ে উত্তম? তিনি (সা.) বলেন, ব্যক্তির নিজ হাতের কর্ম বা উপার্জন এবং প্রত্যেক সৎ ব্যবসা।’[৬১]

মিকদাম ইবনে মা’দী কারাব (রা.) থেকে বর্ণিত,

[৫৮]. আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লিইবনে হিশাম (২৩৪-২৩৫/২। আর রাহিকুল মাখতাম, ৫০-৫১।

[৫৯]. সূরা মুলক : ১৫

[৬০]. সূরা জুময়াহ :১০

[৬১]. মুসনাদে আহমদ: ১৭২৬৫, রাফে ইবনে খদীজ থেকে বর্ণিত, হাদিস বিশারদগন বলেন, এই হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" :مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ" وفي رواية" :إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ"

অর্থ: ‘তিনি নবি করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নিজ হাতে কর্ম করে উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ গ্রহণ করেনি। এবং নিশ্চয় আল্লাহর নবি দাউদ (আ.) নিজ হস্তে উপার্জন করে তা দিয়ে খাবার খেতেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা যা ভক্ষণ করো তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো যা তোমরা নিজে উপার্জন করে থাকো।’[৬২]

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) থেকে অন্য একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بها وجهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ."

অর্থ: ‘তোমাদের কেউ যখন রজ্জু নিয়ে (জংগলের দিকে) বের হয় অতঃপর তা দিয়ে লাকড়ির বোঝা বেঁধে নিজ কাঁধে করে নিয়ে আসে এবং তা বিক্রি করে (যে অর্থ পায়) তা দ্বারা আল্লাহ তা’আলা তাকে অন্যের কাছ থেকে চেয়ে খাওয়া থেকে বিরত রাখে। এই কাজটা তার জন্য, উত্তম মানুষের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার চেয়ে। চাই মানুষ তাকে দিক অথবা না দিক।’[৬৩]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :كَانَ زَكَرِيَّا عليه السلام نَجَّارًا

[৬২]. বুখারী, সুনানে তিরমিজি : ১৩৫৮, মিকদাম ইবনে মা’দী কারাব (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম তিরমিজি বলেন, এই হাদিসটি সহিহ ও হাসান।

[৬৩]. ইমাম বুখারী (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থে যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) থেকেবুখারী- ১৪৭১।

অর্থ: ‘নিশ্চয় নবি করিম (সা.) বলেছেন, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী ।’[৬৪]

বিশ্বনবী (সা.)- কে মেঘখণ্ড ছায়া দিতো

ইমাম তিরমিজি, হাকেম ও ইবনে আবি শাইবা বর্ণনা করেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تظله غمامة في سفره إلى الشام مع عمه أبي طالب.

অর্থ: নিশ্চয় নবী করিম (সা.) চাচা আবু তালিবের সাথে শামে সফর করা অবস্থায় একটি মেঘখণ্ড তাঁকে ছায়া দিতো । [৬৫]

কোনো-কোনো আলেম হাদিসটাকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন । আবার কেউ-কেউ দুর্বল ও মওজু বলে আখ্যা দিয়েছেন ।[৬৬]

দালাইলুন নবুওয়াত-এ আবু নুয়াইম থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে,

وملكان يظلانه.

অর্থ: দু’জন ফেরেশতা তাঁকে ছায়া দিতেন ।[৬৭]

খতমে নবুয়তের মহর

বিশ্বনবী (সা.)-এর উভয় কাঁধের মাঝে খতমে নবুয়তের মহর ছিলো । যার বর্ণনা সহীহ হাদিসে এসেছে,

١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ قَالَ ثَرِيدًا... قَالَ : ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى

[৬৪]. ইমাম মুসলিম (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থে, মুসলিম -২৩৭৯ । আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত ।
[৬৫]. ইমাম তিরমিজি, হাকেম ও ইবনে আবি শাইবা বর্ণনাকরেন ।
[৬৬]. ইবনে হিশাম অন্যান্য সিরাতবিদগন তা বর্ণনাকরেছেন ।
[৬৭]. ইবনে হিশাম অন্যান্য সিরাতবিদগন তা বর্ণনাকরেছেন, দালাইলুন নবুওয়ত এ আবু নুয়াইম থেকে অন্য একটা বর্ননায় আছে ।

خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلاَنٌ كَأَمْثَال الثَّآلِيلِ. والثآليل: جَمْع ثُؤلُول، وهُو هذه الحَبَّة التي تَظْهر في الجِلد كالحِمَّصَة فما دُونها.

অর্থ: ‘আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা.)কে দেখেছি এবং তাঁর সাথে আমি রুটি ও মাংস খেয়েছি । অথবা তিনি বলেছেন, আমি ছারিদ (ঝোল মিশ্রিত রুটির ছোট ছোট ভেজা টুকরো) খেয়েছি । .... তিনি বলেন, এরপর আমি রাসুল (সা.)-এর পেছনে কয়েকটি চক্কর দিয়েছি অতঃপর আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যখানে মোহরে নবুয়ত দেখেছি, যা তার ঘাড়ের ঠিক নিচে বাম কাঁধের কাছে এক মুষ্টি ছোট-ছোট দানাসদৃশ কালো চিহ্ন । (হাদিসের ভাষায়) ছা’আলীল **ثآليل** -এর মতো **ثآليل** হলো **ثؤلول**-এর বহুবচন । এর অর্থ হলো শরীরের ওপরে দানাসদৃশ কিছু চিহ্ন যা চনা বা তার চেয়েও ছোট ।’[৬৮]

٢- وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال :ورأيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَه

অর্থ: ‘জাবের ইবনে ছামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এবং আমি তাঁর (নবী (সা.)-এর) উভয় কাঁধের মাঝামাঝি স্থানে মোহর (মোহরে নবুয়ত) দেখতে পেয়েছি । যা তাঁর দেহে কবুতরের ডিমসদৃশ মনে হয় ।’[৬৯]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই তাদের সহিহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেন,

٣- عن السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، «فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا

[৬৮]. আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিম : ২৩৪৬ ।
[৬৯]. জাবের ইবনে ছামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিম : ২৩৪৪ ।

لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ قال ابن حجر" :وجزم الترمذي بأن المراد بالحجلة الطير المعروف، وأن المراد بزرها بيضها. "

অর্থ: 'সায়িব ইবনে এয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলেন। এরপর তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ হলো আমার ভাগ্নে, সে অসুস্থ। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি অযু করলেন। আমি তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম এবং তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সহসা তার দু'কাঁধের মধ্যস্থ মোহরে নবুয়তের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে, যা দেখতে পাখির (কবুতরের) ডিমের মতো হাদিসের ভাষায় مثل زرالحجلة।'[৭০]

ইমাম তিরমিজি জোর দিয়ে বলেন, خجلة হলো একটি পরিচিত পাখি তথা কবুতর। আর زر অর্থ হলো ডিম।

ইমাম কাজী বলেন, উপরিউক্ত সবগুলো বর্ণনা খুবই কাছাকাছি এবং এ ব্যাপারে ঐকমত্য বুঝায় যে, মোহরে নবুয়ত হলো রাসুলের দেহে গোশতসদৃশ একটি বস্তু, যার পরিমাণ হলো কবুতরের ডিমের সমান। ইমাম তিরমিজি (রহ.) তার শামায়েলে বর্ণনা করেন,

٤- عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال : فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ. قُلْتُ: وَمَا الْخَاتَمُ. قال: شعرات مجتمعات

অর্থ: 'হযরত আবু যাঈদ আমর ইবনুল আখতাব আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাঁর (নবী (সা.) এর) পিঠে হাত বুলালাম,

[৭০]. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই তাদের সহিহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেন, সায়িব ইবনে এয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত।

একপর্যায়ে আমার আঙুল মোহরে নবুয়তের সাথে লেগে গেলো। বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করা হলো, মোহর কী? তিনি বললেন, একগুচ্ছ চুল।'[৭১]

ইমাম কুরতুবী বলেন, মোহরে নবুয়ত সম্পর্কিত হাদিসসমূহ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একটা বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, মোহরে নবুয়ত একটি প্রকাশ্য বস্তু, যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাম কাঁধের কাছে ছিলো এবং এর পরিমাণ ছিলো কবুতরের ডিমের সমান।

এবং মোহরে নবুয়ত লিখিত এমন কোনো বস্তু নয়, যেখানে আল্লাহর পবিত্র নাম কিংবা মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম কিংবা অন্য কোনো শব্দ লিপিবদ্ধ ছিলো।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন, মোহরে নবুয়ত সম্পর্কে আরও যেসকল অভিমত পাওয়া যায়, তা ছিলো হিজামার চিহ্নের মতো অথবা তা কালো কিংবা সবুজ চিহ্ন বিশেষ অথবা তাতে محمد رسول الله কিংবা سر، فأنت منصور লিপিবদ্ধ ছিলো ইত্যাদি। এসব অভিমত নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আর আল্লামা ইবনে হাব্বানের সহিহ গ্রন্থে যা এসেছে, তা দ্বারা বিমোহিত হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি তা সহিহ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।[৭২]

বিশ্বনবী (সা.)-এর শারীরিক গঠন

রাসুল (সা.)-এর গায়ের রঙ ছিল-শুভ্র, রক্তিম বর্ণের ন্যায়, তাঁর চোখের মণি দুটো ছিলো অত্যন্ত কালো। তিনি বেশী খাটো কিংবা লম্বা ছিলেন না, মধ্যম অবয়বয়ের অধিকারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে,

[৭১]. হযরত আবু যাঈদ আমর ইবনুল আখতাব আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত ইমাম আল বানী মুখতাসারুশ শামায়েল গ্রন্থে এই হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
[৭২]. হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৬৫০/৬) লিখেছেন।

١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَا بِالآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ»

১- 'আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) খুব দীর্ঘকায় ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদা কিংবা বাদামী বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিলো না, আবার একদম সোজাও ছিলো না। ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেন। এরপরে মক্কায় ১০ বছর এবং মদিনায় ১০ বছর কাটান। আল্লাহ তা'আলা ৬০ বছর বয়সে তাঁকে ওফাত দান করেন। ওফাতকালে তাঁর মাথা ও দাঁড়ির ২০ টি চুলও সাদা ছিলো না।'[৭৩]

٢- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «رَجُلا مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ الْيُسْرَى، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ»، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ

২- 'আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বারা ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ ছিলো তুলনামূলক প্রশস্ত। তাঁর ঘন চুলগুলো কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিলো। তাঁর দেহে লাল লুঙ্গি এবং লাল চাদর শোভা পেতো। আমি তাঁর তুলনায় সুদর্শন কাউকে দেখিনি।'[৭৪]

[৭৩]. তিরমিজি (রহ.) এর শামায়েলে মুহাম্মদীয়া,আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত।
[৭৪]. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিরমিজি (রহ.)-এর শামায়েলে মুহাম্মদীয়া।

٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّعْرِ.

৩- 'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) শুভ্রতায় ছিলো রৌপ্যের ন্যায় এবং তাঁর চুলগুলো ছিলো কিছুটা কোঁকড়ানো।'[৭৫]

٤- عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ»، قَالَ شُعْبَةُ: "قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ، قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شِقِّ الْعَيْنِ، قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ"

৪- 'সিমাক ইবনে হারব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরাকে বলতে শুনেছি যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মুখ প্রশস্ত ছিলো। চোখের শুভ্রতার মাঝে কিছুটা লালিমা ছিলো। পায়ের গোড়ালি স্বল্প মাংসল ছিলো। শুবা (রহ.) বলেন, আমি সিমাক (রহ.)-কে বললাম, **ضليع الفم** (যালীউল ফাম) অর্থ কী? তিনি বললেন, বড়ো মুখগহ্বরবিশিষ্ট। আমি আবার বললাম, **أشكل العَيْن** (আশকালুল আইন) অর্থ কী? তিনি বললেন, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট। আমি বললাম, **مَنْهُوْسُ الْعَقِبْ** (মানহুসুল আক্বিব) অর্থ কী? তিনি বললেন, সরু গোড়ালি বিশিষ্ট।'[৭৬]

٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ».

[৭৫]. তিরমিজি (রহ.) এর শামায়েলে মুহাম্মদীয়া আবু হুরাইরা(রঃ) থেকে বর্ণিত।
[৭৬]. তিরমিজি (রহ.) এর শামায়েলে মুহাম্মদীয়া সিমাক ইবনে হারব থেকে বর্ণিত।

৫- ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দন্ত মোবারক প্রশস্ত ছিলো। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তাঁর দন্তসমূহ থেকে আলো ঠিকরে পড়তো।’[৭৭]

أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ অর্থ হলো, তাঁর সামনের দাঁতগুলোর মাঝে সামান্য প্রশস্ততা রয়েছে (দুটো ওপরে আর দুটো নিচে)।

٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَهُ- وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ

৬- ‘জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার কাছে নবীগণকে পেশ করা হয়। মুসা (আ.)-এর মাঝে বিভিন্ন লোকের সাদৃশ্য বিদ্ধমান ছিলো। তিনি যেন শানুয়া গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইবনে মারয়াম (আ.)-কে উরওয়া ইবনে মাসউদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাই। তারপর আমি ইব্রাহিম (আ.)-কে দেখতে পাই এবং তাকে পাই তোমাদের সঙ্গীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তোমাদের সঙ্গী বলে তিনি নিজেকে বুঝিয়েছেন। আর আমি জিব্রাঈল (আ.)-কে দিহয়া (কলবী)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাই।’[৭৮]

বিশ্বনবী (সা.)-এর দুগ্ধমাতা

সীরাত প্রণেতাগণ উল্লেখ করেছেন, নবী করিম (সা.)-কে চারজন মহিলা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম মহিলা হলেন তাঁর মাতা আমেনা

[৭৭]. তিরমিজি (রহ.) এর শামায়েলে মুহাম্মদীয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।
[৭৮]. তিরমিজি (রহ.)-এর শামায়েলে মুহাম্মদীয়া, জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত।

বিনতে ওয়াহাব। এরপর নবীজির চাচা আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি মায়ের পরে রাসুল (সা.)-কে দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। এ দু'জনের পর দুধ পান করিয়েছিলেন হালিমা বিনতে আবি জুয়াইব আস সা'দিয়া। অনুরূপ তাঁকে দুগ্ধ পান করিয়ে ধন্য হয়েছেন বনী সা'আদ গোত্রের অপর এক মহিলা যিনি নবীজির চাচা হামজা (রা.)-এর ধাত্রী মাতা ছিলেন। এ জন্যই হযরত হামজা (রা.) রাসুল (সা.)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি দুই দিক থেকে রাসুল (সা.)-এর দুধভাই ছিলেন, সুয়াইবার দিক থেকে এবং বনী সা'আদ গোত্রের সেই মহিলার দিক থেকে।

বিশ্বনবী (সা.)-এর দুধ ভাই ও বোন

নবীজি (সা.)-এর দুধভাইগণ-

১- আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস

২- হামজা ইবনে আব্দিল মুত্তালিব

৩- আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস

৪- আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুগ্ধবোন-

১- হুজাফাহ বিনতে হারিস তথা শায়মা

২- উনাইছা বিনতে হারিস

বিশ্বনবী (সা.)-এর দুধভাই ও বোনদের বর্ণনায় আল্লামা ইবনে কাছীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) থেকে একটি রেওয়ায়ত নকল করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুধভাই-বোনদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস (ভাই), উনাইসা বিনতে হারিস (বোন), হুজাফা বিনতে হারিস (বোন), আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদ (ভাই) এবং তাঁর চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (ভাই)। এদের সবাইকে দুধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা।

আল্লামা বালাজুরী বলেন, হালিমা সাদিয়া রাসুল (সা.)-কে গ্রহণ করার

পূর্বে সুয়াইবা কিছুদিন দুধ পান করিয়েছেন। এর আগে তিনি হামজাকে এবং পরে আবু সালমাকে দুধ পান করিয়েছেন।[৭৯]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لاَ تَحِلُّ لِي، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

অর্থ: 'হযরত হামজা (রা.)-এর মেয়েকে বিয়ে করতে বললে রাসুল (সা.) বলেন, আমার দুধভাইয়ের মেয়ে আমার জন্য হালাল হবে না।'[৮০]

وقال في حق ابنة أم سلمة إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ.

অর্থ: 'উম্মে সালমার মেয়ের ব্যাপারে বলতে গিয়ে নবীজি বলেন, সে আমার দুধভাইয়ের মেয়ে। আমাকে এবং আবু সালমাকে সুয়াইবা দুধ পান করিয়েছেন।'[৮১]

রাসুল (সা.)-এর দুধভাইদের আরেকজন হলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তাঁকে এবং রাসুল (সা.)-কে দুধ পান করিয়েছেন হালিমা সাদিয়া (রা.)। হালিমা সাদিয়ার সন্তানেরা হলেন, আব্দুল্লাহ, আছিওয়া ও জুদামা, যিনি শাইমা নামে পরিচিত ছিলেন।[৮২]

যাদুল মা'আদ গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম উল্লেখ করেছেন, রাসুল (সা.)-এর দুগ্ধমাতা হালিমা তাঁর সাথে তার চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করিয়েছেন।[৮৩]

বিশ্বনবী (সা.) যে সকল রমনীগণকে বিবাহ করেছিলেন

১. খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, ২. সাওদাতু বিনতে যামআ, ৩. আয়েশা বিনতে আবিবকর, ৪. হাফসা বিনতে ওমর, ৫. যায়নাব বিনতে খুয়াইমাহ, ৬. উম্মে সালমা (হিনদা বিনতে আবি উমাইয়্যাহ) ৭. যাইনাব বিনতে জাহাশ, ৮. জুয়াই রিয়্যাহ বিনতুল হারিশ, ৯. ছফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই, ১০.

[৭৯]. হাশিয়াতুয যারকানী আলাল মওয়াহেব -২৯৩/৩ ।
[৮০]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারী : ২৬৪৫
[৮১]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারী : ৬৩৭২
[৮২]. আল্লামা কুস্তোলানীর আল মাওয়াহেবু লাদুননীয়াহ : ১১৬/২
[৮৩]. যাদুল মা'আদ গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম ।

উম্মে হাবিবা (রামলা বিনতে আবি সুফিয়ান), ১১. মাইমুনা বিনতুল হারিশ, ১২. মারিয়া ক্বিবতিয়্যাহ বিনতুল শামউন।

১. খদিজা বিনতে খোয়াইলিদ (রা.)

খদিজা বিনতে খোয়াইলিদ (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী। রাসুল (সা.) যখন তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিলো ২৫ বছর। এবং খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেন নি। ইব্রাহিম ছাড়া রাসুল (সা.)-এর সকল সন্তান খদিজা (রা.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) তার সহিহ গ্রন্থে রাসুল (সা.)-এর খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধন এবং খাদিজা (রা.)-এর ফযিলত বা মর্যাদা সম্পর্কে একটা বাব তথা অধ্যায় বিন্যস্ত করেছেন। সেখানে তিনি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

عن عائشة رضي الله قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، هَلَكَتْ (أي : ماتت) قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا.

অর্থ: 'আয়েশা (রা.) বলেন, আমি খাদিজা ব্যতীত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি এমন ঈর্ষাপোষণ করিনি যেমনটি খাদিজার প্রতি করতাম। আমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করছিলেন। রাসুল (সা.) তার স্মরণে যা বলতেন তা শুনেই আমি তাঁর প্রতি ঈর্ষাপোষণ করতাম।'[৮৪]

২. সওদা বিনতে যাম'আ বিনতে কায়েস (রা.)

'নবুয়তের দশম বছরে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বিবাহ করেছিলেন।'[৮৫]

৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর আস সিদ্দিক (রা.)

নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে নবিজি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[৮৬]

[৮৪]. বুখারী, হাদিস : ৩৮১৫, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত ।
[৮৫]. ওয়াকেদীর তবকাতে ইবনে সা'আদ, ৫২-৫৩/৮, ইবনে কাছীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১৪৯/৩ ।

قالت هي نفسها: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.

অর্থ: 'আয়েশা (রা.) নিজেই নিজের ব্যাপারে বলেছেন, আমার বয়স যখন ছয় বছর, তখন নবী করিম (সা.) আমাকে বিয়ে করেন। এবং আমার নয় বছর বয়সে তিনি আমার সাথে বাসর করেন।'[৮৭]

وروى البخاري أيضا أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَتَزَوّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا

অর্থ: ইমাম বুখারী (রহ.) আরও বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তিনি (আয়েশা) ব্যতীত অন্য কোনো কুমারী মেয়ে বিয়ে করেননি।[৮৮]

৪. হাফসা বিনতে ওমর (রা.)

عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ حِينَ تَأَيّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السّهْمِيّ (أي: مات زوجها خنيس) وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، تُوُفّيَ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ، فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيّ شَيْئًا ، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيّاهُ ، فَلَقِيَنِي

[৮৬]. ইবনে সা'আদ - ৫৮-৫৯/৮ ।
[৮৭]. বুখারী- ৩৮৯৪, মুসলিম-১৪২২ ।
[৮৮]. বুখারী- ৫০৭৭ ।

أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلّكَ وَجَدْتَ عَلَيّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلا أَنّي قَدْ عَلِمْتُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا .

অর্থ: 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হাফসা বিনতে ওমর (রা.) বিধবা হয়ে পড়লেন অর্থাৎ তাঁর (প্রথম) স্বামী খুনাইস ইবনে হুজাফা আস সাহমী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একজন সাহাবী, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মদিনায় তাঁর ওফাত হয়। ওমর (রা.) বলেন, অতঃপর আমি ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। আমি তাঁকে বললাম, যদি আপনি চান তবে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিতে চাই। তিনি বললেন, আমি বিষয়টি ভেবে দেখবো। অতঃপর আমি কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। এরপর আমার প্রস্তাবের উত্তরে তিনি বলেন, আমার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার বিয়ে না করাই সমুচিত। ওমর (রা.) বলেন, এরপর আমি আবু বকর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, যদি আপনার মর্জি হয় তবে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাই। আবু বকর (রা.) নিরব ছিলেন, এর প্রতি উত্তরে কিছুই বলেননি। এতে আমি উসমানের ক্ষেত্রে যে দুঃখ পেয়েছিলাম তার চেয়ে আরও বেশি পেলাম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে থাকলাম, এই অবস্থায় হাফসার জন্য রাসুল (সা.) নিজেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তাঁকে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার সঙ্গে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর আমি আপনাকে কোনো উত্তর না দেয়ার কারণে সম্ভবত আপনি মনোকষ্ট পেয়েছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ।

তখন আবু বকর (রা.) বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাধা দিয়েছে, আর তা হলো, আমি জানতাম, রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের ব্যাপারে হাফসার আলোচনা করেছিলেন। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোপনীয় বিষয়টি আমি প্রকাশ করতে চাইনি। যদি রাসুল (সা.) তাঁকে গ্রহণ না করতেন তাহলে আমি অবশ্যই তাকে গ্রহণ করতাম।'[৮৯]

জয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.)

রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হিজরতের ৩১ তম মাসের প্রথম দিকে।[৯০]

উম্মে সালমা বিনতে উমাইয়্যাহ (রা.)

عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : (مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ : إِنّا لِلهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللّهُمّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا) . قَالَتْ : فَلَمّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللّٰه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وفي رواية : (فَلَمّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ : مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟! ثُمّ عَزَمَ اللهُ لِي فَقُلْتُهَا ، قَالَتْ : فَتَزَوّجْتُ رَسُولَ اللّٰه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

অর্থ: 'উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কোন বান্দা যখন বিপদে পতিত হয়, অতঃপর সে বলেঃ ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (আমরা সবাই আল্লাহর

[৮৯]. বুখারী হাদিস - ৪০০৫।
[৯০]. ত্ববকাতু ইবনে সা'আদ ১১৫/৮।

এবং তার কাছেও আমাদের ফিরে যেতে হবে), আল্লাহুমা আজুরনি ফি মুসিবতী (হে আল্লাহ আমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দাও), ওয়াখলিফ লী খাইরান মিনহা (এবং আমাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু দান করুন)। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করে দেন এবং যা ক্ষতি হয় তার চেয়েও উত্তম কিছু তাকে দান করেন। তিনি (উম্মে সালমা) বলেন, যখন আবু সালমা মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি রাসুল (সা.) যেভাবে বলেছেন সেভাবে করেছি। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার চেয়েও উত্তম তথা রাসুল (সা.)-কে দান করলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন আবু সালমা মৃত্যু বরণ করেন, তখন আমি বললাম, আবু সালমার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিলেন। এবং আমি তাকে (উম্মে সালমা) তা বললাম।'[৯১]

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.)

ইবনে ইসহাক হাসান সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন, বনু মোসতালিকার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে আবেদন করলেন, যেনো তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর মকতবখানায় (বাচ্চাদের পড়ালেখা করা) নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর রাসুল (সা.) তাঁকে তাঁর উপর অহি লেখার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং সাথে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি রাসুল (সা.)-এর প্রস্তাবে সম্মত হলে তিনি তাকে বিয়ে করেন এবং মোহরানা স্বরূপ তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। যখন লোকেরা (সাহাবায়ে কেরাম) তা শুনলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আত্মীয়তার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁদের হাতে বন্দী থাকা তাঁর (জুয়াইরিয়া রা.) গোত্রের সকল দাসদের মুক্ত করে দিলেন। সুতরাং তাঁর গোত্রের জন্য তাঁর চেয়ে বরকতময় মহিলা আর কেউ ছিল না।[৯২]

[৯১]. মুসলিম হাদিস -৯১৮।
[৯২]. সিরাতে ইবনে হিশাম -৪০৮,৪০৯/৩। ইবনে ইসহাক তা বর্ণনা করেছেন হাসান সনদের সাথে।

যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)

তার সম্পর্কে পবিত্র কোরানে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে,

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾

অর্থ: 'অতঃপর যায়েদ যখন তার (স্ত্রীর) সাথে প্রয়োজন শেষ করল, তখন আমি তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে (স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে) কোনো সমস্যা না হয়। যখন পোষ্যপুত্ররা নিজ নিজ স্ত্রীদের সাথে প্রয়োজন শেষ করবে (এবং তালাক দিবে)।'[৯৩]

একারণেই তিনি (যয়নব রা.) রাসুল (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের সামনে গর্ব করে বলতেন,

وتقول زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ ، وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ

অর্থ: 'তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের পরিবার-পরিজন আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপরে বিয়ে দিয়েছেন।'[৯৪]

উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ .

অর্থ: 'ওরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি উম্মুল মু'মিনিন উম্মে হাবিবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (উম্মে হাবিবা) ছিলেন ওবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাসের স্ত্রী। অতঃপর ওবাইদুল্লাহ হাবশায় মৃত্যুবরণ করলে বাদশা নাজ্জাসী নবি

[৯৩]. সূরা আহযাব : ৩৭
[৯৪]. বুখারী হাদিস : ৭৪২০

(সা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে দেন এবং তার পক্ষ থেকে চার হাজার দেরহাম মোহরানা আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাকে শুরাহবীল ইবনে হাসানার মাধ্যমে রাসুল (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন।'[৯৫]

মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

অর্থ: 'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি (সা.) মায়মুনা (রা.)-কে ইহরাম বাধা অবস্থায় বিয়ে করেছেন।' [৯৬]

তার কথা وهومحرم তথা ইহরাম অবস্থায় বলতে মূলত তিনি তাকে বিয়ে করেছেন ওমরাহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর। [৯৭]

ছফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (রা.)

أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد غزوة خيبر .

অর্থ: 'খাইবার যুদ্ধের পর রাসুল (সা.) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।' [৯৮]

এরা সকলেই ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় সহধর্মিণী যাদের সাথে তার শারীরিক প্রণয় ঘটেছিল। রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায় এদের দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। তারা হলেন- খদিজা (রা.) এবং যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.)। বাকি নয় জনকে রেখে রাসুল (সা.) মৃত্যু বরণ করেন। এতে আহলে ইলমদের কারো মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই।[৯৯]

[৯৫]. আবু দাউদ :২১০৭) ইমাম আল বানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
[৯৬]. বুখারী, হাদিসঃ ১৮৩৭, মুসলিম, হাদিস : ১৪১০।
[৯৭]. যাদুল মা'আদ ১১৩/১, ফাতহুল- বারী- হাদিস- ৫১১৪।
[৯৮]. বুখারী হাদিস - ৩৭১।
[৯৯]. যাদুল মা'আদ - ১০৪- ১১৫/১।

কেউ-কেউ বলেছেন, রাসুল (সা.)-এর আরো একজন স্ত্রী ছিলেন যাঁর নাম রায়হানা বিনতে আমর আন নাদরিয়্যাহ, কেউ কেউ বলেন আল কোরাইজিয়্যা। তিনি বনি কোরাইজার যুদ্ধের দিন বন্দী হয়েছিলেন। রাসুল (সা.) তাঁকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন এবং তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর কোনো একটা সময় তাঁকে এক তালাক দিয়ে তা আবার ফিরিয়ে নেন।[১০০]

কেউ কেউ বলেন, রায়হানা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাসী। মালিকানাসূত্রে তিনি তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন।[১০১]

বিশ্বনবী (সা.)-এর সন্তানদের পরিচয়

এব্যাপারে সকল ওলামায়েকেরাম একমত যে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সকল সন্তানদের জননী হলেন খাদিজা (রা.)। তবে ইব্রাহিম ব্যতিত। ইব্রাহিমের মা ছিলেন মারিয়া বিনতে শামউন আল ক্বিবতিয়্যাহ। নিম্নে রাসুল (সা.)-এর সন্তানদের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

আল ক্বাছেম

তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর সন্তানদের মধ্যে সবার বড়। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। এবং তাঁর নামেই রাসুল (সা.)-কে আবুল কাছেম নামে ডাকা হতো। তিনি কতদিন বেঁচে ছিলেন এব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো তিনি **১৭** মাস বেঁচে ছিলেন। রাসুল (সা.)-এর সন্তানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যার ওফাত হয়েছিল তিনি হলেন "আব্দুল্লাহ"। তাঁর জন্ম নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন তিনি নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নবুওয়ত প্রাপ্তির পরেই তার জন্ম হয়। আব্দুল্লাহর লক্বব বা উপাধি ছিল তাহের এবং তৈয়ব। বাল্যকালে মক্কাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১০০. তবকাতু ইবনে সা'আদ ১৩০/৮।
১০১. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে এই মতটিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

যয়নব

যয়নব (রা.) ছিলেন রাসুল (সা.)-এর বড় কন্যা। রাসুল (সা.)-এর বয়স যখন ৩০ বছর তখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর খালাতো ভাই আবুল আস ইবনে রাবিকে বিয়ে করেন। যিনি ছিলেন মক্কার উৎকৃষ্ট পুরুষদের অন্যতম। উম্মুল মু'মিনিন খদিজা (রা.) তাঁকে নিজ সন্তানের মতো মনে করতেন। রাসুল (সা.) নবুওয়তপ্রাপ্তির পর যয়নব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্বামী আবুল আস মুশরিক রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবুল আস রাসুলের কন্যার প্রতি বিশ্বস্ততার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কারণ রাসুল (সা.)-এর রেসালত লাভের পর কোরাইশরা তাঁর জামাতাদেরকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, যাতে তারা রাসুল (সা.)-এর কন্যাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেয়। কোরাইশের মুশরিকরা তাদেরকে বলল, "তোমরা তো মুহাম্মদকে চিন্তামুক্ত রেখেছ, তোমরা তার মেয়েদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে দাও। যাতে সে তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে"। আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা এবং উতাইবা কোরাইশদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাসুলের দুই কন্যা রোক্বাইয়া এবং উম্মে কুলসুমের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে রাসুল (সা.)-এর কাছে ফিরিয়ে দেয়। এরপর কোরাইশের লোকেরা আবুল আসের কাছে এসে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। যদি রাসুলের মেয়েকে তালাক দেয় তাহলে তারা তার সাথে মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী রমণীকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আবুল আস তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, না, আমি আমার স্ত্রী ছাড়া কোরাইশের অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসতে পারবো না। রোক্বাইয়া (রা.) ঈমান আনয়নের পরেও তার মুশরিক স্বামীর সাথে ছিলেন, তাহরীমের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। হিজরতের পর যয়নব (রা.) স্বামীর সাথে মক্কাতেই অবস্থান করেন। হাদিসের এ প্রসঙ্গে এসেছে,

وكان أبي العاص من الأسرى، فأرسلت زينب -رضي الله عنها- في فدائه قلادة كانت أمّها خديجة بنت خويلد قد أهدتها لها يوم زفافها، فلما رأى

النبي -عليه الصلاة والسلام- القلادة رقّ لها وقال: (إن رأيتُم أن تُطلِقوا لها أسيرَها وتردُّوا عليها مالَها فافعلوا

অর্থ: 'বদরের যুদ্ধের সময় আবুল আস কোরাইশদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। ফলে যয়নব (রা.) স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে একটি হার প্রেরণ করেন, যে হারটা বিয়ের সময় তাঁর মা খদিজা (রা.) তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। যখন নবিজি (সা.) সেই হারটি দেখেন তিনি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। এবং তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেন, যদি তোমরা ভালো মনে করো তাহলে তোমরা আমার মেয়ের বন্দীকে মুক্ত করে দাও এবং তার মাল (মুক্তিপণ) তাকে ফিরিয়ে দিতে পার।'[১০২]

মক্কায় ফিরে স্ত্রী যয়নবকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবুল আসকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। কারণ ইসলাম তাদের দুজনের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিলো। মক্কায় ফিরে গিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যয়নব (রা.)- কে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। ফলে যয়নব (রা.) হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন। পরবর্তীতে আবুল আসও ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় স্ত্রীর কাছে ফিরে আসেন।

রোক্বাইয়া (রা.)

রোক্বাইয়া (রা.) ছিলেন রাসুল (সা.)-এর দ্বিতীয় কন্যা। তিনি রাসুল (সা.)-এর জন্মের ৩৩ তম বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম আগমনের পূর্বে আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে তার বিয়ে হয়। রাসুল (সা.) যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হলেন, তখন কোরাইশদের প্ররোচনায় উতবা তার স্ত্রী রোক্বাইয়া (রা.)-এর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে। পরে আল্লাহ তা'আলা রোক্বাইয়া (রা.)-কে মক্কার সবচেয়ে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ স্বামী হিসেবে দান করেন। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)। তাঁদের উভয়ের কোল জুড়ে

[১০২]. আল বানী (রহ.) উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) থেকে তা বর্ণনাকরেন ইরওয়ায়ুল গলীল গ্রন্থে। পৃষ্ঠা নং : ৪৫/৩, এর সনদ হাসান।

জন্মগ্রহণ করেন আব্দুল্লাহ (রা.)। তাঁর নামেই ওসমান (রা.)-কে আবু আব্দুল্লাহ বলে ডাকা হতো। ওসমান (রা.)-এর সঙ্গে তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। যুদ্ধে যাওয়ার সময় তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে রাসুল (সা.) তাঁর দেখাশুনা করার জন্য ওসমান (রা.)-কে মদিনায় থেকে যাওয়ার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রাসুল (সা.) মদিনায় ফিরে আসার পূর্বেই তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। যতক্ষণে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন ততক্ষণে লোকেরা তাকে সমাধিস্থ করে ফেলেছেন।

উম্মে কুলসুম (রা.)

মেয়ে কুলসুমের নামের নিসবতেই তিনি উম্মে কুলসুম নামে পরিচিতি লাভ করেন। নিজের নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না। হিজরতের তৃতীয় বর্ষে ওসমান (রা.)-এর সাথে রাসুল (সা.) তাঁর বিয়ে দেন। যখন তার বোন রোক্বাইয়া ইন্তিকাল করেন। নবম হিজরিতে উম্মে কুলসুম (রা.) মৃত্যু বরণ করেন। রাসুল (সা.) জানাজা পড়ান এবং তার কবরের পাশে বসে কান্না করেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন,

هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে, আজ রাতে স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হয়নি। আবু তালহা বললেন, আমি। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাঁর কবরে নামো, তখন তিনি তাঁর কবরে নামলেন এবং তাঁকে দাফন করলেন।'[১০৩]

[১০৩]. ইমাম বুখারী তার সহিহ গ্রন্থে আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। হাদিস নং : ১২৮৫।

ফাতেমা (রা.)

রাসুল (সা.)-এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা হলেন ফাতেমাতুজ্জাহরা (রা.)। তিনি জান্নাতে মহিলাদের সর্দার। রাসুল (সা.) নিকট পরিবারের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি নবুওয়তের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, রাসুল (সা.)-এর জন্মের ৪১ তম বর্ষে তাঁর জন্ম হয়। দ্বিতীয় হিজরিতে আলি ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর সাথে তার বিয়ে হয়। আলি (রা.) ঔরসে তাঁর গর্ভ থেকে একে একে জন্ম নেন হাছান, হুছাইন, উম্মে কুলসুম, যয়নব এবং মুহসিন। মুহসিন বাল্যকালেই মারা যান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফাতিমা (রা.) জান্নাতে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার রমণীদের সর্দার বা নেত্রী হবেন। যেমন রাসুল (সা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি ফাতিমা (রা.)-কে বলেছেন,

يَا فَاطِمَةُ، أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ

অর্থ: "হে ফাতিমা! তুমি জান্নাতে মু'মিন মহিলাদের নেত্রী হবে। তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?"[১০৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন,

أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ

অর্থ: "তুমি জান্নাতবাসীদের নেত্রী হবে, তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও"।[১০৫]

ইব্রাহিম

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সা.) বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

[১০৪]. ইমাম বুখারী (রহ.) উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিস নং- ৬২৮৫।
[১০৫]. সহিহ বুখারী, উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিস নং-৩৬২৩।

অর্থ: "রাতে আমার এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে অতঃপর আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের নামে তার নামকরণ করেছি "।[১০৬]

সেটা ছিলো হিজরতের অষ্টম বর্ষের ঘটনা। কিন্তু ইব্রাহিমের জীবন বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। দুগ্ধপায়ী শিশু থাকতেই তার মৃত্যু হয়।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল (সা.)-এর সাথে আবু সাইফ কর্মকারের নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন নবিজীর পুত্র ইব্রাহিমের দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসুল (সা.) ইব্রাহিমকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে মুখে লাগালেন। অতঃপর (আরেক বার) আমরা তার (আবু সাইফের) বাড়িতে গেলাম। তখন ইব্রাহিম মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। এতে রাসুল (সা.)-এর উভয় চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন,

وأنت يا رسول الله؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ».

অর্থ: "আর আপনিও হে আল্লাহর রাসুল? (আপনিও ক্রন্দন করছেন?)। তখন তিনি বললেন, অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইব্রাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাহত"।[১০৭]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[১০৬]. আনাস ইবনে মালিক (রা.)থেকে বর্ণিত, সহিহ মুসলিম -২৩১৫।
[১০৭]. সহিহ বুখারী -১৩০৩, আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত।

وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

অর্থ: "আমর ইবনে আওন আমাদেরকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খালিদ ইউনুস থেকে তিনি হাসান থেকে এবং তিনি আবু বাকারা (রা.) থেকে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবি (সা.)-এর নিকট ছিলাম। এসময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। নবি (সা.) তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমরাও মসজিদে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর নবি (সা.) বললেন, কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে, তখন এ অবস্থা দূর না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দোয়া করতে থাকবে।"[১০৮]

নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান ও তারিখ

প্রিয়নবী (সা.) পবিত্র মক্কা নগরীর ঐতিহাসিক হেরা নামক পর্বত গুহায় ২৭ রমজান হিজরী সনের ১৩ বছর পূর্বে, ১৭ আগস্ট ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে নবুয়্যত প্রাপ্ত হন।

বিশ্বনবী (সা.)-এর বিদায়ের লক্ষণসমূহ এবং তার মৃত্যুর প্রমাণ

১. বিদায় হজ্ব ও রাসুল (সা.)-এর ভাষণ

রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিদায়ের যেসব লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো তার জীবনের একমাত্র ও সর্বশেষ হজ্বব্রত পালন। ওফাতের কয়েকমাস আগে তিনি পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীদের বিশাল বহর নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং ইসলামি শরীয়তের অত্যাবশ্যকীয় বিধান পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। এই সময় তাঁর সাথে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক সাহাবী উপস্থিত

[১০৮]. বুখারী, অধ্যায় : সূর্যগ্রহনের সময় সালাত আদায় সম্পর্কিত, হাদিস নং : ৯৯৩, আমর ইবনে আওন বর্ণিত।

হয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনটি ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছেন। যেখানে তিনি নিজেই তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ও-ই ভাষণ তিনটি হলো:

১ম ভাষণ: আরাফাত দিবসের ভাষণ।

২য় ভাষণ: মিনার ময়দানে নাহার দিবসের ভাষণ।

৩য় ভাষণ: মিনার ময়দানে ১২ই যীলহজ্বের ভাষণ।

১ম ভাষণ: আরাফাতের ভাষণ

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা মতে সেই দিনের রাসুল (সা.)-এর ভাষণটি ছিল নিম্নরূপ:

"إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا : دَمُ". قَالَ عُثْمَانُ : دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ" وَقَالَ سُلَيْمَانُ : دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وقَالَ : بَعْضُ هَؤُلَاءِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا : رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اتَّقُوااللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَايُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ، أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : كِتَابَ اللهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ" قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، ثُمَّ قَالَ : بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ

وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ : اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ،

অর্থ: "তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (পরস্পরের জন্য) আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের মতোই সম্মানিত। সাবধান! জাহিলী যুগের সমস্ত কাজ ও প্রথা আমার দুই পায়ের নীচে পতিত হলো। জাহিলী যুগের রক্তের সকল দাবী বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আমাদের (বনী হাশিমের) রক্তের দাবী পরিত্যাগ করলাম। বর্ণনাকারী 'উসমানের বর্ণনায় রয়েছে: আমি ইবনু রবী'আহর রক্তের দাবী ও সুলাইমানের বর্ণনায় রয়েছে: আমি রবী'আহ ইবনু হারিস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী পরিত্যাগ করলাম। আর রবী'আহ সা'দ গোত্রের দুগ্ধপুষ্য থাকাকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল। জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হলো।

আমি সর্বপ্রথম 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিবের সুদের দাবী পরিহার করলাম। তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হলো। তোমরা নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের অধিকার আছে, তারা যেন তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে তোমার ঘরে স্থান না দেয়। তারা এরূপ করলে তাদেরকে খুবই হালকা মারধর করো। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তোমাদের উপর। তোমরা যা স্বাভাবিকভাবে আদায় করবে।

সর্বোপরি আমি তোমাদের মধ্যে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব। (কিয়ামাতের দিন) তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? তাঁরা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিবো, আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন, আপনার আমানতের হক আদায় করেছেন এবং ভালো কাজের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর

তিনি আকাশের দিকে তর্জনী তুলে ধরেন এবং মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করে (তিনবার) বললেন: হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন"।[১০৯]

এই বক্তব্যের শেষের দিকে এসে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এরপর তিনি তাঁর সাহাবিদের কাছ থেকে তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন কিনা এর স্বীকৃতি গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়েছেন। এইসব কিছু নিশ্চয় তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২. আল্লাহ কর্তৃক দ্বীনের পূর্ণতার ঘোষণা

বিদায় হজ্বের সময় আরফাতের দিন জুমাবার আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম"।[১১০]

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে শুরু করলেন। রাসুল (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

ما يبكيك؟ قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمُل، فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! فقال: صدقت.

অর্থ: "হে ওমর! তুমি কাঁদছ কেন? তিনি (রা.) বললেন, যে কারণে আমি কাঁদছি তা হলো, আজ অবধি আমরা দ্বীনের বৃদ্ধি বা বিকাশ উপভোগ করছিলাম কিন্তু

[১০৯]. হযরত জাবির (রা.)বর্ণনা মতে,আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসেক, বাবু সিফাতি হুজ্জাতুন নবিয়্যী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদিস নং: ১৯০৫।

[১১০]. সূরা মায়েদা-০৩

আজ তা পূর্ণ হয়ে গেলো। কোনো জিনিস পূর্ণতা লাভ করার পর তার ক্ষয় শুরু হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) তুমি ঠিকই বলেছ, হে ওমর"।[১১১]

এখানে হযরত ওমর (রা.) যেন রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দ্বীনের ক্ষয়টা শুরু হবে এই পৃথিবী থেকে রাসুলের বিদায়ের মাধ্যমে।

৩. সূরা নাসার অবতরণ

সূরা নাসার হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত কোর'আনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা। যা নিম্নরূপ,

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

অর্থ: "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।"[১১২]

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

نزلت هذه السورة : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ في أوسط أيام التشريق فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم)

অর্থ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾: "তথা সূরা নাসর অবতীর্ণ হয়েছে আয়্যামে তাশরীক্বের মাঝামাঝি সময়ে, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বুঝতে পারলেন যে, এটা বিদায়ের ইঙ্গিত। অতঃপর তিনি তাঁর বাহন কাসওয়াকে প্রস্তুত করার

[১১১]. তাবারী, হারোন বিন আনতারা থেকে, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন।
[১১২]. সূরা নাসর

আদেশ প্রদান করলেন এবং তাতে আরোহন করলেন, এরপর তিনি তা তার সেই দিনের খুতবায় উল্লেখ করেছেন"।[১১৩]

এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে শুরু করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখানে বিজয় বলতে মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এবং এর পরেই মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে। রাসুল (সা.) যে দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন তা পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সূরা ছিল রাসুল (সা.)-এর বিদায় হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

বিশ্বনবী (সা.)-এর বিদায়ের লক্ষণ ও একটি গাণিতিক সমীক্ষা

এবার সূরা নাসর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায়ের লক্ষণ হওয়ার একটি গাণিতিক সমীক্ষা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সূরা নাসর হলো কোর'আনের অবতীর্ণ সর্বশেষ পূর্নাঙ্গ সূরা। আর সূরা ফাতেহা হলো কোর'আনের প্রথম সূরা।

সূরা ফাতেহার সর্বমোট বর্ণ হলো, ১৪৩ টি।

সূরা নাসরের সর্বমোট বর্ণ হলো, ৮০ টি।

উভয় সূরার মাঝে বর্ণগত বা অক্ষরের পার্থক্য হলো, ৬৩।

আর এটাই হলো রাসুল (সা.) বয়স।

অন্যভাবে হিসেব করলেও এব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। যেমন-

সূরা নাসর হলো, কোর'আনের ১১০ তম সূরা।

আর সূরা মুহাম্মদ হলো, কোর'আনের ৪৭ তম সূরা।

উভয় সূরার পার্থক্য হলো, ৬৩ যা রাসুল (সা.)-এর হায়াত বা বয়স।

[১১৩]. বাযযার ও বাইহাকি, আস সুনানুল কোবরা ও দালাঈলুন নবুওয়াহ। আবদু ইবনে হুমাইদ তাঁর মুসনাদেও তা উল্লেখ করেছেন।

৪. উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য রাসুল (সা.)-এর নামাজ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي، وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا»وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، قال عقبة : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله .

অর্থ: "উকবাহ ইবনু 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সা.) একদা বের হলেন এবং উহুদে পৌঁছে মৃতের জন্য যেরূপ (জানাযার) সালাত আদায় করা হয়, উহুদের শহীদানের জন্য অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ফিরে এসে মিম্বারে তাশরীফ রেখে বললেন, আমি হবো তোমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহ্‌র কসম! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই আমার হাউয (হাউয-ই-কাউসার) দেখছি। আর অবশ্যই আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) পৃথিবীর চাবিগুচ্ছ। আর আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমার পরে শিরক করবে এ আশঙ্কা আমি করি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা যে, তোমরা পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং মারমারি করবে। ফলে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে"। উকবাহ বলেন, ওটাই ছিল রাসুলকে আমার শেষ দেখা।"[১১৪]

[১১৪]. সহিহ বুখারী , ইমাম বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ, বাবুস সলাত আলাশ শহীদ, 'উকবাহ ইবনু 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিস নং: ১৩৪৪।

অনেকে মনে করেছেন, নিঃসন্দেহে রাসুল (সা.)-এর এই কাজটি তাঁর বিদায়ের একটি বড়ো লক্ষণ ছিলো। কারণ দীর্ঘ আট বছর পরে এসে শুহাদায়ে উহুদের জন্য নামাজ পড়ার অর্থ কি হতে পারে? তাছাড়া অসংখ্য সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, যুদ্ধে যারা শহীদ হয়, তাঁদের জন্য নামাজ পড়তে হয় না। তাই আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বলানী (রহ.) উক্ত হাদিসে বর্ণিত নামাজের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, রাসুল (সা.) তাঁদের জন্য নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের জন্য দোয়া করা এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার বিদায়ের সময় সন্নিকটে। সুতরাং তিনি দোয়া ও ইসতিগফারের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। যেমনিভাবে তিনি জান্নাতুল বাকীর অধিবাসীদের কাছ থেকে ইসতিগফারের মাধ্যমে বিদায় নিয়েছিলেন।[১১৫]

৫. নবী (সা.)-এর একটি হাদিস ও আবু বকর (রা.)-এর বিশেষ অনুধাবন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَطَبَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ"، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ، أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا مِنَ النَّاسِ لاتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيلا، وَلَكِنْ إِخوةُ الإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ لايَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلا سُدَّ إِلا بَابُ أَبِي بَكْرٍ .

অর্থ: "আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) একদা সহাবীদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দেওয়ার সময় বললেন, আল্লাহ্ তাঁর এক

[১১৫]. ফাতহুল বারী, আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বলানী, ৩৪৯/৭।

প্রিয় বান্দাকে পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করেছেন এবং ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ বেছে নিয়েছে। রাবী বলেন তখন আবু বাকর (রা.) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম। নবী (সা.) এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কী কারণ থাকতে পারে?)। কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, ঐ বান্দা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সা.) ছিলেন এবং আবূ বাকর (রা.) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। নাবী (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি তাঁর ধন-সম্পদ দিয়ে, তাঁর সঙ্গ দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক ইহসান করেছে সে ব্যক্তি হল আবু বাকর (রা.)। আমি যদি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবূ বাকরকে করতাম। তবে তাঁর সঙ্গে আমার দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক ভালোবাসা আছে। মসজিদের দিকে আবু বকরের দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না"।[১১৬]

উক্ত বক্তব্যে রাসুল (সা.) অনির্দিষ্ট কোনো বান্দার কথা বললেও বস্তুত তিনি নিজের ব্যাপারেই কথাটি বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়ায় অর্থ সম্পদ ও পার্থিব ভোগবিলাস এবং আল্লাহর কাছে গচ্ছিত নাজ নেয়ামতসমূহ এই দুটো থেকে যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি দুনিয়ার নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নেয়ামত ও সান্নিধ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেটাকে বেছে নিয়েছেন। এই বক্তব্য শুনে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর বিশেষ জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা রাসুল (সা.)-এর এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার ইঙ্গিত। তাই তিনি ক্রন্দন করেছিলেন।

[১১৬]. আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.)থেকে বর্ণিত ,সহিহ বুখারী, ইমাম বুখারী, কিতাবু ফাদাইলি আসহাবে রাসুলিল্লাহি (সা.), বাব রাসুল (সা.)-এর বানী তোমরা আবু বকরের দরজা বাদ দিয়ে সকল দরজা বন্ধ করে দাও, হাদিস নংঃ ৩৬৫৪।

এব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আরও একটি হাদিস রয়েছে তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক নবীকে তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবন ও আল্লাহর নিকট গচ্ছিত নেয়ামতসমূহের মাঝে যেকোনো একটিকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়। হযরত আবু বকর (রা.) হয়তো তাঁর কলিজার টুকরো মেয়ের কাছ থেকে এই কথা কোন সময় শুনেছেন যে কারণে তিনি খুব সহজেই নবীজীর বক্তব্য থেকে তাঁর বিদায়ের ব্যাপারটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আয়েশা (রা.)-এর সেই হাদিসটি নিম্নরূপ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : (مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ) فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

অর্থ: "আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নাবী অন্তিম সময়ে পীড়িত হলে তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে বলা হয়। যে অসুখে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে অসুখে তাঁর ভীষণ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছিল। সে সময় আমি তাঁকে مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ 'তাঁরা নাবীগণ, সত্যপরায়ণ, শহীদ ও সৎকর্মশীল যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবে' (সূরা আন-নিসা ৬৯) বলতে শুনেছি। এরপর আমি বুঝে নিয়েছি যে, তাঁকে (দুনিয়া বা আখিরাতে) যে কোনো একটি বেছে নেয়ার অবকাশ দেয়া হয়েছে"।[১১৭]

[১১৭].'আয়িশাহ (রা.)থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারী, ইমাম বুখারী, কিতাবুত তাফসির, বাবঃ فَأُوْلَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّيْنَ হাদিস নংঃ ৪৫৮৬।

৬. ফাতেমা (রা.)-এর সাথে রাসুল (সা.)-এর গোপনে কথোপকথন এবং ফাতেমার কান্না ও হাসি

রাসুলুল্লাহ (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায়ের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর অসুস্থতার সময় কলিজার টুকরো কন্যা ফাতেমা (রা.)-এর সাথে তাঁর গোপন কথোপকথন থেকে। প্রথমে তিনি ফাতেমাকে ডেকে কানে কানে অতিসত্বর দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় নেয়ার সংবাদ প্রদান করেন। তখন ফাতেমা (রা.) খুবই বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এরপর তিনি তাঁকে আবারও কানে কানে কিছু একটা বলেন, যা শুনে ফাতেমা (রা.) অনেক আনন্দিত হন এবং তার চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে।

হযরত আয়েশা (রা.) ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِيْ فَأَخْبَرَنِيْ أَنِّيْ أَوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

অর্থ: "আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) মৃত্যু-রোগকালে ফাতিমা (রা.)-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে-চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতেমা (রা.) কাঁদতে লাগলেন; এরপর নবী (সা.) পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে-চুপে কিছু একটা বললেন, তখন হাসতে লাগলেন। আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন, (সা.) যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগেই তাঁর ইন্তিকাল হবে। এ কথাই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব তখন আমি হাসলাম"।[১১৮]

---

১১৮. 'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারী, ইমাম বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি (সা.) ওয়া ওফাতিহি, হাদিস নং: ৪৪৩৩।

বিদায় হজ্বের ২য় ভাষণ, মিনার ময়দানে নাহার দিবসের ভাষণ

আল্লাহর দেওয়া এই সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ : "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ : «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا : بَلَى، قَالَ : "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ "أَلَيْسَ ذُوالحَجَّةِ؟ قُلْنَا : بَلَى، قَالَ "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ "أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وأعراضكم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ : "اللهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"

অর্থ: আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নাবী (সা.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সব চেয়ে বেশি জানেন। নবী (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (সা.)-এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-ই সবচেয়ে বেশি

জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নবী (সা.) বললেন, তোমাদের জান, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এরূপভাবে সম্মানিত যেরূপ সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (সা.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন: শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রাসুল)। অতঃপর তিনি বললেন: প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে, শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।"[১১৯]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাসুল (সা.) মুসলমান তথা সমগ্র মানবজাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

বিশ্বনবী (সা.)-এর অসুস্থতা

রাসুল (সা.) যখন রেসালতের বাণী পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিলেন, আল্লাহর দেয়া আমানত আদায় করলেন এবং জাতিকে সঠিকভাবে দ্বীনের উপদেশ দেয়া সম্পন্ন করলেন তখন তাঁর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময়ও

[১১৯]. আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আবু আব্দুল্লাহ আল জু'ফী, আল জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল বুখারী, মুহাক্কিক: মুহাম্মদ যুহাইর ইবনে নাসের আন নাসের, দারু তুকিন নাজাত, ১ম মুদ্রনঃ ১৪২২ হিঃ, হাদিস নংঃ ১৭৪১।

ঘনিয়ে এলো। তাঁর (সা.) কিছু কিছু কথা ও কর্মে তা অনুধাবন করা যাচ্ছিল। যেমন তিনি দশদিন ইতেকাফ পূর্ণ করার পর তা আরও বিশ দিন বর্ধিত করেন। জিবরাইল (আ:)-এর সাথে একাধিকবার পারস্পরিক কোরান পাঠ করে শুনিয়েছেন। এবং হযরত মা'আয (রা.)-কে বিদায় দেয়ার সময় তিনি বলেছিলেন,

يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا،

অর্থ: "হে মা'আয! সম্ভবত এর পরের বছর তোমার সাথে আর সাক্ষাৎ হবে না"।[১২০]

তেমনিভাবে বিদায় হজ্বের ভাষণেও তিনি বলেন,

في حجة الوداع : لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا»

অর্থ: "হয়তো পরের বছর তোমাদের সাথে আর সাক্ষাৎ হবে না"।[১২১]

রাসুল (সা.)-এর অসুস্থতা শুরু হয় সফর মাসের শেষ সোমবারে জান্নাতুল বাকিতে একটি জানাযায় উপস্থিত হওয়ার পর।

ইমাম বুখারী (রহ.) সাহাল ইবনে সা'আদ আস সাইদি থেকে তিনি আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্বের পর সূরা নাসার অবতীর্ণ হয়।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

এবং এটাই ছিলো সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। এই সূরাটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন নবি (সা.) নিজেই নিজের মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে ক্রন্দন করেন।[১২২]

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ,

[১২০]. ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ। হাদিস নং ২৪৯৭- ।

[১২১]. নাসাই, হাদিস নং৪১৯২, তিরমিজি (রহ.), হাদিস নং ১৭০৬।

[১২২]. ইমাম বুখারী, সহিহ বুখারী। সাহাল ইবনে সা'আদ আস সাইদি থেকে তিনি আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ

অর্থ: "রাসুল (সা.) জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে এলেন। তখন আমার মাথা ব্যাথা করছিল। আমি বলছিলাম, ওহ! আমার মাথা, আমার মাথা খুব ব্যাথা করছে। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, হে আয়েশা, বরং আমার মাথা, ওহ! খোদার শপথ আমার মাথা খুব ব্যাথা করছে।"[১২৩]

অসুস্থতা চরম আকার ধারণ করলো

এরপর রাসুল (সা.)-এর অসুস্থতা চরম আকার ধারণ করলো। যখন তিনি মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে ছিলেন। তিনি বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন,

«أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا

অর্থ: আগামীকাল আমি কোন ঘরে যাব? আগামীকাল আমার পালা কার ঘরে? আসলে তিনি মনে মনে আয়েশা (রা.)-এর ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। এটা বুঝতে পেরে অন্যান্য স্ত্রীগণ রাসুল (সা.)-কে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত আয়েশার ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করলেন। ফলে তাই করা হলো এবং তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে ছিলেন।[১২৪]

ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ، إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَنِي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا، ثُمَّ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ هَذِهِ الْأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ، قَالَ: «كَلَّا يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ، لَقَدِ

[১২৩]. আয়েশা (রা.)থেকে বর্ণিত,ইবনে মাজাহ,সুনানে ইবনে মাজাহ।
[১২৪]. ইমাম বুখারী, সহিহ বুখারী হাদিস নং- ৪৯১৯।

اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ بَدَأَهُ شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: রাসুল (সা.)-এর গোলাম আবু মোয়াইহিবা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "হে আবু মোহাইবা! আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয়েছিল, আমাকে আরও দেয়া হয়েছিল পৃথিবীতে চিরকাল বসবাস করার এবং জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ। অতঃপর তিনি আরও বললেন, হে আবু মোহাইবা! আমি বেছে নিয়েছি আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাত"। এরপর রাসুল (সা:) ফিরে এলেন এবং তাঁর মধ্যে ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেলো, যে ব্যথার কারণে তার মৃত্যু হয়েছিল।[১২৫]

মৃত্যুর ৫ দিন পূর্বে করা রাসুল (সা.)-এর সর্বশেষ অসিয়ত

"ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدأ فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك ، لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما صنعوا لاتتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني، اللَّهُمَّ لاتجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

অর্থ: "শুনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণ এবং সৎ লোকদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিতো। শুনে রাখ, তোমরা কবরকে সিজদার স্থান হিসেবে গ্রহণ করনা। আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি। ইহুদী-খ্রিস্টানরা তাদের নবীদের কবরে মসজিদ স্থাপন করে অভিশপ্ত হয়েছিল। সুতরাং তারা যা করেছিলো তা করা থেকে তোমরা সতর্ক থেকো। অতঃপর আমার কবরকে তোমরা উৎসবের স্থান

[১২৫]. রাসুল (সা.) গোলাম আবু মোয়াইহিবা থেকে বর্ণিত,আল হাকিম, আল মস্তাদরিক- ৫৭/৩।

বানিয়ে নিয়োনা। এবং তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়োনা। তোমরা যেখানেই থাকনা কেনো সালাত আদায় করবে এবং আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। তোমার দুরুদ আমার কাছে পৌঁছবে। হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণক করো না, যাকে পুজো করা হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ডভাবে ক্রোধান্বিত হয়েছে সেই জাতির উপর, যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।"[১২৬]

عن أبي ذر قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

অর্থ: "আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে রাসুল (সা.) আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করা থেকে আমি মুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলিল বানিয়ে নিয়েছে। যেমনিভাবে ইব্রাহিমকেও খলিল বানিয়েছেন। যদি আমি তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। শুনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের এবং সৎ লোকদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিতো। শুনে রাখ, তোমরা কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়োনা। আমি তা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।"[১২৭]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً

[১২৬]. বুখারী ১৬৫/১, মুসলিম ৩৭৫/১, আবু দাউদ ।

[১২৭]. আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৫৩২ আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত ।

نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئً

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা " وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ " আয়াতটি[১২৮] অবতীর্ণ করলেন। তখন রাসুল (সা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে ক্বোরাইশের দল! অথবা এর মতো অন্য কোনো একটি শব্দ বললেন! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দাও (আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা কর)। আমি আল্লাহর (আযাবের) সামনে তোমাদেরকে কোনো উপকার করতে পারবো না। (রক্ষা করতে পারবো না)। হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি আল্লাহর (আযাবের) সামনে তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর (আযাবের সামনে তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না। হে সফিয়্যাহ! (রাসুলের ফুফু) আমি আল্লাহর (আযাবের) সামনে তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ! আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছে তুমি চেয়ে নাও (কিন্তু জেনে রেখো) আল্লাহর (আযাবের) সামনে আমি তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না।"[১২৯]

ويا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئًا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئًا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم

[১২৮]. সূরা শুরা- ২১৪

[১২৯]. বুখারী, সহিহ বুখারী : ৪৪৯৩, আছবাগ ইবনে ওয়াহাব তিনি ইউনুস থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে।

وتأتوني بأنسابكم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل

অর্থ: "হে ফাতিমা! তুমি আমল কর, কারণ আল্লাহর সামনে আমি তোমার কোনো উপকারে আসবো না। হে সফিয়্যাহ! আপনি সৎকর্ম করুন, কারণ আল্লাহর (আযাবের) সামনে আমি আপনার কোন উপকারে আসবো না। হে আব্বাস! আপনি সৎকর্ম করুন কারণ আল্লাহর আযাবের সামনে আমি আপনার কোন উপকারে আসবো না। এমন যেন না-হয় যে কেয়ামতের দিন মানুষ তাদের আমল নিয়ে আমার সামনে আসবে আর তোমরা বংশপরিচয় নিয়ে আমার সামনে আসবে। তোমরা আমল কর, তবে হ্যাঁ, তোমাদের কেউ (শুধু মাত্র) তার আমল (আল্লাহর রহমত ছাড়া) দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবীরা বললো, এমনকি আপনিও না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও না। তবে আমার আল্লাহ আমাকে তখন রহমত ও দয়া দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখবেন।"[১৩০]

হাফেজ ইবনে হাজর বলেন, তবে আল্লাহ তা'আলার অনুমতি পেলে শাফাআত করতে পারবনে। যা শাফাআতে কোবরারর হাদিস থেকেও বুঝা যাচ্ছে।[১৩১]

বিশ্বনবী (সা.) ওফাতের স্থান ও তারিখ

সকল ঐতিহাসিকগণের ঐক্যমতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) **১১** হিজরী, **১২**ই রবিউল আওয়াল রোজ সোমবার (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ জুন মাসে) ইহকাল ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। ইরশাদ হচ্ছে-

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾

অর্থ: অর্থ: "নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল "।[১৩২]

[১৩০]. মুত্তাফাক আলাইহি, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস।
[১৩১]. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজর আসকালানী, পৃ. খ. ৮/৫০২; বোখারী, হা. নং- ৭৫১০
[১৩২]. সূরা যুমার-৩০

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾

অর্থ: "মুহাম্মাদ (সা.) রাসুল ছাড়া আর কেউ নন, তাঁর পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়ে গিয়েছে, যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন অথবা শহীদ হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে?"।[১৩৩]

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

অর্থ: "প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ ভোগ করবে।"[১৩৪]

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। এবং তিনি বর্তমান বর্জখী জীবনে রয়েছেন। আহলে সুন্না ওয়াল জামা'আতের অনেকেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, রাসুল (সা.) কবরে জিন্দা রয়েছেন, সে হায়াত দুনিয়ার জীবনের চেয়ে ভিন্ন, তবে তার প্রকৃত অবস্থা আমাদের কাছে জানা নেই। নিঃসন্দেহে সে অবস্থা শোহাদাদের অবস্থার চেয়ে উন্নত।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত এর বিশ্বাস বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, যেমনি ইন্তেকাল করেছেন অন্যান্য নবী, রাসূলগণ এবং তিনি করবে বর্জখি জীবন যাপন করছেন। যে জীবনটা ইহলৌকিক জীবনের চেয়ে ভিন্ন, সতন্ত্র একটা জীবন। এবং পরকালের জীবনের সাথেও সাদৃশ্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾

অর্থ: "আপনার পূর্বে কোনো মানুষের জন্য চিরন্তন জীবন দি নাই, আপনি যদি মৃত্যু বরণ করেন তারা কি চিরঞ্জিব হবে ?"[১৩৫]

[১৩৩]. আল ইমরান, আয়াত নং-১৪৪
[১৩৪]. সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৮৫

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ .وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ﴾

অর্থ: "পৃথিবীর ওপর যারা আছেন তারা সকলেই মৃত্যু বরণ করবে তোমার মহিমান্বিত, মহান প্রভূ ছাড়া" ।[১৩৬]

রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর আরো কিছু প্রমাণ

১. রাসূল (সা.) -এর মৃত্যুর ব্যপারে সকল সাহাবায়ে কিরাম একমত হয়ে আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্ধারণ করেছেন ।

২. রাসূল (সা.) মৃত্যু বরণ করছেন বিধায় ফাতিমা (রা.) আবু বকর (রা.) খলিফা হওয়ার পর, তাঁর মিরাছের জন্য আবেদন করেছিলেন । এবং আবু বকর (রা.) তাঁকে নবীদের সম্পদের উত্তরাধিকার হয় না বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ।

৩. ওসমান (রা.) ও আলি (রা.)-এর যুগে মুসলিম উম্মার কঠিন মুহূর্তে উদ্ভুত সমস্যাগুলর সমাধানের জন্য সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূল (সা.)-এর শরণাপন্ন হয় নাই । রাসূল (সা.) দুনিয়ার হায়াতের মত অবস্থায় থাকলে অবশ্যই তাঁরা রাসূল (সা.)-এর শরণাপন্ন হতেন ।

রাসূল (সা.)-এর বর্জখি হায়াত

রাসূল (সা.)-এর আত্মা আলা ইল্লিয়িনে অবস্থান করছেন ।

রাসূল (সা.) বর্তমানে বর্জখি হায়াতে রয়েছেন । বর্জখি হায়াতে নবী এবং শহিদগণ জিন্দা, রিযিকপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং নামাজরত থাকেন, যা সহিহ হাদিসের ভাষ্যমতে প্রমাণিত । ইরশাদ হচ্ছে,

قال النبي صلى الله عليه وسلم : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون

অর্থ: "নবীগণ (সা.) তাঁদের কবরে জীন্দা নামাজরত থাকেন" ।[১৩৭]

[১৩৫]. সূরা-আম্বিয়া:৩৪

[১৩৬]. সূরা- আর-রাহমান:২৬,২৭

[১৩৭]. মুনজিরি, বাইহাকি, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং সনদ সহিহ বলেছেন, যার অনেক শাওয়াহিদ রয়েছে ।

বর্জখি হায়াতে শরীর রুহ থেকে আলিদা থেকে । প্রয়োজনে রুহ ফেরত দেন আল্লাহ তা'আলা দেন । ইরশাদ হচ্ছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَا مَنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ "

অর্থ: "আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, "কেউ আমার ওপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ আমার রুহ ফেরতদেন, যাতে আমি সালামের উত্তর দিতেপারি" ।[১৩৮]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام

অর্থ: "ইবনে মাসোদ থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন,"আল্লাহর পক্ষ থেকে একদল ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছেন যারা আমার উম্মতের সালাম আমার ওপর পৌঁছিয়ে দেন" ।[১৩৯]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

অর্থ: "আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, "আমার কবরকে উৎসবে পরিনত করোনা । এবং তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করোনা । এবং আমার ওপর সালাম পাঠাও নিশ্চয়ই তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়" ।[১৪০]

[১৩৮]. আবু দাউদ, হাদিস নং-২০৪১, ইসনাদ হাসান, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত ।

[১৩৯]. বায্যার, ইসনাদ হাসান, ইবনে মাসোদ থেকে বর্ণিত

[১৪০]. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, আবু দাউদ, সুনানে আবি দাউদ, ইসনাদ জাইয়িদ

নবীদের বর্জখি হায়াত শহিদের চেয়ে উত্তম

নিঃসন্দেহে নবীগণ বর্জখি হায়াতে শহিদের চেয়ে উত্তম অবস্থায় থাকেন। আল্লাহর রাস্তায় শহিদের ব্যপারে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

অর্থ: 'যারা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেন তাদের তোমরা মৃত বলিওনা বরং তাঁরা জিবিত, তবে তোমরা অনুভব করোনা।[১৪১]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

অর্থ: "এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা শহিদ হবে তাদের মৃত বলিও না। বরং তাঁরা জীবিত তাঁদের প্রভুর কাছে রিযিক প্রাপ্ত হন"।[১৪২]

পরিশেষে, এ হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা, বিশ্বাস। এ অর্থে অনেক কুরআনের আয়াত ও সহিহ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। রাসূল (সা.)-এর বর্জখি হায়াত নিঃসন্দেহে শহিদের বর্জখি হায়াতের চেয়ে উত্তম। তাঁরা জীবিত তাঁদের প্রভুর কাছে রিযিক প্রাপ্ত হন। রাসূল (সা.) তাঁর জন্য সালাম পাঠাতে বলেছেন, নিশ্চয়ই উম্মতের সে দরুদ, সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়া হয় । এবং তিনি সালামের উত্তরও দেন।

[১৪১]. সূরা বাকারা :১৫৪

[১৪২]. সূরা আল ইমরান : ১৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য। সমগ্র মানবজাতির নবী ছিলেন তিনি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

অর্থ: 'আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[১৪৩]

বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ মহামানব এটা শুধু পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরান সহিহ হাদিস তথা ইসলামী মনীষীদের বিশ্বাস তা নয়, বরং অতীত ও বর্তমান বিশ্বের বরেণ্য জ্ঞানী-গুণী মহান মনীষী, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ, পন্ডিত ব্যক্তিরাও তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা আর কর্মের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি একবাক্যে দিয়েছেন। আমরা মুসলিম মনীষীদের বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রকৃত মূল্যায়ন বাদ দিলও বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ অমুসলিম মনীষীদের বিশ্বনবী (সা.)- এর জীবনের প্রতিটা বিষয়ের ওপর সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণ তথা সম্যক পর্যালোচনা করে নবীজী (সা.) যে শ্রেষ্ঠত্বর প্রমাণ করেছেন তা ইতিহাসে চিরকাল সত্যের স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সততা, সত্যবাদীতা অকল্পনীয় সহনশীলতা, ধৈর্য্য শক্তি, সুন্দর পরিচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা,বিনয় ও বিন্র চলাফেরা, আদব-কায়দা। শিষ্টাচার, সুমধুর ব্যতিক্রমী ব্যবহার, নিষ্ঠাবান সংগ্রামী জীবন, তার পর্যবেক্ষণ পারদর্শিতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, নারী অধিকার, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মনোভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সকল ধর্মের মানুষের প্রতি মানবাধিকার নিশ্চিত করণ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এবং সেগুলোর চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করে অমুসলিম মনীষীরা মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। এসব বিশ্বজোড়া খ্যাতনামা মনীষীরা সবাই একবাক্যে

[১৪৩]. সুরা : সাবা, আয়াত : ২৮

স্বীকার করেছেন তিনিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনিই জগৎ শ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী। বিশেষ করে বিশ্বের সকল ধর্মের মানুষের প্রতি তার নিদারুণ মমত্ববোধ, সমত্ববোধ, মানবপ্রেম, সৃষ্টির প্রতি অগাধ ভালোবাসা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। মানবপ্রেমের এমন নজির ইতিহাসে বিরল।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল । তাঁর পবিত্র পয়গম কোন বিশেষ জাতি বা ভৌগলিক পরিসীমার মানুষের জন্য ছিলনা। তাঁর নবুওত বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের কল্যাণের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এজন্য প্রত্যেক জাতির কবি সাহিত্যিক, রাজনিতিবিদ, ধর্মগুরু তথা পন্ডিতগণ, নবীজির (সা.) সত্য প্রশংসা গেয়েছেন, মনের মাধুরী দিয়ে, উদাত্ত অবলীলাক্রমে তাঁর গুণাকৃতি করেছেন। যার প্রধান কারণ হচ্ছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বারা প্রচারিত মানবতার ধর্ম দীনে ইসলামে রয়েছে ইহকাল শান্তি ও পরকালের মুক্তি।

বিশ্বের সব মহাদেশের বহু খ্যাতনামা অমুসলিম পন্ডিত-গবেষক সর্বশেষ নবী (সা.)-এর জীবনীমূলক অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টান ধর্মের ব্যক্তিরা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাভাষি সাহিত্যিকরাও অধিকহারে মহানবী (সা.)-এর জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তারা রাসুল (সা.)-এর সুমহান আদর্শ, মহত্ব, মানবতার তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে শ্রদ্ধাভরে বর্ণনা করেছেন। অমুসলিম লেখকদের মধ্যে গদ্য আর পদ্য ব্যতীত সে সকল লেখক বিশ্বনবী শেষনবী (সা.)-এর জীবনী তথা গবেষণাধর্মী রচনা এমনকি কাব্য রচনা করেছেন। তারাও আধুনিক বিশ্বের দরবারে মহানবীকে আদর্শ মানব, মহান বিপ্লবী, মানবতার আদর্শ শিক্ষক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ নেতা, শ্রেষ্ঠ মানব এবং মহামানব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিম্নে বিশ্বনবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে মুসলিম এবং অমুসলিম স্কলারগণের প্রসংশা ও মতামত উল্লেখ করা হলো-

বিশ্বনবী রাসুল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে মুসলিম স্কলারগণ

১. মোল্লা আলী কারি বলেন, কিছু-কিছু হাদিসের ভাষ্য থেকে যদিও প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য নবীর ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের সংখ্যা আল্লাহর

পক্ষ থেকে নির্ধারিত বা সীমিত। কিন্তু এসব হাদিসের ভাবার্থ থেকে বুঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব আসলে অগণিত বা অসীম।[১৪৪]

২. ইমাম সুয়ুতী বর্ণনা করেন, ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, একটি হাদিসের ভাবার্থ থেকে বোঝা যায় রাসুল (সা.)-এর বিশেষত্ব মাত্র পাঁচটি আবার অন্য একটি হাদিসে এসেছে, অন্যান্য নবীর ওপর রাসুল (সা.) -এর শ্রেষ্ঠত্ব ছয়টি। আবার আরেকটি হাদিসে আরো কিছু শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এসব হাদিসের মাঝে সমন্বয়ের উপায় হলো, হয়তো প্রথমে রাসুল (সা.) কিছু বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানতে পারেন।

৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বিভিন্ন হাদিস পর্যালোচনা করে রাসুল (সা.)-এর আরো **১২**টি বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি নির্ণয় করেছেন। এরপর তিনি বলেন, যদি হাদিসসমূহে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয় তাহলে এই ধরনের আরও বহু গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে।

৪. হযরত আবু সাঈদ আন নিসাপুরী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, শরফুল মোস্তফা নামক গ্রন্থে তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-কে অন্যান্য নবীর ওপর যেসব গুণাবলি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে সেসব গুণাবলির সংখ্যা হলো ৬০ টি। তিনি বলেন, ৭৮ হিজরিতে বোখারি শরিফের ওপর একটি টীকা লিখতে গিয়ে এ ব্যাপারে আমি অনুসন্ধান করেছি। তখন আমি হাদিস, আছার, তাফসির, ফিকহ, উসুল, ও তাসাউফের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসন্ধান করে এসব গুণাবলি পেয়েছি। অতঃপর আমি এর ওপর একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছি, যার নামকরণ করেছিলাম

أُنْمُوذَجُ اللَّبِيبِ فِي خَصَائِصِ الْحَبِيبِ

এই গ্রন্থে আমি নবীজির গুণাবলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি। এক. তাঁর যেসব গুণাবলি অন্যান্য নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বহন করে। দুই. তাঁর যেসব গুণাবলি উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বহন করে।[১৪৫]

[১৪৪]. মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩৬৭৬/৯।

৫. কাজী আয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এতে কোনো মতানৈক্য নেই যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং বনী আদমের সরদার। এবং তিনি আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি। এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনেক।[১৪৬]

জেনে রাখা ভালো যে, রাসুল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নবীর কোনো মর্যাদা নেই। বরং প্রত্যেক নবীরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। যেমন আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদেরকে দিয়ে সিজদা করিয়েছেন এবং তাঁর দেহে ফুঁক দিয়ে রুহ স্থাপন করেছেন। ইবরাহিম (আ.) খলিলুল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু। মুসা (আ.) কালিমুল্লাহ অর্থাৎ যাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলেছেন। ঈসা (আ.) রুহুল্লাহ এবং আল্লাহর কালিমা যা আল্লাহ তা'আলা মারিয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। ইউসুফ (আ.)-কে পৃথিবীর অর্ধ সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। দাউদ (আ.)-কে দান করা হয়েছিলো যাবুর কিতাব এবং তাঁকে লোহা নরম করার শক্তি দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু প্রত্যেক নবীর আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকলেও তাদের কাউকে মর্যাদা দেয়া হয়নি যে তাঁরা বনি আদমের সর্দার; যেমনটা আমাদের নবীকে দেয়া হয়েছে। আর সে কারণেই তিনি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কিয়ামতের দিন তাঁদের ইমাম হবেন।

মোদ্দা কথা হলো, আমাদের নবী (সা.) হলেন সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী। যদিও কোনো কোনো নবীর বিশেষ কিছু মর্যাদা রয়েছে, যা আমাদের নবীর মধ্যে নেই।

বিশ্বনবী রাসুল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে অমুসলিম স্কলারগণ

তাদের মধ্যে শীর্ষে যারা আছেন-

[১৪৫]. হাশিয়াতুস সুয়ুতী আলান নাসায়ী, ২১০/১

[১৪৬]. আশ শেফা, ১৬৫/১।

ইউরোপিয়ান পন্ডিতদের স্বীকৃতি

ফরাসী লেখক আলফ্রেড দ্য ল্যামারটাইন, বীরযোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, ইংরেজি পাদ্রী বচওয়ারাথ স্মিথ, স্ট্রিফেন, পন্ডিত টয়েনবী, ঐতিহাসিক গিবন, থমাস, কার্লাইল, আলবার্ট জনসন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় পন্ডিতদের স্বীকৃতি

ভারতীয় পন্ডিতদের মধ্যেও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীজী, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহরু, স্যার পিসি রাম, স্বামী আহিয়ার, স্বামী বিবেকানন্দ, সবোজনী নাইডু, এনি এ বেচান্ত, বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, সুশান্ত ভট্টচার্য, এম এন রায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এন পান্ডে, স্বামী লক্ষী শংকরাচার্য আরও অনেকে। মহানবী (সা.)-এর ওপর এসকল মনীষীদের মূল্যবান বক্তব্য তথা দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ইতিমধ্যে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলীর জন্য তিনি যে সমগ্র জাতির মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব সেটা পৃথিবীর বহু বিখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিক তথা চিন্তাবিদগণ নানা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কয়েকজন বরেণ্য মনীষীদের উক্তি এখানে তুলে ধরা হলো।

ইনসাইক্লোপিডিয়া রিটেনিকার সুবিখ্যাত লেখকের বক্তব্যেই এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে।

“of all the religious personalities of the world hazrat mohammad was the most successful”

মনীষী ড্রেপারের ভাষায়- “the man who of all men has excercised the greatest influence upon the human race” (হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সেই রকম একজন ব্যক্তি যিনি মানব সমাজের ওপর সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।)

শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা

হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বের একজন বিপ্লবী নেতা। সারা বিশ্বের বুকে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক বিপ্লব সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ১৭৭৬ সনের আমেরিকা বিপ্লবে এর ১৩টি প্রদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশিকতার থেকে মুক্ত করে। "জাতীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিল। ১৭৮৯ সালের "ফরাসী বিপ্লবে একছত্রী রাজতন্ত্র তথা পুরানো ফরাসী অভিজাত্যক দমাতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে সপরিবারে হত্যা করে মার্কবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই তিনটি ঐতিহাসিক অন্যতম বিপ্লব রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল।

গীবন-এর উক্তি

তবে উক্ত বিপ্লবগুলো সামগ্রিকভাবে মানব জীবনের ওপর কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু মহানবী (সা.) দ্বারা পরিচালিত সংঘটিত বিপ্লবে মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় যেমন- ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন এনেছিল। পৃথিবীর একটা অধ:পতিত জাতির মধ্যে এই বিপ্লবে নব শক্তির সঞ্চার করেছিল। যেটা আমরা উল্লেখিত বিশ্বের বিখ্যাত বিপ্লবসমূহের মধ্যে দেখতে পাইনা।

এক্ষেত্রে বিখ্যাত ঐতিহাসিক তথা চিন্তাবিদ" গীবন-এর উক্তি প্রনিধানযোগ্য তার ভাষায় ইসলামের অভ্যুর্থানে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। মানবসমাজে যার প্রভাব ছিল দির্ঘস্থায়ী ও সুদুরপ্রসারী। (one of the most memorable revolutiions which impressed a new and lasting character on the nations of the globe.)

কে, এস, রামকৃষ্ণ

মহিশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে, এস, রামকৃষ্ণ ১৯৭৯ সনের হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশ্বজনীন আদর্শের প্রতি অভীভূত হয়ে "Muhammad-The Profet Of Islam" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তার মতে, পৃথিবীর একজন সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে পরিচয়

দিতে হলে বিশ্বের মানবজাতিকে প্রভাবিত করা ধর্ম আর দর্শনসমূহ অধ্যায়ন অপরিহার্য, যে প্রতিবেশি অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্কের সৃষ্টি করে। তিনিও বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

মাইকেল এইচ হার্ট

১৯৭৮ সনে মাইকেল এইচ হার্ট "The Hundred" নামের একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইটিতে যুগ যুগান্তের ইতিহাশের শ্রেষ্ঠতম একশজন ব্যক্তির জীবন তথা ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। সেই লেখক ও ইতিহাস অনুসন্ধান করে সেই সকল ব্যক্তির এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছে- সে সকল ব্যক্তি বিশ্বের মানবজাতির ওপর সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। এ গ্রন্থখানায় আইজ্যাক নিউটন অশক, এরিস্টটল, গৌতমবুদ্ধ, কনফুচিয়াছ, যীশু, হিটলার, প্লেটো এবং মহাত্মা গান্ধীরসহ বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি তবু এই একশ' জন তালিকা করেই তার দায়িত্ব পালন শেষ করেননি। বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের জীবন তথা কর্মের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ একত্রিত করে তার যথার্থ মূল্যায়নও করেছেন এবং সেই দিক থেকে যাকে যেভাবে পরিচিতি করা প্রয়োজন ঠিক তাই করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো- এই বিখ্যাত গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করে যে স্থানটি নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্থান হচ্ছে প্রথম। একজন অমুসলিম নেতৃত্বাধীন একদল গবেষকরা গভীরভাবে তথা নিরপেক্ষ গবেষণায় নবী মুহাম্মদ (সা.)-ই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই গবেষকগণ কিন্তু মুসলমান নয়- একজন খ্রিস্টান। সেও নিজের বক্তব্যের দৃঢ়টা প্রদর্শন করে বলেছেন- "muhammad unlike jesus was secular as well as religious leader… he may well rank as the most influential political leader of all times.it is the unparalleled combination on secular and religious influence which i entitle muhammad to be

considered most influerrtial single person in humman history"

পন্ডিত মানবেন্দ্রনাথ রায়

ভারতের একজন বিখ্যাত পন্ডিত মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) তার বিখ্যাত লেখা গ্রন্থ "The Historical Role Of Islam" সে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিস্ময়কর কৃতকর্মের ওপর করা কেইটম্যান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মন্তব্যে প্রণিধানযোগ্য। রেডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের অগ্রদূত লেলিন, ব্যালিনর সহকর্মী, সুপ্রিম সোভিয়েটের পলিটব্যুর সদস্য রায় আসিল সুক্ষ বিশ্লেষণ তথা মানব সভ্যতার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীয় অধিকারী। তিনিও ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, লেখক ও বিজ্ঞানী। ত্রিশের দশকের জেলে থাকা অবস্থায় তিনি ইসলামের ওপর গভীরভাবে অধ্যায়ন করে উল্লেখিত শিরোনামের একটি অসাধারণ গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনিও এইভাবে মন্তব্য করেন, মহাপুরুষ মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুশাসিত ইসলামের আকস্মিক উত্থান তথা নাটকীয় বিস্তৃতি মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসের একটি বিরাট চমকপ্রদ অধ্যায়। (The apparently sudder rise and dramatic expantion of mohammadanism constitutes almos fascinating chapter in the distory of mankind).

ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর পরাক্রমী শক্তির বর্ণনা দিয়ে আরও বলেন, বীর ট্রাজানর সাহায্যে আগাষ্টাচর রোম সম্রাজ্য জয় ও এর ভিত্তি স্থাপনের সময় লেগেছিলো ৭০০ বছর তথাপি ১০০ বছরেরও কম সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা আরব সম্রাজ্যের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি।

আলেকজেন্ডার বিশ্ব বিজয়ী খেতাব অর্জনের পর দেখা গেলো যে ইসলামের খলিফাগণের শাসনাধীন বিশাল ভূ-খন্ডের তুলনায় যৎ সামান্য অংশে তিনি অধিকার করেছিলেন।

প্রায় ১০০ বছরে যে পারস্য সম্রাজ্যে রোমের আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পেরেছিল মাত্র ১০ বছরের কম সময়ে মুহাম্মদ (সা.) ইসলামী শক্তির বলে সেই পরাক্রমী পারস্যই আত্মসম্পূর্ণ করতে বাধ্য হয়। তাই প্রশ্ন জাগে আধুনিক কোনো ঐতিহাসিক কি মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের এই

অপরূপ তথা অভিনব অলৌকিত্বর হাসিল করতে প্রয়াস পাবে?

আলফ্রেড মার্টিনে তিনি

আলফ্রেড মার্টিনে তিনিও "The Great Religious Teacher In The East" গ্রন্থে লিখেছেন, "মুহাম্মদ (সা.) এর মতাদর্শই আরবের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে যেভাবে সফলতা লাভ করেছিল, বিশ্বের দ্বিতীয় কোন ধর্মীয় ইতিহাসে তার কোন নজির পাওয়া যায় না।"

Stanely Lane Pool

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক Stanely Lane Pool এর ভাষায় ধর্ম এবং সততার প্রচারক হিসাবে মহানবী (সা.) যেমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলো; একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবেও তিনি ছিলেন তেমনি শ্রেষ্ঠ।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়- আমার দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-ই হচ্ছেন- সেই মহাপুরুষ যিনি বিশ্বজগতে সাম্যভাবের বার্তাবহন করে এনেছেন। তিনি হলেন, সাম্যবাদের প্রবাদপুরুষ। তিনিই মানবজাতির ভাতৃভাবের এনে দিয়েছিলেন বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে। তিনিই ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বটে।

কবি বচন্ড বার্থ

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নারী জাতির মুক্তির প্রবক্তা হিসাবে প্রদান করে কবি বচন্ড বার্থ স্বীয় কবিলাইন, সাবোজিনীনাইডু, ক্রাবাইট প্রমুখ বিশ্ব বিখ্যাত মনীষীগণ ঘোষণা দেন যে, "নারী জাতিদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রেখে গেছেন। ইতিপূর্বে কেউ এভাবে নারী জাতির অধিকার প্রদান করেনি।" ইসলামের গণতান্ত্রিক প্রেরণাই নারী জাতিকে পুরুষের গোলামি থেকে মুক্তিদান করেছে। মহানবী (সা.)-ই পৈতৃক সম্পত্তি এ নারীর অধিকার প্রদান করে গেছেন। নারীরা যে সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে এটা হজরত (সা.) বহু শতাব্দী পূর্বেই সাবস্ত করে গেছেন। তিনিই বিশ্বের বুকে প্রথম ব্যক্তি যিনি সাংবিধানিকভাবে নারী জাতির এই অধিকার প্রদান করেছেন। এ ঘটনায় ১২ শত বছর পরে যখন ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রর "প্রসুতিঘর" বলে বলা হয়-

সেই ইংল্যান্ডের ১৮৮১ সনে এ ইসলামের নীতি গ্রহণ করা এবং বিবাহিতা নারী আইন। (The Married Women"s Act) নামের আইন পাস করা হয়। অথচ কত শত বছর আগেই ইসলামে নবীজি (সা.) ঘোষণা করেন।

"নারী হচ্ছে পুরুষের অর্ধাঙ্গিণী।"[১৪৭]

নারীর অধিকার পুত পবিত্র। সাবধান! নারীদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

মহানবী (সা.) সেই পুরুষ, যার জীবনের শেষের ২৩টি বছর চিন্তা এবং কর্মের দ্বারাই মানবসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনি সেই পুরুষ যিনি এক সর্বজনীন বাণীর ভিত্তিতে এক বিশ্বজনীন আদর্শপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এজন্যই তিনি জগৎ গুরু বা বিশ্বনবী (সা.)।

পন্ডিত জর্জ বার্নাড'শ

এ সম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত ইংরেজ পন্ডিত জর্জ বার্নাড'শ এভাবে মন্তব্য করেন। "If a man like muhammad were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving all itõs problems in a way that would bring so much needed peace and happiness"

যদি মহানবী (সা.)-এর মত কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি আধুনিক বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারতেন তবে তিনি বর্তমান জগতের সমস্যাবলীর সকল সমাধান টেনে দিতেন। যিনি মানুষের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সুখ-শান্তি এনে দিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হতেন।

মহানবী (সা.)-এর সামগ্রিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁকে নিয়ে সামগ্রিক চর্চা থেকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক চর্চিত মানবের নাম মুহাম্মদ (সা.)। মহান আল্লাহর অঙ্গীকারও এটি। আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন,

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

'আপনার আলোচনাকে আমি সমুন্নত করেছি।'[১৪৮]

[১৪৭]. ইমাম তিরমিজি, সুনানে তিরমিজি, তাহারা অধ্যায়, হা.নং- ১০৫, মুসনাদে আহমদ, হা.নং- ৫৮৬৯

তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিমরাই যে শুধু তাঁর জীবন ও ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছে বা করছে তা নয়; বরং বহু অমুসলিমও তাঁর জীবনচরিতের ওপর মূল্যবান গবেষণা উপহার দিয়েছে। যদিও বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে তাদের সব রচনা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশ্বনবী (সা.)-কে নিয়ে অমুসলিমদের রচিত কয়েকটি বইয়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো-

১. হায়াতে মুহাম্মদ, লেখক: লালা রালয়া রাম কোলাতি, প্রকাশ: ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ।
২. হজরত মুহাম্মদ সাহেব, বানিয়ে ইসলাম (ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ), লেখক : শারদি বরকাশ, প্রকাশ: ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ।
৩. রাসুলে আরাবি (আরবের রাসুল), লেখক: জি এস দারা।
৪. আরব কা চাঁদ (আরবের চাঁদ), লেখক : স্বামী লক্ষ্মী প্রসাদ, প্রকাশ : ১৯৩২।
৫. হজরত মুহাম্মদ আওয়ার ইসলাম (মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম), লেখক: বান্দাত চন্দ্র লাল।
৬. হজরত মুহাম্মদ আওয়ার ইসলাম (মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম), লেখক: বাবু কাঞ্জলাল এম।
৭. পয়গম্বারে ইসলাম (ইসলামের নবী), লেখক : গৌরনাথ সাহায়ি।
৮. চার মিনার, লেখক : গোবিন্দ রাম সিথি শাদ, প্রকাশ: ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ।
৯. হজরত মুহাম্মদ কি সাওয়ানেহে উমরি (মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিত), সংকলন ও সম্পাদনা: প্রফেসর লাজবাদ রায় নায়ার।
১০. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ, লেখক: মালিক রাম

[১৪৮]. সুরা : আশশারাহ, আয়াত : ৪

১১. মহাপুরুষ মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.), লেখক: বান্দাত গোপাল কৃষ্ণ (সম্পাদক, ভারত সমাচার)

১২. মুলকে আরব কা সবচে বড়া রিফর্মার (আরব ভূখণ্ডের সবচেয়ে বড় সংস্কারক), লেখক: শঙ্কর দাস কিয়ানি

১৩. ওয়াহদানিয়্যাত কা মাতওয়ালা (একত্ববাদের প্রেমিক), লেখক: বুদ্ধ বীর সিং

১৪. হজরত মুহাম্মদ কি আলমে ইনসানিয়্যাত পর আজিম ইহসানাত (মানবতার প্রতি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগ্রহ) লেখক: লালা রাম লাল ভর্মা

১৫. বানিয়ে ইসলাম কি রহমদিলি (ইসলাম প্রতিষ্ঠাতার কোমলতা), লেখক: বি এস রান্ধাওয়া

১৬. ইন সার্চ অব মুহাম্মদ (মুহাম্মদের খোঁজে), লেখক: ক্লিন্টন বেনেট

১৭. দ্য ভয়েজ অব হিউম্যান জাস্টিস, লেখক: জর্জ জর্ডেক

১৮. মুহাম্মদ : এ ভার্জ শর্ট ইন্ট্রোডাকশন, লেখক: জনাথন এ সি ব্র্যাউন

১৯. মুহাম্মদ : এ বাইয়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট, লেখক: কারেন আর্মস্ট্রং

২০. এ প্রফেট অব আওয়ার টাইম, লেখক: কারেন আর্মস্ট্রং

২১. মুহাম্মদ : হিস লাইফ বেজ্‌ড অন আর্লিয়েস্ক সোর্সেস, লেখক: মার্টিন লিংগস, প্রকাশ: ১৯৮৩

২২. মুহাম্মদ, লেখক : মিশেল এ কুক

২৩. দ্য পিসিডো-হিস্টোরিক্যাল ইমেজ অব দ্য প্রফেট মুহাম্মদ ইন মেডিয়েভাল ল্যাটিন লিটেরাচা: এ রিপোর্টারি, লেখক: মিশেলিনা ডি সিজার, প্রকাশ: ২০১১

২৪. দ্য ফাস্ট মুসলিম: দ্য স্টোরি অব মুহাম্মদ, লেখক: দ্য লেসলি হাজলেটন, প্রকাশ: ২০১৩

২৫. হে নবী তোমায় ভালোবাসি, লেখক: গুরুদত্ত সিং, অনুবাদ: আবু তাহের মিসবাহ

উল্লেখ্য, এই লেখার উদ্দেশ্য সিরাতচর্চার ব্যাপকতা বোঝানো। নতুবা সিরাতচর্চার প্রধান ও গ্রহণযোগ্য উৎস হিসেবে মুসলিম লেখকদের লেখাই শ্রেয়। কেননা সিরাত শুধু ইতিহাস নয়; বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রশ্নটিও।

উপসংহার

বিশ্বনবীর জীবনে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন বাস্তব কুরআন এজন্যই বলা হয় “Islam Is The Complite Code Of Life” (ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা)। বিশ্বনবী (সা.) উপর নাযিলকৃত ঐশী বিধান যে কালজয়ী এবং তিনি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিশ্বনবী (সা.)-এর বৈশিষ্ঠ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সা.) যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সায়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন। তেমনিও তাঁর উম্মতও সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেন-

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

অর্থ: “তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।”[১৪৯]

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

অর্থ: আর মানুষ তো এক উম্মতই ছিলো। পরে তারা বিভক্ত হয়ে পড়লো।[১৫০]

[১৪৯]. সূরা আলে ইমরান- ১১০
[১৫০]. সূরা ইউনুস -১৯

রাসুল (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾

অর্থ: সৃষ্টিকুলের জন্য এ তো উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর স্বল্পকাল পরে তুমি অবশ্যই এর সংবাদ জানবে।[১৫১]

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

অর্থ: তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন, যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।[১৫২]

কুরআন নাসিখ তথা রহিতকারী

কুরআন বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিজা বিধায় কুরআন মজিদ অন্যান্য আসমানি কিতাবের (তাওরাত,যবুর,ইনজিল) নাসিখ তথা রহিতকারী, কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবাদীকে রহিত করার বিষয়ে প্রমাণ।

প্রমাণ-১

১- ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾

অর্থ: 'আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর ওপর তদারককারীরূপে।'[১৫৩]

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, কুরআনকে পূর্ববর্তী কিতাবাদীর ওপর মোহাইমিন তথা তদারককারী বানিয়েছেন। আর মোহাইমিন বলতে বোঝায় "আশ শাহেদ" তথা সাক্ষ্যদানকারী, "আল হাকিম" তথা বিচারক এবং " আল মু'তামিন" তথা আমানত দানকারী। সুতরাং কুরআন পূর্ববর্তী

[১৫১]. সূরা সোয়াদ-৮৭, ৮৮
[১৫২]. সূরা ফুরকান: ১
[১৫৩]. সূরা মায়িদা: ৪৮

কিতাবে যা আছে তা দিয়ে ফায়সালা করে এমন বিষয়ের, যা আল্লাহ তা'আলা রহিত করে দেননি। এবং ঐসব কিতাবে যা আছে তাকে সত্যায়িত করে সেসব বিষয়ের যা আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করেননি।

প্রমাণ-২

কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবাদীকে রহিত করার বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

অর্থ: 'যদি মুসা (আ.) তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার পথ অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় থাকতো না।[১৫৪]

প্রমাণ-৩

এব্যাপারে আরো যেসব প্রমাণ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো, ঈসা ইবনে মারইয়ম (আ.) যখন শেষ জামানায় আসমান থেকে পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন তিনি কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা সবকিছু পরিচালিত করবেন। এক্ষেত্রে তিনি তাওরাত বা ইনজিল অনুসরণ করবেন না। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين"

অর্থ: 'রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারকরূপে অবতরণ করবেন মারইয়মের পুত্র ঈসা (আ.)। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শুকর

[১৫৪]. আহমদ, মুসনাদে আহমদ জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত।

হত্যা করবেন, জিযয়া রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না ।'[১৫৫]

উপযুক্ত প্রমাণদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন নাযিলের পর অন্য আসমানি কিতাবের হুকুম-আহকাম চলবে না । শেষনবী (সা.) আসার পর তার উম্মত না হয়ে অন্য কোন নবীর উম্মত হয়ে সে ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের আদেশ-নিষেধ মানার কোনো সুযোগ নেই । আমরা যদি মুহাম্মাদুর রাসুলের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারি, তখনই আমরা প্রকৃত মুসলমান হবো । ইসলাম নাম ধারণ করলে, মাতা-পিতা, দাদা-দাদী মুসলমান হলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না । রাসুলের উম্মতকে বলা হয়, সর্বোত্তম উম্মত এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী উম্মত, মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِوَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

অর্থ: 'তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি; যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে, এবং রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য ।'[১৫৬]

এখানে আল্লাহ্ মধ্যপন্থী সম্প্রদায় বলে উত্তম জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । আর আমরা তখনই শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে দাবী করতে পারবো, যখন আমরা রাসুলের (সা.) আদর্শে জীবন গঠন করতে পারবো । তাঁর উম্মত হিসেবে আমাদেরকে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো জানা দরকার ।

১ নং বৈশিষ্ট্য: সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন নাযিল করা হয়

রাসুল (সা.)-এর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মহান রাব্বুল আলামিন কর্তৃক তাঁর ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল-কুরআন নাযিল করাহয় । যার

[১৫৫]. মুত্তাফাক আলাইহি, আহমদ, মুসনাদে আহমদ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত ।
[১৫৬]. সূরা বাকারা-১৪৪

রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন । মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿إِنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

অর্থ: আমি স্বয়ং এই উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক ।[১৫৭]

আল্লাহপাক এইপবিত্র গ্রন্থ নাযিল করেন, যেখানে কিয়ামত পর্যন্ত কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না । কুরআন মজিদের ১৪৪ টি সূরাতে ৬২৩৬ টি আয়াত, মতান্তরে-৬৩৪৮ টি (বিসমিল্লাহসহ) আয়াত আছে এবং শব্দের সংখ্যা-৭৭৯৩৪ টি ।

২ নং বৈশিষ্ট্য: অন্যান্য নবী-রাসুলের কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ করা

মহান রাব্বুল আলামিন রাসুল (সা.)-এর সত্যায়নের ব্যাপারে পূর্বকার নবী ও রাসুলদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

অর্থ: 'আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান; অতঃপর তোমাদের নিকট কোনো রাসুল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে, তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করেছো ? এবং এই আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছো ? তারা বললো আমরা অঙ্গীকার করছি । এবার সাক্ষী থাক ,আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম ।'[১৫৮]

[১৫৭]. সূরা হিজর-৯
[১৫৮]. সূরা আল ইমরান, আয়াত ৮১

তাহলে লক্ষ করুণ, মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.) কত মহান!, কত শ্রেষ্ঠ! সমস্ত নবীদেরকে একত্রিত করে তাঁদের কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন, এবং বলেছেন যখন শেষ নবী চলে আসবেন তখন তাঁর ওপর ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য করবে এবং শেষ নবী চলে আসবেন তখন তোমাদের নবুয়ত রহিত হয়ে যাবে। তোমাদের ওপর নাযিলকৃত কিতাবের হুকুম-আহকাম আর মানা যাবে না। এর অর্থ হচ্ছে, রাসুল (সা.) এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁকে অনুসরণ, অনুকরণ ও সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য পূর্বকার সকল নবী-রাসুল থেকে মহান রাব্বুল আলামিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

৩ নং বৈশিষ্ট্য: শেষ নবীর রিসালত ও নবুয়ত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য

ইতোপূর্বে যে সকল নবী-রাসুলকে পাঠিয়েছিলেন, কাউকে হয়তো নির্দিষ্ট কোনো জাতির কাছে, গোত্রের কাছে বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.)-এর নবুয়ত কোন নির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য তাঁকে মহান রাব্বুল আলামিন রহমত করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারিমে বলেন-

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

অর্থ: 'আর আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।'[১৫৯]

১- عن ابن عباس في قوله : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.قال : من آمن بالله واليوم الآخر، كتب له الرحمة في الدنياوالآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، عوفي مما أصاب الأممن الخسف والقذف.

১৫৯. সূরা আম্বিয়া -১০৭

অর্থ: 'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী- "আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" এ ব্যাপারে তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য রহমত আবশ্যক করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে না, তাদেরকে জাতির ওপর আপতিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা হয়।'[১৬০]

বিশ্বনবী (সা.)-এর বাণী

২- وقوله صلى الله عليه و سلم : كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ

অর্থ: 'নবীগণ নিজ-নিজ জাতির নিকট বিশেষভাবে প্রেরিত হয় এবং আমি ব্যাপকভাবে সকল মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছি।'[১৬১]

মহান রাব্বুল আলামিন মহানবী (সা.)-কে মানবতার মুক্তির জন্য। ধ্বংসের হাত থেকে মানবতাকে রক্ষা করার জন্য, সারা বিশ্ববাসীর কাছে প্রেরণ করেছেন।

৪ নং বৈশিষ্ট্য: মহানবী (সা.) শেষ নবী

মহানবী (সা.) শেষ নবী, তাঁর পরে কোনো নবী আসবেন না। কোনো মুসাইলামাতুল কাযযাব, কোনো গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, কোনো ছায়া নবী, কোনো যিল্লী নবী পৃথিবীতে আসতে পারবে না; রাসুলের মাধ্যমে নবুয়তের দরজায় মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗوَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

অর্থ: 'মহানবী (সা.) তোমাদের পুরুষের পিতা নন; তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী।'[১৬২]

১৬০. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,তবরী- ৫৫২/১৮।
১৬১. বুখারি, সহিহ বুখারি, ৩২৮।

৫ নং বৈশিষ্ট্য: সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন । আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

১-﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾

অর্থ: 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি ।'[১৬৩]

রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً﴾

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি ব্যাপক রহমত ও হিদায়াত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি ।'[১৬৪]

মহান আল্লাহ বলেন,

২- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থ: 'আর আমি তো কেবল আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝেনা ।'[১৬৫]

৩- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

অর্থ: 'হে নবী! আপনি বলুন, হে লোক সকল নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসুল ।'[১৬৬]

[১৬২]. সূরা আহযাব-৪০
[১৬৩]. সূরা আল আম্বিয়া : ১০৭
[১৬৪]. ইমাম তবরানির আল মু'জামুস সগির, নং: ২৫৬, হাফেজ ইবনে আসাকের আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মরফু হিসেবে তা বর্ণনা করেছেন ।
[১৬৫]. সূরা সাবা : ২৮
[১৬৬]. সূরা আরাফ: ১৫৮

৬ নং বৈশিষ্ট্য: তাঁর নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী

মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে । কিয়ামত পর্যন্ত যতো নর-নারী পৃথিবীতে আগমন করবে সবাই তাঁর উম্মত, তাঁরপরে আর কোনো নবীর আগমন হবে না । মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থ: 'তারা আল্লাহর নুরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুক) দিয়ে, কিন্তু আল্লাহ তো তার নুর পরিপূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই চান না, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে ।'[১৬৭]

৭ নং বৈশিষ্ট্য: তিনি নিষ্পাপ মাসুম, তাঁর কোনো গুনাহ নেই

আমাদের নবীর আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি নিষ্পাপ মাসুম, তাঁর কোনো গুনাহ নেই । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

অর্থ: "মহান রাব্বুল আলামিন আপনার জীবনের আগে ও পরে সমস্ত ভুলত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন এবং আপনার প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করেছেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন" ।[১৬৮]

ইমাম বুখারি এবং মুসলিম উভয়ই হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

[১৬৭]. সূরা তাওবা-৩২
[১৬৮]. সূরা ফাতহ-২

অর্থ: 'আল্লাহর নবী (সা.) রাতে এতো বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেতো। আয়েশা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তো আপনার আগের এবং পরের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবুও আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করবো না ?' [১৬৯]

৮ নং বৈশিষ্ট্য: মহান রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবী (সা.) জীবনের শপথ করেছেন

মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে রাসুলের (সা.) জীবনের শপথ করেছেন, অন্য কোনো নবীর জীবনের শপথ করেননি। মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

অর্থ: আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় মত্ত ছিলো।[১৭০]

৯ নং বৈশিষ্ট্য:বিশ্বনবী (সা.) 'জাওয়ামিউল কালিম' এর অধিকারী

রাসুল (সা.) অল্প বাক্যে বেশি অর্থ বোঝানোর মত শব্দ ব্যবহার করতেন যাকে আরবিতে 'জাওয়ামিউল কালিম' বলা হয়। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার যোগ্যতাসহ আমাকে পাঠানো হয়েছে।[১৭১]

قل يا محمد: وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

[১৬৯]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারি-৪৮৩৭, মুসলিম :২৮২০,ইমাম বুখারি এবং মুসলিম উভয়ই হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[১৭০]. সূরা হিজর-৭২

[১৭১].আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, মুত্তাফাক আলাইহি, সহিহ বুখারি-২৯৭৭, সহিহ মুসলিম-৫২৩।

অর্থ: হে মুহাম্মদ! বলো, "আমি লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই"[১৭২]

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾

অর্থ: বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।[১৭৩]

এজন্য তিনি বলতেন, আমি আরবের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ভাষার অধিকারী; আমার চেয়ে সুন্দর ভাষায় কেউ কথা বলতে পারবে না্। রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

অর্থ: আমার প্রভু আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন, অতঃপর তিনি কতোইনা সুন্দরভাবে আমাকে তা শিখিয়েছেন।[১৭৪]

"أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ورضعت في بني سعد بن بكر"

অর্থ: আমি আরবের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ভাষী, তবে আমি কোরাইশ, আমি বনী সা'দ গোত্রে বড় হয়েছিলাম।[১৭৫]

রাসুলের যুগে বনী সা'দ গোত্রের ভাষা ছিলো বেশি সুন্দর, আল্লাহর পথে যারা দাঈ হবেন তাদের ভাষা সবচেয়ে বেশি সুন্দর হতে হবে।

১০ নং বৈশিষ্ট্য: কাফেরদের মনে সবসময় ভীতি সঞ্চার হতো

রাসুল (সা.)-কে দেখলে বা রাসুলের কথা শুনলে কাফেরদের অন্তরে এক ধরনের ভীতি সঞ্চার হতো। রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন:

[১৭২]. সূরা সোয়াদ-৮৬

[১৭৩]. সূরা শুআরা- ১৯৩-১৯৫

[১৭৪]. আল জামেয়ুস সগির, ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, এই হাদিসের কোনো প্রমাণিত সনদ নেই। আল্লামা শওকানি "আল ফওয়াইদুল মাজমুয়া" গ্রন্থে এই হাদিসটি নিয়ে এসেছেন, নং-১০২০, "তাযকিরাতুল মওদুয়াত" গ্রন্থেও এটা দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, এই হাদিসটি দুর্বল বা জয়িফ তবে এর অর্থ সঠিক।

[১৭৫]. আল্লামা জামাখশারী,আল-কাশশাফ, খ-২, বাবলী মিশর , গ্রন্থে এই হাদিসটি নিয়ে এসেছেন, ।

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

অর্থ: আমাকে সকল নবীর ওপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে ব্যাপকার্থক ভাবকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, আমার জন্য সকল জমিন মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে, সকল সৃষ্টির জন্য আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে এবং নবীদের আগমনধারা আমাকে দিয়ে শেষ করা হয়েছে।[১৭৬]

যেমন: আহযাবের যুদ্ধে কাফেররা সবাই একত্রিত হয়ে মদিনা ঘেরাও করেছিলো হামলা করার জন্য; কিন্তু রাসুলের কথা শুনে তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে গেল, ফলে তারা সবাই পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

১১ নং বৈশিষ্ট্য: গাছপালা কর্তৃক রাসুল (সা.)-কে সালাম দেয়া

রাসুল (সা.) যখন পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে হাঁটতেন, তখন গাছ-পালা, বৃক্ষরাজি তাঁকে সালাম দিতো।

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مسير فَأَقبل أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْنَ تُرِيدُ" قَالَ إِلَى أَهْلِي قَالَ: "هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ" قَالَ مَا هُوَ قَالَ: "تشهد أَن لاإلٰه إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" قَالَ هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[১৭৬]. মুসলিম, তিরমিজি ১৫৫৩, মুসনাদে আহমদ

وَسَلَّمَ هَذِهِ الشَّجَرَة فَدَعَاهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي شاطىء الْوَادِي فَأَقْبَلت تخد الأَرْض خدا حَتَّى قَامَت بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا وَرَجَعَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ إِنْ يَتَّبِعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ وَإِلَّا رجعت إِلَيْك وَكنت مَعَك.

অর্থ: ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসুল (সা.)-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। একজন বেদুইন লোক এগিয়ে এলো সে নিকটে এলে রাসুল (সা.) তাঁকে বললেন, কোন দিকে যেতে ইচ্ছুক? সে বললো, আমার পরিবারের কাছে। রাসুল বললেন, এর চেয়ে ভালো কিছুর প্রতি কি তোমার আগ্রহ আছে? সে বললো, তা কী? রাসুল (সা.) বললেন, "তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরিক নেই। এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল"। অতপর সে (বেদুইন লোকটি) বললো, আপনি যা বলছেন তার কি কোনো সাক্ষী আছে? রাসুল (সা.) বললেন, "এই সালুমা গাছটি আমার সাক্ষী"। অত: পর রাসুল (সা.) গাছটিকে ডাকলেন। গাছটি ছিল উপত্যকার ঢালুতে। সাথে-সাথে গাছটি মাটি বিদীর্ণ করে এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। রাসুল (সা.) গাছটিকে তিনবার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বললেন। অতঃপর গাছটি তিনবার সাক্ষ্য দিয়ে স্ব-স্থানেই ফিরে গেলো। বেদুইন লোকটি তার জাতির নিকট ফিরে গেলো। (যাওয়ার সময়) বললো, যদি তারা আমাকে অনুসরণ করে তবে আমি তাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবো। আর না হয় আমি ফিরে আসবো। আমি আপনার সাথেই থাকবো।[১৭৭]

[১৭৭]. ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম দারমি তাঁর সহিহ গ্রন্থে হাদিসটি নিয়ে এসেছেন, ইমাম ইবনে হিব্বানও নিজ সহিহ গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানি সেটাকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: إِنْ دَعَوْتُ هَذَا العِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَعَادَ، فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুইন লোক রাসুল (সা.)-এর নিকট এসে বললো, আমি কীভাবে বুঝবো যে আপনি নবী? রাসুল (সা.) বললেন, "আমি যদি এই খেজুর গাছের এই খেজুরের কাদি বা থোকাকে ডাকি, তবে সে এসে সাক্ষ্য দিবে যে আমি আল্লাহর রাসুল" । অতঃপর রাসুল (সা.) সেটাকে ডাক দিলেন । সাথে সাথেই খেজুরের থোকাটি গাছ থেকে নিচে নামতে শুরু করলো এবং রাসুল (সা.)-এর সামনে এসে পতিত হলো । এরপর তিনি (সা.) বললেন, ফিরে যাও । অতঃপর সেটি ফিরে গেলো । ফলে ঐ বেদুইন লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো ।[১৭৮]

রাসুল (সা.) যখন মসজিদে নববীতে খুৎবা দিতেন, তখন একটি খেজুর বৃক্ষের ওপর হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন, যখন মিম্বার নির্মাণ করা হল, রাসুল তখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়া শুরু করলেন ঐ খেজুর বৃক্ষটি তখন কান্নাকাটি শুরু করে দিলো, সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সেই কান্নার আওয়াজ শুনেছিলেন, তখন রাসুল (সা.) সে বৃক্ষের ওপর হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিলেন ।

[১৭৮]. ইমাম আহমদ এবং তিরমিজি স্ব-স্ব গ্রন্থে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, শব্দগুলো তিরমিজির । তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান, গরিব ও সহিহ । ইবনে হিব্বানও নিজ সহিহ গ্রন্থে তা নিয়ে এসেছেন এবং আল্লামা হাকিম তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন । শেখ শোয়াইব এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর সনদটি সহিহ তবে শায়খাইনের সনদের সাথে মিল থাকার শর্তে ।

٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ المِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الجِذْعُ ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم – فمسحه .

অর্থ: ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) খেজুর গাছের একটি শুকনো খুঁটিতে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন । যখন মিম্বারের ব্যবস্থা করলেন তখন তিনি খুতবা দেয়ার জন্য সেখানে গিয়ে উঠলেন, তখন খেজুর গাছের খুঁটিটা কেঁদে ওঠে । অতঃপর রাসুল (সা.) খেজুর গাছটির কাছে গিয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন ।[১৭৯]

১২ নং বৈশিষ্ট্য : নবীজির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া

রাসুল (সা.)-এর আঙুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলো । যারা চন্দ্র অভিযানে গিয়েছিলেন তারা গবেষণা করে বেরে করেছেন কত বছর আগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো । এবং অনেকেই এর সত্যতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

অর্থ: কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে ।[১৮০]

١-عن أنس بن مالك، "أن أهلَ مكةَ سألوا رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أن يُرِيَهم آيةً، فأراهمُ انشِقاقَ القمر"

অর্থ: আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মক্কার কাফেররা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিদর্শন দেখানোর জন্য বললে তিনি তাদেরকে চাঁদ দু'ভাগ করে দেখালেন ।[১৮১]

[১৭৯]. ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত,ইমাম বুখারি ইয়াহিয়া থেকে বর্ণনা করেন ।
[১৮০]. সূরা কামার-১
[১৮১]. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারি, সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৬৩৭ ।

٢- عن أنس بن مالك ، "أَنَّ أَهلَ مكَّةَ سألُوا رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أَنْ يُرِيَهُم آيَةً، فأراهُمُ القمَرَ شِقَّيْنِ، حتى رأَوْا حِراءً بَينهُما"

অর্থ: আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে আরও বর্ণিত, মক্কার লোকেরা যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কোনো একটি নিদর্শন দেখাতে বললো, তখন তিনি (সা.) চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা উভয় খণ্ডের মাঝখানে হেরা পর্বত দেখতে পেলো।[১৮২]

٣- "أَنَّ أهلَ مكةَ سألوا رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- أن يُرِيَهم آيةً، فأراهم انشقاقَ القمرِ، مرتَيْنِ".

অর্থ: আরও বর্ণিত আছে, মক্কার কাফেররা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কোনো নিদর্শন দেখতে চাইলে তিনি দু'বার চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।[১৮৩]

১৩ নং বৈশিষ্ট্য: চতুষ্পদ জন্তু নবীজির সাথে কথা বলতো

রাসুল (সা.) শুধু মানুষের ভাষা নয়, জীবজন্তুরও ভাষাও বুঝতেন। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের ভাষা বুঝতেন। তিনি পিপিলিকা ও হুদহুদ পাখির সাথে কথা বলেছেন। সেই বৈশিষ্ট্য মুহাম্মাদুর রাসুলের কাছেও ছিলো। তিনি উট পাখি ও বিভিন্ন মাখলুকের ভাষা বুঝতেন। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟»، فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ»

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে খচ্চরের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন। তিনি আমাকে গোপনে কিছু কথা বললেন এবং এই মর্মে সতর্ক করলেন যে, আমি যেন তা কখনো কাউকে না বলি। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় গোপনীয়তা রক্ষার্থে উঁচু জায়গা কিংবা ঘন খেজুরকুঞ্জ পছন্দ করতেন। তিনি এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর হঠাৎ সেখানে একটি উট প্রবেশ করলো। এবং সেটা তার কণ্ঠদ্বারা বিশেষ আওয়াজ করে করে কাঁদতে লাগলো। তিনি (সা.) বলেন, বাহাজ আফফান (উঠকে থামানোর বিশেষ আওয়াজ)। উট যখন রাসুল (সা.)-কে দেখলো তখন সেটা আরো বেশি ক্রন্দন করতে লাগলো। এমনকি তার উভয় চক্ষুর অশ্রুজল গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাসুল (সা.) উটটির পিঠে এবং উভয় কানে হাত বুলালে সেটি কান্না থামালো। এরপর তিনি (সা.) বললেন, এই উটের মালিক কে? অতঃপর আনসারি এক যুবক এসে বললো, সেটা আমার, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)। রাসুল (সা.) বললেন, তোমার মালিকানাধীন এই চতুষ্পদ প্রাণীর ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহকে ভয় করো না? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো এবং কষ্ট দাও।[১৮৪]

[১৮২]. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী, সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৮৬৮।
[১৮৩]. আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৮০২।

[১৮৪]. আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত আবু দাউদ তা বর্ণনা করেছেন এবং আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৪ নং বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ এবং ফেরেশতারা বিশ্বনবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোনো নবী-রাসুল আগমন করেননি, যার ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতারা দরুদ ও সালাম পেশ করেছেন। একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপরই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা দরুদ পাঠ করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরুদপাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ তোমরাও তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করো এবং যথাযথভাবে তার উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করো।[১৮৫]

১৫ নং বৈশিষ্ট্য: বিশ্বনবীর (সা.) পূর্বপুরুষদের কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন না

রাসুল (সা.) ঘোষণা করেছেন,আদম (আ.) থেকে এ পর্যন্ত আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কোন দিন যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হন নি। সবাই বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এবং এটাই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي

অর্থ: আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী (সা.) বলেছেন, আমি বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছি, কোনো অবৈধ সম্পর্ক থেকে আমার জন্ম হয়নি। আমার পিতা-মাতা আমাকে জন্ম দিলেও

[১৮৫]. সূরা আহযাব- ৫৬

আদমের ঔরস থেকে আমি এসেছি। জাহেলি যুগের কোনো নোংরামি বা অজ্ঞতা আমাকে স্পর্শ করেনি।[১৮৬]

১৬ নং বৈশিষ্ট্য: যেখানে রাত-দিন আছে, সেখানেই এই ধর্ম পৌঁছে যাবে

রাসুল (সা.)-এর শরিয়ত ইসলাম পৃথিবীর দিকদিগন্তে পৌঁছে যাবে, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু, যেখানে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন ঘটে রাসুল (সা.)-এর শরিয়ত পৌঁছবে। যে স্থান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যে স্থানে সূর্য অস্ত যায় সেখানে পর্যন্ত আমার এ ধর্ম, ইসলাম পৌঁছে যাবে। ইসলামের শত্রুরা যতই বিরোধিতা করুক না কেন, কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না, সবখানে পৌঁছে যাবে এবং বিজয় লাভ করবে। বর্তমানে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মহান রাব্বুল আলামিন ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর বিজয় দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসুলকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে"।[১৮৭]

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ - يَعْنِي عَزِيزٍ يُعِزُّ بِهِ الْإِسْلَامَ - وَذُلٍّ يُذَلُّ بِهِ الْكُفْرُ

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা এই কাজটিকে (ইসলামকে) সেই সব জায়গায় পৌঁছাবেন যেখানে দিন এবং রাত হয় (অর্থাৎ সব জায়গায় ইসলামকে পৌঁছাবেন)। এবং তিনি এমন কোনো স্থায়ী মাটির ঘর কিংবা কোনো অস্থায়ী তুলার বা ছনের ঘর বাকি রাখবেন না, যেখানে এই দ্বীনকে

[১৮৬]. আল্লামা তবরানি আউসাতের মধ্যে তা বর্ণনাকরেছেন, ইবনে আদি ও অন্যান্যরাও তা বর্ণনা করেছেন। আলবানী তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই হাদিসের বহু সাক্ষ্য ও পথ রয়েছে।

[১৮৭]. সূরা তাওবা -৩৩

পৌঁছাবেন না। তা দ্বারা তিনি হয়তো ঐ ঘরকে সম্মানিত করবেন অথবা অপদস্ত করবেন। যে ঘরে ইসলাম থাকবে সেই ঘরকে সম্মানিত করবেন আর যে ঘরে কুফরি থাকবে সে ঘরকে অপমানিত করবেন।[১৮৮]

১৭ নং বৈশিষ্ট্যঃ মহান রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবীর শত্রুকে নিজ হাতে দমন করেন

আবু লাহাবের ছেলে ওতবা রাসুলের মেয়েকে তালাক দিয়ে রাসুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটানো শুরু করলে ওতবার জন্য রাসুল (সা.) বদদোয়া করেছিলেন। তখন মহান আল্লাহর দরবারে বদদোয়া করে বলেছিলেন: 'হে আল্লাহ তা'আলা, তুমি ওতবার নিকট তোমার কুকুরের মধ্য থেকে একটি কুকুর লেলিয়ে দাও। একথা শুনে আবু লাহাব খুব ভীত হয়ে তার ছেলেকে নিয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার পথে রওনা হলো। পথিমধ্যে সূর্যাস্তের পর যখন অন্ধকার রজনী নেমে এলো, আবু লাহাব তার ছেলেকে সকল বণিকদের মাঝে শুতে বললেন। কিন্তু তাতেও তার শেষ রক্ষা হয়নি। একটি বাঘ ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে ওতবাকে সনাক্ত করে তার উপর হামলে পড়ে, এভাবে মহান রাব্বুল আলামিন স্বীয় রাসুলের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন, হাদিসে যার উদাহরণ রয়েছে।

ولما أراد "عُتيبة"الخروج إلى الشام مع أبيه قال: لآتينّ محمداً وأوذينّه فأتاه فقال يا محمد: إني كافر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلى، ثم بصق أمام النبي وطلّق ابنته "أم كلثوم"فغضب ودعا عليه فقال: (اللّهُمَّ سلط عليه كلباً من كلابك). فخرج عتيبة مع أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا كانوا في طريقهم زأر أسد فجعلت فرائص عتيبة ترعد فقالوا له: من أي شيء ترعد؟ فقال: إن محمد دعا علي وما ترد له دعوة. فلما ناموا أحاطوا به

[১৮৮]. আহমদ, তবরানি এবং বায়হাকি সকলে নিজ-নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাকিম ও আলবানি তা সহিহ বলে এই দিয়েছেন।

وجعلوه في وسطهم فجاء الأسد فشم رؤوسهم جميعاً حتى انتهى إلى عتيبة فهشم رأسه هشمة فقضى عليه،...

অর্থ: ওতবা যখন তাঁর পিতার সাথে শামের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো, তখন সে বললো, আমি অবশ্যই মুহাম্মাদের কাছে যাবো এবং তাকে কষ্ট দিয়ে আসবো। অতঃপর সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে এসে তাকে বললো, হে মুহাম্মদ! আমি নক্ষত্রকে বিশ্বাস করি না, যখন সেটি পতিত হয় এবং সেই আত্মাকেও বিশ্বাস করি না, যে নিকটবর্তী হয় এবং আরও কাছে আসে। এরপর সে নবী (সা.)-এর সামনে থুথু ফেললো এবং তাঁর মেয়ে "কুলসুম"-কে তালাক দিয়ে দিলো। তখন রাসুল (সা.) তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর জন্য বদদোয়া করলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, তার পেছনে আপনার ঠিক কোনো কুকুর নিযুক্ত করে দিন"। এরপর ওতবা তার সাথীদের সাথে পণ্যের বিশাল একটি বহর নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে বের হলো। পথিমধ্যে একটি সিংহ তাদের দেখে গর্জন করে উঠলো, এতে ওতবা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার সাথীরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কাঁপছো কেনো? সে বললো, মুহাম্মদ আমার জন্য বদদোয়া করেছে। আর তাঁর দোয়া কখনো বিফলে যায়না। যখন তাদের ঘুমানোর সময় হলো তারা সবাই ওতবাকে বেষ্টন করে এবং মাঝখানে রেখে ঘুমালো। অতঃপর সিংহটি আসলো এবং তাদের সবার মাথার গন্ধ শুঁকতে লাগলো। এবং ওতবাকে খুঁজে পেলো। অতঃপর তার মাথায় গুঁতো দিয়ে ভালোভাবে তা থেতলে দিলো, ফলে সে মারা গেলো।[১৮৯]

১৮ নং বৈশিষ্ট্যঃ নবীজির কুৎসা রটনাকারীদের জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট

মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿إنا كفيناك المستهزئين﴾

[১৮৯]. আবু নুয়াইমের দালাইলুন নবুওয়াহ, চতুর্দশ অধ্যায়। ওতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের কাহিনি, ওয়াই পেক মেশিনে সংরক্ষিত ২ মার্চ ২০১৪।

অর্থ: আপনার সাথে যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে; তাদের জন্য আমিই যথেষ্ট ।[১৯০]

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

অর্থ: আর আল্লাহ আপনাকে মানুষদের (অনিষ্ঠ) থেকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না ।[১৯১]

বদর যুদ্ধের প্রান্তরে রাসুল (সা.) সাহাবিদের নিয়ে বদর উপত্যকা পরিদর্শন করে, ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, এই জায়গায় আবু জেহেল এই জায়গায় ওয়ালিদ, এই জায়গায় ওতবা, শাইবা মৃত্যুবরণ করবে । যুদ্ধ শেষে তাদের ঠিক সে সবস্থানে পাওয়া যায়, যেখানে রাসুল (সা.) বলেছিলেন । এভাবে যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন ।

১৯ নং বৈশিষ্ট্য: রাসুল (সা.) হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন ।

রাসুল (সা.) তাঁর খাঁটি উম্মতদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন, যে সৌভাগ্য অন্য কোনো নবী-রাসুলের হবে না । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আমি আপনাকে আল-কাউসার দান করেছি । অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত পড়ুন এবং কুরবানি করুন । নিশ্চয় আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ ।[১৯২]

١- عن بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَاليَاقُوتِ "

[১৯০]. সূরা হিজর-৯৫
[১৯১]. সূরা মায়িদা -৬৭
[১৯২]. সূরা কাওসার

অর্থ: ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, “কাউসার হলো জান্নাতের একটি নদী, যার উভয় পাড় স্বর্ণ-নির্মিত এবং প্রবাহস্থল মণি-মুক্তা দ্বারা সাজানো । [১৯৩]

٢- عن أَبِي ذر "أن الحوض يَشْخَبُ(يصب) فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ: আবুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘নিশ্চয় হাউজ (কাউসার) এ পানি ঢালা হয় জান্নাতের দু’টি নালা থেকে” ।[১৯৪]

ইবনে হাজার (রহ.) তার ফাতহ গ্রন্থে বলেছেন,

وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها

এই হাদিসের প্রকাশ্য ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে, হাউজটি জান্নাতের পাশে অবস্থিত এবং তাতে জান্নাতের অভ্যন্তরীণ একটি নদী থেকে পানি প্রবাহিত করা হয় ।[১৯৫]

[১৯৩]. ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত,সুনানে তিরমিজি -৩২৮৪, ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান ও সহিহ । ইমাম আলবানিও এটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন ।
[১৯৪]. আবুজর (রা.) থেকে বর্ণিত,মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং: ৪২৫৫, ইবনে হাজার (রহ.) তার ফাতহ গ্রন্থে যেমনটি বলেছেন, ৪৬৬/১১) ।
[১৯৫]. ইবনে হাজার (রহ.) তার ফাতহ গ্রন্থে যেমনটি বলেছেন, ৪৬৬/১১ ।

চতুর্থ অধ্যায়

সভ্যতা বিনির্মাণে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অবদান

জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠন করা

রাসুলে কারিম (সা.) নবুয়তপ্রাপ্তির পর একটি সভ্য ও সফল জাতি উপহার দেয়ার জন্য যে সমস্ত কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন, তার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

আমরা জানি, যে জাতি যতো বেশি জ্ঞানী, সে জাতি ততো বেশি সমৃদ্ধ। এজন্য প্রথম যে পদক্ষেপটি তিনি নিয়েছিলেন তা হলো, একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ, জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত জাতি গঠন করা। জ্ঞান-অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা।

সে জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য মহান রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্ববাসীর কাছে পাঠালেন। রাসুলে কারিম (সা.)-এর শিক্ষক ছিলেন, স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামিন। তিনি জ্ঞান আহরণ করতেন, সরাসরি মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে। বিশ্বনবী (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিন থেকেই শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। রাসুল (সা.) পৃথিবীবাসীর কাছে যেহেতু একটি শ্রেষ্ঠ জাতি উপহার দিবেন, তাই প্রথম পাঠ, যেটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলো, সেটাও ছিলো শিক্ষার পাঠ। প্রথম যে কাজ থেকে শুরু করতে হবে সেটা হলো শিক্ষার কাজ। শিক্ষিত জাতি গঠন করতে হবে। এ কারণে জিবরাঈল (আ.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পাঠ নিয়ে আসলেন, সেটা ছিলো শিক্ষার পাঠ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ،خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ،اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ،الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ،عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

অর্থঃ 'পড়ো (হে নবী), তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার

রব বড়ো মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।'[১৯৬]

সূরা আ'লাকের এই পাঁচটি আয়াত প্রথম নাযিল হয়। রাসুলে কারিম (সা.)-এর বয়স ৪০ বছর হওয়ার পর তিনি অপেক্ষা করতেন, কখন জিবরাঈল (আ.) আসবেন এবং তিনি জবলে নূরের চূড়ায় হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। উদ্দেশ্য ছিল মহান রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে ওহি পাওয়া। ওহি নাযিলের প্রত্যাশায় তিনি হেরাগুহায় নির্জনে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করতেন। অবশেষে একদিন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি অবতীর্ণ হলো। তা ছিলো সূরা আলাকের উদ্ধৃত প্রথম ৫ আয়াত। যে আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন জ্ঞান অর্জনের কথা, পড়ার কথা, ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীর এমন কোনো বই নেই যেখানে সর্বপ্রথম পড়ার কথা বলা হয়েছে, জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআনেই তা বলা হয়েছে এবং পড়তে বলা হয়েছে মহান রাব্বুল আলামিনের নামেই। এই আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান যুগে আলাকের অর্থ করা হয় শুক্রাণু, যা রাসুল (সা.)-এর যুগে জানার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ আলাক এমন এক শুক্রকিটের নাম, যা খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয়, এটা মুহাম্মদ (সা.)-এর রচিত কিতাব নয়। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাবের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে, শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার উপকরণের কথাও বলেছেন। আয়াতের শেষদিকে তিনি কলমের কথা বলেছেন। যার ব্যবহার তখনকার যুগে খুবই সীমিত ছিলো, এই শিক্ষা জানার উপায় হলো যার মাধ্যমে মানুষ যা জানেনা তা অর্জন করতে পারে। রাসুলে কারিম (সা.)-এর মিশনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহপাক বলেনঃ

[১৯৬]. সূরা আ'লাক্ব : ১-৫

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

অর্থ: তিনিই মহান সত্তা, যিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনায়, তাদের জীবনকে সজ্জিত ও সুন্দর করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিমকত শিক্ষা দেয়।'[১৯৭]

মহান রাব্বুল আলামিন রাসুলে কারিম (সা.)-কে একটি নিরক্ষর জাতির কাছে পাঠালেন। তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ করার জন্য। মক্কার মরুপ্রান্তরে রূঢ় স্বভাবের মানুষের কাছে বিশ্বনবীকে পাঠালেন, তাদেরকে জ্ঞান, সভ্যতা, স্বংস্কৃতি শিক্ষা দিয়ে অজ্ঞতা, মূর্খতা, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, জাতিভেদ, গোত্রীয় ভেদাভেদ দূর করে উন্নতির সুউচ্চ চূড়ায় উন্নীত করার জন্য। কুরআন মজিদের অনেক আয়াতে মহানবী (সা:)-কে শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদিস শরিফে রাসুল (সা.) নিজেকে সহজকারী শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

﴿وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আমি একজন সহজকারী শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"[১৯৮]

মানুষকে কীভাবে জ্ঞান দিতে হবে? কীভাবে মানুষকে সৎ পথে প্রদর্শিত করতে হবে? সব কিছু মহান আল্লাহ নিজেই রাসুল (সা.)-কে শিখিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে তাকওয়াকেই ঘোষণা করেছেন

রাসুলে কারিম (সা.) জাতিভেদ, রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, মুনিব-গোলাম, উঁচু-নিচুর মধ্যে যে ভেদাভেদ ছিলো তা সমাজ থেকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সবাইকে তিনি এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে ঘোষণা

[১৯৭]. সূরা জুম'আ: ২

[১৯৮]. মুসলিম, হাদিসটি জাবের রা. থেকে বর্ণিত, হাদিস নং-১৪৭৮।

করেছেন। এবং শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে তাকওয়াকেই ঘোষণা করেছেন। মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

অর্থ: হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।[১৯৯]

এ প্রসঙ্গে হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি (সা.) বলেন, "মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে খোদাভীরু, সেই সবচেয়ে সম্মানিত"।[২০০]

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسودعلى أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

অর্থ: জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, "শুনে রাখো, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো কালো মানুষের ওপর কোনো লাল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো লাল মানুষের ওপরও কোনো কালো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

[১৯৯]. সূরা হুজরাত: ১৩

[২০০]. বুখারি, হাদিস নং: ৩৩৫৩) , মুসলিম, হাদিস নং- ২৩৭৮ ।

তাকওয়া (খোদাভীতি) ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোৎকৃষ্ট হলো সে ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান ”।[২০১]

মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট ছোট-বড়, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, উঁচু-নিচু সব সমান, সবাই তার গোলাম, সবাইকে তিনি এক বাবা ও এক মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। সবার আদি পিতা-মাতা, আদম ও হাওয়া (আ.)। একে অন্যের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছেন পরিচিতির জন্য। একজনকে অপরজনের ওপর, এক গোত্রকে অন্য গোত্রের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাকওয়ার ভিত্তিতে। তিনি মানুষকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন একমাত্র নিজেদের মধ্যে পরিচিতির জন্য, সহজভাবে যেন সবাই সমাজে বসবাস করতে পারে। যে যতো বেশি পরহেযগার ও খোদাভীরু হবে সে ততো বেশি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বলতে টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ী, ধন-ধৌলতকে মনে করি। ক্ষমতাকে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি মনে করি। মহান রাব্বুল আলামিনের এই মর্মবাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন সুন্দর পদ্ধতিতে, রাসুল (সা.) হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ

অর্থ: ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করিম (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং বলেন, ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের থেকে আল্লাহ তা’আলা জাহেলি যুগের দম্ভ ও অহংকার এবং

[২০১]. সহিহ মুসলিম, ইমাম আল বানী জাবের (র.) থেকে বর্ণিত হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পুর্বপুরুষের গৌরবগাথা বাতিল করেছেন। এখন মানুষ দুই অংশে বিভক্ত, একদল মানুষ নেককার, পরহেজগার, আল্লাহ তা’আলার নিকট প্রিয় ও সম্মানিত। অন্য একদল পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা ও আল্লাহ তা’আলার নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নিচু ও ঘৃণিত। সকল মানুষই আদমের সন্তান। আল্লাহ তা’আলা আদম (আ.)-কে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন ”।[২০২]

মহানবী (সা.) মক্কায় বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন, সেই বক্তব্যে তিনি হিংসা-বিদ্বেষ বাদ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। মানুষকে সাম্যের কথা ভ্রাতৃত্বের কথা, আদল-ইনসাফের বানী শুনিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি উপস্থিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘হে লোক সকল, আজকে মহান রাব্বুল আলামিন জাহিলিয়্যাতের অজ্ঞতা, মূর্খতার কলঙ্ক ও চিহ্ন দূরীভূত করেছেন এবং আমাদের পূর্বপূরুষদের নিয়ে যে অহংকারবোধ ছিলো সেটাও দূর করে দিয়েছেন। মানুষ মাত্র দু’প্রকার,

১ম : মুমিন, খোদাভীরু, তাকওয়াবান, পরহেযগার, সম্মানিত ব্যক্তি।

২য় : অপরাধী, খারাপ হতাভাগা।

এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমরা কোন দলে? আমরা কি মুমিনদের দলে নাকি ফাজেরদের দলে? তার যে কোনো একটি পথ অবলম্বন করতে হবে। দু’পথের বাইরে তৃতীয় কোনো পথ নেই। হয়তো ভালোদের দলে থাকবেন, না হয় খারাপদের দলে থাকবেন। এরপর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, সমস্ত মানুষ আদম (আ.) থেকে সৃষ্ট, আর আদম (আ:) মাটি থেকে সৃষ্ট। এতে অহংকার করার মতো কিছুই নেই। মাটির মানুষ কী নিয়ে অহংকার করবে? মাটির স্বভাব বিনয়ী, নম্র হওয়া। মাটি নিচের দিকে যায় এবং আগুন ওপরের দিকে যায়। ইবলিস শয়তান আগুনের সৃষ্টি হওয়াতে অহংকার করার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

[২০২]. ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত,সুনানে তিরমিজি হাদিস নং- -৩২৭০।

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

অর্থ: "আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে"।[২০৩]

দুনিয়ার সমস্ত মানুষ-মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান; লাল, কালো, সাদা, সবাই আদম (আ:)-এর সন্তান। আর আদম (আ.)-কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আমরা মাটির মানুষ, মাটির স্বভাব আমাদের থাকতে হবে, বিনয়-নম্রতা থাকতে হবে, দয়াদ্রতা থাকতে হবে, মানবতাবোধ থাকতে হবে, হৃদয়বান হতে হবে, মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা-চেতনা থাকতে হবে। শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের চিন্তা করলে হবে না। নিজের পাশাপাশি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সবার প্রতি আমাদেরকে উদারতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তখনই আমরা সম্মানিত, মুত্তাকি মুমিন হতে পারবো, আল্লাহর কাছে দামী হতে পারবো। মানবসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

অর্থ: 'হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা তথা আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন।'[২০৪]

আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আদমকে যেহেতু মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাই আমাদের মধ্যে নম্রতা-ভদ্রতা থাকতে হবে। অহংকার করা যাবেনা, কারণ আমরা অহংকার করে কখনো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো না। অহংকার করার কারণে ইবলিস আল্লাহর অভিশপ্ত শয়তান হিসেবে চিরকাল থাকবে। মহান রব্বুল আলামিনের কাছে সব মানুষ সমান। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, সবার জন্য মহান রব্বুল আল্লাহর হুকুম-আহকাম সমান। ইসলামের প্রত্যেকটি কাজ সবার জন্য সমান। একজন রাজা বা শাসকের যেভাবে

[২০৩]. সূরা সোয়াদ :৭৬
[২০৪]. সূরা নিসা: ১

নামাযের সামনের কাতারে দাঁড়ানোর অধিকার আছে তেমনিভাবে একজন গরীব, অসহায়, দরিদ্র ব্যক্তির জন্যও সামনের কাতারে দাঁড়ানোর অধিকার রয়েছে। আল্লামা কবি ইকবাল বলেন :

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

সাম্য ও ইনসাফের অনন্য আদর্শ

ইসলামে সাম্যের কথা ভাবলে দেখা যায়, নামাযে সবাই একাকার হয়ে যায়। সেখানে রাজা-প্রজা কোনো ভেদাভেদ নেই। কোনো দাস ও দাসের মালিকের মাঝে বিভক্তি নাই। যার যেখানে ইচ্ছা সেখানে দাঁড়াতে পারে। সাম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা নামাযে পাচ্ছি। মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.)-এর জীবনে সাম্য ও ইনসাফের অনন্য আদর্শ দেখতে পাই। যখন মাখযোমী গোত্রের একজন মহিলা চুরি করার পর হাত না কাটার জন্য রাসুল (সা.)-এর নিকট সুপারিশ করা হলো, সুপারিশ করার জন্য আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), ওসমান (রা.), আলী (রা.) কেউ যাওয়ার সাহস করেননি, সবাই বললেন, আমরা কীভাবে একটি অন্যায় আবদার নিয়ে রাসুল (সা.)-এর নিকট যাবো? তখন সবাই পরামর্শ করে রাসুল (সা.)-এর পালকপুত্র যায়েদ-এর ছেলে রাসুলের প্রিয়তম হযরত উসামা ইবনু যায়েদ (রা.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি গিয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ মাখযুমী গোত্রের লোক চুরি করেছে, সে তো কুরাইশ বংশের লোক। যদি তাকে হাত কাটার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে চিরকাল লেখা থাকবে কুরাইশ বংশের এক মহিলা চুরি করেছে এজন্য তার হাত কাটা হয়েছে। আর তা কুরাইশ বংশের জন্য কলঙ্কের দাগ হয়ে থাকবে। পুরো ঘটনাটা হযরত আয়েশা (রা.)এর বর্ণনায় পড়ুন-

عن عائشة رضي الله عنهاأيضاً: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا :

وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟!) ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

অর্থ: আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খুবই উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগলো, এ ব্যাপারে রাসুল (সা.)-এর সাথে কে আলাপ করতে পারে? তারা বললো, একমাত্র রাসুল (সা.)-এর প্রিয়তম উসামা বিন যায়েদ (রা.) এব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা (রা.) রাসুল (সা.)-এর সাথে কথা বলেন। নবী (সা.) বললেন, "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারিনীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছো? অতঃপর নবী (সা.) দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করতো, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিতো। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায়-গরিব সাধারণ লোক চুরি করতো, তখন তার ওপর 'হদ' বা দণ্ড জারি করতো। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো, তাহলে আমি তার হাতও অবশ্যই কেটে দিতাম"।[২০৫]

এই কথার মাধ্যমে মুহাম্মদুর রাসুল (সা.) ইনসাফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গিয়েছেন। ইসলামে কোনো শ্রেণিবিভেদ নেই, সবাই সমান।

عن أبي ذر - رضي الله عنه - الذي من المعرور بن سويد، قال: لقيت أبا ذر بِالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني سابيت

[২০৫]. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারি হাদিস নং -৩৪৭৫, মুসলিম হাদিস নং- ১৬৮৮।

رجلاً فعيرته بأمه، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وَلْيُلْبِسْهُ مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.

অর্থ: মা'রুর ইবনে সুয়াইদ আবু জর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যুবাদাহ নামক স্থানে আবু জর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তার গায়ে অলংকার খচিত দামি জামা ছিলো এবং তাঁর গোলামের গায়েও অলংকার খচিত দামি জামা ছিলো। অতপর আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি এক লোকের সাথে গালাগালিতে লিপ্ত হয়েছিলাম। অতপর আমি তার মায়ের নামে মন্দ কথা বলেছিলাম। তখন রাসুল (সা.) আমাকে বললেন, হে আবুজর! তুমি তার মায়ের নামে নিন্দা করতে পারলে? তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত রয়ে গেছে। তোমাদের গোলামরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার ভাই অধীনস্থ হিসেবে আছে, সে যেনো তাকে তা-ই খাওয়ায় যা থেকে সে নিজে খায় এবং তা-ই পরিধান করায় যা থেকে সে পরিধান করে। তোমরা তাদেরকে এমন কাজ চাপিয়ে দিয়ো না যা করতে তারা অক্ষম। যদি সেরকম কোনো কাজ দিতেই হয়, তবে তোমরা তাদেরকে সে কাজে সহযোগিতা করো'।[২০৬]

একবার হযরত আবুজর গিফারী (রা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে কালো মায়ের সন্তান বললেন, এ কথা রাসুল (সা.)-এর কানে গেলে তিনি এতে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। পরবর্তীতে যখন আবুজর গিফারী (রা.) রাসুল (সা.)-এর কাছে গেলেন, তখন রাসুল (সা.)-এর অবস্থা দেখে আবুজর গিফারী রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি কী

[২০৬]. মা'রুর ইবনে সুয়াইদ আবু জর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মুসলিম, (১৬৬১) (৪০) "আল আদাবুল মুফরাদ", বুখারি (৩০) (২৫৪৫), মুসনাদে আহমদ (১৮৯) (২১৪৩২)।

ভুল করেছি, আমাকে সংশোধন করে দিন। তখন রাসুল (সা.) বললেন- তুমি বেলাল (রা.)-কে মায়ের নাম ধরে অসম্মানিত করেছো, তুমি বেলাল (রা.)-কে ইবনুস সাওদা বলেছো।' রাসুল (সা.) আরো বললেন :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى ، أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থ: আইয়ামে তাশরিকের মাঝামাঝি সময়ে রাসুল (সা.)-এর বক্তব্য শুনেছে এমন একজন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'হে লোকসকল! শুনে রাখো, তোমাদের প্রভু এক এবং তোমাদের পিতাও একজন। শুনে রাখো, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো কালো মানুষের ওপর কোনো লাল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো লাল মানুষের ওপরও কোনো কালো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে তাকওয়া বা খোদাভীতি ব্যতিত। আমি কি আমার বাণী পৌঁছাতে পেরেছি? তারা বললো, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন'।[২০৭]

আমাদের মধ্যে যার আমল ভালো হবে সে সম্মানিত হবে। আর যার আমল খারাপ হবে সে অসম্মানিত হবে। সাদা-কালোর মাধ্যমে কোনো ভেদাভেদ নেই। মহান রাব্বুল আলামিন কারো শরীরের দিকে থাকাবেন না, কারো আকৃতির দিকে থাকাবেন না, তিনি শুধুমাত্র আমাদের আমল ও অন্তরের দিকে থাকাবেন। তাই আমাদের আমল ঠিক করতে হবে। অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। রাসুল কারিম (সা.) ইরশাদ করেন :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرة عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ صخْرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكُم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ .

[২০৭]. ইমাম আহমদ আবু নাদারাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং: ২২৯৭৮, ইমাম আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, ১৯৯/৬

অর্থ: আবু হুরাইরা আব্দুর রহমান ইবনে সখর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ ও তোমাদের আকৃতির দিকে তাকাবেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে তাকাবেন'।[২০৮]

গোত্রীয় ভেদাভেদ দূর করা

রাসুলে কারিম (সা.) গোত্রীয় ভেদাভেদ দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্ণিত আছে, একবার আনসার ও এক মুহাজির ছেলের মধ্যে ঝগড়া লাগলো, তখন এক আনসার চিৎকার করে ডাকতে লাগল- 'হে আনসাররা! সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন'। একথা শোনার সাথে সাথে রাসুল (সা.) বের হয়ে বললেন, এটা কী! এটাতো অন্ধকার যুগের কথা, মূর্খ মানুষের কথা; সভ্য মানুষ কি একথা বলতে পারেন! এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اقْتَتَلَ غُلَامَانِ : غُلَامٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ؛ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ ـ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ ـ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ !! وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ !! فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟! دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟! قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ .

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'দুটি বালক মারামারি করলো, একজন মুহাজিরদের এবং অন্যজন আনসারদের। অতপর মুহাজিররা ডাক দিলো, হে মুহাজিরগণ! এবং আনসাররা ডাক দিলো, হে আনসারগণ! তখন রাসুল (সা.) বের হলেন এবং বললেন, এটা কী হচ্ছে? তোমরা তো জাহেলি যুগের লোকদের মতো ডাকাডাকি করছো। তখন

[২০৮]. আবু হুরাইরা আব্দুর রহমান ইবনে সখর (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিম, ৭/৭, রিয়াদুস সালেহিন, হাদিস নং-৮ ।

তারা বললো, হে আল্লাহর রাসুল দুইজন বালক ঝগড়া করেছে, তাদের একজন আরেকজনকে মেরেছে (এখানে আর বেশি কিছু হয়নি)।[২০৯]

তোমরা কি আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত সৃষ্টি করতে চাও? আমিতো এই বিভক্তিকে দূর করে সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসতে এসেছি"।

মহান রাব্বুল আলামিন ইসলামপূর্ব সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

অর্থ: 'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবতুভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানিতে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেছো।'[২১০]

তোমরাতো খাদের কিনারায় চলে গিয়েছিলে, তোমরা গভীর খাদে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলে, সে মহান সঙ্কট থেকে মহান আল্লাহ মুক্তিদান করেছেন। প্রকৃত সভ্যতা ও সভ্য জাতি বিনির্মাণের জন্য ঈমান আবশ্যক তাই বিশ্বনবী (সা.) উম্মতকে ঈমানের শিক্ষা দিয়েছেন।

ঈমানের শাখা

রাসুলে কারিম (সা.) সভ্যতার সকল দিক, ছোট্ট-বড়ো সবকিছু মানুষকে শিখিয়েছেন। কোনো কিছু তিনি বাদ দেননি, একজন মা একজন ছোট্ট শিশুকে শৈশব থেকে যেভাবে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন তেমনিভবে রাসুলে কারিম (সা.)ও উম্মতকে হাতে কলমে সব কিছু শিখিয়েছেন। মানুষের ঈমান ও আখলাক-চরিত্র পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য যা-যা দরকার তিনি তা করেছেন। ঈমানের সত্তর অথবা ষাটটিরও বেশি শাখা রয়েছে।

[২০৯]. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিম, হাদিস নং- ২৫৮৪।
[২১০]. সূরা আলি-ইমরান: ১০৩।

তার প্রথম হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বীকৃতি দেওয়া। এবং সবচেয়ে নিম্ন শাখাটি হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। ঈমানের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ঈমানের ৬৩ কিংবা ৭৩ এর অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যার সর্বোচ্চ শাখা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।'[২১১]

রাসুলে কারিম (সা.) বললেন, চলতে-ফিরতে সভ্য জাতির পরিচয় দিতে হবে। সভ্যতার দাবি হলো কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে দূর করা। যেমন, আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। পথিমধ্যে কষ্টদায়ক বস্তু দেখলাম, কিন্তু তা দূর করলাম না, তাহলে আমরা সভ্য জাতি নয়।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ঈমান ও সভ্যতার দাবি

আমরা সভ্য জাতি। কারণ আমরা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করি। আমাদের রাসুল (সা.) আমাদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। এক হাদিসে তিনি বলেন-

وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

অর্থ: 'ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।'[২১২]

[২১১]. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত বুখারি, মুসলিমসহ আরও অনেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
[২১২]. হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদিস নং- ২৩১৪।

নিশ্চয় কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ঈমানের দাবি, শরীর ও কাপড়-চোপড়, ইত্যাদি অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা মানুষকে কষ্ট দেয়, তাই আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾.

অর্থ: আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।'[২১৩]

একজন মানুষ সত্যিকার মুমিন হতে হলে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। পবিত্র থাকতে হবে। কারণ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আপনার মন যেভাবে পবিত্র রাখতে হবে তেমনিভাবে কাপড়-চোপড়, শরীর ইত্যাদিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

অর্থ: আবু মালিক আল হারিস ইবনে আছেম আল আশ'আরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক অংশ'। 'আলহামদুলিল্লাহ' (শব্দটি) পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' পাল্লাকে ভরে দেয় এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়। সালাত (নামাজ) হলো আলো, সাদাকা হলো প্রমাণিকা এবং ধৈর্য হলো জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা

[২১৩]. সূরা আহযাব : ৫৮।

বিপক্ষে দলিল। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যুষে আপন সত্তাকে বিক্রি করে, তখন কেউ আপন সত্তাকে উদ্ধারকারী হয় আবার কেউ হয় ধ্বংসকারী।[২১৪]

ঈমানের ও সভ্যতার শিক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতা

ঈমানের ও সভ্যতার শিক্ষা হচ্ছে, একজন মুসলমান সপ্তাহান্তে অন্ততপক্ষে একবার হলেও গোসল করা, শরীর ভালো করে ধৌত করা, মাথা ধৌত করা, হাত ধৌত করা। রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের নিজের প্রতি কর্তব্য হলো, প্রতি সাত দিনে একবার গোসল করা, যাতে সে নিজের মাথা ও শরীর ধৌত করবে।'[২১৫]

ঈমানের ও সভ্যতার শিক্ষা হচ্ছে, মুসলমান নিজের কাপড়-চোপড়, শরীর ইত্যাদিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখবে। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

অর্থ: 'হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন। আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন।'[২১৬]

আমরা যখন মহান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবো, তখন আমাদেরকে উত্তম কাপড় পরিধান করতে হবে। পরিষ্কার, পবিত্র কাপড় পরিধান করতে হবে। ময়লা-দুর্গন্ধ কাপড় বর্জন করতে হবে। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে বলার পাশাপাশি কাপড় পবিত্র ও পরিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে।

[২১৪]. আবু মালিক আল হারিস ইবনে আছেম আল আশ'আরি (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিম হাদিস নং - ৪২৭।
[২১৫]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত মুত্তাফাক আলাইহি।
[২১৬]. সূরা মুদ্দাসিসর : ১-৪

তিন জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা হলো সভ্যতার শিক্ষা। মানুষকে যেহেতু প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয়, এই কাজটা কোথায় করলে সুন্দর হবে এবং কোথায় করলে মন্দ হবে, খারাপ হবে বা অকল্যাণকর হবে; তা একজন সভ্য মা যেভাবে তার সন্তানদেরকে শিক্ষা দেন, তেমনি রাসুলে করিম (সা.) মানবতার কল্যাণে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অভিবাবকের ভূমিকা পালন করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলে করিম (সা.) তিন জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। **প্রথম:** বদ্ধ পানিতে, **দ্বিতীয়:** রাস্তায় ও **তৃতীয়:** ছায়াযুক্ত গাছের নিচে। এই তিন জায়গায় রাসুলে করিম (সা.) মানুষকে মল ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ

অর্থাৎ: মুয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকো। আর তা হলো, জলাশয়ে মানুষের অবতরণস্থল, ও চলাচলের পথে এবং ছায়া বিশিষ্ট জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করা'।[২১৭]

সভ্যতার বণর্ণা দিতে গিয়ে রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন:

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ.

[২১৭]. মুয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত ,এই হাদিসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং বাইহাকি ভালো একটি সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

অর্থ: আমার উম্মতের সমস্ত আমল বা কাজকর্ম (ভালো মন্দ উভয়ই) আমার সামনে পেশ করা হয়েছিলো। আমি দেখলাম, তাদের সমস্ত উত্তম কাজের মধ্যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও একটি উত্তম কাজ। আর আমি এ-ও দেখলাম যে, তাদের খারাপ আমলের মধ্যে রয়েছে, মসজিদের মধ্যে কাশি বা থুতু ফেলে তা দূর না করা।[২১৮]

এ হাদিসে রাসুলে কারিম (সা.) যে কষ্টের কথা বলেছেন তা ব্যাপক, বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কষ্ট হতে পারে, সামাজিক জীবনের কষ্ট হতে পারে, মানসিক কষ্ট হতে পারে, আর্থিক কষ্ট হতে পারে। যে কোনো ধরনের কষ্ট যদি আমরা দূর করি, তা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট অনেক প্রিয়। রাসুলে কারিম (সা.) আরো ইরশাদ করেন: ঐ জিনিসকে আমি খারাপ হিসেবে পেয়েছি, মসজিদে অথবা যে কোনো জায়গায় থুতু, সর্দি, কফ নাকের পানি, ইত্যাদি ফেলা, যা পরিষ্কার করা হয়নি; যার কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়, মানুষের কষ্ট হয়, সে কাজকে আমি বেশি খারাপ হিসেবে পেয়েছি।

পানিতে পেশাব না করা

পানি সভ্যতার মূল উপাদান এবং জীবনের মূল উপকরণ তাই। আমাদের মধ্যে কেউ যেনো অপ্রবাহিত পানিতে প্রস্রাব করে দূষিত না করে। রাসুলে কারিম (সা.) আরো ইরশাদ করেন:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؛ ولا يغتسل فيه من الجنابة".

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেনো স্থায়ী আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং সেখানে জানাবাতের গোসল (ফরজ গোসল) না করে '।[২১৯]

[২১৮]. ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং- ৩৭৩ এবং হাদিসটি বুখারি শরিফেও উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম, দুই সহিহের মাঝে সমন্বয় -৩৭৩।

[২১৯].আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,বুখারি ও মুসলিম-২৪৮৯।

রাসুলে কারিম (সা.) বললেন তোমরা এমন পানিতে মলত্যাগ করবে না, যে পানি আবদ্ধ এবং যে পানিতে তোমরা থালা-বাসন, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করো। এ কথাগুলো রাসুলে কারিম (সা.) ১৪ শত বছর আগে বলেছেন। আমরা যখন বিভিন্ন আলোচনায় এগুলোর ব্যবহার দেখি, তখন আমরা মনে করি এগুলো আধুনিক বিশ্বের উপহার। বরং তা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ উপহার। "ইবনে মাজাহ" এর একটি হাদিসে বর্ণর্না করেন:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ".

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করিম (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, কারণ সাধারণত সেখান থেকেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়।'[২২০]

আমাদের কেউ যেনো গোসলখানায় পেশাব না করি, কারণ গোসলখানায় পেশাব করার কারণে বিভিন্ন সন্দেহের উদ্রেক হয়। চেষ্টা করতে হবে যেন অযুখানা, গোসলখানা ও প্রস্রাবখানা একসাথে না হয়। যদি একসাথে হয় তারপরেও একটু উঁচু-নিচু করে আলাদা করার চেষ্টা করবে। দেখেন সুন্দর জিবানূ মুক্ত সমাজ উপহার দেয়ার জন্য বিশ্বনবী (সা.)-এর অক্লান্ত পরিশ্রম।

পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা, বাতি নিভিয়ে দেয়া

রাসুলে কারিম (সা.) মানব জীবনের তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। রাসুলে কারিম (সা.) আরো ইরশাদ করেন:

١- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ

[২২০].আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, ইবনে কাত্তান "বয়ানুল ওয়াহাম ওয়াল ইহাম" গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। হাদিস নং : ৬০৬/৫ এবং ইমাম মুনজিরীও "আত তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন,১১১/১। একইভাবে ইমাম নুওয়ী "খুলাসাতুল আহকাম" গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, হাদিস নং : ১৫৬/১।

حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ .

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করিম (সা.) বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে অথবা সন্ধ্যা হয়ে যায়, তখন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ ঐ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারো। আর তোমরা তোমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না। আর তোমরা পানির পাত্রের মুখ ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমরা তোমাদের খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো, সামান্য কিছু হলেও তোমরা পাত্রের ওপর ঢাকনা দাও এবং তোমরা বাতি নিভিয়ে দাও।[২২১]

আমরা যেন আমাদের পাতিলকে ঢেকে রাখি এবং খাওয়ার পর গ্লাসকে উপুড় করে রাখি অথবা গ্লাসের মুখে একটি ঢাকনা দেই এবং ঘরের দরজা বন্ধ করি। এবং ঘুমানোর আগে বাতি নিভিয়ে দেই। যদি বাতি নিভিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে ইদুর বাতি নিয়ে খেলা করবে। রাসুল (সা.) বলেন-

٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَغْلِقُوا البَابَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ، أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلاَ يَحِلُّ وِكَاءً، وَلاَ يَكْشِفُ آنِيَةً، وَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ. وَفِي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

[২২১]. বুখারি হাদিস নং- -৩২৮০, মুসলিম হাদিস নং--২০১২, শব্দ ইমাম বুখারি। হাদিসটি ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং- ২৮৫৯, জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত ।

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, ' তোমরা দরজা বন্ধ করে দাও, পানি এবং খাবার রাখার পাত্র ঢেকে দাও এবং বাতি নিভিয়ে দাও। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না। কোনো ঢাকনাওয়ালা পাত্রে অবতরণ করে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উম্মুক্ত করে না। কারণ রাতে ঘরের ইদুর ছানাদের উৎপাত বেড়ে যায়।'[২২২]

যদি ঘরের দরজা বন্ধ করা না হয়, তাহলে দরজা দিয়ে সাপ-বিচ্ছু, চোর-ডাকাত বা বিষাক্ত কোনো প্রাণী ঢুকে পড়তে পারে, যা আমাদের ক্ষতির কারণ হবে। লক্ষ্য করুন, রাসূল (সা.) সভ্যতার ছোট ছোট দাবিও পূরণ করেছেন।

রাগান্বিত হলে ওযু করা

রাসুলে কারিম (সা.) সবসময় পাক পবিত্র থাকতে বলেছেন। সবসময় ওযু অবস্থায় থাকতে বলেছেন এবং ঘুমানোর আগে ওযু করে ঘুমাতে বলেছেন। যখন কোনো ব্যক্তি রাগান্বিত হয়, তখনও ওযু করতে বলেছেন, কারণ ওযু রাগকে নিভিয়ে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। রাগ সৃষ্টি হয় শয়তান থেকে, শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। আগুন নিভানো হয় পানির মাধ্যমে। আর যদি আমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হয় সে যেনো ওযু করে নেয়। রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় ক্রোধ শয়তানের কাছ থেকে আসে। এবং শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। আর আমরা পানি দ্বারা আগুন নির্বাপিত করি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ক্রোধান্বিত হয় সে যেনো অযু করে।'[২২৩]

[২২২]. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তুহফাতুল আহওয়াজী শরহু সুনানুত তিরমিজি, অধ্যায়: খাবার, বাব: ঘুমানোর সময় পাত্র ঢেকে দেয়া এবং বাতি নিভিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যা এসেছে, হাদিস নং-১৮১২।
[২২৩]. আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৭৮৪। আলকামিল, ইবনে আছির, খণ্ড নং:১, পৃষ্ঠা নং: ৫৮৪।

রাসুলে কারিম (সা.) আরো ইরশাদ করেন, যদি গায়ে জ্বর হয়, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে তা পানি দিয়ে ধৌত করো। কারণ তা জাহান্নামের উত্তাপের প্রভাব থেকে হয়। রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ.

অর্থ: ইবনে ওমর (রা.) নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়, সুতরাং তা তোমরা পানি দ্বারা নির্বাপিত করো।'[২২৪]

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছে, যদি শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে পানি দিয়ে শরীর ধৌত করবে, পানি দিয়ে শরীর মুছে নিবে।

ঘুম থেকে উঠে তিনবার হাত ধৌত করা

যখন আমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হবো, আমরা আমাদের হাতকে তিনবার ধৌত করা ছাড়া কোনো পাত্রে হাত দিবো না। কারণ আমরা জানিনা, রাতের বেলা আমাদের হাত কোথায় বিচরণ করেছে।

ঘুম থেকে ওঠার পর আমাদের কী করণীয়? রাসুলে কারিম (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه .

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে নিশ্চয় নবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেনো তিন বার ধৌত করার পূর্বে

[২২৪]. বুখারি শরিফ, হাদিস নং- ৫৩১২।

তার হাতকে কোনো পাত্রে প্রবেশ না করায়। কারণ, সে জানেনা, রাতে তার হাত কোথায়-কোথায় বিচরণ করেছে।'[২২৫]

খাবার খাওয়ার পূর্বে ও পরে উভয় হাত ভালো করে ধৌত করতে হবে। কারণ মেডিকেল সায়েন্স গবেষণা করে বলছে, মানুষের রোগের শতকরা ৭২ ভাগ রোগ হয় অপরিষ্কার হাতের কারণে। অপরিষ্কার হাত দিয়ে রোগজীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। যদি আমরা উভয় হাত ভালোভাবে ধৌত না করি তাহলে আমাদের রোগ হবে। তাই সে খাবারটি স্বাস্থ্যসম্মত হবে না। খাবার স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে: এক. খাবারটি পবিত্র হতে হবে। দুই. খাবারটি জীবাণু থেকে পরিষ্কার হতে হবে। যদি খাবারটি অপবিত্র বা অপরিষ্কারহয়, তাহলে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। পবিত্র ও পরিষ্কার খাবার গ্রহণ করা নবীদের গুণাবলি। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

অর্থ: 'তাদের জন্য পবিত্র খাদ্যসমূহকে হালাল করা হয়েছে এবং অপবিত্র খাবারকে হারাম করা হয়েছে।'[২২৬]

যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেরকম খাবার হারাম করা হয়েছে। মদ, শুকরের মাংস, রক্ত ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে।

দুধ সবচেয়ে ভালো খাবার ও পানীয়

অনেক খাবার বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ মানুষের জন্য খাওয়া কল্যাণকর নয়; যদিও ঐ জিনিসটা হালাল। যেমন যার ডায়রিয়া হয়েছে। সে দুধ খেতে পারবে না, দুধ খেলে তার ডায়রিয়া বেড়ে যাবে। অথচ দুধ অনেক ভালো জিনিস, অনেক উপকারী। যা খাওয়ার পরে রাসুলে কারিম (সা.) দোয়া করে বলতেন।

[২২৫]. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারি, অধ্যায়: অযু, বাব: তিন বার পাথর ব্যবহার করা প্রসঙ্গে হাদিস নং-১৬২।
[২২৬]. সূরা আ'রাফ: ১৫৭

من أطعمه الله طعاما فليقل : اللّٰهُمَّ بارك لنا فيه و ارزقنا خيرا منه و من سقاه الله لبنا فليقل : اللّٰهُمَّ بارك لنا فيه و زدنا منه ، فإني لا أعلم شيئا يجزئ من الطعام و الشراب إلا اللبن .

অর্থ: কাউকে যখন আল্লাহ কোনো খাবার খাওয়ান, তখন সে যেনো বলে, 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী-হি ওয়ারযুকনা খাইরান মিনহু'। আর কাউকে যখন আল্লাহ দুধ পান করায় সে যেনো বলে, 'আল্লাহুমা বারিক লানা ফী-হি ওয়া যিদনা মিনহু'। এবং দুধ ছাড়া এমন কোনো খাবার আছে বলে আমার জানা নেই, যার মধ্যে খাদ্য এবং পানীয় উভয় উপাদানই রয়েছে।[২২৭]

রাসুলে কারিম (সা.) এটা বলেন নি যে, এর চেয়ে ভালো খাবার খাওয়ার তাওফিক দান করো। তা থেকে বোঝা যায়, দুধ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো খাবার ও পানীয়। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত,নবী (সা.) বলেছেন,

فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ، وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ - أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ - أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

অর্থ: এরপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হলো, একটিতে ছিলো দুধ, অপরটিতে ছিলো শারাব। আমাকে বলা হলো, দু'টি থেকে আপনি যেটা ইচ্ছা নিন। সুতরাং আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। ফলে তিনি (জিব্রাইল আ.) বললেন, আপনি স্বভাব-প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি শারাব নিতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।'[২২৮]

[২২৭]. তিরমিজি-৩৪৫১, ইবনুস সুন্নী- (৪৬৮), আহমদ- (৪৮৪/১), ইবনে সা'আদ- (১/৩৯৭), আবু দাউদ- (২/১৩৫), ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিস হাসান ও সহিহ।
[২২৮]. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারি- হাদিস নং ৩৩৯৪, ৩৪৩৭, ৪৭০৯, ৫৫৭৬, ৫৬০৩। মুসলিম হাদিস নং -২৭২।

মিরাজের রাত্রে বিশ্বনবী (সা.)-কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'টি পানপাত্র দেয়া হয়েছিলো। একটি হচ্ছে দুধের, অপরটি মদের। রাসুলে কারিম (সা.) দুধ গ্রহণ করলেন এবং মদ ত্যাগ করলেন।

শুকরের মাংসকে কেন হারাম করা হয়েছে?

ইসলাম শুকরের মাংস হারাম করেছেন মানুষের কল্যাণে, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾

অর্থ: নিশ্চয় তিনি তোমাদের ওপর হারম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা গায়রুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়েছে।'[২২৯]

মহান আল্লাহ শুকরের মাংসকে কেনো হারাম করেছেন? যারা শুকুরের মাংস খায় তাদের মধ্যে এমন রোগ পাওয়া যায়, যা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায় না। যারা শুকরের মাংস খায়, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাদের দেহে এমন জীবাণু সৃষ্টি হয় যার একটি স্ত্রী জীবাণু একসাথে ১৫০০ বাচ্চা দেয়। শুকরের মাংস ভয়ংকর, মারাত্মক; যা খেলে এমন রোগ হয় যার চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয়নি। শুকরের মাংসে কোলস্টেরল বা চর্বি বেশি যার কারণে শরীরে অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষকরে যখন বয়স ৪০ পার হয়ে যাবে। তখন প্রেসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হয়।

মদ কেন হারাম করা হয়েছে?

মদ সকল অকল্যাণের মূল, সকল পাপের উৎস তাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ

[২২৯]. সূরা বাকারা : ১৭৩

بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা দেবী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ নাপাক ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে চায়। এবং চায় আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাকে বাধা প্রদান করতে। অতএব তোমরা কি বিরত হবে না?'[২৩০]

ইউরোপ-আমেরিকাতে মদের প্রচলন বেশি। যারা মদ খায় তারা কখনো কোনো কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না। তাদের সব কাজের মধ্যে একটা ক্রটি- বিচ্যুতি হয়। কেউ যদি মাত্র ১০ গ্রাম মদ পান করে তাহলে সে ঠিক মতো লিখতে পারবে না। গাড়ি চালাতে গেলে দুর্ঘটনার শিকার হবে। এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বে যতো সড়ক দুর্ঘটনা হচ্ছে তার ১৫% মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর কারণে হচ্ছে। রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন- সমস্ত পাপের মূল হচ্ছে মদ পান করা। যে ব্যক্তি মদ পান করে সে কারো সাথে, এমনকি তার স্ত্রীর সাথেও ভালো ব্যবহার করতে পারে না।

اجتنبوا الخمر فإنَّها مفتاح كلِّ شر

অর্থ: তোমরা মদ বা শারাব থেকে দূরে থাকো, কারণ তা সকল পাপের চাবিকাঠি।'[২৩১]

বনী ইসরাঈল যুগের একটি কাহিনী বুখারি শরিফে উল্লেখ রয়েছে, জনৈক মহিলা একজন পাদ্রীকে দাওয়াত দিয়ে তার ঘরে ঢোকার পর মহিলা সব দরজা বন্ধ করে দিলো এবং ঐ পাদ্রীকে তিনটি খারাপ কাজের প্রস্তাব দিলো। প্রথম প্রস্তাব: মহিলা বলেন আমার সাথে অবৈধ মেলামেশা করতে হবে, দ্বিতীয় প্রস্ত

[২৩০]. সূরা মায়িদা -৯০,৯১

[২৩১]. আলবানি তা নিয়ে এসেছেন, 'আল-সিলসিলাতুস সহিহা' গ্রন্থে-২৭৯৮, এর স্বপক্ষে তিনি দলিলও উল্লেখ করেছেন।

াব: এই বাচ্চাকে হত্যা করতে হবে। তৃতীয় প্রস্তাব: মদ পান করতে হবে। ঐ পাদ্রী মনে করলো সবচেয়ে ছোট পাপ হচ্ছে মদ, তাই সে মদ পান করলো। পরিশেষে সে ঐ মহিলার সাথে যেনা করলো এবং ঐ মহিলার বাচ্চাকেও হত্যা করলো। তাই রাসুলে কারিম (সা.) বলেন, সমস্ত অপরাধের মূল হচ্ছে মদ পান করা। ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

قال : "اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ ، فَعَلِقَتْهُ (أَيْ عَشِقَتْه وَأَحَبَّتْهُ) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ (أي إناء) فَقَالَتْ إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ (أَيْ فَلَمْ يَبْرَح وَلَمْ يَتْرُك ذَلِكَ) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ. فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللهِ لا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ..

অর্থ: তোমরা মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থাকো; কেননা তা নানাপ্রকার অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলো। এক খারাপ নারী তার প্রেমে পড়ে গেলো এবং তাকে তার মায়াজালে আটকাতে ফন্দি এঁটে এক দাসীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠালো। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। সে যখনই কোনো দরজা অতিক্রম করতো সে পেছন থেকে সেই দরজা বন্ধ করে দিতো। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো। আর তার সামনে ছিলো একটি ছেলে ও এক পেয়ালা মদ। সেই নারী ইবাদতগুজার লোকটাকে বললো, আল্লাহর শপথ,

আমি আপনাকে কোন সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি; বরং এইজন্যই ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা আপনি এই মদ পান করবেন অথবা এই ছেলেটাকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ ব্যক্তি বললো, আমাকে মাত্র এক পেয়ালা মদ দাও। অতঃপর মহিলাটি তাকে এক পেয়ালা মদ পান করালো। সে বললো, আমাকে আরও দাও। ঐ আবেদ আর থামলো না, যতক্ষণ না সে ঐ নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো এবং ছেলেটাকে হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ করো। কেননা আল্লাহর শপথ, মদ ও ঈমান কখনো সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।'[২৩২]

কাপড় পরিধান করার শিক্ষা

কাপড় পরিধান করা সভ্যতার অংশ। তাই রাসুলে কারিম (সা.) সভ্যতার শিক্ষা দিতে গিয়ে কাপড় পরিধানের কথাও উল্লেখ করেছেন। কখন কি রকম কাপড় পরিধান করতে হবে; নামাজের সময় কি রকম কাপড় পরিধান করতে হবে, মেহমানের সামনে কি রকম কাপড় পরিধান করতে হবে- সবকিছু মহান আল্লাহ্ তার প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾

অর্থ: হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। এবং তাকওয়ার পোশাকই উত্তম।[২৩৩]

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾

---

[২৩২]. ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, নাসায়ী-৫৬৬৬, আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। হাদিস নং- ৫২৩৬।
[২৩৩]. সূরা আরাফ : ২৬।

অর্থ: 'আর তিনি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে, এবং তোমাদের জন্য বর্মের ব্যবস্থা করেছেন যা যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে রক্ষা করে।'

সূরা মুদ্দাসিরে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

অর্থ: 'হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন। আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করুন।'[২৩৪]

আমরা যখন মহান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবো, তখন আমাদেরকে উত্তম কাপড় পরিধান করতে হবে। পরিষ্কার, পবিত্র কাপড় পরিধান করতে হবে। ময়লা দুর্গন্ধ কাপড় বর্জন করতে হবে। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে বলার পাশাপাশি কাপড় পবিত্র ও পরিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে। যদি আমরা ময়লা কাপড় পড়ে মসজিদে যাই, জুমার নামাজে যাই, তাহলে অপর ভাইয়ের ক্ষতি হবে। তাই সুন্দর, পরিষ্কার, পবিত্র কাপড়-চোপড় পড়ে লোকালয়ে, মেহমানের সামনে যেতে হবে। কাপড় পরিষ্কার আছে কি না তা বুঝা যাবে, যদি সাদা কাপড় পরিধান করা হয়। তাই রাসুলে কারিম (সা.) সাদা কাপড় বেশি পছন্দ করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وعن ابنِ عبَّاس رضيَ الله عنْهما أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺقَالَ :الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ .

অর্থ: 'তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করো; কারণ তা উত্তম পোশাক। এবং সাদা পোশাকেই তোমাদের মৃতদের কাপনের ব্যবস্থা করবে।'[২৩৫]

[২৩৪]. সূরা মুদ্দাসিসরঃ ১-৪

[২৩৫]. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ এবং তিরমিজি উভয়ই বর্ণনা করেছেন, তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং- ১১১৪।

কাপড় পরিষ্কার, চুল আছড়ানোর আদেশ

রাসুলে কারিম (সা.) একদিন এক ব্যক্তিকে দেখলেন ময়লাযুক্ত কাপড় পরে এলোমেলো চুলে মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসুল (সা.) তাকে তিরষ্কার করলেন, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ»، وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ»

অর্থ: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুল (সা.) আমাদের কাছে আসলেন এবং বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালা এক ব্যাক্তিকে দেখতে পেলেন। অতঃপর বললেন, লোকটা কি তার চুলগুলো আছড়ানোর জন্য কিছু পায় না? এবং তিনি নোংরা কাপড় পরিহিত অপর এক ব্যক্তিকে দেখলেন এবং বললেন, লোকটা কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায় না?।[২৩৬]

মমতাময়ী মা-বাবা যেভাবে তার সন্তানকে গাইডলাইন দেয়, সেভাবে রাসুলে কারিম (সা.) ও তার উম্মতকে সব কিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলে কারিম (সা.) একদিন ঘর থেকে বের হলেন, ঘরের সামনে রাখা পানির পাত্রের মধ্যে তিনি নিজের দাড়ি ও চুল ঠিক করছিলেন, তখন আয়েশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনিও পরিপাটি হচ্ছেন? তখন রাসুলে কারিম (সা.) জওয়াব দিলেন. আমি আমার ভাইদের সামনে যাচ্ছি। আমি কি সুন্দর ভাবে যাবো না? তাই তিনি পানির পাত্রের মধ্যে নিজের চেহারা ও চুল দেখতেন।[২৩৭]

একবার হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে ইয়ামনি জামা কিনে দিয়ে বললেন, যদি আমার নিকট বিদেশী কোনো মেহমান আসে তাহলে

[২৩৬]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪০৬২।

[২৩৭]. ইমাম কুরতুবী, আল-জামেই লি আহকামিল কুরআন, তাফসির, সূরা আরাফ, আয়াতঃ ৩২।

তোমরা এ জামা দুটি পরিও। বিদেশী মেহমানরা যেভাবে সুন্দর জামা পরে, তোমরাও সুন্দর ও ভালো জামা পরে আসবে।[২৩৮]

বৈরাগ্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন

ইসলাম মানে সুন্দর। ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই। বৈরাগ্য গ্রহণ করে ময়লা পোশাক পরে চুল-দাড়ি এলোমেলো অবস্থায় চলা-ফেরা করতে রাসুলে কারিম(সা.) নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে সভ্যতা শিখতে হবে রাসুলে কারিম (সা.)-এর জীবন থেকে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

عن أَنَس بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا .وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا !! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনজনের একটি দল নবী (সা.)-এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য নবীপত্নীদের বাড়িতে আসলো। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করলো এবং বললো, রাসুল (সা.)-এর সাথে আমাদের তুলনা হয়না। কারণ তাঁর আগের ও পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, আমি সারাজীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকবো। অপর একজন বললো, আমি সারাজীবন সাওম

[২৩৮]. তাবকাতে ইবনে সা'আদ। ৩/১৩১

পালন করতে থাকবো এবং কখনো তা বাদ দেবো না। অপরজন বললো, আমি সারাজীবন নারী-সংসর্গ ত্যাগ করবো, কখনো বিয়ে করবো না।

এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, তোমরাই কি ঐ সমস্ত? লোক যারা এমন এমন বলেছো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে আল্লাহর প্রতি বেশি অনুগত। অথচ সাওম পালন করি এবং তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং রাতে ঘুমাই এবং বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে তারা আমার দলভুক্ত নয়।[২৩৯]

যারা ধোঁকা দেয়, ভেজাল করে তারা আমার দলভুক্ত নয়

ধোঁকা ও ভেজাল করা সভ্যতা বিরোধী, তাই বিশ্বনবী (সা.) ধোকা ও ভেজাল থেকে সতর্ক করেছেন। একদিন রাসুলে কারিম (সা.) বাজারে গেলেন সেখানে এক দোকানে গমের ভেতর হাত দিলেন। তখন তিনি (সা.) দেখলেন ভেতরের সব গম ভেজা আর বাইরের গমগুলো শুকনো। তখন রাসুলে করিম (সা.) দোকানিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম কেন হয়েছে? বাইরে শুকনো ভেতরে ভেজা কেন? তখন দোকানি উত্তর দিল, ইয়া রাসুলুল্লাহ, বৃষ্টি হয়েছে তাই। রাসুল (সা.) বললেন, বৃষ্টি হলে তো বাইরে ভেজা ভেতরে শুকনো থাকার কথা? এই ঘটনা দেখে রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: 'যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, তারা আমার দলভুক্ত নয়।'[২৪০]

বর্তমানেও অনেক বিক্রেতাকে দেখা যায়, পণ্যের ভেতরে সব খারাপ, কিন্তু বাইরে ভালো দিয়ে সাজিয়ে রাখছে। যার বাইরে একরকম, ভেতরে অন্যরকম তাকে কুরআন-হাদিসের ভাষায় মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকের স্থান হচ্ছে জাহান্নামের নিম্নস্তরে। এটা হচ্ছে সভ্যতার শিক্ষা, প্রকৃত

[২৩৯]. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত বুখারি, হাদিস নং- ৫০৬৩, মুসলিম হাদিস নং- ১৪০১।
[২৪০]. সহিহ মুসলিম হাদিস নং- ১৪৬, আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন।

মুসলমানের বাইরে যেরকম ভেতরেও সেরকম। যারা ধোঁকাবাজি করে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়, তারা মুনাফিক। মানুষ এধরনের ধোঁকাবাজি করে একমাত্র লোভের কারণে, বেশি পেতে চাওয়ার কারণে।

লোভ জাহান্নামের স্বভাব

'যতো পাই ততো চাই' নীতিতে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে লোভ বেড়ে যায়। বেশি-বেশি চাওয়া জাহান্নামের স্বভাব। মহান আল্লাহ্ পরকালে যখন জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কী পূর্ণ হয়েছো? তখন জাহান্নাম বলবে, হে মহান আল্লাহ্ আরো কি আছে?

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾

অর্থ: "আমি সেদিন জাহান্নামকে বলবো, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছো? আর সে বলবে, আরও আছে কি?"[২৪১]

١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ قَطْ قَطْ "

অর্থ: আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি? শেষে আল্লাহ তা'আলা নিজের পা সেখানে রাখবেন, তখন সে বলবে, আর না, আর না।'[২৪২]

যখন মহান আল্লাহ্ তাঁর কুদরতের পা জাহান্নামের ঘাড়ের ওপর রাখবেন। তখন জাহান্নাম দু'টি ডাক দিবে এবং বলবে, হে মহান আল্লাহ্ আমি শেষ হয়ে গিয়েছি'। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

[২৪১]. সূরা ক্বফ-৩০

[২৪২]. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন বুখারি, সূরা কাহাফ এর ৩০ নং আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে পৃষ্ঠা নং: ৪০৪

٢- عن أبي هريرة عن النَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العِزَّةِ قَدَمَهُ

অর্থ: 'জাহান্নামে অবিরাম নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি? শেষে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত সেখানে নিজের পবিত্র পা রাখবেন।'[২৪৩]

এজন্য আমাদের সবাইকে বেশি-বেশি চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যা পাই তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

খাবার নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না

সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাসুলে কারিম (সা.) আরো বলেছেন; তোমরা প্রয়োজনের বেশি খাবে না এবং পানও বেশি করবে না বেশি খাওয়া জাহান্নামের স্বভাব। যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু খাও। খাবার নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেনা। পবিত্র কুরআনে এমন একটি আয়াত আছে যেটাকে Mother of medical scienc বলা হয়। সেটি হলো:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

অর্থ: 'তোমরা খাও এবং পান করো; কিন্তু ইসরাফ (অপব্যয়) করো না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[২৪৪]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খেতে বলেছেন, পান করতে বলেছেন, কিন্তু অতিরিক্ত খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ অতিরিক্ত খায় তাহলে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। ফলে একটা সময়ে এসে সে খেতে পারে না। যদি আমরা মহান আল্লাহর কথা মানি, তাহলে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন:

[২৪৩]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারি, বাবঃ আল্লাহর বাণী, 'আরও আছে কি' প্রসঙ্গে।

[২৪৪]. সূরা আ'রাফ : ৩১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ" :إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি কাফের-থাকা অবস্থায় খুব বেশি আহার করতো। লোকটি মুসলিম হওয়ার পর অল্প আহার করতে লাগলো। ব্যাপারটা রাসুল (সা.)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, মুমিন এক পেটে খায়। আর কাফের খায় সাত পেটে।'[২৪৫]

ধৈর্য মানুষের সফলতার চাবিকাঠি

আমরা যে কোনো কাজে অধৈর্য হয়ে পড়ি। সাহাবায়ে কেরামও তাড়াতাড়ি সব শিখে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। রাসুল (সা.) সবসময় তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার ও ধীরস্থীরভাবে কাজ সম্পাদন করার কথা বলতেন। একদিন এক সাহাবী আসাজ্জ বিন আব্দুল মইমকে সম্বোধন করে বললেন-

إِنَّ فيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْم، وَالأَنَاة

অর্থ: নিশ্চয় তোমার মাঝে দু'টি অভ্যাস রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন তা হলো, সহিষ্ণুতা এবং ধীরস্থিরতা।'[২৪৬]

এ দু'টি গুণ মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে খুবই প্রিয়, শান্তি-সমৃদ্ধি অর্জন করার জন্য এই দু'টি গুণকে অবশ্যই ধারণ করতে হবে। তাড়াহুড়া করা, অস্থির হয়ে পড়া শয়তানের কাজ। তাই রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন-

الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

অর্থ: 'ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং তাড়াহুড়ো মনোভাব শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।'[২৪৭]

[২৪৫]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারি -৫৩৯৭।
[২৪৬]. ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, 'রিয়াদুস সালেহীন' বাবঃ সহিষ্ণুতা, ধীরস্থিরতা ও নম্রতা।

তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ। তাই আমাদেরকে প্রত্যেকটি কাজ ধীরস্থিরভাবে করতে হবে।

বিশ্বনবী (সা.)-এর চিকিৎসা

উপরে বিশ্বনবীর চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি। এখন তাঁর চিকিৎসার ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে কিছু আলোচনা করছি। ইরশাদ হচেছ-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে আরোগ্যতা রয়েছে। মধুপান, সিঙ্গা লাগানো, গরম লোহার সেঁক। আমার উম্মতকে লোহার সেঁক দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।'[২৪৮]

রাসুলে কারিম (সা.) তিন ধরনের চিকিৎসার কথা বলেছেন,

(১) شربة عسل তরল জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে রোগ নিরাময় করা। যেমন, মধু পান করা।

(২) وشرطة محجم অপারেশন করে বিষাক্ত জিনিস বের করার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা।

(৩) وكية نار থেরাপি দেওয়ার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এ তিনটি পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসু ও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

সুস্থতায় মধু

মধুর ব্যাপারে রাসুল (সা.) বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে তাতে শিফা রয়েছে।

[২৪৭]. ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, সাহাল ইবনে সা'আদ আস সায়েদি থেকে মারফু হাদিস, তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান ও গারীব। ইমাম মুনজিরী 'আত-তারগীব' গ্রন্থে বলেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সবাই সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী।
[২৪৮]. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারি, কিতাবুশ শিফা' হাদিস নং- ৫৩৫৬/৫৩৫৭।

قال تعالى :﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আপনার রব মৌমাছিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, 'তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও'। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চলো। তার পেট থেকে এমন পানি বের হয়, যার রঙ ভিন্ন-ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ-নিরাময়। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।'[২৪৯]

এক সাহাবী রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন: হে রাসুল, আমার ভাইয়ের পেটের সমস্যা। তখন রাসুল (সা.) বললেন, মধু খাওয়াও। সে সাহাবী তাকে মধু খাওয়ালেন, মধু খাওয়ার পরেও রোগ ভালো না হওয়াতে তিনি রাসুল (সা.)-এর কাছে আবার এসে একই অভিযোগ করলেন। রাসুল (সা.) আবার বললেন, তুমি খাওয়াও; সাহাবী আরজ করলেন, হে রাসুল অনেকবার খাইয়েছি। তখন রাসুল (সা.) বললেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلاَقًا، فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ

অর্থ: আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার ভাইয়ের (পেট খারাপ) ডায়রিয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটা আবার এসে বললো, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু এতে তার

[২৪৯]. সূরা নাহাল -৬৮,৬৯

পেটের অসুখ আরও বেড়ে গেলো। তখন তিনি (সা.) বললেন, 'এক্ষেত্রে আল্লাহ সঠিক বলেছেন এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে।'[২৫০]

"فيه شفاء للناس"

অর্থ: "যাতে (মধু)রয়েছে মানুষের জন্য রোগ-নিরাময়।"

খেজুরের উপকারিতা

খেজুরের ব্যাপারেও হাদিসে অনেক উপকারিতার কথাপাওয়া যায়। বিশেষ করে নবজাতক শিশুর মায়ের জন্য খেজুর অনেক উপকারী। হযরত মারইয়াম (আ.) যখন ঈসা (আ.)-কে জন্ম দিলেন। তখন তাঁর হাতের নাগালে বেশি কিছু ছিলো না। তখন মহান রাব্বুল আলামিন ওহীর মাধ্যমে মারইয়াম (আ.)-কে বললেন, তোমার পাশে খেজুর বৃক্ষ আছে। তুমি খেজুর খেতে পারো। কুরআন মজিদে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

﴿تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾

অর্থ: তোমার ওপর তরজাতা খেজুর ঝরে পড়বে।[২৫১]

সাহাবায়ে কেরাম নবজাতক মায়ের জন্য খেজুর ব্যবহার করতেন। তাকে খেজুর খাওয়াতেন। খেজুর খাওয়ানোর কারণে তার দুধ বেড়ে যায় এবং অন্যান্য সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে।[২৫২]

[২৫০]. আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত সহিহ বুখারি-৫৩৮৬, বাবু দওয়ায়িল মাবতুন।
[২৫১]. সূরা মারয়াম: ২৫
[২৫২]. মুসান্নাফে আবুশাইবার হাদিস নং ২৪১৬০।

পঞ্চম অধ্যায়

শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে বিশ্বনবী (সা.)

বিশ্ব বর্তমানে অশান্ত, যুদ্ধ ও সন্ত্রাস চলছে। পৃথিবীতে শান্তি, সমৃদ্ধি, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাই, ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। সমগ্র বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতাজনিত সমস্যাগুলোর জন্য ইসলামই হতে পারে একমাত্র সমাধান। বর্তমান বিশ্বে জাতিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পর্কগুলো যেভাবে ভেঙে যাচ্ছে এবং মানুষের মাঝে যেভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার অবনতি ঘটছে, তা সমাধানের জন্য এই সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো ইসলাম ও তার সুমহান শিক্ষা। ইসলাম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সশ্রদ্ধ ব্যবহার, আচরণ করতে শিখিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের যথাযোগ্য সম্মান প্রতিষ্ঠা এবং বর্ণবাদের করাল থাবা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ইসলাম। এবং ইসলামের সুশিতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা।

পৃথিবীজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ইসলামে যেসকল নিয়ম-কানুন ও বিধিমালা রয়েছে সেগুলো এখানে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। তাছাড়া অমুসলিমদের সাথে চলাফেরা, ওঠা-বসা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে মুসলমানদের জন্য রাসুল (সা.) যে সুন্দর ও সুমহান শিক্ষা দিয়েছে সে ব্যাপারে মানুষকে অবগত করার চেষ্টা করব। এবং এ ব্যাপারে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করব। অপরদিকে শান্তি ও জীবনের নিরাপত্তা বিধানে সকল ধর্ম এবং মানবরচিত সকল নীতিমালার ওপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমগ্র বিশ্বে মুসলমানরা যে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং পুরো মানব জাতির মাঝে নিরাপত্তাজনিত যে সংকট চলছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো ইসলামি নেতৃত্ব গ্রহণ করা, এই বিষয়টি স্পষ্ট করাও আমাদের প্রধান লক্ষ্যগুলোর একটি।

১.ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মতপার্থক্য থাকবেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾

অর্থ: 'আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারীই রয়ে গেছে।'[২৫৩]

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) আল্লাহর বাণী ﴿ ولايزالون مختلفين﴾ এর তাফসিরে বলেছেন, মানুষের মাঝে তাদের দ্বীন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে সবসময় মতানৈক্য লেগেই থাকবে।

আল্লামা ইকরামা (রহ.) বলেন, সঠিক পথ প্রদর্শিত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে মতপার্থক্য লেগেই থাকবে।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, রিযিক নিয়ে মানুষের মাঝে মতানৈক্য থাকবে। তাদেরকে একে অপরের অধীনে করে দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে সঠিক ও প্রসিদ্ধ মত হলো, আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.)-এর মতামতটি। তাইতো মানুষ বিভিন্ন ধর্ম, মাজহাব, দল ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং এটাই আল্লাহর নিয়ম। আমরা কেউ চাইলেই পৃথিবীর সব মানুষ একই ধর্মে চলে আসবে না। এমনকি কোনো নবী-রাসুলের চাওয়াতেও সবাই হেদায়েতের পথে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

অর্থ: 'আর আপনি যতই চান না কেনো, বেশির ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।'[২৫৪]

একটি সহিহ হাদিসে এসেছে,

مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ

[২৫৩]. সূরা হুদ- ১১৮
[২৫৪]. সূরা ইউসুফ -১০৩

অর্থ: প্রতি একহাজার মানুষের মধ্যে মাত্র একজন মানুষ জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। বাকিরা সবাই জাহান্নামি হবে।[২৫৫]

২.আমান (الأمن) বলতে যা বোঝায়:

আল্লামা ফিরোজাবাদী বলেন, الأمن والآمن এর অর্থ হলো নিরাপদ, তথা ভয়ের বিপরীত। তখন এটা বাবে (سمع) থেকে ব্যবহৃত হয়। এর মাসদার হলো أمناوأمانا যবর যুক্ত হামজা। আবার হামজাতে যেরও হয়ে থাকে। الأمانة والأمنة-এর অর্থ হলো আমানতদারীতা, খেয়ানতের বিপরীত। তখন বাবে (سمع) থেকে এর মাসদার হবে أمنة এবং বাবে تفعيل থেকে تأمينا। বাবে استفعال ও افتعال থেকেও এটা ব্যবহার হয়। বাবে كرم থেকে أمين ও أمانএর অর্থ হলো, مأمون তথা নিরাপদ।[২৫৬]

আল মু'জামুল ওয়াসীত,প্রণেতা বলেন,

الأمين: الحافظ الحارس . و- المأمون. و- من يتولى رقابة شئ أو المحافظة عليه .ج أمناء. الإيمان : التصديق . وشرعا: التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان .

আমিন (الأمين) অর্থ হলো রক্ষক, প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক। এর বহুবচন হলো, الأمناء আর الإيمان অর্থ হলো, বিশ্বাস করা। শরীয়তের পরিভাষায়, অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করা।[২৫৭]

[২৫৫]. ইবনে কাসির, ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর, তাফসীরুল কুর'আনিল আজীম, ১ম মুদ্রণ,রিয়াদ, দারুন তায়্যিবাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২০ হি.-১৯৯৯ খৃ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬১।

[২৫৬]. ফাইরুজাবাদী, আল কামুসুল মুহীত, মাদ্দাহ, أ-م-ن বাইরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি. -১৯৯৩ খৃ, পৃষ্ঠা নং: ১৫১৮।

[২৫৭]. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, আল মু'জামুল ওয়াসীত, মাদ্দাহ: أ-م-ن কায়রো, ২য় সংস্করণ, ১৩৮০ হি:- ১৯৬০ খৃ, পৃষ্ঠা নং: ২৮।

৩. (السلام) আস-সালাম বলতে যা বোঝায়

আল্লামা ফিরোজাবাদী (রহ.) বলেন, السلم হলো এক প্রকার গাছ যা দ্বারা চামড়া দাবাগাত বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। তাই سلم الجلد অর্থ হচ্ছে সালম গাছ দ্বারা চামড়া দাবাগাত করা হলো।

سلم الدلو অর্থাৎ বালতি দ্বারা কাজ হলো। سلم من الآفة অর্থাৎ বিপদ থেকে মুক্ত হলো, তখন এর মাসদার হবে سلامة

سلم লামে তাশদিদযুক্ত হলে এর অর্থ হবে সালাম দেয়া। তখন এর মাসদার হবে التسليم।

التسليم-এর আরও একটি অর্থ আছে, তা হলো সন্তুষ্টি, অর্পণ করা। أسلم অর্থ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। তখন এর মাসদার হবে الإسلام

السلام অর্থ শান্তি। এটা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নামো বটে। السلامة অর্থ রোগমুক্তি।[২৫৮]

আল মু'জামুল ওয়াসীত, প্রণেতা বলেন,

"أسلم : أقاد. و- أخلص الدين لله . ز- دخل في دين الإسلام. و- دخل في السلم. و- عن الشئ: تركه بعد ما كان فيه. و- البيع : تعامل بالسلم . و- الشئ إليه : دفعه . الإسم: إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي الخاتم ، والدين الذي جاء به".

[২৫৮]. ফাইরুজাবাদী, আল কামুসুল মুহিত, মাদ্দাহ: س-ل-م পৃষ্ঠা নং: ১৪১৮।

أسلم অর্থ অনুগত হওয়া, আল্লাহর দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা, ইসলামে প্রবেশ করা। أسلم عن الشئ অর্থ কোনো জিনিসের মধ্যে যুক্ত থাকার পরে তা থেকে দূরে চলে যাওয়া বা তা পরিত্যাগ করা। أسلم البيع অর্থাৎ সলমের ভিত্তিতে বাণিজ্য চুক্তি করা। أسلم الشئ إليه অর্থ প্রতিহত করা। الإسلام এর পারিভাষিক অর্থ হলো, শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা।[২৫৯]

পরিপূর্ণ মানুষগঠনে ইসলামের ভূমিকা

ক. প্রকৃত মানুষ গঠনে বিশ্বনবী (সা.)-এর অবদান

আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন উন্নত চরিত্র ও উত্তম আদর্শের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার আদর্শের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থ: 'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[২৬০]

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থ: 'আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[২৬১]

রাসুল (সা.) কীভাবে তাঁর সাহাবিদেরকে আদর্শ শিক্ষা দিতেন এবং তিনি কীভাবে তাদেরকে দ্বীনের দিক্ষা দান করতেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে

[২৫৯]. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, আল মু'জামুল ওয়াসীত, মাদ্দাহ: س-ل-م পৃষ্ঠা নং: ৪৪৬
[২৬০]. সূরা কলম -৪
[২৬১]. সূরা আহযাব- ৩১

আল্লামা আবুল হাসান আলী আন নাদভী (রহ.) খুবই চমৎকারভাবে বলেছেন, "রাসুল (সা.) কুরআন দ্বারা তাদের প্রাণের খোরাক যোগিয়েছেন, ঈমান দিয়ে তাদের অন্তরের উৎকর্ষ সাধন করেছেন এবং দৈনিক পাঁচবার তাদেরকে পবিত্র শরীরে, বিনীত অন্তরে, অবনত দেহে ও জাগ্রত মনে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে মস্তকাবনত করিয়েছেন। ফলে প্রতিদিন তাঁদের প্রাণের মহাত্ম, অন্তরের স্বচ্ছতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুবাদ ও মনের প্রবৃত্তির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতির কাছে তাঁরা ফিরে যায়। এবং তারা কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সৌজন্যতার সহিত ক্ষমা করে এবং যেকোনো কঠিন মুহূর্তে নিজেকে বশে আনতে পারে। শিশুকালে দুগ্ধপানের মতো যুদ্ধপ্রীতি নিয়ে তাঁরা বড়ো হয়েছে, যেন তরবারি সাথে নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁরা এমন জাতির লোক বসুস, দাহিস ও গাবরার মতো ভয়ানক যুদ্ধ যাদের ইতিহাস। "ইয়ামুল ফুজ্জার"-এর মতো ঐতিহাসিক ঘটনা তো তাদের থেকে বেশি দূরে নয়"।[২৬২]

মানবসমাজে চলমান সকল বিপদ ও অশান্তির কারণ হলো মানুষের মাঝে সুশিক্ষার অভাব। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে যেসব কারণে অশান্তি ও অস্থিরতা তৈরি হয়, তা হলো মানবতা বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং মানুষের স্বভাব ও চারিত্রিক অধঃপতন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এমন এক শিক্ষা ও চরিত্র দিয়ে প্রেরণ করেছেন যা দ্বারা তিনি একটি সত্যিকারের মানবসমাজ গড়ে তুলতে পারেন। পৃথিবীর বুকে শান্তি, নিরাপত্তা, আমানতদারিতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। রাসুল (সা.) মুসলিমদের স্বভাব ও আদর্শের সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

عن أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا»..

[২৬২]. আন নাদভী, আবুল হাসান আলী আন নাদভী, মাজা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন, আল কাহেরা, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, নতুন সংস্করণ- ১৪১০ হি.-১৯৯০ খৃ. পৃষ্ঠা নং: ১২৪।

অর্থ: 'মু'মিন হলো মৌমাছির মতো। উত্তম বস্তুই খায় এবং উত্তম বস্তুই ত্যাগ করে।'[২৬৩]

খ. ঈমান মজবুত ও অন্তরকে দৃঢ় করা

রাসুল (সা.) আদর্শ মুসলমানদের অন্তরে এতটাই প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো যে তারা জাহেলি যুগের সকল কুপ্রথা ও অনাচার ত্যাগ করে নবীর চরিত্রে নিজেদের জীবনকে রঙিন করেছিলো। রাসুল (সা.)-এর ন্যায় তাদের চরিত্রও কুরআনের রঙে রঙিন। উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) খুবই চমৎকার ভাবে বলেছেন,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

অর্থ: 'তাঁর চরিত্র ছিলো যেনো কুরআন।'[২৬৪]

মহান আল্লাহও এব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾

অর্থ: 'আর কাফেররা বলে, সমগ্র কুরআন তার কাছে একবারে নাযিল হলো না কেনো? এভাবেই আমরা নাযিল করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে-ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।'[২৬৫]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন মুমিনদের অন্তরকে দৃঢ়করার জন্য, তাদের ঈমানকে মজবুত ও ধীরে-ধীরে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেয়ার জন্য। তাই সাহাবায়েস কেরাম (রা.)

[২৬৩]. ইবনে হাব্বান, আত তামীমী, আল বুসতী, সহিহ ইবনে হাব্বান -৪৮২/১, আল্লামা আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, আসসিলসিলাতুস সহিহা- আল মুখতাসার, (রিয়াদ, আল মাকতাবাতুল মা'আরিফ), হাদিস নং: ৩৫৫।

[২৬৪]. আহমদ ইবনে হামবল, মুসনাদে আহমদ ইবনে হামবল, মুহাক্কিক:শোয়াইব আরনাউত ও অন্যান্যরা, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ: ১৪২০ হি.-১৯৯৯ খ্রি. খণ্ড সংখ্যা: ৫০, খণ্ড নং: ৪১, পৃষ্ঠা নং: ১৪৮।

[২৬৫]. সূরা ফুরকান : ৩২

কুরআনকে তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা শুরু করে দেন। তাদের একমাত্র ব্যস্ততা ছিলো দৈনন্দিন জীবনকে কুরআনের সাজে সজ্জিত করা এবং এর আলোয় আলোকিত করা। এবং রাসুল (সা.)-এর জীবনের আলোকে জীবনকে পরিচালিত করা।[২৬৬]

গ. ইসলামের মানদণ্ডে মানুষের মর্যাদা

ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। তাদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছে। অন্ধকার থেকে বের করে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

অর্থ: 'আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'[২৬৭]

আল্লাহর দেয়া এই সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ "أَلَيْسَ ذُو الحَجَّةِ؟»، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ

[২৬৬]. মুহাম্মদ শদীদ, মানহাজুল কুরআন ফিত তারবিয়্যাহ, (বাইরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, শারিউ সুরিয়া, মুদ্রণ: ১৪১৫ হি.- ১৯৭৪ খ্রি.) পৃষ্ঠা নং: ৮০-১০০।

[২৬৭]. সূরা ইসরা -৭০

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ "أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الحَرَامِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعراضكم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "اللهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"

অর্থ: 'আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানির দিন নবী (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (সা.)-এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টে অন্য কোনো নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নবী (সা.) বললেন, তোমাদের জান, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এরূপ সম্মানিত, যেরূপ সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (সা.) সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন: শোনো! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবিরা বললেন, হ্যাঁ, (হে আল্লাহর রাসুল)।

অতঃপর তিনি বললেন: প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে, যারা শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পর-পরস্পরকে হত্যা করে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।' [২৬৮]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাসুল (সা.) মুসলমান তথা সমগ্র মানবজাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

ঘ. অন্যের সম্মান নষ্ট করার ভয়ংকর পরিণতি

উপর্যুক্ত হাদিসে রাসুল (সা.) মানুষের সম্মান রক্ষার পাশাপাশি যারা অপরের সম্মানহানি ও হক নষ্ট করে তাদের কঠিন পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। হাদিসের শেষের দিকে তিনি তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি মূলত মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, কেউ কারো জান, মাল ও সম্মানের ক্ষতি করলে তাকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কারণ রাসুল (সা.) হয়তো এই পৃথিবীতে স্থায়ী হবেন না, কিন্তু আল্লাহ চিরস্থায়ী ও সদা বিদ্যমান। তাই রাসুলের অবর্তমানেও কেউ যেন কারো ক্ষতি করার চেষ্টা না করে। এব্যাপারে তিনি মানুষকে সতর্ক করেছেন।

ঙ. মানুষের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত অপরের জন্য হারাম

মহান আল্লাহ একজন মানুষের জান,মাল ও ইজ্জত অপরের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এবং তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও এব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয়। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে এই তিনটি জিনিসের নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছেন। সেদিন মিনার ময়দানের উপস্থিত বিশাল জনসমাগমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

[২৬৮]. আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আবু আব্দুল্লাহ আল জু'ফী, আল জামেউল মুসনাদুস সহিহ আল বুখারি, মুহাক্কিক : মুহাম্মদ যুহাইর ইবনে নাসের আন নাসের, দারু তুকিন নাজাত, ১ম মুদ্রণ: ১৪২২ হি., হাদিস নং: ১৭৪১।

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্ত, ইজ্জত ও সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, যেভাবে তিনি আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহরকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।'[২৬৯]

তিনি আরও বলেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ

অর্থ: 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, ইজ্জত ও সম্পদ হারাম।'[২৭০]

শুধু তাই নয়, রাসুল (সা.) পবিত্র কাবার চাইতেও মুমিনদেরকে অধিক সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যেমন একদা কাবাঘর প্রদক্ষিণকালে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حُرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك"

অর্থ: 'কতো উত্তম তুমি হে কাবা! আকর্ষণীয় তোমার খোশবো, কত উচ্চ মর্যাদা তোমার (হে কাবা)! কতো মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মুমিন ব্যক্তির মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'[২৭১]

---

[২৬৯]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারি - কিতাবুল ইলমি (৬৭), মুসলিম- আল কাসামাহ ওয়াল মুহারিবুন ওয়াল কিসাস ওয়াদ দিয়াত (১৬৭৯), মুসনাদে আহমদ (২০৩৮৬)।

[২৭০]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারি, কিতাবুল আদাব (৬০৬৪), মুসলিম, আল বিররই ওয়াসসিলাতি ওয়াল আদাব (২৫৫৯), মুসনাদে আহমদ (১২৬৯১), আবু দাউদ (৪৯১০)।

[২৭১]. তিরমিজি, আল বিররই ওয়াসিলাতি (২০৩২) এটি মওকুফ হাদিস, ইমাম তিরমিজি বলেন, এই হাদিসটি গারীব, শুধুমাত্র হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ থেকেই এর বর্ণনা পাওয়া যায়, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতানি (৩৯৩২), ইবনে হাব্বান, কিতাবুল খাতারি ওয়াল ইবাহাতি (৭৫/১৩), ইবনে ওমর রঃ থেকে বর্ণিত, ফি জয়ীফে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আল্লামা আলবানি এটিকে জয়ীফ বলে আখ্যা দিয়েছেন (৮৫২)।

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন,

" لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ

অর্থ: 'আসমান-জমিনের মধ্যে বসবাসকারী সকলে একত্রে মিলিত হয়েও যদি একজন মুমিনকে মেরে ফেলার কাজে শরিক হয়, তাহলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'[২৭২]

চ. মানুষের দেহ আল্লাহর তৈরি দালান, তা ধংস করার অধিকার কারো নেই

আমরা সবাই জানি, আল্লাহ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ বা গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের এই সুন্দর গঠন আল্লাহর তৈরি। সুতরাং তা ধ্বংস করার অধিকার কারো নেই। এমনকি নিজের দেহকে ধ্বংস করার অধিকারও মানুষকে দেয়া হয়নি। তাই কেউ চাইলেই নিজেকে শেষ করতে পারবে না। যদি কেউ এমনটা করে এবং আত্মহত্যা করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। যেমন হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বললেন,

بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ

অর্থ: 'আমার বান্দা তার প্রাণ নিয়ে আমার সাথে তাড়াহুড়া করলো। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।'[২৭৩]

শুধু ইসলামি শরিয়ত নয়; বরং তার পূর্ববর্তী সকল শরিয়তে মানুষ হত্যা ছিলো একটি মহাপাপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾

---

[২৭২]. তিরমিজি, কিতাবুদ ফিয়াত (১৩৯৮), ইমাম তিরমিজি বলেন, এই হাদিসটি গরীব, আবু সাঈদ খুদরি এবং আবু হুরাইরা রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লামা আলবানি আল জামেউস সহিহ গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন (৫২৪৭)।

[২৭৩]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ (১৩৬৪), মুসলিম, কিতাবুল ঈমান (১১৩), জুনদুব (রহ.) থেকে বর্ণিত।

অর্থ: ‘এই কারণেই বনী ইসরাঈলের ওপর এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা জমিনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেনো সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।’[২৭৪]

তাই বলা যায়, হত্যার অপরাধী ছাড়া কারো জন্য অন্য কারো প্রাণ নেয়া বা হত্যা করা বৈধ নয়। চাই সে হোক ছোট কিংবা বড়, ধনী কিংবা গরীব এবং রাজা কিংবা প্রজা। তাই কোনো মানবকে হত্যা করা কিংবা তার ওপর অত্যাচার করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। তবে যারা কুফরি ও জুলুমের মাধ্যমে আল্লাহর সীমা লংঘন করে তাদেরকে ব্যতীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلا تقْتُلُواالنفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾

অর্থ: ‘আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না।’[২৭৫]

শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী বিষয়গুলো অপসারণ করা

ক. অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই এবং জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দান

সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম অজ্ঞতার বিপক্ষে লড়াই করেছে। একেবারে প্রথম দিন থেকেই নিরক্ষরতা দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ প্রথম ওহিতেই জ্ঞানার্জন ও পড়ার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। জ্ঞানার্জনের অন্যতম হাতিয়ার কলমকে হাতে তুলে নেয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এবং এই কলমকে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সেই প্রথম ওহিটি হলো,

[২৭৪]. সূরা মায়েদা-৩২
[২৭৫]. সূরা আনআম -১৫১

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

অর্থ: ‘পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।’[২৭৬]

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ‘ইলম’ শব্দটা পবিত্র কুরআনে ৮১১ বার ব্যবহার করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এবং তাদের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানবসমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এবং সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কাজ করেছে। কারণ মানুষের অজ্ঞতা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে এবং দেশে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাশাপাশি রাসুল (সা.) মানুষের বিবেককে শানিত করতেন এবং জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। হাদিসে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার পিতার বিবেককে শানিত করে বললেন,

ياحصين ،كم تعبد اليوم إلهًا ؟ قال أبي: سبعة ؛ستَّة في الأرض، و واحدًا في السَّماء ، قال: "فأيَّهم تعدُّ لرغبتك ورهبتك ؟"قال: الَّذي في السَّماء ، قال: ياحصين ، أمَا إنَّك لو أسلمتَ علَّمْتُك كلمتين ينفع انك ، قال: فلمَّا أسلم حصينٌ قال: يارسول الله علِّمْني الكلمتين اللَّتَين وعدتني ، قال: (قل: اللَّهمَّ ألهمني رشدي ، وأعذني من شرِّ نفسي.

[২৭৬]. সূরা আলাক: ১-৫

অর্থ: 'হে হুসাইন! আজকাল কয়জন মা'বুদের পূজা করো? আমার পিতা বললেন: সাত জনের; ছয়জন জমিনের, একজন আসমানের। তিনি বললেন: তোমার আশা ও ভয়ের সময় কাকে তুমি গণ্য করো? আমার পিতা বললেন: যিনি আসমানে আছেন তাকে। নবী (সা.) বললেন, হে হুসাইন! শোনো তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তোমাকে আমি এমন দু'টি কালেমা শিখিয়ে দেবো, যা তোমার উপকারে আসবে। ইমরান (রহ.) বলেন: (আমার পিতা) হুসাইন যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন নবী (সা.) -কে বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে সেই কালেমা দুটি শিখিয়ে দিন, যার ওয়াদা আপনি আমার সঙ্গে করেছিলেন। নবী (সা.) বললেন: তুমি দু'আ করবে:

اللهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দিন আর আমাকে পানাহ দিন আমার নফসের অনিষ্ট থেকে।'[২৭৭]

রাসুল (সা.) শুধু জ্ঞানচর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধই করেননি বরং যারা জ্ঞান চর্চা করে, জ্ঞানের জন্য সাধনা করে এবং গবেষণায় মগ্ন হয় তাদের দিগুণ সাওয়াবেরও ঘোষণা দিয়েছেন। আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন,

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

অর্থ: 'যখন বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে গবেষণা করে এবং তার গবেষণা সঠিক হয় তবে সে দিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি সে ভূলও করে তবে সে একটি সাওয়াব পাবে'।[২৭৮]

[২৭৭].তিরমিজি, জামেউত তিরমিজি, কিতাবুদ দা'ওয়াত আনি নবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদিস নং: ৩৪৮৩।

খ. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ

মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ইসলাম মাদকসেবন থেকে শুরু করে সব ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কারণ মাদকসেবনের ফলে মানুষ হুঁশ হারিয়ে ফেলে। তাদের কাছ থেকে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। ফলে তারা যেকোনো ধরনের অপরাধে লিপ্ত হতে পারে, যাতে সমাজের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা সবধরনের মাদকসেবনকে নিষিদ্ধ করে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ: হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়করার তীর তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[২৭৯]

যে কোন মাদক প্রথমে একজন মানুষকে অনুভূতিহীন ও বিবেক বুদ্ধিহীন বোকা মানুষের মতো করে ফেলে। পরে তাকে একেবারে পাগল বানিয়ে দেয়। উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলিতে ওয়াইন একজন ব্যক্তিকে অন্ধকূপের (বোকার) মতো করে তোলে, এবং দক্ষিণঞ্চলীয় দেশগুলিতে এটি তাকে পাগলের মতো করে দেয়। তাই তো ইসলাম সবধরনের মাদকসেবনকে নিষিদ্ধ করেছে। এটা একটা খোদায়ী বিধান। মানুষের সুখের জন্য, তাদের জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই মহান আল্লাহ এ বিধানটি দিয়েছেন। একজন মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করার জন্য এবং নিজের খোদার সাথে, পরিবারের সাথে ও সমাজের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সুস্থ বিবেকবান হওয়া খুবই জরুরি। তাহলেই সে প্রত্যেকের

[২৭৮]. ইমাম বুখারি, সহিহুল বুখারি, বাবু আজরিল হাকিম, নং: ২১, হাদিস নং: ৭৩৫২, আন নববী, ইহইয়া ইবনে শরফ আবু জিকরা, শারহুল ইমাম আন নববী আলা মুসলিম, দারুল খাইর, মুদ্রণ ১৪১৬ হি: ১৯৯৬ খৃ., হাদিস নং: ১৭১৬।
[২৭৯]. সূরা মায়িদা -৯০

প্রতি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে। তাই মানুষের বিবেককে সুস্থ ও নিরাপদ রাখার জন্য ইসলাম তাদের জন্য মাদককে নিষিদ্ধ করেছে।[২৮০]

গ. সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রপ্রীতি ইত্যাদির বিপক্ষে ইসলামের লড়াই

যুগে যুগে মানুষ সামাজিক বৈষম্য, গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতাসহ নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আসছে। বিশেষ করে আরবদের মধ্যে এই সমস্যাটি সবসময়ই ছিলো। আরব-অনারব, ধনী-গরীব, সাদা-কালো ও গোলাম-মনিব ইত্যাদির বৈষম্য আরবদের সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা। শুধু আরবদের মধ্যে নয়, সমগ্র পৃথিবীর জাতিসমূহের মাঝে এই বৈষম্য ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস মানবতাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত করে।

হিন্দু সমাজে এই সামাজিক বৈষম্য সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিলো। তাদের মাঝে "মনোশাস্ত্র" নামে একটি বিধান চালু ছিলো। যা সমাজের মানুষগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করে দেয়। যথা: ১. ব্রাহ্মণ, এরা গীর্জা ও ধর্মীয় কাজের দায়িত্বে থাকে। ২. ক্ষত্রীয়, এরা যুদ্ধ ও সামরিক কাজে লিপ্ত থাকে। ৩. বৈষ্ণব, এরা ক্ষেতখামার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লিপ্ত থাকে। ৪. শূদ্র, এরা চাকর হিসেবে মানুষের গোলামিতে লিপ্ত থাকে।[২৮১]

এই নিকৃষ্ট শ্রেণিবিন্যাস মানবতার জন্য চরম অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এবং তাঁর মাধ্যমে মানবজাতিকে এসব অপমানজনক নিয়ম-নীতি থেকে বের করে তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[২৮০]. ইবনে কাসির, ইসমাইল ইবনে ওমর ইবনে কাসির আল কুরশী আদ দামেশকী আবুল ফাতাহ ইমাদুদ্দীন, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, পৃষ্ঠা নং: ২১৪।

[২৮১]- আন নাদভী, আবুল হাসান আলী আন নাদভী, মাজা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন, কায়রো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, মুদ্রণ ১৪১০ হিঃ -১৯৯০ খৃ., পৃষ্ঠা নং: ৭২।

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾

অর্থ: 'আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'[২৮২]

ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাদের উপযুক্ত সম্মান দান করেছেন। এই ঈমানের বদৌলতে তারা একটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। তাদের সকলের পিতা আদম (আ.)। যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঈমান ও তাকওয়া ব্যতীত তাদের জন্য কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।'[২৮৩]

ঘ. জাহেলি আত্ম-অহমিকার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই:

রাসুল (সা.) মুসলমানদের অন্তর থেকে সবধরনের জাহালাতকে সমূলে উপড়ে ফেলেছেন। আত্ম-অহমিকা, সাম্প্রদায়িকতাসহ সকল কুসংস্কারকে তিনি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যারা জাহেলি রীতিনীতি ও কুপ্রথাগুলোকে মেনে চলবে এবং

[২৮২]. সূরা ইসরা -৭০

[২৮৩]. সূরা হুজরাত -১৩

সেগুলোর প্রতি অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তিনি বলেন,

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ"

অর্থ: "যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে বা গোত্র প্রীতির দিকে আহ্বান করে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ঐ ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আসবিয়্যাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও নয়, যে আসাবিয়্যাতের ওপর মারা যায়"।[২৮৪]

তিনি যখনই মুসলমানদের মাঝে কোনো জাহেলি অভ্যাস দেখতেন সাথে-সাথে কঠোর হস্তে তা থামিয়ে দিতেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, দু'জন বালক মারামারি করছিলো। তাদের একজন মুহাজিরদের আর অপরজন আনসারদের। অতপর মুহাজির ছেলেটি ডাক দিলো, হে মুহাজিররা তোমরা এসো। অপরদিকে আনসার ছেলেটি ডাক দিলো, হে আনসার তোমরা এসো। এটা দেখে রাসুল (সা.) বের হয়ে বললেন,

"ما هذا دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرٌ وإن كان مظلوماً فلينصره"

অর্থ: এটা কেমন আহ্বান তোমাদের? এটা তো জাহেলি যুগের আহ্বান। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসুল! দু'জন বালক মারামারি করেছে, তাদের একজন অপরজনের পশ্চাৎপদে আঘাত করেছে। তিনি (সা.) বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকে নিজের ভাইকে সাহায্য করবে, চাই সে জালেম তথা অত্যাচারী হোক কিংবা মজলুম তথা অত্যাচারিত হোক। যদি সে অত্যাচারী হয় তবে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে, এটাই তার জন্য সাহায্য। আর যদি সে অত্যাচারিত হয় তবে তাকে সাহায্য করবে।'[২৮৫]

[২৮৪]. আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৫১২৩।

[২৮৫]. আল হুমাইদী, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জামউ বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম, হাদিস নং: ১৫৬২।

শুধু তা-ই নয় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধেও অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। নিম্নোক্ত হাদিস থেকে আমরা তা বুঝতে পারি।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: عَيَّرَ أَبُو ذَرٍّ بِلَالًا بِأُمِّهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ، وَإِنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَغَضِبَ، فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ وَلَمْ يَشْعُرْ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَعْرَضَكَ عَنِّي إِلَّا شَيْءٌ بَلَغَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَنْتَ الَّذِي تُعَيِّرُ بِلَالًا بِأُمِّهِ ؟ "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ - أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَحْلِفَ - مَا لِأَحَدٍ عَلَيَّ فَضْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَطَفِّ الصَّاعِ"

অর্থ: আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আবুজর (রা.) বেলাল (রা.)-কে মায়ের নামে গালি দিয়ে বলেন, হে কালোর (মহিলার) বাচ্চা? এদিকে বেলাল (রা.) রাসুল (সা.)-কে তা বলে দিলেন। ফলে রাসুল (সা.) আবুজরের ওপর ক্ষুব্ধ হলেন। এরপর আবুজর রাসুলের কাছে আসলেন। কিন্তু তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। অতঃপর রাসুল (সা.) তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবুজর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার ব্যাপারে যা শুনেছেন তার কারণে হয়তো আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি সেই ব্যক্তি, যে বেলালের মায়ের নামে গালি দিয়েছো? নবি (সা.) আরও বলেন, 'যিনি মুহাম্মাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার শপথ অথবা আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে শপথ করে বলছি, আমল ব্যতীত আমার নিকট কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা আমার কাছে পাত্রের কিনারা ছাড়া আর কিছুই নও।'[২৮৬]

[২৮৬] -আল বাইহাকি, আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল খুসরাওজিরদী, আবুবকর (মৃত্যু ৪৫৮ হি.), শুয়াবুল ঈমান (৪৭৭২), তাহকিক: ড. আব্দুল হামিদ হামেদ, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ লিন নাশার ওয়াত তাওজী, রিয়াদ, ১ম মুদ্রণ ১৪২৩ হিঃ-২০০৩ খৃ., খণ্ড সংখ্যা:১৪।

ঙ. সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিপক্ষে ইসলামের লড়াই

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এতে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের কোনো স্থান নেই। যা সমাজে ত্রাস তৈরি করে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন,

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থ: যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখেরাতে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।'[২৮৭]

সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষকে ভয় দেখানোকে রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

অর্থ:'কোনো মানুষের জন্য বা কোনো মুসলিমের জন্য অন্য কোনো মুসলিম বা অমুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।'[২৮৮]

তিনি আরও বলেন,

لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ

অর্থ: 'তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের লাঠিতে ঠাট্টাস্বরূপ বা প্রকৃতই যেনো হাত না দেয়। যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের লাঠি নিয়ে যায় তাহলে সে যেন তাকে তা ফেরত দেয়।'[২৮৯]

[২৮৭]. সূরা মায়েদা -৩৩

[২৮৮].আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, আল্লামা আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, হাদিস নং: ৫০০৪।

ঠাট্টাচ্ছলে কাউকে ভয় দেখাতে রাসুল (সা.) নিষেধ করেছেন। কারণ শয়তান হয়তো এই সুযোগের সৎ ব্যবহার করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারেন। তিনি বলেন,

لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তরবারি উঁচিয়ে তার ভাইয়ের প্রতি ইশারা না করে। কেননা, তোমরা জানো না, শয়তান তার হাতে ভর করে তাকে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে।'[২৯০]

চ. ধর্মীয় বাড়াবাড়ি ও উগ্রতার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই

সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা ও উগ্রতা প্রদর্শন করা। তাই ইসলামে এই কাজটা ভীষণ অপছন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾

অর্থ: 'হে কিতাবীরা! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।'[২৯১]

এবং এই কাজটিকে একটি জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ অর্থ:তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থাকো, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধর্মের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেই ধংস হয়েছে।' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين

[২৮৯]. ইমাম তিরমিজি, সুনানুত তিরমিজি, তিনি হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যা দিয়েছেন, বাবঃ কোনো মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করার বিষয়ে যা এসেছে, আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যা দিয়েছেন।

[২৯০]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারি, সহিহুল বুখারি, কিতাবুল ফিতানি, বাবঃ নবী (সা.) এর বাণী ' যে অস্ত্র ধরে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' হাদিস নং: ৬৬৬১।

[২৯১]. সূরা নিসা -১৬১

অর্থ: 'তোমরা দ্বীনের বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকো, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে।'[২৯২]

তিনি আরও বলেন,

إياكم والتعمق في الدين فإن الله جعله سهلا

অর্থ: 'তোমরা ধর্মের বিষয়ে বেশি গভীরতা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকো। কেননা আল্লাহ তা সহজ করে বানিয়েছেন।'[২৯৩]

ধর্মীয় বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত করলে সাধারণ মানুষ ধর্মপালনে বিরক্তি বোধ করবে এবং অনীহা প্রকাশ করবে। ফলে তারা ধীরে-ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে। তাই নবী করিম (সা.) তা থেকে নিষেধ করে বলেন,

" خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا "

অর্থ: 'তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখো, তাই আমল গ্রহণ করো। আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সাওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ো।'[২৯৪]

এবাদতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করার কোনো মাহাত্ম্য বা উপকার নেই। তাই এব্যাপারে সতর্ক করে রাসুল (সা.) বলেছেন,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

অর্থ: 'অতিরঞ্জনকারীরা ধংস হয়েছে।'[২৯৫]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, المتنطعون হলো তারাই যারা কথায় ও কাজে অতিরঞ্জিত করে।[২৯৬]

[২৯২]. ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক,বাব: নুড়ি নিক্ষেপের পরিমাণ, হাদিস নং: ৩০২৮।

[২৯৩]. আল আমালী, আবুল কাশেম বুশরান, নং: (৬৭),(২/১১/২)। আলবানি, আদ দয়ীফা ওয়াল মওদুয়িয়্যাহ, ৪৯৭/৫।

[২৯৪]. মুত্তাফাক আলাইহি, শব্দ ইমাম বুখারির, হাদিস নং: বুখারি-৪৩, মুসলিম:৭৮৫।

[২৯৫]. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, (২৬৭০)।

রাসুল (সা.) আরও বলেন,

" لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ "

অর্থ: 'সফরকালে রোজা রাখা কোনো পুণ্যের কাজ নয়।'[২৯৭]

ছ. সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত লোভ-লালসার বিপক্ষে ইসলাম

দুনিয়ায় সম্পদ অর্জন করা দোষের কিছু নয়। তবে সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত মোহ ও লোভ-লালসা খুবই জঘন্য। এটাকে বলা হয়েছে সকল পাপের মূল। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে সবকিছুর চাইতে অধিক ভালোবাসা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾

অর্থ: 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে।'[২৯৮]

অতিরিক্ত সম্পদশালী হওয়ার প্রবণতা এবং দুনিয়ার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই আল্লাহতা'আলা এব্যাপারে সতর্ক করে বলেন,

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾

অর্থ: প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাথে সাক্ষাৎ করবে।'[২৯৯]

সম্পদের লোভ ও যেকোনো কিছুর প্রতি অতিরিক্ত লালসা প্রকাশ করাটা জাহান্নামের একটি অন্যতম স্বভাব ও প্রকৃতি। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের সেই লালসাপূর্ণ অভ্যাসের চিত্রায়িত করে বলেন,

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾

[২৯৬]. ইমাম নববী, শরহু সহিহিল মুসলিম, বৈরুত, ১ম মুদ্রণ ১৪১৪ হি. ১৯৯৪ খৃ, পৃষ্ঠা নং: ২২০/১৬।

[২৯৭]. বুখারি, সহিহ বুখারি, কিতাবুস সওম, বাব: নবী (সা.) এর বাণী "যারা ছায়া পায় এবং যারা অতি গরমে থাকে তাদের জন্য", হাদিস নং: ১৮৪৪।

[২৯৮]. সূরা বাকারা -১৬৫

[২৯৯]. সূরা তাকাছুর- ১,২

অর্থ: ‘সেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি পূর্ণ হয়েছো? জাহান্নাম বলবে, আরো বেশি আছে কি? ।’[৩০০]

দুনিয়াবি সম্পদের প্রতি লোভ করাটা নিছক একটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তা ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর পরে এর কিছুই মানুষের কোনো কাজে আসবে না। এসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেছেন,

" يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

অর্থ: আদম সন্তানেরা বলে, আমার মাল আমার সম্পদ। বস্তুতঃ হে আদাম সন্তান! তোমার সম্পদ সেটা যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছো, পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছো এবং দান করে খরচ করছো।’[৩০১]

অপরদিকে সম্পদ নিয়ে কৃপণতাকেও ইসলাম পছন্দ করে না। এটাও একদিকে মানুষের ধংসের কারণ। তাই রাসুল (সা.) এব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন,

"إياكم والشح، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"

অর্থ: ‘তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।’[৩০২]

অপর হাদিসে এসেছে, কা’আব ইবনে আয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন,

"إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ"

অর্থ: ‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি করে ফিতনা বা পরীক্ষা রয়েছে, আর আমার উম্মতের জন্য ফিতনা হলো মাল বা ধন-সম্পদ’।[৩০৩]

[৩০০]. সূরা ক্বাফ -৩০
[৩০১]. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, হাদিস নংঃ ২২৭৩।
[৩০২]. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, হাদিস নংঃ ৩০৫৩।
[৩০৩]. ইমাম তিরমিজি, সুনানে তিরমিজি, হাদিস নংঃ ২৩৩৫।

জ. দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা

দরিদ্রতা হলো মানব সমাজের সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর অন্যতম। এটি সমাজের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। দেশে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার সংকট তৈরি করে। অভাবের কারণে স্বভাব নষ্ট হয়। দারিদ্র্যপীড়িত মানুষগুলো নিজেদের অভাব দূর করতে নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহজানি ও চুরিসহ নানাধরনের ভয়ংকর অপরাধে ছেয়ে যায় পুরো সমাজ। শয়তান মানুষকে দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে এসব অপরাধে জড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾

অর্থ: ‘শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার অঙ্গিকার করে।’[৩০৪]

তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষকে দরিদ্রতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং বলেছেন দরিদ্রতা হলো, কুফরির কারণ।

“كاد الفقر أن يكون كفرا”

অর্থ: ‘দরিদ্রতা প্রায় কুফরির দিকে নিয়ে যায়।’[৩০৫]

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলাম খুবই বাস্তবধর্মী ও কার্যকরী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾

অর্থ: ‘অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো ও আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।’[৩০৬]

[৩০৪]. সূরা বাকারা -২৬৮
[৩০৫]. আল্লামা আলবানি, মুশকিলাতুল ফক্বর, আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসটির সনদ দয়ীফ বা দুর্বল, পৃষ্ঠা নংঃ ২, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস নংঃ ৪৯৭৯।
[৩০৬]. সূরা জুময়া-১০

সৎ পথে উপার্জিত সম্পদের প্রশংসা করে নবী (সা.) বলেছেন,

نعم المال الصالح للرجل الصالح

অর্থ: ‘সৎ পথে উপার্জিত সম্পদ ও এর মালিকেরা কতইনা উত্তম ।’[৩০৭]

সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করতে এবং ধনী-গরীবের মাঝে সমতা ফেরাতে ইসলাম জাকাত ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থাসমূহের অন্যতম। এটা দুনিয়ার সুন্দরতম বণ্টননীতিগুলোর একটি। ইসলাম জাকাত প্রদান করাকে সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা বলে আখ্যা দিয়েছে। আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থ: ‘আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’[৩০৮]

মানুষকে পরিশ্রমী করে তোলার জন্য শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে রাসুল (সা.) বলেছেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

অর্থ: ‘নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন’।[৩০৯]

[৩০৭]. আহমদ, মুসনাদে আহমদ, আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, ইমাম বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ, বাবুল মালিস সালেহ লিল মারয়িস সালেহ, হাদিস নং: ২৯৭।

[৩০৮]. সূরা তওবা -১০৩

[৩০৯]. বুখারি, সহিহুল বুখারি, কিতাবুল বুয়ূয়, বাবু কাসবিল রাজুলি ওয়া আমালিহি বিল য়াদি। হাদিস নং: ১৯৬৬।

রাসুল (সা.) নিজেও একজন শ্রমজীবী মানুষের মতো কাজ করেছেন। তিনি ছাগল চরাতেন, মানুষের সম্পদ নিয়ে বাণিজ্য করার জন্য দূরের শহরে সফর করতেন এবং ঘরের সব কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

অর্থ:নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যিনি ছাগল চরাননি। তাঁর সাহাবিগণ বললেন, আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি অর্থের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।’[৩১০]

قراريط শব্দটি قيراط এর বহুবচন, এটি মুদ্রার অংশ বিশেষ, কেউ-কেউ বলেন, এটি মক্কার একটি জায়গার নাম।’[৩১১]

[৩১০]. সহিহুল বুখারি, কিতাবুল ইজারা, বাবু রা'য়িল গানামে আলা কারারিত, হাদিস নং: ২১৪৩।

[৩১১]. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রা.), ফাতহুল বারি, ১৭২/১।

শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী কাজকে শক্তিশালী ও মজবুত করা

ক. মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান:

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সকল কাজে ও সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। কারণ প্রতিটি জিনিসের মধ্যভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও উত্তম। তাই ইসলাম মানুষকে সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

অর্থ: 'আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হও এবং রাসুল তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন।'[৩১২]

রাসুল (সা.) ও তাঁর উম্মতকে দ্বীনের প্রতিটি কাজে মধ্যম নীতি অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। এবং এই নীতিকে শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

خير الأمور أوسطها

অর্থ: 'শ্রেষ্ঠ বস্তু হলো তা-ই যা মধ্যভাগে হয়ে থাকে।'[৩১৩]

কঠোরতা, উগ্রতা, অতিরঞ্জন ও জোরাজুরি কোনটাই ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ বলেন,

﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

অর্থ: 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।'[৩১৪]

---

[৩১২]. সূরা বাকারা -১৪৩

[৩১৩]. ইবনুল আছির, মুহাম্মদ ইবনে আবুস সা'দাত আল মুবারক ইবনে মুহাম্মদ আল জাযরি (মৃত্যু:৬০৬ হি.), জামেউল উসুল ফি আহাদিসুর রাসুল, তাহকিক: আব্দুল কাদির আল আরনাউত, প্রকাশক: মাকতাবাতুল হুলওয়ানি, মাকতাবাতুল মিলাহ- মাকতাবু দারুল বায়ান, মুদ্রণ ১ম, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১৩০।

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

অর্থ:'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।'[৩১৫]

দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা, মাত্রাতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতা ও দুনিয়াবিমুখতা যেমন ইসলাম পছন্দ করে না তেমনি দুনিয়ায় সম্পদের প্রতি অধিক লালসা ও পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষিত হওয়া কোনটাই ইসলাম সমর্থন করে না। তাইতো আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন,

إياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين

অর্থ: তোমরা দ্বীনের বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকো, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে।[৩১৬]

তিনি আরও বলেন,

إياكم والتعمق في الدين، فإن الله تعالى قد جعله سهلا، فخذوا منه ما تطيقون، فإن الله يحب ما دام من عمل صالح، وإن كان يسيرا

অর্থ: তোমরা ধর্মের বিষয়ে বেশি গভীরতা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকো, কেননা আল্লাহ তা সহজ করে বানিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে ততটুকুই গ্রহণ করো যতটুকু তোমরা করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা সেই আমল অধিক পছন্দ করেন যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।[৩১৭]

---

[৩১৪]. সূরা বাকারা-১৮৫

[৩১৫]. সূরা হজ্জ-৭৮

[৩১৬]. আল কাযওয়িনি, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, তাহকীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি, প্রকাশক: দারুল ফিকির, বৈরুত, নং: ৩০২৯, শেইখ আলবানি বলেছেন, হাদিসটি সহিহ।

[৩১৭]. আলবুরহান আল ফওরি, কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আক্বওয়ালি ওয়া আফ'আলি, হাদিস নং: ৫৩৪৮ ।

এভাবেই ইসলাম তার অনুসারীদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয়গুলোর মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করেছে এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে।

খ. নিষ্ঠা ও উদারতার প্রতি উৎসাহ প্রদান

ইসলাম উদারতার ধর্ম, নিষ্ঠার ধর্ম। ইসলাম সবসময় সরলতা ও নমনীয়তা শিক্ষা দেয়। মানুষের ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক, জীবনের প্রতিটি দিক থেকে দুঃখ দুর্দশা দূর করে এবং কষ্ট লাঘব করে। ইসলাম মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে সমন্বয় সাধন করে। এবং তাদের বস্তুবাদী চাহিদা ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

অর্থ: 'আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'[৩১৮]

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবিদেরকে ধর্মীয় উদারতা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে হানিফিয়্যাত তথা নিষ্ঠার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

يا رسول الله أي الإسلام؟ أفضل قال حنيفية سمحة

অর্থ: 'হে আল্লাহর রাসুল! ইসলামের কোন বিধানটি উত্তম? তিনি বলেন, নিষ্ঠা ও উদারতা।'[৩১৯]

তিনি (সা.) আরও বলেন,

[৩১৮]. সূরা বাকারা -২০১

[৩১৯]. আল্লামা তবরানী, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ, আলা মু'জামুল আউসাত, নং: ১০০৬, তাহকিক: তারেক ইবনে ইওয়াজুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ, আব্দুল মুহসিন ইবনে ইব্রাহিম আল হুসাইনী, প্রকাশক: দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি., খণ্ড সংখ্যা: ১০।

أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة

অর্থ: আল্লাহর কাছে দ্বীনের সবেচেয় দিক হলো, নিষ্ঠা ও উদারতা।[৩২০]

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন,

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا

অর্থ: 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার ওপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাকো, আশান্বিত থাকো।'[৩২১]

সাওম নিয়ে একজন সাহাবীকে বাড়াবাড়ি করতে দেখলে তিনি আরও বলেন,

"وأتم صومك ولا تقم في الشمس"

অর্থ: 'তুমি তোমার সাওম পূর্ণ করো এবং সূর্যের তাপে দাঁড়িয়ো না।'[৩২২]

অপর এক হাদিসে আছে,

رحم الله عبدا سمحا إذا باع ، وسمحا إذا اشترى ، سهلا إذا اقتضى

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দার প্রতি দয়া করুন, যে বিক্রয়কালে উদারচিত্ত, ক্রয়কায়েলও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগদায়ও উদারচিত্ত।'[৩২৩]

গ. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও মার্জনার প্রতি উৎসাহ প্রদান

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও মার্জনা করা সবি খুবই উৎকৃষ্ট মানবীয় গুণাবলি। এসব গুণ অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এ গুণাবলির জন্য উত্তম আদর্শ।

[৩২০]. বুখারি, সহিহুল বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাব: দ্বীন সহজ...., (২৩/১), আহমদ, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, সুনানে নাসায়ী।

[৩২১]. মুত্তাফাক আলাইহি, সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাব: দ্বীন সহজ.... ' নং: ৩৯।

[৩২২]. বুখারি, সহিহুল বুখারি, কিতাবুত তাফসির, বাব: ওয়া কাজালিকা....., ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ।

[৩২৩]. বুখারি, সহিহুল বুখারি, হাদিস নং: ২০৭৬, তিরমিজি, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং : ১৩২০।

একজন সত্যিকারের মুমিনকে হতে হবে অসীম সাহস ও অনবদ্য হৃদয়ের অধিকারী। মানুষের অন্যায় আচরণকে সে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে।

ক্ষমা ও মার্জনা তার অন্যতম ভূষণ। কেউ তার সাথে খারাপ আচরণ করলে বিনিময়ে সে তার সাথে উত্তম আচরণ করে। ফলে তাদের সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তায় ছেয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

অর্থ: 'ভালো এবং মন্দ কখনো এক হতে পারে না। তোমরা যা উত্তম তা দিয়ে প্রতিহত করো। তাহলে দেখবে যার মাঝে এবং তোমার মাঝে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।'[৩২৪]

সুতরাং আপনি একজন সত্যিকারের মুমিন তখনই হতে পারবেন যখন আপনি মন্দ লোকের সাথে উত্তম আচরণ করবেন। তখন দেখবেন ধীরে-ধীরে সে আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছে। একপর্যায়ে সে আপনার খুবই ভালো বন্ধুতে পরিণত হবে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ক্ষমা করে দিতে বলেছেন। এবং এটাকে তাকওয়াপূর্ণ কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

অর্থ: 'তোমরা ক্ষমা করো, তা তাকওয়ার নিকটতম।'[৩২৫]

অন্য এক আয়াতে তিনি আরও বলেন,

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

অর্থ:মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ ক্ষমাকে গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।'[৩২৬]

[৩২৪]. সূরা ফুসসিলাত -৩৫
[৩২৫]. সূরা আলে ইমরান -১৩৪

এব্যাপারে রাসুল (সা.) বলেছেন,

وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا

অর্থ: ক্ষমা মানুষের ইজ্জত বা সম্মান বৃদ্ধি করে।'[৩২৭]

ঘ. জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মূল ভিত্তি হলো যোগ্যতা অর্জন করা। এটা সমাজে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। পবিত্র কুরআনে একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾

অর্থ: যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয়এবং যা মানুষের উপকারে আসে যা তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।'

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম করলে, তারা পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ কর্ম করলে এবং অপরের উপকার করলে সে আল্লাহর দয়া, ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। যেমন হাদিসে এসেছে,

أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله إلى مسلم و يكشف عنه كربة و تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في هذا المسجد – يعني مسجد المدينة – شهرا ،

[৩২৬]. সূরা আ'রাফ -১৯৯
[৩২৭]. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, কিতাব: আল বিররই ওয়াস সিলাহ, বাব: ইস্তিহবাবুল আফওয়ি ওয়াত তাওয়াজু, হাদিস নং: ৪৮১৭।

অর্থ: 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হলো সে, যে মানুষের জন্য অধিক উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো তা-ই, যা মানুষের মনে আনন্দের উদ্রেক ঘটায়, যা মানুষের কষ্ট দূর করে, যা মানুষের কর্জ পরিশোধ করে এবং যা মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করে। এবং কোনো ভাইয়ের প্রয়োজনে তার সাথে চলাটা এই মসজিদে (মসজিদে নববি) একমাস ইতিকাফ পালন করার চেয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[৩২৮]

এই হাদিস থেকে মানবতার সু-মহান শিক্ষা প্রকাশিত হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার মহত্ত্ব ফুটে ওঠে। নবী করিম (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, অপরের উপকারে এগিয়ে আসা, তার কষ্ট লাঘব করা এবং তার মনে আনন্দ সৃষ্টি করাটা মসজিদে নববিতে ইতিকাফ পালন করার চেয়েও উত্তম।

ঙ. নম্র আচরণ কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনে

নম্রতা কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। তা সবসময় কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনে। বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর করে। তাই ইসলাম মানুষকে নম্র আচরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা নম্র আচরণের জন্য তাঁর হাবিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

অর্থ: আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়ে ছিলেন যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়তো।'[৩২৯]

রাসুল (সা.) স্বীয় সাহাবিদেরকে দয়া, নম্রতা ও ভদ্রতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতেন। এবং তাদেরকে নির্দয়তা ও কঠোরতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ ، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى

[৩২৮]. তবরানি, আল জামেউল কাবির, হাদিস নং: ১৩৪৬৮, আলবানি, সহিহুত তরগীব, হাদিস নং: ২৬২৩।

[৩২৯]. সূরা আলে ইমরান -১৫৯

অর্থ:'এই দ্বীন হলো খুবই মজবুত, সুতরাং তোমরা আলতোভাবে তাতে বিচরণ করো। নিশ্চয় বিরামহীনভাবে বিচরণকারী ব্যক্তি না পারে কোনো পথ অতিক্রম করতে এবং না পারে তার বাহনটি বাঁচিয়ে রাখতে।'[৩৩০]

একে অপরের সাথে নম্র আচরণ করলে তাদের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়ে। রাসুল (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নম্র এবং তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।'[৩৩১]

রাসুল (সা.) নিজেও ছিলেন তার উম্মতের প্রতি নম্র ও দয়াবান। তিনি সর্বক্ষেত্রে স্বীয় উম্মতের জন্য অধিকতর সহজ বিষয়টিই গ্রহণ করতেন। যেমন আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন,

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

অর্থ: যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) কে দু'টো বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হতো, তখন তিনি সহজটি সাদরে গ্রহণ করতেন, যদি না তা দোষের হতো। আর যদি তা দূষণীয় হতো, তবে তা হতে তিনি সবার চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন।[৩৩২]

রাসুল (সা.) যে উম্মতের প্রতি নম্র ও দয়াপ্রবণ ছিলেন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো সেই বেদুইন লোকের ঘটনা, যে মসজিদে পেশাব করে দিয়েছিলো। সাহাবিরা তাকে ধরে হেনস্তা করার ইচ্ছে করলে রাসুল (সা.) তাদেরকে

[৩৩০]. বাইহাকি, সুনানুল কুবরা, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাদিস নং: ৪৩৬০, ইমাম আহমদও তার মুসনাদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[৩৩১]. বুখারি, সহিহুল বুখারি, কিতাবুল আদাব, বাবঃ সকল বিষয়ে নম্রতা প্রদর্শন। হাদিস নং: ৫৬৭৮।

[৩৩২]. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়েল, বাবঃ নবী (সা.) পাপ কাজ থেকে উম্মতকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। হাদিস নং: ২৩২৭।

বলেছিলেন, 'তোমরা তাকে পাকড়াও করো না, বরং তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তোমাদেরকে বিনম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।'[৩৩৩]

চ. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা শান্তি-শৃংখলা বিধানে সহায়ক

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী থেকে জুলুম ও অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে তাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যাতে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। তাই ইসলাম একেবারে সূচনালগ্ন থেকে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করেছে। এবং পৃথিবীকে এমন একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে মানব ইতিহাসে যার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি সখ্যতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে।'[৩৩৪]

অন্য আয়াতে তিনি আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-

[৩৩৩]. মুত্তাফাক আলাইহি, বুখারি, সহিহুল বুখারি, কিতাবুল আদাব, বাবঃ নবী (সা.) এর বাণী, তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। হাদিস নংঃ ৫৭৭৭।

[৩৩৪]. সূরা মায়েদা-৮

স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বলো বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা করো আল্লাহ তো তার সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন।'[৩৩৫]

এই আয়াতটিকে গণ্য করা হয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উৎস। রাসুলুল্লাহ (সা.) জুলুম বা অন্যায়কে অন্ধকার বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কুৎসিতভাবে তা চিত্রায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

অর্থ: 'তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা কিয়ামত দিবসে অত্যাচার অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতা থেকে সাবধান হও। কেননা এ কৃপণতাই তোমাদের আগেকার কাওমকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদেরকে খুন-খারাবি ও রক্তপাতে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলোভন দিয়েছে।'[৩৩৬]

রাসুল (সা.) মুসলিম ও অমুসলিম সকলের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। জুলুমবাজ ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: 'সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে বা তার প্রাপ্য কম দিবে কিংবা তাকে তার সামর্থের বাইরে কিছু

[৩৩৫]. সূরা নিসা -১৩৫

[৩৩৬]. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বিরই ওয়াস সিলা ওয়াল আদাব, বাবঃ তাহরীমুজ জুলমি, হাদিস নংঃ ২৫৭৮।

করতে বাধ্য করবে অথবা তার সন্তুষ্টিমূলক সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো।'[৩৩৭]

তিনি এব্যাপারে আরও বলেন,

من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة

অর্থ: 'যে ব্যক্তি কোনো জিম্মিকে কষ্ট দিবে আমি তার বিপক্ষে বাদী হয়ে লড়াই করবো, আর আমি দুনিয়াতে যার বিপক্ষে লড়াই করবো কেয়ামতের দিনও আমি তার বিপক্ষে লড়াই করবো।'[৩৩৮]

ছ. ভালো কথা শান্তি ও নিরাপত্তা বয়ে আনে

ভালো ও উত্তম কথা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বয়ে আনে। অশ্লীল ও মন্দ কথা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে ভালো কথা বলার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

অর্থ: 'আর তোমরা আল্লাহর জন্য উত্তম কথা বলো।'[৩৩৯]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্য আয়াতে একটি ভালো কথাকে একটা ভালো গাছের সাথে তুলনা করেছেন। একটা ভালো গাছ যেমন সমাজে মানুষের উপকার করে, তাদের জন্য কল্যাণ ও বরকত নিয়ে আসে ঠিক তেমনি একটি সুন্দর কথা ও উত্তম বাক্য মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾

[৩৩৭].আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩০৫৪।
[৩৩৮]. আস সুয়ুতী, কানযুল উম্মাল, হাদিস নং: ২১২২১।
[৩৩৯]. সূরা বাকারা- ৮৩

অর্থ: 'আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ কীভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? উত্তম কথার উৎকৃষ্ট গাছের মতো যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত।'[৩৪০]

অপর এক আয়াতে আল্লাহপাক উত্তম কথাকে সদকার চেয়েও উত্তম বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾

অর্থ: যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভালো কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।'[৩৪১]

আর রাসুলুল্লাহ (সা.) মুমিনের মুখের হাসিকে অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য সদকা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

অর্থ: তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ।'[৩৪২]

তাই রাসুল (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা হাস্যোজ্জ্বল মানুষ। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (রা.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে সর্বাপেক্ষা হাস্যোজ্জ্বল আর কাউকে দেখিনি।'[৩৪৩]

জ. লজ্জাশীলতা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে

লজ্জাশীলতা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা মানুষকে অশ্লীলতা ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বিরত

[৩৪০]. সূরা ইবরাহীম- ২৪
[৩৪১]. সূরা বাকারা -২৬৩
[৩৪২].তিরমিজি, সুনানে তিরমিজি, আবুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিস নং: ১৯৫৬, পৃষ্ঠা নং: ৩৩৯/৪, আল মুনজীরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃষ্ঠা নং: ৩৬৫/৩, এর সনদটি সহিহ।
[৩৪৩]. তিরমিজি, সুনানুত তিরমিজি, কিতাবুল মানাকেব, বাবঃ রাসুল (সা.) এর উজ্জ্বলতা সম্পর্কে যা এসেছে।

রাখে। এবং মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। লজ্জা না থাকলে মানুষ যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। রাসুল (সা.) বলেছেন,

" إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ "

অর্থ: 'তোমার লজ্জা না থাকলে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো।'[৩৪৪]

লজ্জাশীলতা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এটি ঈমানের অংশবিশেষ। রাসুল (সা.) বলেছেন,

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

অর্থ: 'লজ্জা ঈমানের একটা শাখা বিশেষ।'[৩৪৫]

তাই রাসুল (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে লজ্জাশীল হতে বলেছেন। যেমন ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করিম (সা.) বলেছেন,

اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " قَالَ: قُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي اللهَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ، وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ، وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

অর্থ: তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাযথভাবে লজ্জা করো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)। আমরা কীভাবে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করবো? তখন রাসুল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মাথা এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সংরক্ষণ করবে এবং পেট ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা হেফাজত করবে, মৃত্যুকে এবং এরপর পচে-গলে যাবার কথা স্মরণ করবে পরকালের আশা করে, দুনিয়াবি জাঁকজমক পরিহার

[৩৪৪]. বুখারী, সহিহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবঃ রাসুল (সা.) এর বাণী– তোমার যদি লজ্জা না থাকে তবে তুমি যা ইচ্ছে কর, হাদিস নং:৫৭৬৯।

[৩৪৫]. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ ঈমানের শাখার সংখ্যা, হাদিস নং: ৩৫।

করে। যে লোক এসকল কাজ করতে পারে সে-ই আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাযথ লজ্জা করে।'[৩৪৬]

সুতরাং লজ্জাশীলতা মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

[৩৪৬].ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, (১৮৭/৬- আর রিসালাহ), ইমাম তিরমিজি, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং : ২৪৫৮। হাকেম বলেছেন, ইসনাদটি সহিহ। ইমাম জাহাবীও তার সাথে এব্যাপারে একমত হয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজে নিরাপত্তা বিধানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভূমিকা

ক. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে যা বুঝায়ঃ

আরবিতে (التعايش) তা'আয়োশ এর শাব্দিক অর্থ হলো, পরস্পর ভালোবাসা ও সৌহার্দের সাথে বসবাস করা। এখানে উভয় দিক থেকেই ভালোবাসা প্রকাশ পায়।[৩৪৭]

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে বুঝায়, ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের লোকেরা একই সমাজে একসাথে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করা। একই দেশের সীমারেখার ভেতরে একই সমাজে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন মিলেমিশে একসাথে বাস করে তখন একে বলা হয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এখানে ধর্মীয় উদারতা প্রকাশ পায়। এক ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অত্যন্ত মজবুত হয়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ইসলাম একটি আদর্শ ধর্ম। তাই প্রতিটি দেশে ও সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা অন্যান্য ধর্মের সাথে মিলে-মিশে বসবাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নবী (সা.) যখন মদিনায় নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন তখন তিনি এমন একটি বিধান তৈরি করেছিলেন যার মূল ভিত্তি ছিলো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান। যেখানে ইহুদি, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মের মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিলো।[৩৪৮]

খ. ধর্মের বিভিন্নতা আল্লাহর বিধান বা নিয়ম

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

[৩৪৭]. মুজাম্মাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, আল মু'জামুল ওয়াসিত, মাদ্দাহ- عيش কায়রো, ২য় সংস্করণ,১৩৮০ হি. ১৯৬০ খৃ., পৃষ্ঠা নংঃ ৬৩৯।

[৩৪৮]. আব্দুস সালাম হারুন, তাহজিবু সিরাতে ইবনে হিশাম, বৈরুত, মুয়াসসাতুর রিসালাহ, একাদশ সংস্করণ, ১৪১৩ হি. ১৯৯২ খৃ., পৃষ্ঠা নংঃ ১০১।

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

অর্থঃ 'আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারীই রয়ে গেছে। তবে তারা নয়, যাদেরকে আপনার রব দয়া করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আর আমি জিন ও মানুষ উভয়দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই, আপনার রবের একথা পূর্ণ হয়েছে।'[৩৪৯]

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) আল্লাহর বাণী ﴿وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ﴾ এর তাফসিরে বলেছেন, মানুষের মাঝে তাদের দ্বীন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে সবসময় মতানৈক্য লেগেই থাকবে।

আল্লামা ইকরামা (রহ.) বলেন, সঠিক পথ প্রদর্শিত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে মতপার্থক্য লেগেই থাকবে।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, রিজিক নিয়ে মানুষের মাঝে মতানৈক্য থাকবে। তাদেরকে পরস্পরের অধীন করে দেয়া হবে।

তবে এক্ষেত্রে সঠিক ও প্রসিদ্ধ মত হলো, আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.)-এর মতামতটি।[৩৫০]

তাইতো মানুষ বিভিন্ন ধর্ম, মাজহাব, দল ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং এটাই আল্লাহর নিয়ম। আমরা কেউ চাইলেই পৃথিবীর সব মানুষ একই ধর্মে চলে আসবে না। এমনকি কোনো নবী-রাসুলের চাওয়াতেও সবাই হেদায়েতের পথে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

[৩৪৯]. সূরা হুদ-১১৮

[৩৫০]. ইবনে কাসির, ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ১ম সংস্করণ, (রিয়াদঃ দারুল তয়্যিবাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওজি, ১৪২০ হি. -১৯৯৯ খৃ.) খণ্ড নংঃ ৪, পৃষ্ঠা নংঃ ৩৬১।

অর্থ: 'আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।'[৩৫১]

একটি সহিহ হাদিসে এসেছে,

الرسول ﷺ قال : يأمر الله يوم القيامة يدعو الله آدم يوم القيامة فيقول الله لآدم يوم القيامة: ابعث بعث النار، فيقول: يا ربي ما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة،

অর্থ: 'রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন হুকুম করবেন, আদম (আ.)-কে ডেকে বলবেন, জাহান্নামীদের পাঠাও, তিনি বলবেন হে আমার প্রভু! জাহান্নামী কারা? তখন তিনি বলবেন, প্রতি একহাজার জন মানুষের মধ্যে মাত্র একজন মানুষ জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। বাকিরা সবাই জাহান্নামি হবে।'[৩৫২]

গ. অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহাবস্থানের আহ্বাঃ

নানান ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একসাথে মিলেমিশে একই সমাজে বসবাস করার মূলমন্ত্রটা আমরা কুরআনেই পেয়ে থাকি। পবিত্র কুরআনে আমরা দেখি, সেখানে আহলে কিতাব তথা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ সম্বলিত কালিমার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

[৩৫১]. সূরা ইউসুফ -১০৩

[৩৫২]. আশ শানকিতি মুহাম্মদ আল আমিন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুখতার আল জানকি, ১৩৯৩ হি., আজওয়াউল বায়ান ফি ইজাহিল কুরআন বিল কুর'আন, বৈরুত -লেবানন, দারুল ফিকির লিত তবায়া ওয়ান নাশার ওয়াত তাওজি, ১৪১৫ হি.-১৯৯৫ খৃ.।

অর্থ: 'আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।'[৩৫৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবীকে আদেশ প্রদান করছেন যে, তিনি যেন আহলে কিতাব তথা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে কালেমার প্রতি আহ্বান করেন। যে কালেমাতে আছে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমরা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না। এবং সেখানে সাক্ষ্য রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল। এই কালেমার ছায়াতলে যদি সবাই একত্রিত হয় তবে পুরো পৃথিবীটা শান্তি ও নিরাপত্তায় ছেয়ে যাবে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে এই কালেমার প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ধর্মীয় উদারতার প্রতি মূলত সবাইকে আহ্বান করেছে। এতেই ইসলামের মহত্ত্ব ও উদারতা প্রমাণিত হয়।

ঘ. মুসলমানরা অমুসলিমদের প্রতি উদার

মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে উদারতার সহিত চলাফেরা ও মেলামেশা করে। তবে একেবারে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে নিষেধাজ্ঞা আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي

[৩৫৩]. সূরা আলে ইমরান -৬৪

تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছো, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রাসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাকো, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? আর তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ থেকে।'[৩৫৪]

অন্য আয়াতে অমুসলিমদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও দয়াপ্রবণ হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

অর্থ: অবশ্যই মুমিনদের মধ্যে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকেই আপনি সবচেয়ে উগ্র দেখবেন। আর যারা বলে 'আমরা নাসারা' মানুষের মধ্যে তাদেরকেই আপনি মুমিনদের কাছাকাছি বন্ধুত্বে দেখবেন, তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী রয়েছে। আর এজন্যেও যে, তারা অহংকার করে না।'[৩৫৫]

অন্য আয়াতে তিনি আরও বলেন,

[৩৫৪]. সূরা মুমতাহিনা-১
[৩৫৫]. সূরা মায়েদা-৮২

﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

অর্থ: দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। ন্যায়পরায়ণদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালোবাসেন।[৩৫৬]

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, অমুসলিমদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে। তবে তাদেরকে নিজেদের অবিভাবক রূপে গ্রহণ করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রশাসনিক কাজে তাদেরকে অবিভাবক বানানো যাবেনা। এবং তাদের সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না যার প্রভাবে নিজেদের দ্বীন-ধর্ম ও চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে (অবিভাবক) গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না।'[৩৫৭]

তাই অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো মতেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়। এমন কোনো সম্পর্ক করা যাবে না। অর্থাৎ তাদের সাথে ওয়ালায়েতের সম্পর্ক করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ তা প্রশাসনিক স্বার্থের সাথে জড়িত। তবে সমাজে

[৩৫৬]. সূরা মুমতাহিনা -৮
[৩৫৭]. সূরা মায়েদা-৫১

তাদের সাথে উদারতার সহিত চলাফেরা ও মেলামেশা করতে পারবে। তাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করা, ইহসান করা এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে চললে কোনো বাধা নেই। বরং এসব ক্ষেত্রে ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এর অর্থই হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এ প্রসঙ্গে শহীদ সৈয়দ কুতুব (রহ.) বলেন,

"إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منهيٌّ عن الولاء لهم بمعنى التناصر والتحالف معهم. وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المنفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب، ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه، ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له... وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة، أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة مع المسلمين."

অর্থ: 'মুসলমানরা আহলে কিতাবদের প্রতি উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করবে। কিন্তু তাদের সাথে ওয়ালায়েত তথা জোটবদ্ধভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং নিজেদের দ্বীনকে মজবুত করার জন্য ও অন্যান্য নিয়ম-নীতি ও ব্যবস্থাপনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে সকল পন্থা ও উপায় অবলম্বন করবে তা যেন কাফেরদের পন্থার সাথে মিলে না যায়। মুসলমানরা তাদের প্রতি যতই সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শন করুক না কেন তারা কখনো মুসলমানদের ধর্ম ও নিয়ম-নীতির ওপর সন্তুষ্ট হবে না। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা ও চক্রান্ত বন্ধ করবে না।'[৩৫৮]

[৩৫৮]. সৈয়দ কুতুব, ফি জিলালিল কুর'আন, ১ম মুদ্রণে, (বৈরুত, দারু ইহিয়ায়িত তুরাছিল আরাবি, ১৯৭১) খণ্ড নং: ২, পৃষ্ঠা নং:৯১০।

ঙ. আহলে কিতাবদের খাবার ভক্ষণ ও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা যাবে

সাধারণত আমরা যা খাই তার সবই খাবার। কিন্তু এখানে খাবার বলতে বুঝানো হচ্ছে তাদের জবেহকৃত পশুর মাংস। তা ভক্ষণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ।[৩৫৯]

যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾

অর্থ: 'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হলো ও যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হলাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ।'[৩৬০]

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে খাবার বলতে তাদের জবেহকৃত পশুকে বুঝানো হয়েছে।[৩৬১]

জমহুরুল ফুকাহা তথা অধিকাংশ ফিকাহবিদদের মতানুযায়ী আহলে কিতাবদের মেয়েদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে। এটা বৈধ। এক্ষেত্রে কুরআন এবং হাদিসে সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহর বাণী–

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

অর্থ: 'আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো

[৩৫৯]. মুহাম্মদ আলী আশ শাওকানি, ফতহুল কদির, আল জামেউ বাইনা ফান্নাই আর রিওয়াহ ওয়াদ দিরায়াহ ফি ইলমিত তাফসীর, ১ম মুদ্রণ, (আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৬ খৃ.) খণ্ড নং: ২, পৃষ্ঠা নং: ১৪।
[৩৬০]. সূরা মায়েদা -৫
[৩৬১]. ইবনে কাছির, ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর, তাফসিরুল কুর'আনিল আজিম, পূর্বের সূত্র, পৃষ্ঠা নং:১৯। ইবনে কাছির, ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর, তাফসিরুল কুর'আনিল আজিম, পূর্বের সূত্র, পৃষ্ঠা নং: ৫০৪।

যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান করো বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর কেউ ঈমানের সাথে কুফরি করলে তার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৩৬২]

এখানে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ বলতে আহলে কিতাবদের অমুসলিম নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাদের মধ্য হতে যেসব নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বুঝানো হয়নি। কারণ তা وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِএর ওপর আতফ হয়েছে। আর আতফ দুটি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দের মধ্যে হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে এসেছে-

১. হযরত জাবির (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

" نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا "

অর্থ: 'আমরা আহলে কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করি এবং তারা আমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করে না।'[৩৬৩]

২. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

"نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام"

অর্থ: 'আহলে কিতাবদের মেয়েরা আমাদের জন্য হালাল এবং আমাদের মেয়েরা তাদের জন্য হারাম।'[৩৬৪]

[৩৬২]. সূরা মায়েদা -৫

[৩৬৩]. আবু হাফস ওমর ইবনে আলি ইবনে আদিল আদ দামেশকি আল হামবলি, আল লুবাবু ফি উলুমিল কিতাব, দারুন নাশার, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৯ হি.- ১৯৯৮ খৃ., ১ম মুদ্রণ, খণ্ড সংখ্যা: ২০, তাহকিক: আশ শেইখ আহমদ আব্দুল মওজুদ, ওয়াশ শেইখ আলী মুহাম্মদ আল মুয়াওয়াজ, পৃষ্ঠা নং: ৫৫।

[৩৬৪]. জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, জামেউল আহাদিস, নংঃ ৩৭০৪১, [কানযুল উম্মাল, ৪৫৮৪৭]

চ. আহলে কিতাবদের সহযোগিতা গ্রহণ

ইসলাম ধর্মের স্বভাব হলো অপরকে সহযোগিতা করা। সকল ধর্মের মানুষকে সর্বপ্রকারের সাহায্য ও সহযোগিতা করাই হলো ইসলামের নীতি। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে এসেছেন। তাই তিনি তার উম্মতগণকেও সেই শিক্ষা ও আদর্শ দিয়ে গড়ে তুলেছেন। যেন তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের সেবা করতে পারে। আবার সেই সাথে ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের থেকে সহযোগিতাও গ্রহণ করে থাকে। যদি তা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে। সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত কাজে, সাধারণ কোনো কাজে হোক কিংবা অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে হোক সর্বক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে যদি প্রয়োজন হয়। তবে সেটা হতে হবে তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে, চুক্তির ভিত্তিতে না হয় অন্য কোনো সমঝোতার মাধ্যমে। যেমন রাসুল (সা.) যখন মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে ছিলেন। তখন তিনি পথ চেনার জন্য এক মুশরিকের সাহায্য নিয়েছিলেন। তার নাম ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উরাকিত আল লাইছী। আর সেটা ছিলো ভাড়ার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থের বিনিময়ে। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে ইহুদিসহ অন্যান্য অমুসলিমের কাছ থেকে সহযোগিতা নিতেন। যেমন খাইবার যুদ্ধে বনী কাইনুকার ইহুদিদের এবং হুনাইন যুদ্ধের সময় সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহর সাহায্য নিয়েছিলেন। যখন সাফওয়ান মুশরিক ছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর আমলে বিশিষ্ট খ্রিস্টান কবি আবু যাইদ আত-তায়ী পারস্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন।[৩৬৫]

ছ. অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কতিপয় চমৎকার নমুনা

আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিদল যখন মদিনায় আগমন করেছিলেন তখন রাসুল (সা.) তাদেরকে মসজিদে নববীতে আসন দিয়েছিলেন। এবং

[৩৬৫]. ইবনে হিশাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক, সিরাতে ইবনে হিশাম, (তাওযিয়ু রেয়াসাতে ইদারাতিল বুহুসুল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ), খণ্ড নং: ২, পৃষ্ঠা নং: ৫৬।

নিজ হাতে তাদের মেহমানদারী ও খেদমত করেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন,

"إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكرمهم بنفسي.

অর্থ: তারা আমাদের সম্মানিত সাথী ও মেহমান, তাই আমি নিজ হাতে তাদের মেহমানদারি করতে চাই।'[৩৬৬]

আহলে কিতাবদের প্রতি রাসুল (সা.)-এর মধ্যে যে ভালোবাসা ও সদাচরণের প্রবণতা ছিলো তা তাঁর পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও ছিলো। রোম সাম্রাজ্য যখন পারস্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলো তখন আবু বকর (রা.) তাদের জন্য খুবই মর্মাহত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ রুমীরা ছিলো আহলে কিতাব এবং ইসলামের কাছাকাছি ধর্মাবলম্বী। মুসলমানদের প্রত্যাশা ছিলো তারাই বিজয় লাভ করুক।[৩৬৭]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিকট একদা একজন কিবতি নারী তৎকালীন মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসলো। তার অভিযোগ হলো আমর ইবনুল আস (রা.) মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য তার ঘর দখল করে মসজিদের সাথে সংযুক্ত করেছে। ন্যায়পরায়ণ খলিফা ওমর (রা.) এই মামলার ব্যাপারে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে তলব করলেন এবং তার ভাষ্য জানতে চাইলেন। অতঃপর আমর (রা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করেন যে, মসজিদে মুসল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর এই মহিলার ঘর ছিলো মসজিদের সাথে লাগানো। তাই তাকে এর বিনিময়ে চড়া মূল্য দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর সিদ্ধান্ত মতে, তার ঘরটি ভেঙে সেখানে মসজিদ সম্প্রসারণের কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এবং তার জন্য নির্ধারিত মূল্যটি

[৩৬৬]- মুহাম্মদ ইবনে আফিফি আল খাদরি, নুরুল ইয়াকিন ফি সিরাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন, মুহাক্কিক: হাইথাম হেলাল, প্রকাশক: দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, ১ম মুদ্রণ:১৪২৫ হি., ২০০৪ খৃ, খণ্ড নং: ১, পৃষ্ঠা নং: ২১৮। ড. মুস্তফা আস সিবায়ী, মিন রাওয়ায়িই হাদারাতিনা, পৃষ্ঠা নং: ৮২।

[৩৬৭]. ইবনে কাছির, ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর, তাফসিরুল কুর'আনিল আজিম, পূর্বের সূত্র, পৃষ্ঠা নং: ৪২৩।

এখনো এখানকার প্রচলিত মূল্যে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু খলিফা ওমর (রা.) আদেশ প্রদান করলেন যে, সম্প্রসারিত মসজিদের অংশটি ভেঙে সেখানে পুনরায় মহিলাটির জন্য ঘর নির্মাণ করে দিতে হবে।[৩৬৮]

খলিফা ওমর (রা.)-এর একজন গোলাম ছিলো। তার নাম ছিলো আসবাক। সে ছিলো খুবই কর্মঠ ও ভদ্র স্বভাবের। সে নিজেই বর্ণনা করেছে, "আমি খ্রিস্টান থাকাবস্থায় ওমর (রা.)-এর দাস ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিতেন এবং বলতেন, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তবে আমি তোমাকে আমার আমানত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করবো। কিন্তু আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতাম। তিনি বলতেন, অসুবিধে নেই, ইসলামে কোনো জোরাজুরি নেই। যখন তিনি মৃত্যুর সন্নিকটে পৌছলেন তখন তিনি আমাকে আজাদ করে দিলেন এবং বললেন, তোমার যেখানে ইচ্ছে তুমি চলে যেতে পারো।[৩৬৯]

মুসলমানরা যখন জর্ডান উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেছিলো তখন সেখানকার অধীবাসী খ্রিস্টানগণ তাদের কাছে চিঠি লিখেছিলো। চিঠিতে তারা বলেছিল, প্রিয় মুসলমানরা! নিশ্চয় তোমরা আমাদের কাছে রোমের অধীবাসীদের চাইতেও প্রিয়। যদিও তারা আমাদের ধর্মের লোক। তোমরা আমাদের জন্য অধিক বিশ্বস্ত এবং দয়াশীল। আমাদের ওপর থেকে অন্যায় প্রতিরোধে তোমরাই আমাদের মিত্র। কিন্তু তারা আমাদের ওপর বিজয় অর্জন করেছে। আমাদের বাড়ি-ঘরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিমসের অধিবাসীরা তাদের শহরে হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে। তারা মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌছালো

[৩৬৮]. ড. মুস্তফা আস সিবায়ি, মিন রাওয়ায়িই হাদারাতিনা, পৃষ্ঠা নং: ৮৩।

[৩৬৯]. আলাউদ্দিন আলি ইবনে হুসামুদ্দিন আল মুত্তাকি আল হিন্দি আল বোরহান ফওরি, (মৃত্যু: ৯৭৫ হি.), কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল, মুহাক্কিক: বকরি হায়াফি, সাফওয়াতুস সিকা, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সংস্করণ: ১৪০১ হি., ১৯৮১ খৃ., খণ্ড নং: ৯, পৃষ্ঠা নং: ২০৫, নং: ২৫৬৮।

যে, রোমের জুলুম নির্যাতনের চেয়ে মুসলমানদের শাসন ও ন্যায়পরায়ণতা তাদের কাছে অধিক প্রিয়।[৩৭০]

কোনো এক গযওয়া শেষে রাসুল (সা.)-কে বলা হলো যে, কাফেরদের সারিতে কিছু শিশু নিহত হয়েছে। এতে রাসুল (সা.) খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছু সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এতো চিন্তিত হচ্ছেন কেন? তারা তো মুশরিকদের বাচ্চা ছিলো। একথা শুনে রাসুল (সা.) রেগে গেলেন এবং বললেন,

"إن هؤلاء خير منكم، إنهم على الفطرة، أولستم أبناء المشركين؟. فإياكم وقتل الأولاد. إياكم وقتل الأولاد"

অর্থ: 'তারা তোমাদের চেয়েও উত্তম। তারা এখনো তাদের জন্মগত স্বভাবে রয়েছে। তোমরা কি মুশরিকদের সন্তান নও। তোমরা শিশুদেরকে হত্যার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। তোমরা শিশুদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে।'[৩৭১]

মদিনার মুনাফিকদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি। তারা প্রকাশ্যে ইসলাম মেনে চলার কথা বললেও গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যে সকল ষড়যন্ত্র ও দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতো তা ছিলো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই উহুদের যুদ্ধে তিনশো জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছিলো। ফলে কাফেরদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র সাতশোতে নেমে এসেছিলো। এ কারণে রাসুল (সা.) খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিলো। তারপরও তিনি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে কঠিন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

[৩৭০]. ড. মুস্তফা আস সিবায়ী, মিন রাওয়ায়িই হাদারাতিনা, পৃষ্ঠা নং: ৮৬।

[৩৭১]. আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্দুল বাররি এর সনদে, তামহিদ গ্রন্থে। বাইহাকি, সুনানে বর্ণনা করেছেন, এমন একটি সনদে যেখানে রয়েছে আশয়াস ইবনে শু'বা আল মাছিছি, হাফেজ ইবনে হাজার তার সম্বন্ধে বলেছেন, সে গ্রহণযোগ্য, জামেউল উসুল (৬৩৮/২)

তিনি তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে অন্য একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধে রওনা হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন,

" أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِي، مَا نَدْرِي عَلَامَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا هَاهُنَا "

অর্থ: 'সে তাদের কথা শুনেছে এবং আমার অবাধ্য হয়েছে। আমরা জানি না, এখানে কী কারণে আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছি'।[৩৭২]

পরিশেষে বলা যায়

১. সমগ্র পৃথিবী এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এই বিষয়টি অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি যে, অপরের সাথে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি ও সুখ নিহিত রয়েছে।

২. ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সমাজ গঠন করেছিলেন সেখানে মুসলমানদের সাথে আহলে কিতাব থেকে শুরু করে মূর্তিপূজারীসহ নানা ধর্মের মানুষ একসাথে বসবাস করতো। এতে প্রমাণিত হয় যে, শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই।

[৩৭২]. ইবনে হিশাম আল আনসারি, আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ লিইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা নং: ৫। মুহাম্মদ ইবনে আফিফি আল খাদরি, নুরুল ইয়াকিন ফি সিরাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, মুহাক্কিক: হাইথাম হেলাল, প্রকাশক: দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, ১ম মুদ্রণ ১৪২৫ হি., ২০০৪ খৃ., খণ্ড নং:১, পৃষ্ঠা নং: ২১৮।

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বনবী (সা.)-এর শিক্ষা কর্মশালা

সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্য যিনি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছেন। এবং যিনি ফু দিয়ে আদম (আ.)-এর দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। যিনি তাদেরকে রিজিক হিসেবে উত্তম খাবার দান করেছেন। সাথে-সাথে অসংখ্য দরুদ ও সালাম সেই মহান নবীর ওপর,অনুরূপভাবে দরুদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাথীসহ সে সকল মানুষের ওপর যারা কেয়ামত পর্যন্ত পূর্নাঙ্গভাবে তাঁকে অনুসরণ করবে।

সুন্নতে নববীর আলোকে শিক্ষাদান পদ্ধতি

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব জাতির শিক্ষা-দীক্ষা ও পাঠদান পদ্ধতিতে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করেছেন। তার শিক্ষা-পদ্ধতি ও পাঠদান প্রক্রিয়াগুলো ছিলো খুবই চমৎকার এবং অনন্য। যিনি বলেছেন,

"ولكن بعثني معلمًا ميسرًا"

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি সহজকারী শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[৩৭৩]

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন। যা ছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়করপরিবর্তন ও অভূতপূর্ব বিপ্লব। মানবিকতার এমন কোনোদিক নেই যাকে তিনি পূর্ণতা দেননি। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ বানিয়েছেন এবং তাকে মহান চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظِيْمٍ﴾

অর্থ: 'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[৩৭৪]

[৩৭৩]. আল হুমাইদি, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জামউ বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম, হাদিস নং: (১৭০৭), তাহকিক: ড. আলি হাসান আল বাওয়াব, খণ্ড সংখ্যা: ৪, দারুন নাশার/ দারু ইবনে হাযাম- লেবানন / বৈরুত, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৩ হি.-২০০২ খৃ.।

রাসুল (সা.)-এর সে সৌরভময় সিরাতের একটি অন্যতম দিক হলো আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন দয়ালু শিক্ষকরূপে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। এবং তাঁর শিক্ষক হওয়ার প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لقدْ منَّ اللهُ على الْمُؤْمِنِين إِذْ بعث فِيهِمْ رسُولا مِنْ أنْفُسِهِمْ يتْلُو عليْهِمْ آياتِهِ ويُزكِّيهِمْ ويُعلِّمُهُمُ الْكِتاب والْحِكْمة وإِنْ كانُوا مِن قبْلُ لفِي ضلالٍ مُبِين"﴾

অর্থ: 'তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে রাসুল পাঠিয়ে আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাঁদের কাছে আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনাবলী পাঠ করেন, তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেন এবং গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। নিশ্চয়ই এর আগে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিলো।'[৩৭৫]

রাসুল (সা.)-এর পবিত্র সিরাত বা জীবনী শিক্ষাবিদ ও সংস্কারকারীদের শিক্ষণ-পদ্ধতিগুলোর জন্য একটি খুবই ভালো উদাহরণ। যে ব্যক্তি শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ-রীতি শিখতে চায় এবং এক্ষেত্রে সফলভাবে অনুকরণীয় আদর্শ হতে চায় তবে সে রাসুলের সফলময় জীবনীতে যা পাবে তার অনুরূপ অন্য কোথাও পাবে না। কারণ মহান আল্লাহ তাঁকে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জাতির মাঝে একজন সহজ সরল ও দয়ালু শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন। রাসুল (সা.) বলেন,

﴿لاَتَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا﴾

অর্থ: 'তাদের মধ্য থেকে কোনো মহিলা আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তাকে বলতাম, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে কঠোরতা প্রয়োগকারী হিসেবে

[৩৭৪]. সূরা কলম-৪
[৩৭৫]. সূরা আলে ইমরান -১৬৪

প্রেরণ করেনি বরং তিনি একজন সহজ সরল ও দয়ালু শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন।'[৩৭৬]

অতঃপর আমি তাঁর সেই সফল ও অনুকরণীয় শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ-রীতিগুলো এ দিশেহারা জাতির জন্য নতুন রূপে তুলে ধরতে চাই। যাতে এ উম্মতের অগ্রজগণ যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে অনুজরাও যেন সে শিক্ষা পায়।

যারা শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ-রীতি শিখতে চায়, এক্ষেত্রে সফলভাবে অনুকরণীয় আদর্শ হতে চায়, নিজেদের জন্য কোনো পদ্ধতি নির্বাচন করতে এবং যার কোনো বিশেষ রীতি অনুসরণ করতে চায় তারা রাসুলের সফলময় জীবনীতে যা পাবে তার অনুরূপ অন্য কোথাও পাবে না। কারণ শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এমন কোনো রীতি কিংবা নিয়ম নেই যা তিনি বর্ণনা করেননি। নিম্নে রাসুলের সেই চমৎকার শিক্ষা- পদ্ধতিগুলো থেকে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমত: শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠপক্রিয়া সহজীকরণ

একজন দক্ষ ও সফল শিক্ষকই পারে ছাত্রদের জন্য সহজ পাঠপদ্ধতি প্রয়োগ করতে। শিক্ষার্থীদের প্রতি নমনীয় হওয়া এবং শেখানোর সময় তাদের প্রতি সদয় আচরণ করাই ছিলো রাসুল (সা.)-এর নীতি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জাতির কাছে পাঠিয়েছেন একজন নম্র ও হৃদয়বান শিক্ষক হিসেবে। তাই তিনি কখনো তাঁর শিক্ষার্থীদের ওপর কঠোর হতেন না। বিভিন্নভাবে তিনি তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করতেন। নিম্মে এর কিছু নমুনা পেশ করা হলো:

ক. ভুলে নামাজ ত্যাগকারীর প্রতি নম্রতা

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

[৩৭৬]. ইবনে মাজাহ- (মৃত্যু:২৭৩ হি.), সুনানে ইবনে মাজাহ, মুহাক্কিক: শুয়াইব আল আরনাউত- আদিল মুরশিদ- মুহাম্মদ কামিল কুররাহ বালালী আব্দুল লাতিফ হিরযুল্লাহ, দারুর রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ ১৪৩০ হি. ২০০৯ খৃ., খণ্ড সংখ্যা: ৫, হাদিস নং:২২৯।

অর্থ: 'যে ব্যক্তি কোনো নামাজ আদায় করতে ভুলে যায় সে যেনো স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে ফেলে, ঐ নামাজ ছাড়া তাকে আর কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না।'[৩৭৭]

যে ব্যক্তি কোনো ফরজ নামাজ আদায় করতে ভুলে যায় রাসুল (সা.) দু' দিক থেকে তার জন্য শরিয়তের বিধানকে সহজ করে দিয়েছেন। প্রথমত, যখনই স্মরণে আসবে তখনই সে ঐ নামাজ পড়তে পারবে। তার ভুলে যাওয়াটাকে অপারগতা বিবেচনায় তার নামাজ ছেড়ে দেয়ার অপরাধকে মার্জনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভুলে যাওয়ার কারণে তার ওপর অতিরিক্ত কোনো দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। শুধুমাত্র যে নামাজটুকু সে ছেড়ে দিয়েছে সেটারই কাজা আদায় করতে হবে। এর কাফফারা স্বরূপ অতিরিক্ত কোনো দণ্ড তার জন্য রাখা হয়নি। তবে স্মরণ হওয়ামাত্রই দ্রুত সেই কাজা নামাজ পড়ে নিতে হবে। আর দেরী করা তার জন্য জায়েজ নয়। দ্রুততার সঙ্গে তা আদায় করে ফেলাই তার শাস্তি বা কাফফারা। কাতাদা বলেন,'তুমি আমার স্মরণে নামাজ আদায় কর।'[৩৭৮]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

অর্থ: 'আমার স্মরণেই তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।'[৩৭৯]

[৩৭৭]. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আল মুসনাদুস সহিহ আল মুখতাসার লিল মুসলিম, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি আন নিসাবুরি (মৃত্যু: ২৬১ হি.), মুহাক্কিক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি, প্রকাশক: দারু ইহয়াইত তুরাস আল আরাবি- বৈরুত, খণ্ড সংখ্যা: ৫, হাদিস নং: ৩১৪।

[৩৭৮]. তাইসিরুল ইলাজ শরহু ওমদাতিল আহকাম, আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সালেহ ইবনে হামাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামাদ আল বাসসাম (মৃত্যু: ১৪২৩ হিঃ), তাহকিক: মুহাম্মদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক, প্রকাশক: মাকতাতুস সাহাবাহ, আল ইমারাত- মাকতাবাতুত তাবেঈন, কায়রো , মুদ্রণ- দশম, ১৪২৬ হি. -২০০৬ খৃ., খণ্ড সংখ্যা: ১, পৃষ্ঠা নং: ১৯৮, আল আইনি, ওমদুল কারি, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৯৩।

[৩৭৯]. সূরা তোহা-১৪

খ. রমজানে স্ত্রী সহবাসকারীর কাফফারার ক্ষেত্রে নমনীয়তা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟»قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً»قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

অর্থ: 'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী (সা.) বললেন, তোমার কী হয়েছে? লোকটি বললো, রমজানে (দিনের বেলায়) আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, একটি গোলাম আজাদ করার মত তুমি কিছু পাবে কি? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি টানা দু'মাস সওম পালন করতে পারবে কি? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে বললো, আমার কাছে কিছুই নেই। এমন সময় নবী (সা.)-এর কাছে একটি 'আরক' আনা হলো, যাতে খেজুর ছিলো। তখন তিনি বললেন, এটা নাও এবং গিয়ে তা সদকা করে দাও। সে বললো, আমার চেয়ে বেশি অভাবীকে কি দেবো? এখানকার দু'উপত্যকার মাঝে আমাদের চেয়ে অভাবী তো কেউ নেই। তখন রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে খাওয়াও।'[৩৮০]

এখানে রাসুল (সা.) রমজানে রোজা রেখে স্ত্রী সহবাসকারী সাহাবির ওপর কাফফারা আদায়কে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। প্রথমে তিনি গোলাম আজাদ করার কথা দিয়ে শুরু করলেও নিজের অসহায় পরিবারকে খাবার

[৩৮০]. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল জামেউল মুসনাদুস সহিহ আল মুখতাসার, সহিহুল বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারি আল জুফি, মুহাক্কিক: মুহাম্মাদ যুহাইর ইবনে নাসের আন নাসের, প্রকাশক: দারু তুকিন নাজাত, মুদ্রণঃ ১ম, ১৪২২ হি., খণ্ড সংখ্যা: ৯, হাদিস নং: ৬৭১১।

খাওয়ানোকে তার অপরাধের শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাও আবার রাসুল (সা.)-এর সদকা করা খেজুর দিয়ে। অপরাধীর সক্ষমতা বিবেচনায় তার শাস্তি কমিয়ে দেয়ার এ ঘটনাটি ছিলো খুবই বিস্ময়করও অভূতপূর্ব। একারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার প্রশংসা করে বলেন,

﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ: 'তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ালু।'[৩৮১]

সুতরাং সকল শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ পাঠদান-পদ্ধতি প্রয়োগ করা এবং ছাত্রদের সক্ষমতার বাইরে তাদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে না দেয়া। যারা দক্ষ ও সফল শিক্ষক তারাই পারবে রাসুল (সা.)-এর এই শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে।

দ্বিতীয়ত: শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

১. ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রশ্ন-পদ্ধতি ব্যবহার

আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ «أَلَيْسَ ذُو الحَجَّةِ؟»، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ «أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الحَرَامِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ

[৩৮১]. সূরা তওবা-১২৮

رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

অর্থ: 'কুরবানির দিন নবী (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (সা.)-এর নাম পরিবর্তন করে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) -ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পরিবর্তন করে অন্য কোনো নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নবী (সা.) বললেন, তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (সা.) সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন, শোনো! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রাসুল)। অতঃপর তিনি বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে, যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পরকে হত্যা করে

কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।'[৩৮২]

রাসুল (সা.) শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়ার মাধ্যমে তাঁর কথা শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কুরআনের বিভিন্ন সূরা আরম্ভ হওয়ার ধরণকে অনুসরণ করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাঠদানের সময় প্রশ্ন পদ্ধতি ব্যবহারের ছাত্রদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই রাসুল (সা.) তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য, পাঠশালা এবং প্রশিক্ষণমূলক আলোচনায় এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতেন। উল্লিখিত হাদিসটি এর উজ্জ্বল প্রমাণ। উল্লিখিত বক্তব্যের শুরুতেই তিনি তাঁর সাহাবিদের উদ্দ্যেশ্য কয়েকটি প্রশ্ন করেন। যেমনঃ তোমরা কি জানো আজকে কোন্ দিন? এখন কোন্ মাস? এটা কোন্ শহর? এসব প্রশ্নের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো নিজের কথার প্রতি শ্রোতা তথা তাঁর সাহাবিদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং যে বিষয়ে তিনি তাদেরকে অভিহিত করতে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে জাগ্রত করা। তিনি এখানে প্রত্যেকটি প্রশ্ন করার পর সামান্য নিরবতা পালন করেছেন এবং এরপর আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যাতে তাদের প্রত্যেকের অন্তর একীভূত হয়ে তাঁর কথাগুলো শুনতে প্রস্তুত হয়। এবং যাতে বলতে-যাওয়া বিষয়টি সম্পর্কে তাদের মনে গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। তারপর তিনি দৃঢ়তাবাচক অব্যয় ব্যবহার করে উত্তর দিয়েছেন:

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، »

অর্থ: 'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ তোমাদের একে-অপরের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ

[৩৮২]. বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আলা বুখারি আলা জুফি, আল জামেউল মুসনাদুস সহিহ আল মুখতাসার মিন উমুরি রাসুলিল্লাহি (সা.) ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, সহিহুল বুখারি, মুহাক্কিক: মুহাম্মদ যুহাইর ইবনে নাসের আন নাসের, প্রকাশক: দারু তুকিন নাজাত, মুদ্রণ: ১ম, ১৪২২ হি., খণ্ড সংখ্যা: ৯ পৃষ্ঠা নং: ১৭৪১।

মাসের এবং তোমাদেও এ শহরের ।'এর উদ্দেশ্য হলো, এসব জিনিসের নিষেধাজ্ঞাকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা ।'[৩৮৩]

পবিত্র মাস তথা জিলহজ্জ, পবিত্র শহর তথা মক্কা এবং পবিত্র দিন তথা ইয়ামুন নাহার এর সম্মানের প্রতি তাদের অন্তরে দৃঢ়তা সৃষ্টি করাও তার উদ্দেশ্য ছিলো ।[৩৮৪]

এই হাদিস থেকে অর্জিত আরও ফায়দাসমূহ

ক. দৃষ্টান্ত এবং উপমা উপস্থাপন পদ্ধতি

এ হাদিসে রাসুল (সা.) দৃষ্টান্ত ও উপমা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন । যেমন তিনি রক্ত,সম্পদ ও সম্মান বিনষ্ট করার নিষেধাজ্ঞাকে ইয়ামুন নাহার, জিলহজ্জ মাস ও পবিত্র শহরে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার হারামের সাথে তুলনা করেছেন । সুতরাং নিজের কোনো চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যের সামনে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ও উপমা ব্যবহার করা একটি কার্যকরী উপায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।[৩৮৫]

খ. জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার প্রমাণস্বরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা

সফল শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোর অন্যতম হলো, জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার প্রমাণস্বরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা । যেমনটি নবী করিম (সা.) করেছেন । এ হাদিসে তিনি বলেন, "শোনো, আমি কি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি?' তারা (সাহাবিগণ) বললো, হ্যাঁ । এরপর রাসুল (সা.) বললেন,

ألاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ

অর্থ: 'শোনো, আমি কি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি?' তারা (সাহাবিগণ) বললো, হ্যাঁ । এরপর রাসুল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো ।'

---

৩৮৩. ইবনে হাজার, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আবুল ফাজাল আল আসকালানি আশ শাফেয়ী, ফাতহুল বারী শরহু সহিহিল বুখারী, দারুল মা'রিফা বৈরুত, ১৩৭৯, খণ্ড নং: ১ পৃষ্ঠা নং: ১৫৯ ।

৩৮৪. মুল্লা আল হারোয়ী আল ক্বারী, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ, আবুল হাসান নুরুদ্দিন (মৃত্যু: ১০১৪ হি.), মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ, দারুল ফিকির, বৈরুত, মুদ্রণ ১ম, ১৪২২ হি., ২০০২ খৃ., খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং: ৫৪৭ ।

৩৮৫. প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫ পৃষ্ঠা নং: ৫৪৭, শরহুততীবি, খণ্ড- ৬ পৃষ্ঠা নং: ২০১৪-২০১৫ ।

তার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন । তাই যারা রাসুল (সা.)-এর অবর্তমানে তার পৌঁছানো বাণীর বিপরীত আমল করবে তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে । কারণ এ বছরের পরে রাসুল (সা.) হয়তো আর থাকবেন না কিন্তু যাকে সাক্ষী বানিয়েছেন সে আল্লাহ তো চিরঞ্জীব । সুতরাং যারা তার হুকুমের সীমালঙ্ঘন করবে তাদেরকে তিনি পাকড়াও করবেন । "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো"এ কথা বলাতে সাহাবিদের অন্তরে সেই অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে ।

অপরদিকে "আলা হাল বাল্লাগতু" অর্থাৎ আমি কি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি?' প্রশ্নটি বার বার করার কারণে এখানে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত হয়েছে । তা হলো:

১. প্রশ্ন করার পরে চুপ থাকা এবং শ্রোতাদের মনোযোগ জাগ্রত করাটা বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে ।

২. মুসলমানের রক্ত,তার সম্মান ও সম্পদের মাহাত্ম নিশ্চিত করা ।

৩. এসব নিষিদ্ধ বিষয় লঙ্ঘন করলে খোদায়ী শাস্তির ব্যাপারে অন্তরে অনুভূতি জাগ্রত করা ।

৪. রাসুল (সা.) আল্লাহকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে শ্রোতাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, বিষয়টির কার্যকারিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে । তিনি উম্মতের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়েছেন । ফলে উপস্থিত শ্রোতাদের মনে এই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে যে, বিষয়টি আল্লাহ সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তাঁর দেয়া নিষিদ্ধ বিষয়গুলো রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন । এমনকি রাসুল (সা.)-এর অবর্তমানে কেউ যদি এই নিষিদ্ধ বিষয়গুলো লঙ্ঘনের চেষ্টা করে তবে সে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ থেকে রেহাই পাবে না । এমন একটি ভীতি তাদের মনে স্থান পেয়েছে ।[৩৮৬]

---

৩৮৬ .আল আইনি, বদরুদ্দিন, ওমদাতুল ক্বারী শরহু সহিহিল বুখারী, মুদ্রণে- সদিকাই জমিলুল আত্তার, বৈরুত, ১ম মুদ্রণে, দারুল ফিকির, ১৪১৮ হি. -১৯৯৮ খৃ., খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা নং: ৩৫৯-৩৬০ ।

গ. ইলমের আমানত পৌঁছে দেয়ার নিশ্চয়তা গ্রহণ

ইলম একটি খোদায়ী আমানত। এটা যথাযথভাবে আদায় করতে হয়। উল্লিখিত ভাষণে রাসুল (সা.) বলেন, "এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দেয়। এভাবে তিনি তার ওপর অর্পিত খোদায়ী আমানত যুগ থেকে যুগান্তরে আগত সকল মুসলমানের নিকট পৌঁছে যাওয়াটা নিশ্চিত করেছেন। যেনো তিনি সকল মুসলমানদের রক্ত,সম্মান ও সম্পদকে রক্ষা করতেপারেন। [৩৮৭]

তৃতীয়তঃ জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষার্থীদের আত্মিক প্রশান্তি নিশ্চিত করণ

বিশ্বনবী (সা.) শিক্ষার্থীদের আত্মিক প্রশান্তি নিশ্চিত করতেন যা তাঁর সুন্দর-কর্মশালা থেকে প্রতীয়মান হয়। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي اللَّه عَنْه يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه و سلم، جَلَس ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: «إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا»فَقَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّر ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ،فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ؟! تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَلا يُكَلِّمُكَ ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟ »وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ ، وَبَالَتْ ، وَرَتَعَتْ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صاحِبُ

[৩৮৭].প্রাগুক্ত, একই পৃষ্ঠা।

الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم،وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

অর্থ: 'আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা.) মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশে-পাশে বসলাম। তিনি বললেন, আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে, দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে। তখন, এক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী (সা.) নীরব হলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কী হয়েছে? তুমি নবী (সা.) -এর সাথে কথা বলছো, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নবী (সা.)-এর ওপর ওহি নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেনঃ প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চলে (সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকিন, ইয়াতিম ও মুসাফিরকে দান করে। অথবা নবী (সা.) যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। কিয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।[৩৮৮]

[৩৮৮]. ইমাম বুখারি, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, সহিহুল বুখারি, রিয়াদ, বাইতুল আফকার আদ দাওলিয়া লিন নাশার, ১৪১৯ হিঃ- ১৯৯৮ খৃ., খণ্ডঃ ৬ পৃষ্ঠা নংঃ ৪১৯, কিতাবুয যাকাত, বাবুস সাদকাহ, হাদিস নংঃ ১৪৬৫।

উক্ত হাদিসে রাসুল (সা.)-এর বর্ণনা পদ্ধতি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো, তিনি নিশ্চয়তাসূচক অব্যয় দ্বারা তাঁর কথা শুরু করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের ওপর যা আশঙ্কা করছি তা হলো।'

এভাবে শুরু করলে আগত সংবাদ গ্রহণ করার জন্য শ্রোতাদের মন প্রস্তুত হয়।[৩৮৯]

উক্ত হাদিস থেকে অর্জিত অন্যান্য ফায়েদাসমূহ:

ক. উপমা বা দৃষ্টান্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে বিষয়টি শ্রোতাদের বোধগম্য করে দেয়া

শিক্ষক যখন কোনো অনুধাবনযোগ্য বিষয়কে স্পর্শযোগ্য জিনিসের সাথে উপমা দেয় কিংবা একটি স্পর্শযোগ্য জিনিসকে অন্য একটি স্পর্শযোগ্য জিনিসের সাথে উপমা দেয় তখন পুরো বিষয়টি শ্রোতাদের কাছে সহজেই বোধগম্য হয়। উক্ত হাদিসে রাসুল (সা.) এধরনের অনেক উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যাতে তিনি তথ্যগুলোকে সহজে শ্রোতাদের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারেন। আর এটা একটি সফল শিক্ষাদান পদ্ধতি।[৩৯০]

খ. তাশওয়িক (আগ্রহ সৃষ্টিকারী) পদ্ধতি

শ্রোতাদের মনে নতুন করে উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনতে তিনি তাশওয়িক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যেমন বক্তব্যের মাঝখানে জমিরে শান ব্যবহার করে বলেন,

إِنَّه لَايَأْتِيْ الخَيْر بِالشَّر

[৩৮৯]. আল আইনি, ইমাম বদরুদ্দিন, ওমদাতুল ক্বারি শরহুল বুখারি, খন্ড: ৭ পৃষ্ঠা নং: ৪৮০।
[৩৯০]. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা নং: ৯৪।

অর্থ: 'নিশ্চয় কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনবে না'- এখানে তিনি একটি গায়েবের জমির (সর্বনাম নাম পুরুষ) ব্যবহার করেছেন। যেনো শ্রোতাদের মনে বিষয়টির মহত্ত্ব ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়।[৩৯১]

চতুর্থত: প্রয়োজনে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা

রাসুল (সা.)-এর সিরাতের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, তিনি শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজনে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন। এতে শ্রোতাদের মনে চাহিদা থাকুক বা না থাকুক। কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মান একই হয় না। কিছু শিক্ষার্থী প্রথমবার বলার পরেই, বোঝে যায়, আবার কেউ দ্বিতীয় বার বললে বোঝে, কেউবা আবার তৃতীয়বার বলার পর বোঝে। তাই রাসুল (সা.) তার সাহাবিদের শিক্ষা দেয়ার সময় মাঝে মধ্যে একই কথা একাধিকবার বলতেন। যেনো বিষয়গুলো তারা পরিপূর্ণভাবে বোঝতে পারে। এক্ষেত্রে কখনো-কখনো তাদের পক্ষ থেকে একাধিকবার বলেন আবেদন থাকতো, আবার কখনো তিনি তাদের আবেদন ছাড়াও এমনটা করতেন।

১. আবেদনের ভিত্তিতে কথার পুনরাবৃত্তি

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত ,নিশ্চয় রাসুল (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَفَعَلَ.

অর্থ: হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহকে প্রভু ,ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদকে নবী হিসেবে মেনে নেবে। তার জন্য জান্নাত অবধারিত।' এতে আবু সাঈদ (রা.) একটু অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কথাটি আমাকে পুনরায় বলুন। অতঃপর রাসুল (সা.) তা পুনরায় বললেন।[৩৯২]

[৩৯১].এয়ানজুরুত তরাজ, আল্লামা আলওয়ী, তাহকিক: মুহাম্মদ আব্দুস সালাম শাহীন, পৃষ্ঠা নং: ১৭০, মুদ্রণ: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ।
[৩৯২]. আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব: মা আ'আদ্দাহুল্লাহু লিল মুজাহিদ, নং: ১১৬(১৮৮৪), ১৫০১/৩।

২. বিনা আবেদনে নিজে থেকেই কথার পুনরাবৃত্তি

কখনো-কখনো রাসুল (সা.) সাহাবিদের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের পক্ষ থেকে আবেদন না থাকলেও নিজের কথাকে একাধিকবার বলতেন। যাতে আলোচ্য বিষয়টি তাদের কাছে পুরোপুরি বোধগম্য হয় এবং তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়। যেমন বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

" مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ، أعاد " هِيَ طَابَةٌ "مَرَّتَيْنِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি মদিনা শহরকে ইয়াছরাব নামে ডাকে সে যেনো আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সেটা ত্বাবা (পবিত্র, উত্তম), সেটা ত্বাবা (পবিত্র, উত্তম)।'[৩৯৩]

এখানে নবী (সা.) ত্বাবা শব্দটা দুইবার বলেছেন। অন্য এক হাদিসে তিনি (সা.) বলেন,

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

অর্থ: 'যে স্থায়ীভাবে রোজা রাখল, সে কোনো রোজা রাখে নি, যে স্থায়ীভাবে রোজা রাখলো, সে কোনো রোজা রাখে নি, যে স্থায়ীভাবে রোজা রাখলো, সে কোনো রোজা রাখে নি।'[৩৯৪]

এখানে রাসুল (সা.) তাঁর এই কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেনো বিষয়টি শ্রোতাদের মনে মজবুতভাবে গেঁথে যায়। আর তিনি কারো কাছ থেকে কোনো প্রকারের আবেদন ছাড়াই নিজে-নিজে কথাটি বার বার বলেছেন।

[৩৯৩]. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩০০/৩, এব্যাপারে হাইছামি বলেন, আহমদ আবু ইয়ালা তা বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত, মুসনাদ, প্রকাশনা-আল মাকতাবুল ইসলামি, ২৮৫/4।
[৩৯৪]. সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সওম, বাবুন নাহয়ি আন সওমিদ দাহরি,১৮৬(১১৫৯),৮১৪-৮১৫/২।

পঞ্চম: প্রশ্নকারীর খোঁজ-খবর নেয়া, প্রশংসা করা এবং তার সাথে পরিচিত হওয়া

উল্লিখিত (আবু সাঈদ খুদরি রা. এর) হাদিসে রাসুল (সা.) প্রশ্নকর্তার খোঁজ নিয়েছেন এবং সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য তার প্রশংসা করেছেন। এ কাজ করলে প্রশ্নকর্তার মন আনন্দে ভরে যায় এবং সে এধরনের আরও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত হয়। আর এটা খুবই জরুরি, কারণ প্রশ্ন করাটা অজ্ঞতা ও কপটতার জন্য আরোগ্য স্বরূপ। উল্লিখিত হাদিসে আমরা দেখতে পাই, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসুল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? অতঃপর রাসুল (সা.) কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে থাকলেন। এরপর বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? তিনি যেন তার প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন,

فَقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ

অর্থ: 'নিশ্চয় কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না।'

অতএব পড়ানোর সময় ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে প্রশ্নোত্তর ও কথোপকথন পদ্ধতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল পাঠদান পদ্ধতি বলে বিবেচনা করা হয়।[৩৯৫]

এরকম আরও একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَهَّدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنُهَا وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَأَنَّهَا جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللهِ وَبِالصَّبْرِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِي غَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّقُوبُ الَّذِي يَبْقَى وَلَدُهَا»، "

[৩৯৫]. ড. ফজলে ইলাহি, শিক্ষক হিসেবে নবি করিম (সা.), রিয়াদ, মুয়াসসাতুজ জুরাইসঈ লিত তাওজি ওয়াল ইলান, ১ম মুদ্রন, ১৪২৪ হিঃ -২০০৩ খ্রি. পৃষ্ঠা নংঃ ১৪১-১৪২।

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আনসারদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাঁদেরকে দেখতে যেতেন এবং তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। একদিন তিনি শুনলেন যে, আনসারি এক মহিলার ছেলে মৃত্যু বরণ করেছে এবং ঐ ছেলে ব্যতীত মহিলার আর কেউ নেই। ছেলের মৃত্যুতে মহিলাটি খুব ভেঙ্গে পড়েছিলো। সুতরাং রাসুল (সা.) তাকে দেখতে গেলেন এবং তাকে তাকওয়া ও সবর করার আদেশ দিলেন। অতঃপর মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমি একজন রুকুব (সন্তানহারা মহিলা), আমি সন্তান জন্ম দিতে পারবো না আর সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এরপর রাসুল (সা.) বললেন, 'রুকুব হলো সে যার সন্তান বেঁচে আছে।'[৩৯৬]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং তার দরবারে উপস্থিত না হওয়ার কারণ জানতে চাইতেন। কারো দুরবস্থার কথা শুনলে তা দূর করার জন্য দ্রুত তার কাছে ছুটে যেতেন। সুতরাং বর্তমান যুগে আমাদের শিক্ষকদেরও উচিত রাসুল (সা.)-এর এই পবিত্র সুন্নতটির ওপর আমল করা এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, ছাত্রদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্কই থাকে না। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা, এমনকি তাদের অনেককে আমরা ভালোভাবে চিনিও না। হায় আফসোস, আজ আমরা রাসুলের সুন্নত থেকে কতোই না দূরে!

ষষ্ঠ: উদাহরণ পেশ করে পাঠদান প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করা

কোনো কিছুর উদাহরণ বলতে বোঝায় তার এমন বর্ণনা যাতে তা স্পষ্ট হয়ে যায় কিংবা তার প্রকৃত অবস্থা উদঘাটিত হয়। অনেক সময়

[৩৯৬]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আল হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামদিয়্যাহ ইবনে নাঈম ইবনুল হাকাম, আদদুব্বী আত তুহমানি আন নীসাপুরি ওরফে ইবনুল বাই'য় (মৃত্যু:৪০৫হি.), আল মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, তাহকিক: মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,১ম মুদ্রণ- ১৪১১-১৯৯০,খণ্ড সংখ্যা:৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং: ৫৪০,হাদিস নং: ১৪১৬।

রূপকভাবেও উদাহরণ পেশ করা হয়। যেমন কোন অনুধাবনযোগ্য অর্থকে স্পর্শযোগ্য জিনিসের আকৃতিতে বুঝিয়ে দেয়া কিংবা এর বিপরীতভাবে। আর এটাকে বলা হয় উপমা।[৩৯৭]

রাসুলুল্লাহ (সা.) যেকোনো চিন্তা বা ভাবনাকে চমৎকার উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন। যাতে তিনি শ্রোতাদের মনে পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ আকিদার মজবুত ভিত্তি গড়ে দিতে পারেন। নিম্নে এধরনের কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো,

ক. যারা আল্লাহর জিকির করে এবং যারা করে না তাদের দৃষ্টান্ত

আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ»

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর জিকির করে এবং যে তার প্রভুর জিকির করে না তাদের উদাহরণ হলো, জীবিত এবং মৃত মানুষের মতো।'[৩৯৮]

এটা খুবই চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত। রাসুল (সা.) এখানে যে ব্যক্তি তার রবের জিকির করে এবং শয়নে-স্বপনে তাঁর কথা স্মরণ করে, তাকে এক জীবন্ত দেহের সাথে তুলনা করেছেন। যার বাহ্যিক দিকটি জীবনের আলোয় আলোকিত এবং তার অভ্যন্তরে জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিতে ভরপুর। অপরদিকে যে ব্যক্তি তার রবের জিকির করে না, সে যেনো একটি মৃত লাশ। যার মধ্যে কোন নড়াচড়া নেই, নেই কোনো উদ্যমতা। যার ভেতর ও বাইরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল ও অকার্যকর।[৩৯৯]

[৩৯৭]. সৈয়দ রশিদ রেজা, তাফসিরুল কুরআনুল কারিম, মিশর, মাকতাবাতুল মানার, মুদ্রণ, ১৩৪৬ হি., খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং:২৩৬।
[৩৯৮]. সহিহুল বুখারি, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবঃ ফজলু যিকরিলল্লাহ, হাদিস নং: ৬৪০৭, ২০৮/১২।
[৩৯৯]. হাফেজ ইবনে হাজার, ফাতহুল বারি, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২১০-২১১।

এভাবেই রাসুল (সা.) অর্থগত ও অনুধাবনযোগ্য বিষয়গুলোকে জীবন্ত জিনিসের রূপে বুঝিয়ে দিতেন। যাতে করে মুসলমানরা মূল ভাবনাটি সহজেই বুঝতে পারেন।

এ হাদিসের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যারা রাসুল (সা.)-কে সমর্থন করে উপমাটি তাদের পক্ষে এবং যারা তাঁর বিরোধিতা করেন তাদের জন্যে ক্ষতিকর। এবং তা মূলত মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়।[৪০০]

খ. পাঁচওয়াক্ত নামাজ প্রবহমান নদীর মতো

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا»

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, 'বলো তো, যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকি থাকবে না। আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, এ হলো পাঁচওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।[৪০১]

রাসুল (সা.) মএখানে পাঁচওয়াক্ত নামাজকে একটি সুন্দর ও বিস্ময়কর আকৃতি দিয়েছেন। আর তা হলো একটি প্রবহমান নদীর আকৃতি। যাতে প্রতিনিয়ত নতুন পানি প্রবাহিত হয়। তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন

[৪০০].মোল্লা আলি ক্বারি, মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩৫/৫

[৪০১].আবু হুরায়রাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, মুত্তাফাক আলাইহি, ইমাম নববি, রিয়াদুস সালেহিন, বাবু ফাদলিস সলাওয়াত, বৈরুত, দারুল কিতাব আলা আরবি, প্রকাশনা: দারুল আকসা, কায়রো, পৃষ্ঠা নং: ৪০১।

কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই। এবং তা অত্যন্ত নিকটে ও তাতে সহজেই নামা যায়। আর তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করা যায়।

সপ্তম: ছাত্রদের ওপর দয়া ও নম্রতাপ্রদর্শন

শেখানোর সময় ছাত্রদের প্রতি দয়া ও নম্রতাপ্রদর্শন একটি খুবই উপযোগী ও কার্যকরী শিক্ষাপদ্ধতি। যা শিক্ষার্থীদের অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং মনোযোগ আকর্ষণে সাহায্য করে। তাই রাসুল (সা.) তাঁর সাহাবিদেরকে কোনো কিছু শেখানোর সময় খুবই নম্র, ভদ্র ও কোমলপ্রাণ ছিলেন। কেনই বা তিনি এমন হবেন না! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁকে এমন গুণেই তো গুণান্বিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ: 'তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।'[৪০২]

তিনি আরও বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾

অর্থ: 'আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেছেন।'[৪০৩]

এবং নবী (সা.) উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.)-কে মানুষের প্রতি নম্র আচরণ করার আদেশ দিয়েছেন। বরং সকল উম্মতকে তিনি আদেশ প্রদান করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন,

فَقَالَ لِي: «يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا شَانَهُ»

অর্থ: রাসুল (সা.) আমাকে বললেন, হে 'আয়েশা! সদয় হও। কেননা সহানুভূতি কোনো জিনিসের যুক্ত হলে তার সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে। আর সহানুভূতি উঠে গেলে তা ত্রুটিযুক্ত হয়।'[৪০৪]

[৪০২]. সূরা তওবা-১২৮

[৪০৩]. সূরা আলে ইমরান-১৫৯

আয়েশা (রা.) নবি (সা.) থেকে আরও বর্ণনা করেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা দয়ালু এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি সদয় হওয়াকে পছন্দ করেন।'[৪০৫]

নিম্নে সাহাবিদের প্রতি রাসুল (সা.)-এর সদয় আচরণের কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো:

ক. মসজিদে প্রস্রাবকারী ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে সদয় আচরণ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ»فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ

অর্থ: আনাস ইবনু মালিক (রা.) (তিনি ইসহাকের চাচা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "একবার আমরা মসজিদে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতোমধ্যে এক বেদুঈন এলো। সে দাঁড়িয়ে মসজিদেই পেশাব করতে লাগলো। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ বলতে লাগলো, "থামো, থামো" রাবি বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা ওকে বাধা দিও না, ছেড়ে দাও ওকে। অতঃপর তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলো, সে পেশাব করা শেষ করলো। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে ডেকে বললেন, দেখো, এই যে মসজিদগুলো এতে পেশাব করা বা একে কোনোরকম নাপাক করা উচিৎ নয়। এ সব তো কেবল আল্লাহর জিকির করা, সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য।' অথবা রাসুলুল্লাহ (সা.) এ ধরনের কিছু বলেছিলেন। রাবি বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) কাওমের কোনো এক লোককে নির্দেশ দিলেন, সে এক বালতি পানি নিয়ে এলো। তিনি সে পানি তার ওপর ঢেলে দিলেন।[৪০৬]

এখানে রাসুল (সা.) অশিক্ষিত বেদুইন লোকটিকে শিক্ষা দিতে কতোই না সহৃদয়তা ও নম্রতা প্রদর্শন করেছেন যার প্রভাব সেই লোকটির অন্তরের গহীনকে ছুঁয়ে দিয়েছিলো। যেমন ইসলামকে বুঝতে পারার পর সেই ঘটনার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে লোকটা বলেছিলো,

فَقَامَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،فَلَمْ يُؤَنِّبْنِي، وَلَمْ يَسُبَّنِي، وَقَالَ: «إِنَّمَا بُنِيَ هذَا الْمَسْجِدُ لِذِكرِ اللهِ وَالصَّلاَةِ، وَإِنَّهُ لاَ يُبَالُ فِيهِ". ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ

অর্থ: অতঃপর রাসুল (সা.) আমাকে ধিক্কার দেননি। আমাকে কোন বকাও দেননি। তিনি আমাকে বললেন, মসজিদকে নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর জিকির ও সালাত আদায় করার জন্য। এরপর তিনি পানির একটি বালতি আনতে বললেন এবং তা সেখানে ঢেলে দিলেন।'[৪০৭]

---

[৪০৪]. উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৪৭৮।

[৪০৫]. উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং:৩৬৮৯।

[৪০৬]. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১০০, আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[৪০৭].আবুল হাসান নুরুদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর ইবনে সুলাইমান আল হাইছামি (৮০৭ হি.), মাওয়ারিদুজ জাময়ান ইলা যাওয়াদি ইবনে হাব্বান, মুহাক্কিকঃ হুসাইন সলিম আসাদ আদদারানী,- তার গোলাম আলী কৈশিক। প্রকাশক: দারুসসাকাফাতিল আরাবিয়্যাহ, দামেস্ক, মুদ্রণ- ১ম (১৪১১-১৪১২ হি., ১৯৯০-১৯৯২ খৃ.) খণ্ড সংখ্যা: ৯ নং: ২৪৬।

দেখুন, উত্তম আচরণের প্রভাবে কী হতে পারে? রাসুলের সদয় আচরণের লোকটি এতটাই প্রভাবিত হলো যে, পরবর্তীতে রাসুল (সা.)-এর জন্য নিজের জান-মাল, পিতা -মাতা সবকিছু উৎসর্গ করতেও রাজি ছিলো ।

খ. নামাজে কথা-বলা ব্যক্তির সাথে সদয় ব্যবহার

সদয় ব্যবহারের বিষয়ে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُونِي - فَقَالَ عُثْمَانُ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ - قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَبِي وَأُمِّي مَا ضَرَبَنِي، وَلَا كَهَرَنِي، وَلَا سَبَّنِي، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: মু'আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সালাত আদায় করি । সালাতের অবস্থায় লোকজনের মধ্যকার এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে জবাবে আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলায় সকলেই আমার প্রতি (রাগের) দৃষ্টিতে তাকালো । তখন আমি মনে-মনে বললাম, তোমাদের মাতা তোমাদেরকে হারাক । তোমরা আমার দিকে এভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছো কেনো? মু'আবিয়াহ বলেন, সকলেই রানের ওপর সজোরে হাত মেরে শব্দ করতে থাকলে আমি বুঝতে পারি যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাইছে ।

বর্ণনাকারী 'উসমানের বর্ণনায় রয়েছে আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছিলো, তখন (অনিচ্ছা) সত্ত্বেও আমি চুপ হলাম ।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) সালাত শেষ করলেন- আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! তিনি আমাকে প্রহার করলেন না, রাগ করলেন না এবং গালিও দিলেন না । তিনি (সা.) বললেন, সালাত অবস্থায় তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো কথা বলা বৈধ নয় । অথবা রাসুলুল্লাহ (সা.) যেরূপ বলার বললেন । [৪০৮]

একজন সাহাবি নামাজের মধ্যে কথা বললেন এবং যারা তাকে ইশারা করে নিষেধ করেছেন তাদের সাথে খারাপ আচরণ করলেন । তা সত্ত্বেও রাসুল (সা.) তাকে ধমক দেননি, ধিক্কার দেননি, প্রহার করেননি এবং গালিও দেননি । বরং তার সাথে উত্তম আচরণ করেছেন এবং ভদ্র ও নম্রভাবে সে যা জানেনা তা শিখিয়ে দিয়েছেন । সুতরাং আমাদেরও উচিত রাসুল (সা.) সুন্নতের অনুসরণ করা এবং তার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া ।

অষ্টম:শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার

১. অংকনের ব্যবহার

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি কিংবা উপকরণ ব্যবহার করলে তা শিক্ষকদের জন্য বুঝাতে যেমন সহজ হয়, তেমনি ছাত্রদের জন্যও অনেক উপকারী হয় । তাই একজন দক্ষ ও সফল শিক্ষক পাঠদান কিংবা প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ কখনো হাতছাড়া করে না । রাসুল (সা.)ও জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করার সময় নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করতেন । নিম্নে এর একটি নমুনা পেশ করা হলো:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو

[৪০৮]. অর্থ: মু'আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ' ইবনে ইসহাক ইবনে বাশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর আল আযদী আস সাজিসতানী (মৃত্যু: ২৭৫ হি.), সুনানে আবু দাউদ, মুহাক্কিক: শোয়াইব আরনাউত- মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল ক্বাররাহ বালালী, দারুর রিসালাহ আলা আলামিয়্যাহ, মুদ্রণ- ১ম, ১৪৩০ হি. ২০০৯ খৃ., খণ্ড সংখ্যা: ৭, নং: ৯৩০ ।

إِلَيْهِ"، ثُمَّ قَرَأَ: (وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ).

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের জন্য একটি রেখা অঙ্কন করলেন। অতঃপর বললেন, এটা হলো আল্লাহর পথ। এরপর তিনি ডানে-বামে আরও কয়েকটি রেখা অঙ্কন করলেন এবং বললেন, এগুলো আরো কয়েকটি পথ। এই পথগুলো দিয়ে শয়তান মানুষকে তার দিকে আহ্বান করে। এরপর তিনি একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'নিশ্চয় এটা আমার সহজ সরল পথ, সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তোমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সে (শয়তান) তোমাদেরকে তার পথে নিয়ে যাবে।'[৪০৯]

এখানে রাসুল (সা.) হক ও বাতিলের পথ স্পষ্ট করার জন্য খুব চমৎকার শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করেছেন। তিনি জমিনকে প্রাকৃতিক বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সেখানে এঁকে অপ্রকাশিত অর্থকে প্রকাশ করেছেন এবং রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের কাছে পুরো বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

২. ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার

ক. বুকের দিকে ইঙ্গিত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيثِهِ: وَمَالُهُ،

[৪০৯]. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত,আবু আব্দুল্লাহ আহমেদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামবল আশ শাইবানি (মৃত্যু: ২৪১ হি.), মুসনাদে আহমদ, মুহাক্কিক: আহমদ মুহাম্মদ শাকের, দারুল হাদিস, কায়রো, মুদ্রণ-১ম, ১৪১৬ হি. ১৯৯৫ খৃ., খণ্ড সংখ্যা: ৮, নং: ৪১৪২।

وَعِرْضُهُ - التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا، يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثًا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ".

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর নিন্দা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে-অপরের পেছনে দুশমনি করোনা ও পরস্পর হিংসাত্মক আচরণ করো না। তোমাদের কেউ যেন অন্য কারো বিক্রির ওপর আবার বিক্রি না করে। তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সুতরাং কেউ তার ভাইয়ের ওপর অত্যাচার করবে না, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান করবে না। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের রক্ত, (ইসমাইল তার হাদিসে বলেন) সম্পদহরণ ও সম্মানহানি করা হারাম। তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। তিনি তাঁর বুকের দিকে তিনবার ইশারা করলেন। একজন মানুষ খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে।'[৪১০]

কঠিন কোনো অর্থকে ছাত্রদের জন্য সহজ করে বোঝাতে এবং গভীর কোনো ভাবকে তাদের কাছে স্পষ্ট করতে ইশারা-ইঙ্গিত খুবই কার্যকরী ও উত্তম পদ্ধতি। তাই রাসুল (সা.) তাকওয়ার অবস্থান অর্থাৎ কলবকে নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। কারণ কলব তাকওয়াপূর্ণ হয়ে গেলে অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও তাকওয়াপূর্ণ হয়ে যাবে। রাসুল (সা.) আরও বলেছেন, অন্তর সঠিক হলে শরীরের বাকি অংশগুলো সঠিক হয়ে যায়।

কিছু-কিছু মানুষ আছে যাদেরকে তাকওয়া-গর্হিত কোনো কাজ থেকে নিষেধ করা হলে তারা বলে, তাকওয়া তো এখানে– বুকে। যেমন সে দাড়ি কাটছে, আপনি যদি তাকে বলেন, আপনি কেন দাড়ি কাটছেন? এটা তো হারাম বা তাকওয়াবিবর্জিত কাজ। তখন সে বলবে, তাকওয়া

[৪১০]. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসনাদে আহমদ, আহমদ ইবনে হামবল আশ শাইবানি, নং: ৮৭০৭।

তো এখানে– বুকে। যদি আপনার অন্তরে তাকওয়া থাকে তাহলে আপনার সবকিছুতে তাকওয়া থাকবে।[৪১১]

খ. আঙ্গুল মুঠিয়ে ইশারা

আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

عنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم،قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

অর্থ: "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য দালানস্বরূপ, একে অপরকে শক্তিশালী করবে। এরপর তিনি আঙ্গুলে মুঠ পাকিয়ে ইশারা করেন"।[৪১২]

এখানে রাসুল (সা.) সাহাবিদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে পরস্পর সাহায্য করার ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি ইশারা পদ্ধতি খুব ভালোভাবেই ব্যবহার করেছেন। তিনি আঙ্গুলকে মুষ্টিবদ্ধ করে একটা অস্পষ্ট অর্থকে সহজেই বুঝিয়ে দিলেন। সুতরাং মুমিনদের উচিত রাসুলের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পরস্পরের সাহায্য করা। অপরদিকে প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত নিজেদের বর্ণনাকে দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য ইশারা-পদ্ধতি ব্যবহার করা।[৪১৩]

নবম: ছাত্রদের বিরক্তি দূর করতে এবং তাদের মধ্যে উদ্যম ফেরাতে পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم،بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ومَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ

---

[৪১১]. মুহাম্মদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আল ওসাইমিন (মৃত্যু: ১৪২১ হি.) শরহু রিয়াদুস সালেহিন, দারুল ওয়াতান লিন নাশার, রিয়াদ, মুদ্রণ- ১৪২৬হি.,খণ্ড সংখ্যা:৬, খণ্ড: ৬,পৃষ্ঠা: ২৫৩।

[৪১২]. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, নং:৪৮১।

[৪১৩]. ইবনে বাত্তাল আবুল হাসান আলী ইবনে খালাফ ইবনে আব্দুল মালিক (মৃত্যু: ৪৪৯ হি.) শারহু সহিহিল বুখারি লিইবনে বাত্তাল, তাহকিক: আবু তামিম ইয়াসির ইবনে ইব্রাহিম, মাকতাবতুর রুশদ, সৌদি আরব, রিয়াদ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি. -২০০৩ খৃ.,খণ্ড সংখ্যা:১০, খণ্ড: পৃষ্ঠা নং: ২২৭।

وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ »قَالَ: مَا الْإِسْلامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصلاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصومَ رَمَضَانَ. »قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. »إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا الله »ثُمَّ تَلا النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (لقمان:٣٤) ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ: «رُدُّوهُ »فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ. »

অর্থ:আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসুল (সা.) জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেন, 'ঈমান হলো, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, (কিয়ামাতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলাম কী?' তিনি বললেন: 'ইসলাম হলো, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরজ জাকাত আদায় করবেন এবং রমাজান-এর সিয়াম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কী?' তিনি বললেন: 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন: 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামাতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি: বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং

উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড়-বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামাতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না।' অতঃপর আল্লাহর রাসুল (সা.) এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

অর্থ: 'কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট...... ।'[৪১৪]

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন:

فَقَالَ: رُدُّوهُ

অর্থ: 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে এনো।' তারা কিছুই দেখতে পেলো না। তখন তিনি বললেন,

فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ.»

অর্থ: 'ইনি জিবরীল (আ.) লোকদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন'।[৪১৫]

খ. ইতিবাচক ও নেতিবাচক বাক্যের সমন্বয় করণ

একজন দক্ষ শিক্ষক ছাত্রদের উদ্যম ফিরিয়ে আনতে অনেক সময় কৌশল পরিবর্তন করে পাঠদানে ভিন্নতা আনে। যেমন রাসুল (সা.) স্বীয় সাহাবিদের উদ্যম ফেরাতে একই বাক্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচকের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি বলেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا»

অর্থ: 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না।'

[৪১৪]. সূরা লুকমান ৩১/৩৪

[৪১৫]. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাবু ছুয়ালি জিবরাঈল আন নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিল ঈমান ওয়াল ইসলাম, হাদিস নং: ৫০।

এখানে দু'টি বিপরীতমুখী বাক্যকে তিনি একত্রিত করেছেন। যেমন, আল্লাহর তাওহিদ প্রকাশ পায় ইবাদতের মাধ্যমে। আর ইবাদতে শিরিক না করা। শিরিক ও তাওহিদ দু'টি বিপরীত জিনিস।

গ. সম্বোধনে ভিন্নতা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পাঠদান পদ্ধতির অন্যতম দিক হলো তিনি অনেক সময় সম্বোধনে ভিন্নতা নিয়ে আসতেন। যেমন তিনি হাজেরকে (উত্তম পুরুষ) জমিরকে গায়েব (নাম পুরুষ) এর জমির দিয়ে সম্বোধন করতেন। তিনি একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন,

لَسْتُ بأعلم مِنَ السَّائل

"আমি প্রশ্নকর্তার চাইতে বেশি জ্ঞাত নই" মূলত তিনি বলেছেন,

لَسْتُ بِأَعْلَم مِنْكَ

'আমি তোমার চাইতে বেশি জ্ঞাত নই।' শ্রোতাদের মনে বিষয়টির ব্যাপকতা বোঝাতে তিনি এমন করেছেন। অর্থাৎ সব প্রশ্নকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকর্তার চাইতে অধিক জ্ঞানী হ য়না।[৪১৬]

দশম. ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে কথোপকথন পদ্ধতি

রাসুল (সা.) কথোপকথনের মাধ্যমে তার সাহাবিদেরকে দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান শেখাতে বেশি পছন্দ করতেন। এটা খুবই চমৎকার শিক্ষাদান পদ্ধতি যা প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। আল্লাহ তা'আলা রাসুল (সা.)-কে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি- হাদিসে জিবরাঈলে আমরা দেখতে পাই। রাসুল (সা.) চাইতেন, সাহাবায়ে কেরাম যেনো আগে প্রশ্ন করেন। ইমাম বুখারি এবং মুসলিম দুজনেই বর্ণনা করেছেন,

[৪১৬]. আল আইনি, বদরুদ্দিন, ওমদাতুল ক্বারি শরহু সহিহিল বুখারি, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩৩, ফাতহুল বারি, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:৩১৪-৩১৫।

ক. রাসূল (সা.) ও জিবরাঈল (আ.)-এর মধ্যে কথোপকথন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلُونِي»، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ»

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) একদিন আমাদের সামনে বের হলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবাদের) বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো। কিন্তু লোকেরা তাকে প্রশ্ন করতে সংকোচবোধ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে হাঁটুর রাসুল (সা.)-এর কাছে বসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! ইসলাম কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, সালাত কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং রমজানের রোজা পালন করবে।' সে বললো, আপনি সত্য বলেছেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসুল! ঈমান কী? তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাব, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমান রাখবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান রাখবে এবং তাকদীরের ওপরও পূর্ণ ঈমান রাখবে। সে বললো, আপনি সত্য বলেছেন। এরপর সে রাসুল (সা.)-কে ঈমান, ইহসান এবং কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এরপর লোকটি চলে গেলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, তোমরা লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো কিন্তু তারা তাকে আর পেলো না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তিনি জিবরাঈল (আ.) তোমরা প্রশ্ন না করায় তিনি চাইলেন যেন, তোমরা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করো।[৪১৭]

[৪১৭]. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, (ইস্তাম্বুল, দারুত তবায়া আল আমেরাহ,) মুদ্রণ: ১৩২৯ হি., পৃষ্ঠা নং: ৩০।

বুখারির বর্ণনায় আছে,

هذاجبريل جاء يعلم الناس دينهم

তিনি জিবরাঈল (আ.) লোকদেরকে দ্বীন শিখাতে এসেছেন।[৪১৮]

খ. প্রকৃত মুসলিমের উদাহরণ

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ»؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هِيَ؟ قَالَ: «النَّخْلَةُ»

অর্থ: এমন একটি গাছ আছে যার পাতা কখনো ঝরে না, তার উদাহরণ হলো মুসলিমের মতো। তোমরা আমাকে বলোতো সেটা কী গাছ? লোকেরা ধারণা করলো, সেটা বাওয়াদী গাছ। তখন লোকজন জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আমি ধারণা করলাম যে, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি বলতে লজ্জাবোধ করলাম। এরপর লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সেটা কী আপনিই বলে দিন হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, 'খেজুর গাছ।'[৪১৯]

এখানে রাসুল (সা.) শুরুতে সাহাবিদের কাছে এমন একটি গাছ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, যা মুসলমানের মতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি এখানে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তাই শিক্ষকদের উচিত প্রথমেই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কোনো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া, যাতে তাদের জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ

[৪১৮]. ইমাম বুখারি, সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, (মাতবায়াতুল ওসমানিয়্যাহ আল মিশরিয়্যাহ, মুদ্রণ- ১৯৩২ খৃ.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা:১২।

[৪১৯]-ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, অ.নাস ইবনে মালিক ইবনে আমের আলা আসবাহি আলা মাদনি (মৃত্যু:১৭৯ হি.) মুয়াতগা মালিক বিরিওয়াতি মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী, আব্দুল ওয়াহহাব আব্দুল লতীফ, আল মাক্তাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৮, হাদিস নং: ৯৬৪।

করা যায় এবং তাদের মনে চিন্তা ও গবেষণার প্রবণতা তৈরি করা যায়। ফলে তারাও প্রশ্ন করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং নতুন কিছু জানার জন্য কৌতূহলী হবে।[৪২০]

কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতিটা শরিয়তপ্রণেতা তথা মহান আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত হাদিসে জিবরাঈলের দ্বারা বোঝিয়ে দিয়েছেন। বুখারির বর্ণনায় সরাসরি শিক্ষা দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ 'জিবরাঈল (আ.) মানুষকে দ্বীন শেখাতে এসেছেন' বলা হয়েছে। হাদিসে জিবরাঈলের পেছনে আল্লাহ তা'আলার আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তা হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾

অর্থ: 'তোমরা সেসব বিষয়েপ্রশ্ন করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তোমাদেরকে পীড়া দিবে।'[৪২১]

এবং হাদিসের বাণী,

«كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ »

অর্থ: আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে সমালোচনা, অধিক প্রশ্ন ও সম্পদ নষ্ট করা থেকে।'[৪২২]

উপরিউক্ত আয়াতে করিমা ও হাদিস শরিফের কারণে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ভয় পেতেন তাই হাদিসে জিবরাঈলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে শরিয়তের বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৪২৩]

৪২০- আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি, ওমদাতুল ক্বারী, খণ্ড নং: ২, পৃষ্ঠা নং: ১৫।
৪২১. সূরা মায়িদা- ১০১
৪২২. ইমাম বুখারি, সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ১৪০৭, ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৫৯৩।
৪২৩. আন নাহলাওয়ী, আব্দুর রহমান, উসুলুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আসালীবিহা, পৃষ্ঠা নং: ২২৯।

একাদশ: শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা

একজন আদর্শ শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত রাখতে, এক্ষেত্রে বিশ্বনবী ছিলেন সবচেয়ে পারদর্শী।

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন,

عن أبي سعيد الخدري قَالَ: لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ [ص:٢٥٤] وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ، وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟»قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟ قَالَ: «فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ»، قَالَ: فَخَرَجَ سَعْدٌ، فَجَمَعَ الْأَنْصَارَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَرَكَهُمْ، فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَ، فَرَدَّهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ؟ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟»، قَالُوا: بَلِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ. قَالَ: «أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا

مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ»قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ. قَالَ: «أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ [ص:٢٥٥]، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟ أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ فِي رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، اللهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ»قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ، حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقُوا"

অর্থ: রাসুল (সা.) যখন (হুনাইনের যুদ্ধে অর্জিত) সম্পদসমূহ কোরাইশ এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকে দিয়ে দিলেন। এবং সেখান থেকে আনসারদের জন্য আর কিছুই রইলো না। তখন আনসারী লোকেরা মনোক্ষুণ্ন হলেন। তাদের মধ্যে এটা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হতে লাগলো। তাদের কেউ একজন বললো, রাসুল (সা.) তার স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে মিলে গেছেন, তাই আমাদের আর কিছুই দিবেন না। সুতরাং সা'আদ ইবনে ওবাদা (রা.) রাসুল (সা.)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে আপনি যা করেছেন তাতে এই অঞ্চলের লোকেরা (আনসাররা) আপনার ওপর রেগে আছে। কারণ, আপনি আপনার গোত্রের মাঝে তা বণ্টন করে দিয়েছেন। এবং আরব গোত্রগুলোকে তা থেকে বড় ধরনের একটা অনুদান

দিয়েছেন। ফলে আনসারদের জন্য তা থেকে আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। রাসুল (সা.) বললেন, এক্ষেত্রে তোমার অবস্থান কী হে সা'আদ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো আমার গোত্রেরই একজন, সুতরাং আমার অবস্থান কী হবে? রাসুল (সা.) বললেন, তোমার গোত্রের সবাইকে এই বাউণ্ডারির ভেতরে একত্রিত করো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সা'আদ বের হয়ে গেলো এবং সকল আনসারকে সেই বাউণ্ডারির ভেতরে একত্রিত করলো। এরপর সেখানে মুহাজিরদের কিছু লোক আসলো তারা তাদেরকে পথ ছেড়ে দিলো এবং তারা সেখানে প্রবেশ করলো। তারপর আরও কিছু লোক আসলো কিন্তু তারা তাদেরকে ফিরিয়ে দিলো। যখন তারা সবাই একত্রিত হলো তখন সা'আদ (রা.) রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললো, এই এলাকার সকল আনসার একত্রিত হয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুল (সা.) তাঁদের সামনে আসলেন এবং যথাযথ শব্দ দ্বারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় পূর্বক প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, হে আনসারী লোকেরা! তোমরা আমার সাথে রাগ করেছো, এমন কথা আমার কানে এসেছে। আমি কি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসিনি যে, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, তোমরা নিঃস্ব ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে সচ্ছল করেছেন, তোমরা একে-অপরের শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। তারা বললো, বরং আল্লাহ এবং তার রাসুল অধিক দয়াবান ও অনুগ্রহশীল। তিনি আবার বললেন, হে আনসারীগণ! তোমরা কি আমার কথার উত্তর দেবে না? তাঁরা বললো, আমরা কী উত্তর দিবো হে আল্লাহর রাসুল? সকল দয়া ও অনুগ্রহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। তিনি বললেন, তোমরা চাইলে বলতে পারো, তোমরা সত্য বলবে এবং তোমাদের কথা বিশ্বাসও করা হবে। তোমরা বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন এ অবস্থায় যে, আপনি মিথ্যাপ্রতিপন্ন হয়েছিলেন অতঃপর

আমরা আপনাকে বিশ্বাস করেছি, আপনি অপমানিত ও অপদস্ত ছিলেন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি, আপনি বিতাড়িত ছিলেন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি, আপনি নিঃস্ব ছিলেন আমরা আপনাকে সমবেদনা জানিয়েছি। হে আনসারীরা! তোমরা দুনিয়ার সামান্য উচ্ছিষ্টের জন্য আমার ওপর রাগ করেছো, যা কিনা আমি ইসলামের প্রতি ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করতে একটি জাতিকে দান করেছি, আর তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি অর্পণ করেছি? হে আনসারিরা! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ছাগল আর উট নিয়ে বাড়িতে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরবে? সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি হিজরত না হতো তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। যদি পৃথিবীর সকল মানুষ একটি পথে চলে এবং আনসাররা অন্য একটি পথে চলে তবে আমি আনসারদের পথকেই চলার জন্য বেছে নিতাম। হে আল্লাহ তুমি আনসারীদের প্রতি রহম করো, আনসারীদের সন্তানদের প্রতি রহম করো এবং তাঁদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতি রহম করো।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পুরো আনসার গোত্র ক্রন্দন করলো এমনকি তাঁদের দাড়ি মোবারক ভিজে গেলো। এবং তাঁরা বললো, আমরা রাসুল (সা.)-এর বণ্টন ও ভাগাভাগিতে সন্তুষ্ট। এরপর রাসুল (সা.) ফিরে গেলেন এবং তাঁরাও যার-যার কাজে চলে গেলো।[৪২৪]

মানুষের মনে অনুভূতি জাগ্রত করতে রাসুল (সা.) ছিলেন সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। আনসাররা ইসলামের ছায়াতলে আসার পর আল্লাহর মহব্বত, দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় নিজেদের মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন। ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু ওপরে উল্লিখিত হাদিসের বর্ণনা মতে, হুনাইন যুদ্ধের পর রাসুল (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলোকে কোরাইশ এবং নতুন ইসলাম গ্রহণ-করা

[৪২৪]. আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসনাদে আহমদ, ইমাম আহমদ ইবনে হামবল আশ শাইবানি, হাদিস নং: ১১৭৩০।

আরব গোত্রগুলোর মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এবং আনসারদের জন্য সেখান থেকে কিছু রাখেননি। ফলে তাঁদের অনেক লোক সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই রাসুল (সা.) সা'আদ (রা.)-কে আদেশ দিয়ে সকল আনসারদের একত্রিত করেন। এরপর তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে একটি বক্তব্য দেন। এবং এমনভাবে তাঁদের মনে অনুভূতি জাগ্রত করেন যে, আবেগে তাঁরা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে এমনকি কান্নায় তাঁদের দাড়ি মোবারক ভিজে গিয়েছিলো। এবং তারা সবাই বললো, আমরা রাসুল (সা.) বণ্টনে পুরোপুরি সন্তুষ্ট।[৪২৫]

রাসুল (সা.) তাদের মনে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই তাদের কাছে সবকিছুর চেয়ে প্রিয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিলো।

এক্ষেত্রে তিনি কুরআনের ভাষা ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যেমন সূরা দোহায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾

অর্থ: 'আল্লাহ কি আপনাকে পাননি? ইয়াতিম হিসেবে অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এবং আপনাকে পেয়েছেন পথহারা অতঃপর তিনি পথ দেখিয়েছেন। এবং আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন অতঃপর তিনি সচ্ছল করেছেন।'[৪২৬], [৪২৭]

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রাসুল (সা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি কি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসিনি যে, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, তোমরা নিঃস্ব ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে সচ্ছল করেছেন, তোমরা একে-অপরের শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন।'

[৪২৫]. আব্দুস সালাম হারুন, তাহযিবু সিরাতে ইবনে হিশাম, দামেস্ক, দারুল ফিকির,মু.:১ পৃষ্ঠা: ২১৬-২১৮।
[৪২৬]. সূরা দোহা, ৫-৭,
[৪২৭]. আন নাহলাওয়ী, আব্দুর রহমান, উসুলুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আসালীবিহা, পৃষ্ঠা নং: ২২৯।

সুতরাং সকল শিক্ষক কিংবা প্রশিক্ষকের এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে তার শিক্ষার্থীদের আবেগ-অনুভূতি জাগ্রত করে তাদেরকে জ্ঞানার্জনের প্রতি অধিক আগ্রহী করে তোলতে পারে।

পরিশেষে বলতে পারি, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন ও সিরাত থেকে চয়ন করা এই দশটি পদ্ধতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল, কার্যকর ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি। সুতরাং যারা শিক্ষা-দীক্ষার মহান দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নিতে চায় এবং একটি চরিত্রবান ও আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তুলতে চায় তাদের উচিত শিক্ষাদানের নিয়মনীতিগুলো অনুসরণ করা, নতুন-নতুন আবিষ্কৃত শিক্ষা-উপকরণসমূহ ব্যবহার করা, শিক্ষার্থীদের অবস্থার প্রতি সবসময় লক্ষ্য রাখা, শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া, তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা ও মান অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলা, নারীদের সাথে নারীসুলভ ও পুরুষদের সাথে পুরুষসুলভ আচরণ করা, বৃদ্ধদের সাথে তাদের বার্ধক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আচরণ করা, বিশেষ মান-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে তাদের স্ব-স্ব অবস্থানের প্রতি উপযুক্ত সম্মান বজায় রেখে আচরণ করা। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং একটি আদর্শবান সমাজ নির্মিত হবে।

রাসুল (সা.) ছিলেন একজন মহান প্রশিক্ষক ও সফল শিক্ষক। তাঁর পুণ্যময় জীবনীতে একজন গবেষক খোঁজে পাবে খুবই চমৎকার একটি প্রশিক্ষণ রীতি। যেমন, প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা, শিক্ষার্থীদেরকে অভিনন্দন জানানো, শ্রোতাদের তথা ছাত্রদেরকে কাছে টেনে নেয়া ও তাদেরকে নিজের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, কথা বলার পূর্বে ছাত্রদের মাঝে নিরবতা তৈরি করা, ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ ও মৃদু আঘাত করা, তাদের নাম, উপনাম ও উপাধি দিয়ে তাদেরকে ডাকা, তাদের সাথে ধীরস্থির ভাবে কথা বলা, প্রয়োজনে একই কথা বারবার বলা, ইশারা-ইঙ্গিত ও আকার-আকৃতি ব্যবহার করা, উদাহরণ ও উপমা পেশ করা, প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে

বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা, প্রশ্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা ও ছাত্রদেরকে পরীক্ষা করতে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু মাসআলা ছুঁড়ে দেয়া, শিক্ষাদানের সময় নম্রতা প্রদর্শন করা ও তাদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা অনুযায়ী তাদের প্রতি বিনয়ী আচরণ করা। এভাবেই একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠবে এবং একটি সমাজ উন্নতি লাভ করবে।

এমন আরও অসংখ্য শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ রীতিতে ভরপুর রাসুল (সা.)-এর পুণ্যময় সিরাত ও তাঁর কর্মজীবন, যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়।

অষ্টম অধ্যায়
আদর্শ মানব গঠনে ইতিহাসের বিস্ময়কর পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব বিপ্লব

ব্যক্তিই হলো একটি সমাজের মূলভিত্তি এবং অবকাঠামো। যার ওপর ভর করে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠে। একটি সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি হয়। তাই প্রত্যেক মানব সমাজ সবসময় মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে। এমন শিক্ষা যা জীবনের প্রতিটি দিককে সমানভাবে বিশ্লেষণ করে। যা দেহ ও আত্মার মাঝে সমন্বয় সাধন করে। যা জাগতিক চাহিদা ও আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলোর মাঝে ভারসাম্য তৈরি করে।

রাসুল (সা.) মুসলিম উম্মাহকে একটা ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তাদের হৃদয় থেকে জাহেলিয়াতের চিন্তা-ভাবনাকে মূলোৎপাটন করে তাদের মনের গভীরে ঈমানের বীজ বপন করে দিয়েছেন। জাহেলি মূল্যবোধকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা জাহেলিয়াতে প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে সে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের হয়ে যাবে। সূক্ষ্মভাবে তাওহিদ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের মহানুভবতা শেখানোর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রতার বিপক্ষে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন। তিনি একটি সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতিগঠনে একজন বুদ্ধিমতী ও মমতাময়ী মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি জাতিকে উৎসাহিত করেছেন। নিজেদেরকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি তাদেরকে হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করতে বলেছেন। একটা ভারসাম্যপূর্ণ সুসভ্য জাতিগঠনে সফল ভূমিকা পালন করেছেন।

তারবিয়া এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ: (تربية)

আরবি ভাষার অভিধানগুলোতে দৃষ্টিপাত করলে তারবিয়া শব্দের অনেক অর্থ পাওয়া যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথম: বৃদ্ধি পাওয়া।

উৎপন্ন হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। এই অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে:

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾

অর্থ: আর আপনি ভূমিকে দেখুন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমরা পানি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সবধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ।[৪২৮]

দ্বিতীয়: লালিত পালিত হওয়া।

رَبِّي - يَرْبَى عَلَى وَزْنِ خَفِيَ - يَخْفَى

এর অর্থ হলো লালিত পালিত হওয়া, বেড়ে ওঠা। সে অমুক গোত্রে লালিত-পালিত হয়েছে।

তৃতীয়: (رَبَّى -يُرَبِّي) লালন-পালন করা।

বা হরফে তাশদীদসহ, অর্থাৎ সে তাকে লালন-পালন করেছে, তার শারীরিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তি যুগিয়েছে।[৪২৯]

পারিভাষিক অর্থ: তারবিয়া এর পারিভাষিক অর্থ নিয়ে কয়েকজন ভাষাবিদের অভিমত:

ইমাম বাইজাওয়ি (মৃত্যু: ৬৮৫ হি.) বলেন, রাব মূলত **তারবিয়া** এর অর্থে, কোনো জিনিসকে ধীরে-ধীরে তার পূর্ণতায় পৌঁছানো, এরপর মোবালাগা তথা অর্থে মাঝে অতিরিক্ততা বোঝাতে রাব শব্দটা মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৩০]

---

[৪২৮]. সূরা হজ্ব -০৫

[৪২৯]. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ লিল ইদারাতিল আম্মাহ লিল মুজতামা/আত ওয়া ইহয়ায়িত তুরাছ, আল মু'জামুল ওয়াসিত, দিল্লি, হুসাইনিয়া কুতুবখানা, ইউপি, দেওবন্দ, দারুল উলুম, ২৩৮৬, পৃষ্ঠা নং: ৩২৬।

[৪৩০]. আন নাহলাওয়ী, আব্দুর রহমান, উসুলুত তরবিয়াতিল ইসলামিয়া ফিল বাইত ওয়াল মাদরাসা ওয়াল মুজতামাহ, ২য় সংস্করণ: দামেস্ক, দারুল ফিকির, ১৪০২/১৯৮২, পৃষ্ঠা নং: ১২।

আল্লামা রাগেব আল-আসফাহানি (মৃত্যু: ৫০২ হি.) বলেন, রাব মূলত **তারবিয়া** এর অর্থে ব্যাবহৃত হয়, কোনো জিনিসকে আস্তে-আস্তে পরিপূর্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়া।[৪৩১]

বিশ্বনবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ মানব গঠনে তার প্রভাব

রাসুল (সা.) ছিলেন একজন সফল শিক্ষক ও মহান প্রশিক্ষক। তার পুণ্যময় জীবনীতে একজন গবেষক খোঁজে পাবে খুবই চমৎকার একটি প্রশিক্ষণ রীতি।

যে ব্যক্তি শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ-রীতি শিখতে চায় এবং এক্ষেত্রে সফলভাবে অনুকরণীয় আদর্শ হতে চায়, তবে সে রাসুলের সফলময় জীবনীতে যা পাবে তার অনুরূপ অন্য কোথাও পাবে না। কারণ মহান আল্লাহ তাকে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জাতির মাঝে একজন সহজ সরল ও দয়ালু শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন। এমন কোনো শিক্ষাপদ্ধতি ও উপকরণ নেই, যা নিয়ে তিনি প্রয়োগ করেননি। তিনি কখনো শিক্ষার্থীদের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না বরং সর্বদা নম্র ও ভদ্র আচরণ করতেন। সে ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন। যেমন জাবির (রা.)-এর হাদিস বর্ণিত আছে, নিশ্চয় নবী করিম (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে কঠোর বানিয়ে পাঠাননি, কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন একজন সহজ হৃদয়ের শিক্ষক হিসেবে।'[৪৩২]

রাসুল (সা.)-কে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকরূপে দুনিয়াতে পাঠানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনে কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৪৩১]. পূর্বের সূত্র, পৃষ্ঠা নং: ১২।

[৪৩২]. ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং: ১৪৫১৫, ২২৩৫১, ইমাম মুসলিমও নিজ সহিহ গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন, কিতাবুত তালাক, বাবু আন তাখয়ীরু ইমরায়াতিন লা ইয়াকুনু তালাকান ইল্লা বিন্নিয়াত, হাদিস নং: ২৯(১৪৭৮) খণ্ড:২, পৃষ্ঠা নং: ১১০৫।

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

অর্থ: যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছে, যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।'[৪৩৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

অর্থ: 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলো।'[৪৩৪]

তিনি আরও বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

অর্থ: তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।'[৪৩৫]

[৪৩৩]. সূরা বাকারা -১৫১

[৪৩৪]. সূরা আল ইমরান -১৬৪

[৪৩৫]. সূরা জুম'আ- ২

রাসুল (সা.) ছিলেন একজন আদর্শ সমাজ তৈরির কারিগর, সফল শিক্ষক ও মহান প্রশিক্ষক। তার পুণ্যময় জীবনীতে আমরা খোঁজে পাবো উত্তম আদর্শ। যেমন, প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা, শিক্ষার্থীদেরকে অভিনন্দন জানানো, শ্রোতাদের তথা ছাত্রদেরকে কাছে টেনে নেয়া ও তাদেরকে নিজের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, কথা বলার পূর্বে ছাত্রদের মাঝে নিরবতা তৈরি করা, ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ ও মৃদু আঘাত করা, তাদের নাম, উপনাম ও উপাধি দিয়ে তাদেরকে ডাকা, তাদের সাথে ধীর-স্থিরভাবে কথা বলা, প্রয়োজনে একই কথা বারবার বলা, ইশারা ইঙ্গিত ও আকার আকৃতি ব্যবহার করা, উদাহরণ ও উপমা পেশ করা, প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা, প্রশ্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা ও ছাত্রদেরকে পরিক্ষা করতে তাদের উদ্দেশ্য কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া, শিক্ষাদানের সময় নম্রতা প্রদর্শন করা ও তাদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা অনুযায়ী তাদের প্রতি বিনয়ী আচরণ করা। গোপনীয় কোনো বিষয় হলে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা, প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় শিক্ষা দিতে লজ্জাবোধ না করা, ছাত্রদের পক্ষ থেকে করা প্রশ্নে বিব্রতবোধ না হওয়া বরং ভালো প্রশ্নের প্রশংসা করা, উপমা ও উদাহরণ পেশ করে উত্তর প্রদান করা, যতটুকু প্রশ্ন করা হয় তার চেয়ে অধিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা, অজানা বিষয়ের ক্ষেত্রে চুপ থাকা, উদ্ভট প্রশ্ন করলে রাগ দেখানো, জানার জন্য যুক্তিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে অনুমোদন দেয়া, শিক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের কথা বলাসহ পড়া রিপিট করার সুযোগ দান করা, নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত পড়ানো কোনো প্রকার অহংকার না করা, দক্ষ শিক্ষার্থী কর্তৃক ভুল প্রকাশ পেলে সামান্য রাগ দেখানো, গরীব ও অসহায় ছাত্রদেরকে নিজের ও পরিবারের ওপর প্রাধান্য দেয়া, ছাত্রদের স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে আচরণ করা, শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া, নারীদের সাথে নারীসুলভ ও পুরুষদের সাথে পুরুষসুলভ আচরণ করা, বৃদ্ধদের সাথে তাদের বার্ধক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আচরণ করা,

বিশেষ মান- মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে তাদের স্ব-স্ব অবস্থানের প্রতি উপযুক্ত সম্মান বজায় রেখে আচরণ করা। যাদের কাছে সম্পদের মোহ আছে তাদের সামনে ভালো দিকগুলো তুলে ধরা ও যারা সামাজিক মান-মর্যাদাকে ভালোবাসে তাদেরকে তার মহত্ত্ব বোঝানো। এসব কিছুর মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে শরিয়তভিত্তিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা। তাদেরকে আত্মশুদ্ধি, চারিত্রিক পূর্ণতাদানের মাধ্যমে দেহ ও মনকে ধীরে-ধীরে ভালো কাজের জন্য অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করা। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং একটি আদর্শবান সমাজ তৈরি হবে।[৪৩৬]

শিক্ষা-দীক্ষায় বিশ্বনবীর আদর্শ অনুসরণ ও এর অবদান

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে রাসুল (সা.) উত্তম আদর্শের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থ: (হে নবী!) নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[৪৩৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থ: আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[৪৩৮]

মানব সমাজে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর যে সকল বিপর্যয় নেমে আসে, তা হলো মানুষের অপশিক্ষা এবং তাদের চারিত্রিক অপূর্ণতা, মানবিক স্বভাব- প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ

[৪৩৬]. মুস্তফা সাদেক আর রাফেয়ি, ই'জাযুল কুরানিল কারিম ওয়াল বালাগাতিন নাবাবিয়্যাহ, (বৈরুত / দারুল কিতাবিল আরবি) পৃষ্ঠা নং:২৮২, এবং ড. ফজলে ইলাহি, আন নবিউল কারিম মুয়াল্লিমান, ১ম মুদ্রণ, (রিয়াদ, মুয়াসসাসাতুল জুরাইসি লিত তওজী ওয়াল ইলান, ১৪২৪হি:- ২০০৩ ইং) পৃষ্ঠা নং: ৫-৭।

[৪৩৭]. সূরা কলম: ৪

[৪৩৮]. সূরা আহযাব- ৩১

করেছেন একটি পরিপূর্ণ ও স্বভাবজাত ব্যক্তিত্ব গঠন, পৃথিবীতে মানবতার উত্তম আদর্শ তৈরি, মানবসমাজে খোদায়ি ইনসাফ কায়েম এবং আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য। আমরা পশ্চিমা শিক্ষানীতি ও দর্শনের দিকে তাকালে সেখানে ইউরোপের মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও জুলুম নির্যাতন থেকে মানবতাকে রক্ষা করার কোনো প্রকার উদ্যোগ কিংবা প্রয়াস দেখতে পাই না। তাই মানবতা রক্ষার জন্য ইসলামি শিক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইসলাম ধর্মের মূল উৎসগুলোই ইসলামি শিক্ষার উৎস। যার প্রথমে আছে কুরআন এবং এরপরে আছে নবীর সুন্নত।

রাসুল (সা.)-এর সুন্নত ও তার আদর্শগুলো মুসলমানদের অন্তরে এক গভীর শিক্ষণীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছে। যা তাদেরকে জাহেলিয়াতের কাব্য চর্চা, কাব্য নিয়ে পরস্পর অহংকারবোধ করা, পাণ্ডিত্য ও গণনাবিদ্যাসহ সকল জাহেলিয়াতের ঐতিহ্যগত বদঅভ্যাস থেকে ফিরিয়ে এনেছে। অথচ তারা ছিলো জাহেলি যুগে এসবের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত। অতঃপর কুরআনুল কারিম রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তাঁদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। হযরত আয়েশা (রা.) খুবই চমৎকার ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। রাসুল (সা.)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন,

عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

অর্থ: তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।[৪৩৯]

পবিত্র কুরআনও এর সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾

[৪৩৯]. ইমাম আহমদ ইবনে হামবল, মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইবনে হামবল, মুহাক্কিক: শোয়াইব আরনাউত ও অন্যান্যরা, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি. ১৯৯৯ইং, খণ্ড সংখ্যা: ৫০, খণ্ড নং: ৪১, পৃষ্ঠা নং: ১৪৮।

অর্থ: আর কাফেররা বলে,সমগ্র কুরআন তাঁর কাছে একবারে নাযিল হলো না কেন? এভাবেই আমরা নাজিল করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে-ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।'[৪৪০]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন, কুরআন তেলাওয়াত ও তার শিক্ষার আলোকে ধীরে-ধীরে মুনিনদের ঈমানকে মজবুত ও অন্তরকে দৃঢ় করার জন্য। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কুরআনকে তাঁদের জীবনে বাস্তবায়ন করা শুরু করে দেন। তাঁদের একমাত্র ব্যস্ততা ছিলো তাঁদের দৈনন্দিন জীবনকে কুরআনের সৌন্দর্যে সজ্জিত করা ও এর আলোয় আলোকিত করা। এবং রাসুল (সা.)-এর জীবনের আলোকে তাঁদের জীবনকে পরিচালিত করা।[৪৪১]

রাসুল (সা.) কর্তৃক তাঁর সাহাবিদেরকে শিক্ষাদানের চিত্রটি শায়খ আবুল হাসান আলি আন নদভি (রহ.)-এর লেখায় খুবই চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে, তিনি বলেন-

هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم بالقرآن ويربي نفوسهم بالإيمان ويخضعهم أمام رب العالمين خمس مرات في اليوم عن طهارة بدن وخشوع قلب وخضوع جسم وحضور عقل. فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق وتحررا من سلطان الماديات ومقاومة للشهوات ونزوعا إلى رب الأرض والسموات ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، لقد رضعوا حب الحرب وكأنهم ولدوا مع السيف وهم من أمة، من أيامها حرب بسوس وداحس والغبراء وما يوم الفجار ببعيد.

[৪৪০]. সূরা ফুরকান-৩২

[৪৪১]. মুহাম্মদ শদীদ, মানহাজুল কুরআন ফিত তরবিয়াহ, (বৈরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, মুদ্রণ-১৪১৫/১৯৭৪, পৃষ্ঠা নং: ৮০-১০০।

অর্থ: রাসুল (সা.) কুরআন দ্বারা তাদের প্রাণের খোরাক যোগিয়েছেন, ঈমান দিয়ে তাদের অন্তরের বৃদ্ধি সাধন করেছেন এবং দৈনিক পাঁচ বার তাদেরকে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে মস্তকাবনত করিয়েছেন পবিত্র শরীরে, বিনীত অন্তরে, অবনত দেহে ও জাগ্রত জ্ঞানে। ফলে প্রতিদিন তাদের প্রাণের মহাত্ম, অন্তরের স্বচ্ছতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুবাদ ও মনের প্রভৃতির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতির কাছে তারা ফিরে যায়। এবং তারা কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সৌজন্যতার সহিত ক্ষমা করে এবং যেকোনো কঠিন মুহূর্তে নিজেকে বশে আনতে পারে। শিশুকালে দুগ্ধপানের মতো যুদ্ধপ্রীতি নিয়ে তারা বড়ো হয়েছে, যেন তরবারি সাথে নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করেছে, তারা এমন জাতির লোক বসুস, দাহিস ও গাবরার মতো ভয়ানক যুদ্ধ যাদের ইতিহাস। "ইয়ামুল ফুজ্জার" এর মতো ঐতিহাসিক ঘটনা তো তাদের থেকে বেশি দূরে নয়।[৪৪২]

সদ্যজাত জাতিকে ঈমান, তাকওয়া ও মানবতা শিক্ষা দিয়েছে

ক. তাওহিদের শিক্ষা

একজন মহান শিক্ষক নতুন উদিত হওয়া জাতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এই নতুন শিক্ষাধারায় কুরআন ছিলো তাদের সিলেবাস তথা পাঠ্যক্রম। এই কুরআনের বদৌলতে তাঁরা সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন। জাহেলিয়াতের শিকড় উপড়ে ফেলেছেন। ফলে ঈমান তাঁদের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে প্রোথিত হয়েছে, তাদের অন্তরের অন্তস্তলে আকিদার ভিত মজবুত হয়েছে। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা তাদের রক্তপ্রবাহের সাথে মিশে গেছে। ফলে তাদের কাছ থেকে ঈমানদীপ্ত ও সাহসিকতাপূর্ণ বহু বিস্ময়করঘটনার জন্ম নিয়েছে। এবং রাসুল (সা.) তাঁদের জন্য ঈমানকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সফলতার মূল উৎসে পরিণত করেছেন। তিনি বলেন,

[৪৪২]. আবুল হাসান আলি আন নদভি, মাজা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতুল মুসলিমীন, কায়রো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, নতুন সংস্করণ: ১৪১০হি. -১৯৯০ইং, পৃষ্ঠা নং: ১২৪।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

অর্থ: হে লোকেরা! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলো, সফলকাম হবে।'[৪৪৩]

তাই তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যে আল্লাহ অসংখ্য সুন্দর-সুন্দর নাম ও সুউচ্চ আদর্শের অধিকারী। যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে তার জীবনধারা পালটে যায়। এবং তার অন্তরের ইচ্ছা, অনুভূতি, রুচিবোধ ও আচার-আচরণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং সে অমানুষ থেকে মানুষে পরিণত হয়।

রাসুল (সা.) উত্তম পন্থায় তাঁর ওপর আগত সমস্যাগুলোর সমাধান করতেন। ফলে তাঁর চরম শত্রুরাও পরম বন্ধুতে পরিণত হত।[৪৪৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

অর্থ: আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করুন দ্বারা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।'[৪৪৫]

খ. মানুষের মান-মর্যাদার শিক্ষা

রাসুল (সা.) তাঁর নবসৃষ্ট জাতিকে মানুষের মান-মর্যাদার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾

অর্থ: আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এবং তাদেরকে উত্তম রিজিক দান

[৪৪৩]. আস সুয়ুতি, জালালুদ্দিন, জামিয়ুল আহাদিস, হাদিস নং: ৪১২০১।
[৪৪৪]. আবুল হাসান আলি আন নদভি, মাজা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতুল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা নং: ১৩০।
[৪৪৫]. সূরা ফুসসিলাত-৩৪,

করেছি এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'[৪৪৬]

মানুষেরা সবাই এই ঈমানের অধীনে একটি পরিবারে মতো। দ্বীন ব্যতীত কারো ওপর কারো কোনো সম্মান নেই। তাকওয়া বা খোদাভীতি ছাড়া কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে-অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে, তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।'[৪৪৭]

তাই রাসুল (সা.) সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও জাহেলি রীতিনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সাথে-সাথে মানুষের মনে মানবতার প্রাণ সঞ্চার করেছেন এবং তাদেরকে সম্মান, মান-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের নতুন মানদণ্ড দান করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قد أذهب عنكم عُبِّيَّةَ الجاهليةِ وفخرَها بالآباءِ , مؤمنٌ تقيٌّ , وفاجرٌ شقيٌّ , أنتم بنو آدمَ , وآدم من تراب لَيَدَعَنَّ رجالٌ فخرَهم بأقوامٍ , إنما هم فحمٌ من فحْمِ جهنمَ , أو لَيكونُنَّ أهونَ على اللهِ من الجِعْلَانِ التي تدفعُ بأنفِها النَّتِنَ».

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ তোমাদের জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার ও

[৪৪৬]. সূরা ইসরা -৭০

[৪৪৭]. সূরা হুজরাত -১৩।

পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। মুমিন হলো আল্লাহভীরু আর পাপী হলো দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদম (আ.)-এর সন্তান আর আদম (আ.) মাটির তৈরি। লোকদের উচিত বিশেষ গোত্রভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে অহংকার না করা। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ময়লার সেই কীটের চেয়ে জঘন্য গণ্য হবে যে, তার নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে নিয়ে যায়।'[৪৪৮]

সুতরাং কোনো অনারবের ওপর আরব কিংবা কালো বর্ণের ব্যক্তির ওপর সাদা বর্ণের কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নেই একমাত্র তাকওয়া ছাড়া। রাসুল (সা.) আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ،

অর্থ: হে লোকেরা! মহান আল্লাহ তোমাদের জাহেলি যুগের মিথ্যা অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। সৎ ও খোদাভীরুগণ আল্লাহর কাছে সম্মানিত আর পাপী ও হতভাগ্যরা আল্লাহর কাছে তুচ্ছ। মানুষেরা সবাই আদম থেকে এসেছে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।[৪৪৯]

রাসুল (সা.) নামাজ শেষে তাঁর প্রভুর সাথে মোনাজাতে মানুষের সম্মানের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اللّٰهُمَّ أنت ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللّٰهُمَّ أنت ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة اللّٰهُمَّ أنت ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في الدنيا و الآخرة ذاالجلال والإكرام

[৪৪৮]. আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৫১১৮।

[৪৪৯]. বুরহান ফওরী, আলাউদ্দিন আলি ইবনে হুসামুদ্দীন আল মুত্তাকী আল হিন্দি, (মৃত্যু: ৯৭৫হি.) কানজুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল উম্মাল, মুহাক্কিক: বকরী হায়্যানী, সফওয়াতুস সকা, প্রকাশনা: মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হি.- ১৯৮১ ইং, হাদিস নং:১২৯৬।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রব,তুমি সব কিছুর রব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তোমার রাসুল ও তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রব, তুমি সব কিছুর রব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার বান্দাগণ সকলে ভাই-ভাই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রব, তুমি সব কিছুর রব, আমাকে তোমার জন্য একনিষ্ঠ বানিয়ে নাও এবং আমার পরিবার-পরিজন দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।'

এমনকি রাসুল (সা.) মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, অথচ তা ছিলো একজন ইহুদীর মৃতদেহ। মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি তা করেছেন যে, সকল মানুষকে সম্মান করতে হবে চাই সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, মৃত হোক কিংবা জীবিত হোক।

(নিশ্চয় রাসুল (সা.) পাশ দিয়ে একটি জানাজা অতিক্রম করলে তিনি দাঁড়িয়ে যা। তাকে বলা হলো,

فقال: أَلَيْسَتْ نَفْساً

অর্থ: এটা একটি ইহুদির জানাজা। তিনি বললেন, এটা কি একটি প্রাণ নয়? [৪৫০]

গ. জাহেলি প্রথা প্রত্যাখ্যানের শিক্ষা

রাসুল (সা.) মুসলমানদের অন্তর থেকে জাহেলি রীতি-নীতি ও কুপ্রথাগুলোকে সমূলে উপড়ে ফেলেছেন। এবং সেগুলো তাদের মধ্যে প্রবেশের সবধরনের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি সর্বদা তাদেরকে ইসলামের সমুন্নত বিধান শিক্ষা দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে লড়াই করেছেন। জাহেলিয়াতের রীতিনীতিসমূহকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এবং যারা জাহেলি প্রথা বা রীতিনীতি দিকে মানুষকে আহ্বান করবে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

[৪৫০]. আল হুমাইদি, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জাময়ু বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম, হাদিস নং: ৭০৩।

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ» .

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে বা গোত্রের দিকে আহ্বান করে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ঐ ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসবিয়্যাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও নয় যে আসাবিয়্যাতের ওপর মারা যায়"।[৪৫১]

এভাবেই রাসুল (সা.) নবসৃষ্ট উম্মতের মাঝে ঈমানি শিক্ষার বীজ বপন করে তাদের মন থেকে জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করেছেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, দু'জন বালক মারামারি করছিলো। তাদের একজন মুহাজিরদের আর অপরজন আনসারদের। অতঃপর মুহাজির বালকটি ডাক দিলো, হে মুহাজিরিন, তোমরা এসো। অপরদিকে আনসার বালকটি ডাক দিল, হে আনসারেরা, তোমরা এসো। এটা দেখে রাসুল (সা.) বের হয়ে বললেন,

"مَا هَذَا، دَعْوَى الْجَاهِلِيَّة؟ " قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِلَّا أَن غلامين اقتتلا، فَكَسَعَ أَحدهمَا الآخر. فَقَالَ: " لَا بَأْس، ولينصر الرجل أَخَاهُ ظَالِما أَو مَظْلُوما، إِن كَانَ ظَالِما فلينهه، فَإِنَّهُ لَهُ نصرٌ، وَإِن كَانَ مَظْلُوما فلينصره ".

অর্থ: এটা কেমন আহ্বান তোমাদের? এটা তো জাহেলি যুগের আহ্বান। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসুল! দু'জন বালক মারামারি করেছে, তাদের একজন অপরজনের পশ্চাৎপদে আঘাত করেছে। তিনি (সা.) বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই, প্রত্যেকে নিজের ভাইকে সাহায্য করবে, চাই সে জালেম তথা অত্যাচারী হোক কিংবা মজলুম তথা অত্যাচারিত হোক। যদি সে অত্যাচারী হয় তবে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে, এটাই তার জন্য সাহায্য। আর যদি সে অত্যাচারিত হয় তবে তাকে সাহায্য করবে।'[৪৫২]

[৪৫১]. আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৫১২৩।

[৪৫২]. আল হুমাইদি, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জাময়ু বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম, হাদিস নং: ১৫২৬।

তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন এবং কঠোরভাবে তা প্রতিহত করেছেন। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عَيَّرَ أَبُو ذَرٍّ بِلَالًا بِأُمِّهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ، وَإِنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَغَضِبَ، فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ وَلَمْ يَشْعُرْ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَعْرَضَكَ عَنِّي إِلَّا شَيْءٌ بَلَغَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَنْتَ الَّذِي تُعَيِّرُ بِلَالًا بِأُمِّهِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا لِأَحَدٍ عَلَيَّ فَضْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَطَفِّ الصَّاعِ.

অর্থ: 'একদা আবু জর (রা.), বেলাল (রা.)-কে মায়ের নামে গালি দিয়ে বলেন, হে কালোর (মহিলার) বাচ্চা? এদিকে বেলাল (রা.) রাসুল (সা.)-কে তা বলে দিলেন। ফলে রাসুল (সা.) আবু জরের ওপর ক্ষুব্ধ হলেন। এরপর আবু জর (রা.) রাসুল (সা.)-এর কাছে আসলেন কিন্তু তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। অতঃপর রাসুল (সা.) তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবু জর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার ব্যাপারে যা শুনেছেন তার কারণে হয়তো আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি সেই ব্যক্তি যে বেলালের মায়ের নামে গালি দিয়েছো? নবী (সা.) আরও বলেন, 'যিনি মুহাম্মাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ অথবা আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে শপথ করে বলছি, আমল ব্যতীত আমার নিকট কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা আমার কাছে পাত্রের কিনারা ছাড়া আর কিছুই নও।'[৪৫৩]

[৪৫৩]. বায়হাকি, আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল খুসরাওজীরদী আল খোরাসানি, আবু বকর (মৃত্যু: ৪৫৮ হি.), শুয়াবুল ঈমান, নং: ৪৭৭২, তাহকিক: ড. আবদুল আলী আব্দুল হামিদ হামেদ, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ লিন নশর ওয়াত তওজী রিয়াদ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৩/২০০৩, খণ্ড নং: ১৪।

বিশ্বনবী (সা.) স্বীয় উম্মতকে প্রভুত পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছেন

একজন বুদ্ধিমতী মা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে থাকে। রাসুল (সা.) স্বীয় উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে একজন বুদ্ধিমতী, দয়ালু এবং আদর্শ মায়ের ভূমিকা পালন করেন। পৃথিবীর বুকে একটি সুশিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ উম্মত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তাই তিনি উম্মতকে ব্যাপক বিশুদ্ধতা বা বিস্তৃত পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছেন। শরীর ও মন উভয়ের পবিত্রতাকে তিনি সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। পবিত্রতাকে তিনি ঈমানের অঙ্গ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ ঈমানকে গ্রহণ করবেন না। রাসুল (সা.) বলেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَان

অর্থ: 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।'[৪৫৪]

অন্তরের বিশুদ্ধতা

ইসলামের নিয়ম হলো প্রথমে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পরে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। তাই ইসলাম শারীরিক মানুষের শারীরিক পবিত্রতার পূর্বে অন্তরের বিশুদ্ধতার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। শিরকের নাপাকি থেকে অন্তরকে পবিত্র করা এবং তাওহিদের বিপরীত সকল কাজ ও বিশ্বাস থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

অর্থ: 'সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।'[৪৫৫]

[৪৫৪]. বুখারি (৬০৫০), মুসলিম (১৬৬১) (৩৮) (৩৯), আব্দুর রাজ্জাক, মুছান্নাফ,, নং: (৯/৪৪৭, ১৭৯৬৫), আ'মশের বর্ণনায় তিনি মা'মুর ইবনে সুয়াইদ থেকে।
[৪৫৫]. সূরা শামছ-৯,১০

কুরআনে শিরিক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে এবং সেটাকে সবচেয়ে বড় ও ভয়ংকর গোনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন কুরআনের বাণী,

﴿يَابُنَيَّ لاتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থ: হে আমার প্রিয়বৎস! আল্লাহর সাথে কোনো শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক বড়ো জুলুম।

এরপর ঘোষণা করা হয়েছে, যারা শিরকে লিপ্ত হয় তাদেরকে কখনো ক্ষমা করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لايَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না; আর এর থেকে ছোট যাবতীয় গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে সে ভীষণ ভাবে পথ ভ্রষ্ট হয়।'[৪৫৬]

শরীর, কাপড় ও চুলের পরিচ্ছন্নতা

রাসুল (সা.) একটি সভ্য ও রুচিশীল জাতি গঠনে কাজ করেছেন। তাই তিনি উম্মতকে শরীর, কাপড়-চোপড় ও মাথার চুল ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সদা সচেষ্ট থাকতে বলেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

অর্থ: 'যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে তোমরা ভালোভাবে পবিত্র হয়ে নাও।'[৪৫৭]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে। আল্লাহ নিজেই তা বলেছেন,

[৪৫৬]. সূরা নিসা -১১৬
[৪৫৭]. সূরা মায়িদা -৬

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين﴾

অর্থ: 'সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন ভালোবাসে, আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।'[৪৫৮]

আর সে জন্যই রাসুল (সা.) মুসলমানদের ওপর গোসলকে আবশ্যক করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন ,

حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

অর্থ: 'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আল্লাহর হক বা অধিকার হলো সে প্রতি সাতদিনে একবার তার শরীর ও মাথা ধৌত করবে।'[৪৫৯]

রাসুল (সা.) এর শিক্ষা হলো একজন মুসলিম সর্বদাই পরিচ্ছন্ন শরীর ও পরিষ্কার কাপড়ে মানুষের মাঝে চলাফেরা করবে। তাই তিনি সবসময় স্বীয় সাহাবিদের মাথার চুল ও কাপড়-চোপড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এবং কারো চুল এলোমেলো কিংবা কাউকে অপরিচ্ছন্ন পোশাকে দেখলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ويقول أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يغسل به ثيابه .

অর্থ: 'একদা রাসুল (সা.) আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং তিনি এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক লোককে দেখতে পেলেন অতঃপর বললেন, 'এই লোক কি তার চুল ঠিক করার জন্য কিছু পায় না?।'[৪৬০]

তিনি আরও বলেন, 'এই লোক কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায়না?" ।[৪৬১]

[৪৫৮]. সূরা তওবা -১০৮
[৪৫৯]. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, (৪৪৯)
[৪৬০]. ইমাম নাসায়ী, সুনানে নাসায়ী (৯২৬১) ।
[৪৬১]. ইবনে হাব্বান, সহিহ ইবনে হাব্বান (৫৪৮৩) ।

মুখের সুগন্ধি নিশ্চিত কর: (মিসওয়াক করার আদেশ)

রাসুল (সা.) তার উম্মতের মুখের দুর্গন্ধ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের মুখকে সর্বদা সতেজ সুগন্ধময় রাখার জন্য গুরুত্বারোপ করতেন। এব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, মুখের পরিচ্ছন্নতার বিধানকে তিনি অনেকটা ওয়াজিবের কাছাকাছি করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

অর্থ: 'যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।'[৪৬২]

মুখের সুগন্ধ নিশ্চিত করতে রাসুল (সা.) যারা দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা সবজি খায় তাদেরকে মসজিদের নিকটবর্তী হতে এবং মানুষের সমাবেশে যাওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। যেনো তাদের মুখের দুর্গন্ধে ফেরেশতা এবং তাদের আশপাশের লোকজন কষ্ট না পায়। তিনি বলেন,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন ও লিক খায় সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়, কেননা আদম সন্তানেরা যেসব কারণে কষ্ট পায় ফেরেশতারা সেসব কারণে কষ্ট পায়।'[৪৬৩]

উম্মতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাসুল (সা.) নিজে সবসময় পরিচ্ছন্ন থাকতেন। উত্তম কাপড় পরিধান করতেন। ভালো সুগন্ধিযুক্ত আতর ব্যবহার করতেন। তিনি কারো সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করলে তার হাত সারাদিন সুগন্ধময় থাকতো। তিনি কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সুগন্ধির কারণে তা টের পাওয়া যেতো। তিনি কোনো

[৪৬২]. আল হুমাইদি, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জাময়ু বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম (২৪৬৫)।

[৪৬৩]. আল হুমাইদী, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জাময়ু বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম (১৫৩৪)।

বাচ্চার মাথায় হাত রাখলে তার ঘ্রাণ শুঁকে সে বাচ্চাকে অন্যান্য বাচ্চা থেকে আলাদা করা যেতো। যেমন আনাস (রা.) বলেন,

مَا شَمَمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًا، وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে বেশি সুগন্ধিযুক্ত কোনো মেশক কিংবা আনবারের সুগন্ধি কখনো পাইনি এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতের চেয়ে নরম কোনো রেশমি কাপড়ও আমি কখনো স্পর্শ করিনি।[৪৬৪]

রাসুল (সা.)-এর ঘাম ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আতরের চেয়েও বেশি সুগন্ধিযুক্ত যা বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হতো। আনাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ فَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟" قَالَتْ : هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

অর্থ: 'একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সামান্য বিশ্রাম নিলেন। তাঁর শরীর ঘেমে গেলে, আমার মা একটি পাত্র নিয়ে আসলেন। অতঃপর তাঁর পবিত্র ঘামকে তিনি ঐ পাত্রে সংগ্রহ করতে লাগলেন। এরপর তিনি জাগ্রত হলেন এবং বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা কী করছো? আমার মা বললেন, এগুলো আপনার ঘাম। আমরা তা সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করি। এগুলো হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।[৪৬৫]

[৪৬৪]. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, তরককিমু আবদুল বাকি (২৩৩০)

[৪৬৫]. প্রাগুক্ত, (২৩৩১)

রাসুল (সা.) চাইতেন একজন মুসলিম যেন, পরিপাটি, সুদর্শন ও চমৎকার আকৃতির অধিকারী হয়। তাকে দেখলেই যেন প্রশান্তি লাভ করা যায়। তিনি নিজেও মানুষের সামনে বের হওয়ার পূর্বে নিজেকে পরিপাটি করে নিতেন। নিজের পোশাক ও চুল-দাড়ি ঠিক করতেন এবং সাজসজ্জা গ্রহণ করতেন। তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন,

أَحْسِنْ عِلاقَةَ سَوْطِك فإن الله جميلٌ يحبُّ الجمالَ

অর্থ: 'তুমি তোমার চাবুককে সুন্দরভাবে ঝুলিয়ে রাখো, কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।'[৪৬৬]

ঘর ও আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা

রাসুল (সা.) তাঁর উম্মতকে ঘরবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কোথায় কীভাবে মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করবেন তাও তিনি তাদেরকে শিখিয়েছেন। ময়লা-আবর্জনা ও জীবাণুমুক্ত সুস্থ এবং নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যেখানে-সেখানে মল-মূত্রত্যাগ করা থেকে নিষেধ করে তিনি বলেন,

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ.

অর্থ: 'তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেগুলো হচ্ছে: মানুষের অবতরণস্থল, চলাচলের পথ ও জলাশয়ে চলাচলের পথে ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় পায়খানা করা।'[৪৬৭]

রোগ জীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে এমন স্থানে পেশাব করা থেকে বারণ করে তিনি বলেন,

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

অর্থ: 'তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহের উদ্রেক হয়।'[৪৬৮]

[৪৬৬].আস সুয়ুতি, জালালুদ্দিন, জামিয়ুল আহাদীস, হাদিস নং: ৭৭৫।
[৪৬৭]. ইমাম আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, (২৬)।

চারপাশের পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাসুল (সা.) তাগিদ দিতেন। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। এবং যারা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা করে তাদের কাজকে ইহুদীদের কাজের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,

نظفوا أفنيتكم ولاتشبهوا اليهود

অর্থ: তোমরা তোমাদের আঙিনা পরিষ্কার রাখো এবং তোমরা ইহুদিদের মতো হয়ো না।'[৪৬৯]

রাসুল (সা.) তাঁর উম্মতকে পানির বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তাদেরকে পানি অপরিষ্কার ও নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কারণ পানি হলো পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের সবচেয়ে উত্তম ও শক্তিশালী মাধ্যম। যদি এর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা না যায় তবে তা জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হবে এবং নানা ধরনের রোগবালাই ও মহামারী নিয়ে আসবে। রাসুল (সা.) বলেন,

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِيْ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ

অর্থ: 'তোমাদের কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে অতপর তা থেকে ওজু না করে।'[৪৭০]

পানি পান করার সময় তাতে নিশ্বাস ফেলতেও তিনি বারণ করেছেন। কারণ তাতে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়ে পানির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন,

إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء، وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يتمسح بِيَمِينِه

অর্থ: 'তোমাদের কেউ যেন পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস না ফেলে এবং শৌচকর্ম করার সময় ডানহাত দিয়ে তার লিঙ্গ স্পর্শ ও মাসেহ না করে।'[৪৭১]

[৪৬৮]. ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, (৩০৪)।
[৪৬৯]. মুসনাদুল বাজজার, নং: ১১১৪।
[৪৭০]. ইমাম তিরমিজি, সুনানে তিরমিজি (২৪৮৯)।

পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা

রাসুল (সা.) চাইতেন প্রত্যেক মুসলিম যেনো সুস্থ শরীর ও শক্তিশালী গঠনের হয়। তাই তিনি তাদের জন্য পবিত্র খাবারসমূহ বৈধ করেছেন এবং অপবিত্র ও নোংরা জাতীয় খাবারগুলো নিষিদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾

অর্থ: তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো হারাম করেছেন।'[৪৭২]

সুতরাং মুসলমানদের উচিত শুধুমাত্র হালাল খাবারগুলো গ্রহণ করা, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, অবৈধ ও মাদকজাতীয় খাবারগুলো থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমরা যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত করো।'[৪৭৩]

তখনই খাবার গ্রহণ করতে হবে যখন পেটে ক্ষুধা আসবে। পানাহারের সময় বেশি তাড়াহুড়ো কিংবা অতি ধীরস্থিরতাও অবলম্বন করা যাবে না। অতিরিক্ত বেশিও খাওয়া যাবেনা এবং কমও খাওয়া যাবে না। এমন খাবার গ্রহণ করতে হবে যা দেহের মাংসপেশি ও মেরুদণ্ড শক্তিশালী করে এবং যা শরীরের সুস্থতা নিশ্চিত করে। এব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়ে রাসুল (সা.) বলেছেন,

---

[৪৭১]. আল হুমাইদি, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জাময়ু বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম (৭২০)
[৪৭২]. সূরা আ'রাফ: ১৫৭
[৪৭৩]. সূরা বাকারা-১৭২

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسَبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثًا طَعَامًا، وَثُلُثًا شَرَابًا، وَثُلُثًا لِنَفَسِهِ.

অর্থ: 'কোনো আদম সন্তান যেন উদরভর্তি করে খাবার না খায়, বনি আদমের জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট যা মেরুদণ্ড শক্ত করে। যদি তাতে যথেষ্ট না হয়, তবে সে এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ নিশ্বাসের জন্য রাখবে।'[৪৭৪]

তাই খাবার গ্রহণের সময় পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবার, এক তৃতীয়াংশ পানি ও অপর এক তৃতীয়াংশ নিশ্বাসের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। এটাই দেহ, মন ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। অতিরিক্ত ভক্ষণের ফলে হার্ট নষ্ট হয়ে যায়, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অলসতা চলে আসে। ফলে ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটে। ধীরে-ধীরে খাওয়ার রুচি হারিয়ে যেতে থাকে। এবং অতিরিক্ত খেলে খাবারের অপচয় হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبّ الْمُسْرِفِينَ﴾

অর্থ: 'তোমরা খাও এবং পান করো, অপচয় করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে ভালোবসেন না।'[৪৭৫]

এই ছোট্ট আয়াতেই স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের সম্পূর্ণ বিধান নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আয়াতে বর্ণিত বিধানমতে অনুযায়ী আমল করতে পারবে সে তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারবে।

সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা

প্রত্যেক জিনিসের মধ্যভাগ হচ্ছে সবচেয়ে সমান, ভারসাম্যপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট অংশ। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে মধ্যপন্থী জাতি আখ্যা দিয়ে বলেন,

---

[৪৭৪]. তবরানি, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব আবুল কাসেম আত-তবরানি, মুসনাদুশ শামিয়ীন, তাহকিক: হামদী ইবনে আবদুল মাজীদ আসসালাফী, (বৈরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, মুদ্রণ-১৪০৫ হি. -১৯৮৪হি., ৩৩৬/৩), ইবনে হিব্বান তা বর্ণনা করেছেন মাওয়ারিদে, (৩৪৪৯), মু'জামুল কবির, খ.২০ নং:৬৪৫, তিরমিজি, (১৩৮১) ।
[৪৭৫]. সূরা আ'রাফ -৩১

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾

অর্থ: 'আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হও। এবং রাসুল ও তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন।'[৪৭৬]

তাই রাসুল (সা.) তাঁর উম্মতকে সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়েছেন। এবং মধ্যপন্থাকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম পন্থা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا

অর্থ: 'সবচেয়ে ভালো জিনিস হলো মাঝখানের জিনিস।'[৪৭৭]

এবং তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইসলামে কোন বিষয়ে কাঠিন্য, অবসাদগ্রস্ততা, পক্ষপাতিত্ব কিংবা সাম্প্রদায়িকতা ও একগুঁয়েমির কোনো স্থান ইসলামে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

অর্থ: 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।'[৪৭৮]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

অর্থ: 'তোমাদের জন্য দ্বীনের কোনো বিষয়ে কষ্টকর কিছু করেননি।'[৪৭৯]

---

[৪৭৬]. সূরা বাকারা -১৪৩

[৪৭৭]. ইবনুল আসির, মুজিদুদ্দীন আবুস সাদাত মুবারক ইবনে মুহাম্মদ আজ জাযরী (মৃত্যু: ৬০৬ হি.), জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রসুল, তাহকিক:আব্দুল কাদির আল আরনাউত, প্রকাশক: মাকতাবাতুল হিলওয়ানী - মাতবা'আতুল মিলাহ-মাকতাবাতু দারিল মালাহ, ১ম মুদ্রণ, খ.১০, পৃষ্ঠা: ১৩০।

[৪৭৮]. সূরা বাকারা-১৮৫

[৪৭৯]. সূরা হজ্ব -৭৮

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম হলো একটি মহানুভবতার ধর্ম। ইসলামে কঠোরতার কোনো স্থান নেই। ইসলাম সবসময় মানুষকে সহজ বিষয়টি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক হোক, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে কষ্ট ও ক্লেশ দূর করতে উৎসাহিত করে। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়গুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করে ইসলাম। কারণ দেহ এবং রুহ উভয়টি দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ .

অর্থ: 'আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'[৪৮০]

অপরদিকে পুরোপুরিভাবে আধ্যাত্মিকতায় ডুবে যাওয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিমুখী হয়ে বিয়ে-শাদী ও যাবতীয় জৈবিক চাহিদা ত্যাগ করে সুফিবাদ কিংবা বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করাটাও ইসলাম সমর্থন করে না। হাদিসে এসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

অর্থ: 'হে মানুষেরা! দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বকার লোকেদেরকে দীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়িই ধ্বংস করেছে।'[৪৮১]

এব্যাপারে হাদিসে আরও এসেছে,

---

[৪৮০]. সূরা বাকারা -২০১

[৪৮১]. আল কযওয়িনী, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আবু আব্দুল্লাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, তাহকিকঃ ফোয়াদ আবদুল বাকি, প্রকাশক: দারুল ফিকির, বৈরুত, খণ্ড সংখ্যা: ২, নং: ৩০২৯। শেখ আলবানি বলেছেন, হাদিসটি সহিহ।

إياكم والتعمق في الدين، فإن الله تعالى قد جعله سهلا، فخذوا منه ما تطيقون، فإن الله يحب مادام من عمل صالح، وإن كان يسيرا

অর্থ: 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বেশি চাপাচাপি করো না, কেননা আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে সহজ করেছেন। সুতরাং তোমরা যতটুকু করতে সক্ষম ততটুকুই গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলা সেই সৎকর্মটি পছন্দ করেন যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা সামান্য হয়।'[৪৮২]

তাই রাসুল (সা.) স্বীয় উম্মতকে সহজভাবে দ্বীনকে উপস্থাপন করতেন। এবং তিনি তাদেরকে দীনের ব্যাপারে হানাফিয়্যাত বা মধ্যপন্থা শিক্ষা দিতেন। যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো,

« يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: حَنِيفِيَّةٌ سَمْحَةٌ »

অর্থ: 'হে আল্লাহর রাসুল! ইসলামের কোন বিষয়টি বেশি উত্তম? তিনি বলেন, হানাফিয়্যাত তথা মধ্যপন্থা অবলম্বন।'[৪৮৩]

এভাবেই ইসলাম মানুষের দেহ, আত্মা, বিবেক-বুদ্ধি এবং দ্বীন ও দুনিয়াকে সমন্বয় ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছে।

পরিশেষে,

তাই রাসুল (সা.) মুসলিম উম্মাহকে তেমনই একটা ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে তাওহিদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের মনের গভীরে ঈমানের বীজ বপন করে দিয়েছেন। মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন। তাদের হৃদয় থেকে জাহেলিয়াতের চিন্তা-ভাবনাকে মূলোৎপাটন করেছেন। তিনি তাদেরকে

[৪৮২]. বুরহান ফওরী, কানজুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল উম্মাল, (৫৩৪৮)।

[৪৮৩]. তবরানী, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ, আল মু'জামুল ওয়াসীত,(১০০৬), তাহকিক: তারিক ইবনে ইওয়াজুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ, আব্দুল মুহসিন ইবনে ইব্রাহিম আল হুসাইনী, প্রকাশক: দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি., খণ্ড সংখ্যা: ১০।

ইসলামের মহানুভবতা শেখানোর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রতার বিপক্ষে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। জাহেলি মূল্যবোধকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতে প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে সে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের হয়ে যাবে। তিনি একটি সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতিগঠনে একজন বুদ্ধিমতী ও মমতাময়ী মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি জাতিকে উৎসাহিত করেছেন। দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। নিজেদেরকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি তাদেরকে হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করতে বলেছেন।

নবম অধ্যায়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দাওয়াত

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল আগমন করেছেন তারা সবাই তাওহিদের পথে মানুষদের দাওয়াত দিয়েছেন, তাওহিদের পথে তারা মানুষকে আহ্বান করেছেন। পৃথিবীর বুকে যাতে আল্লাহ্ তাআলার তাওহিদ প্রতিষ্ঠা হয়, আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত প্রতিষ্ঠা হয়, সবাই যাতে আল্লাহ্র বান্দা হয়ে যায়, প্রত্যেক মানুষ যাতে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শকে যাতে নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। রাসুলে করীম (সা.) শেষ নবী এবং শেষ রাসুল। রাসুলে করীম (সা.)-এর ওপর নাযিলকৃত কুরআনে আজিম, আয-যিকরুল হাকিম, ঐশী বাণীর ধারাবাহিকতার সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নবী যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা নবুয়তের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘোষণা দিয়েছেন এবং পূর্ণতা দান করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম (সা.) তার নবুয়তের উপমা দিতে গিয়ে বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ " مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ

অর্থ: 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেনো একটি গৃহ নির্মাণ করলো, সে তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করলো; কিন্তু একপাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেলো। অতপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো, ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হলো না কেনো? নবী (সা.) বলেন, আমিই সেই ইট, আর

আমিই সর্বশেষ নবী।'[৪৮৪]

রাসুল (সা.)-এর উদাহরণ সে ব্যক্তির মতো যে একটি ঘর নির্মাণ করেছে কিন্তু কোনো একটি স্থানে ইট পরিমাণ জায়গা খালি রয়েছে, তখন লোকেরা বলছে, এই ঘরটা অনেক সুন্দর হয়েছে কিন্তু ইট পরিমাণ জায়গা খালি থাকার কারণে একটু অসুন্দর দেখাচ্ছে।

বিশ্বনবী (সা.) উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেওয়ার ঘোষণা

রাসুলে করিম (সা.) বললেন, আমি হলাম সে নবুয়তের দালানের শেষ ইট, আমার মাধ্যমে নবুয়তের দালানের নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং রাসুলে করিম (সা.) আরো ঘোষণা দিলেন:

إنّما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি, উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্যে।'[৪৮৫]

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا.

অর্থ: 'তোমাদের মধ্য হতে কেয়ামতের দিন আমার পাশে অবস্থানকারী হিসেবে সবচেয়ে প্রিয় এবং নিকটবর্তী লোক তারাই হবে, যারা তোমাদের অধিকতর উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[৪৮৬]

রাসুলে করীম (সা.) উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি সৎচরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্যে প্রেরিত হয়েছি।'[৪৮৭]

রাসুলে করিম (সা.) এটা বলেননি যে, আমি উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। বরং তিনি বলেছেন: আমি উত্তম আদর্শকে পূর্ণতা

---

[৪৮৪]. ইমাম বুখারি এবং মুসলিম উভয়ই হাদিসটি বর্ণনাকরেছেন, তবে শব্দ ইমাম বুখারি (রহ.)-এর। বুখারি-৩৫৩৫, মুসলিম: ২২৮৬।

[৪৮৫]. ইমাম আলবানি বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিসগনের মতামতের সারাংশ হলো হাদিসটি সহিহ।

[৪৮৬]. ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং আলবানি তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

[৪৮৭]. ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।

দেয়ার জন্য। রাসুলের নবুয়তি জীবন সব মিলে ২৩ বছরের কিছু বেশি। অন্যান্য নবীর তুলনায় অনেক কম।

হযরত নুহ (আ.) ৯৫০ বছর দাওয়াতি কাজ করেছেন। রাসুল (সা.)-এর দাওয়াতের বছর সংখ্যায় কম হলেও কোয়ালিটিতে অনেক বেশি। তিনি যা করতে সক্ষম হয়েছেন অন্যরা তা করতে পারেননি। তিনি হচ্ছেন সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন-নাবিয়্যিন। স্বল্প সময়ে অনেক কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ একমাত্র রাসুলে করিম (সা.)-কে দেয়া হয়েছে, আর কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। তিনি মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয়ের কথা বলেছেন। রাসুলে করিম (সা.) সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলেন:

قال رسول الله (ص.) إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنما الجنة أبدا وإنما النار أبدا.

অর্থ: 'রাসুল (সা.) বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বিশেষ রাসুল, কিন্তু সকল মানুষের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে, যেমনিভাবে তোমরা ঘুমাও। তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। যেমনি ভাবে তোমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হও। তোমাদের থেকে অবশ্যই হিসাব নেওয়া হবে, যা কর্ম তোমরা করেছ। নিশ্চয় জান্নাত-জাহান্নাম চিরস্থায়ী।[৪৮৮]

আল্লাহ তা'আলা যদি কারো হিসাব নেয়া শুরু করেন তাহলে কেউ বাঁচতে পারবে না। হিসাব যার কাছ থেকে নেয়া হবে সে অবশ্যই আল্লাহর কব্জায় আটকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত ছাড়া কেউ তার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। হিসাব নেয়ার অর্থ হচ্ছে করুণ পরিণতির মুখোমুখি হওয়া। যার কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে সে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, মনে রেখো তোমাদের ছোট-

[৪৮৮]. আর রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা: ৭৭।

বড় প্রত্যেকটি কাজের হিসাব নেয়া হবে। মৃত্যু যেভাবে সত্য, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াও তেমনি সত্য। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া যেমন সত্য তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, সব কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন এটাও সত্য। রাসুল (সা.) বলেন:

وإنما الجنة أبدا وإنما النار أبدا

অর্থ: (হিসাব নেয়ার পর) হয় চিরকাল জান্নাতে থাকবে, নয় চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

বিশ্বনবী (সা.)-এর জাওয়ামিয়ুল কালিম

রাসুল (সা.)-এর প্রত্যেকটি বাণী জাওয়ামিয়ুল কালিম তথা অর্থবহ, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي.

অর্থ: 'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমাকে 'জাওয়ামিয়ুল কালিম' তথা ব্যাপকার্থক ভাবকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের যোগ্যতা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। এবং একদা আমি ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমাকে দেয়া হয়েছিলো এবং তা আমার হাতে রাখা হয়েছিলো।'[৪৮৯]

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন-

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ...»

[৪৮৯]. বুখারি ও মুসলিম মুত্তাফাক আলাইহি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

অর্থ: 'আমাকে সকল নবীর ওপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ব্যাপকার্থক ভাবকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের যোগ্যতা আমাকে দেয়া হয়েছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে... ।'[৪৯০]

জাওয়ামিয়ুল কালিম এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'[৪৯১]

এমন কোনো সৎকর্ম নেই, এই আয়াতে যার আদেশ দেয়া হয়নি এবং কোনো মন্দ কাজ নেই যা তাতে নিষেধ করা হয়নি। এধরনের ব্যাপকার্থক সংক্ষিপ্ত কথা দ্বারাই রাসুল (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ইসলামের দাওয়াত

যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর নিকটাত্মীদেরকে দাওয়াতের আদেশ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ইসলামের ডাক দিলে সর্বপ্রথম বিরোধিত করলো রাসূল (সা.)-এর চাচা আবু লাহাব,

فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: هَذِهِ وَاللهِ السَّوْأَةُ! خُذُوا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرُكُمْ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَاللهِ لَنَمْنَعَنَّهُ مَا بَقِينَا.

অর্থ: 'আবু লাহাব বললো, খোদার শপথ, এটা খারাপ লক্ষণ। অন্য কেউ তার হাত ধরার আগেই তোমরা তার হাত ধরে ফেলো। আবুতালেব

[৪৯০]. ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন।

[৪৯১]. সূরা নাহাল-৯০

বললো, খোদার শপথ, আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো, তাকে অবশ্যই রক্ষা করে যাবো।'[৪৯২]

একেকটি শব্দ অধিক অর্থের ওপর বোঝায়, রাসুল (সা.)-এর দাওয়াত শোনার পর সর্বপ্রথম যিনি রাসুলের বিরোধিতা করেছেন তিনি নবুয়তের আগে রাসুল (সা.)-কে অনেক ভালোবাসতেন। রাসুল (সা.)-কে তারা আল-আমিন উপাধী দিয়েছেন। তিনি আর কেউ নন, রাসুল (সা.)-এর চাচা আবু লাহাব। নবুয়তের পর তিনিই সর্বপ্রথম রাসুল (সা.)-এর বিরোধিতা করেছেন। রাসুল (সা.)-এর বিরোধিতা করে আবু লাহাব বলেন:

এটা আশনি সংকেত! তোমরা তাকে পাকড়াও করো, অন্যরা তাকে পাকড়াও করার আগে। তার এ বাক্য শুনে চাচা আবু তালিব বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই বাধা প্রদান করবো, আমি যতদিন বেঁচে আছি'। যেখানে ফেরআউন সেখানে মুসা (আ.), যেখানে বাতিল সেখানে হক, যেখানে আবু জাহেল সেখানে মুহাম্মাদ(সা.)। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি আবু জাহেল, আবু লাহাব এর দলে চলে যাবো, না রাসুল (সা.)-এর দলে যাব? যা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: «يَا صَبَاحَاهْ» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ، مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾.

[৪৯২]. ইবনুল আসির, আল কামিল ফি আত্তারিখ, দারুল বৈরুত, খ-২, পৃ-৬১।

অর্থ: ‘ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾

অর্থ: হে নবী, আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন’ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) একদল মুখলিস সঙ্গী নিয়ে বের হলেন এবং সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, হে মক্কার লোকজন!

মক্কাবাসীরা বললো, এটা কে? অতঃপর তারা সকলে তাঁর সামনে একত্রিত হলো। তারপর তিনি বলেন, তোমরা কি মনে করো,আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের পেছন থেকে একটি ঘোড়া (শত্রুবাহিনী) বের হবে, তবে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বললো, আমরা তো তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি। তিনি বলেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে ভবিষ্যতের কঠিন আজাবের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছি। আবু লাহাব বললো, তুমি ধংস হও, এই জন্যই কি তুমি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছো? তারপর সে দাঁড়ালো অতঃপর অবতীর্ণ হলো, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবে.... (আবু লাহাবের উভয় হাত ধংস হোক)।’[৪৯৩]

উল্লিখিত হাদিসে রাসুল (সা.) তাদেরকে ‘ইয়া সাবাহা’ বলে সম্বোধন করেন। তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী যদি কোনো বিপদ আসে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘোষণা আসে, তাহলে তারা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ‘ইয়া সাবাহা’ বলে ঘোষণা দেয়। সে হিসেবে রাসুল (সা.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হওয়ার কারণে পাহাড়ের ওপর দাঁড়ান, কারণ তৎকালীন যুগে সংবাদ পৌঁছানোর এটাই ছিলো উত্তম মাধ্যম।

বর্তমান যুগের মতো রেডিও, টেলিভিশন, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ছিলো না। নবুয়তের পূর্বে আরবরা রাসুল (সা.)-কে আল-আমিন বলে ডাকতো। নবুয়তের পরে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর

[৪৯৩]. সহিহ বুখারি হাদিস নং -৪৬৮৭ ।

ধ্বংস কামনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাদেরকে তাওহিদ, রিসালাত, ঈমান, আখিরাত, জান্নাতের পথে ডাকার কারণে ও জাহান্নামের স্বরূপপ্রদর্শন করার জন্য রাসুল (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আপনাদের মত কী? আপনাদের রায় কী? যদি আমি আপনাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পাদদেশে আপনাদের জন্য সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে, যে কোনো সময় আপনাদের ওপর আক্রমণ হতে পারে; এ কথাগুলো যদি আপনাদের বলি, তাহলে আপনারা কী আমার কথা বিশ্বাস করবেন? রাসুল (সা.) তাদের কাছে প্রশ্ন করলেন। এটা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চল্লিশ বছরের জীবনের নির্যাস। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাদের কাছে বিশ্বাসী, আমানতদার ও সত্যবাদি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নবুয়তের পূর্বে অনেক সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে নির্বাচিত করতেন। এমনকি কাবা শরীফে একদা হাজরে আসওয়াদ পুণরায় স্থাপন করার ব্যাপারে দুই গোত্রের মাঝে যুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম হলো, এমন সময় তারা বলেন, আগামীকাল সকালে ফজরের সময় যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে ব্যক্তিই এই সমস্যার সমাধান দিবে। সে যেই হোক না কেন, সে গোলাম হোক বা স্বাধীন হোক, তার সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিবে বলে ঐকমত্য হয়। কাবা শরীফে সর্বপ্রথম যিনি প্রবেশ করলেন তিনি আর কেউ নন, বিশ্বনবী, মুহাম্মাদ (সা.)। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে দেখে এক বাক্যে বলে উঠলেন আল-আমিন, আল-আমিন। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, রাসুল (সা.)-এর ঈমান ও ইসলামের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় কি জঘণ্য ভাবে আবু লাহাব বিশ্বনবী (সা.)-এর জন্য অভিশাপ দিয়েছিলেন,

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ

অর্থ: ‘আজকে তোমার সারাদিন ধ্বংস হোক’।[৪৯৪]

[৪৯৪]. সহিহ বুখারি, কিতাব তাফসির, সূরা- শোআরা, আয়াতঃ ২১৪, হাদিস নং ৪৪৯২ ।

তবে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) আবু লাহাবের বদদোয়া শুনেও কোনো বদদোয়া করলেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তা সহ্য হয়নি। আল্লাহ্ সাথে-সাথে সূরা লাহাব নাজিল করলেন,

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمَنِ الرَّحِيم

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾

অর্থ: 'ধ্বংস হয়ে গেছে আবু লাহাবের হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে, তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে লাগেনি। অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও, চোগলখুরী করে বেড়ানো যার কাজ, তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।'

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্পাক রাহমাতাল লিল আলামিন হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এজন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কোনো বদদোয়া দেননি। তবে আল্লাহ্তার ধ্বংস অনিবার্য ঘোষণা করে সূরা মাসাদ তথা লাহাব নাজিল করেন। আবু লাহাব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ধ্বংস কামনা করার সাথে-সাথে একটা পাথর নিক্ষেপ করে, এরপর আল্লাহপাক বললেন: হে রাসুল (সা.) আপনি যেহেতু বিশ্বনবী আপনাকে যেহেতু বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে, তাই শুধু পরিবারের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা।

দাওয়াতি কার্যক্রম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া

আপনাকে বিশ্বময় দাওয়া পৌঁছে দিতে হবে যতো বিপদ আসুক, সকল প্রতিকূল থেকে আপনাকে দাওয়াতি কার্যক্রম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা সূরা হিজর এর এ আয়াত নাযিল করলেন,

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

অর্থ: 'আপনার প্রতি যা আদেশ করা হয়েছে তা সবাইকে জানিয়ে দিন, (সবার মাঝে তার দাওয়াত ছড়িয়ে দিন) এবং মুশরিকদের কাছ থেকে আপনি বিরত থাকুন।'[৪৯৫]

মুশরিকরা কাফেররা কী বলল? সেটা দেখার দরকার নেই। আপনি দাওয়াত ঘরের বাইরে ছড়িয়ে দিন। যেমন আদেশ তেমন কাজ। রাসুল (সা.) সবাইকে উদ্দেশ্য করে তাওহিদের ঘোষণা দিলেন, তাদের মনের গভীরে ঈমানের বীজ বপন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

অর্থ: '(রাসুল বললেন) হে আমার জাতি! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করো। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা তোমরা করো না।'[৪৯৬]

মক্কার কাফেররাও আল্লাহ্ তা'আলাকে রব হিসেবে মানতো, কিন্তু (ইলাহ) উপাস্য হিসেবে তারা আল্লাহ্র সাথে মূর্তিদেরও পূজা করতো, ইবাদত করতো। মাবুদ হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্কেই মানতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে মাবুদ হিসেবে মানা যাবেনা। আর কারো ইবাদত করা যাবে না। এজন্য কালেমা তাইয়িবায় বলা হয়েছে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.-

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, কোনো ইলাহ নেই, কোনো মাবুদ নেই। যদি ইবাদত কিছু আল্লাহ্ তাআলার জন্য, কিছু মূর্তির জন্য, কিছু অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য করা হয়, তাহলে সেটা হবে শিরক। আল্লাহ্ সব গুনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরক এর গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

আইনদাতা বিধানদাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্কেই মানতে হবে। আল্লাহ্র 'আসমা' ও 'সিফাত'সহকারে আল্লাহ্কে মানতে হবে। আল্লাহ্

[৪৯৫]. সূরা হিজর: ৯৪
[৪৯৬]. সূরা আ'রাফ: ৫৯

ছাড়া আর কারো ইবাদতের অধিকার নেই, মাবুদ হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই মানতে হবে এবং শেষ রাসুল হিসেবে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে মানতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার পর কুরাইশদের মাথাব্যথা আরো বেড়ে গেলো, কুরাইশরা চিন্তা করতে লাগলো, তারা অপকৌশল করতে লাগলো। কীভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এ দাওয়াত থেকে বিরত রাখা যায়। কুরাইশদের বড়-বড় নেতা আবু জাহেল, আবু লাহাব, ওতবা, শায়বা ইত্যাদি সবাই মিলে তাদের পরামর্শ ঘর দারুন-নদওয়ায় একত্রিত হলো। তারা অপকৌশল করতে লাগলো কীভাবে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে দাওয়াতি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা যায়, আর যদি মুহাম্মাদ (সা.)-কে এ দাওয়াত থেকে বিরত রাখা না যায় তাহলে সব মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে, ঈমানদার হয়ে যাবে। তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, আমরা তাকে কাহেন তথা গণক বলবো। গণকেরা যেভাবে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করে, তেমনি মুহাম্মদও মানুষকে সুন্দর-সুন্দর কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করছে। যদি আমরা গণক বলে প্রচার করে দিতে পারি, তাহলে সবাই তাকে গণক বলবে। তাঁর কথায় আর প্রভাব পড়বে না, তাঁর কথা আর কেউ গ্রহণ করবে না।

আরেকজন বলল, আমরা তাকে কবি বলবো, কারণ কবিরা যেভাবে ছন্দ মিলিয়ে-মিলিয়ে কথা বলে তেমনি সেও শ্লোক আকারে ছন্দ মিলিয়ে-মিলিয়ে কথা বলে। অতএব তাকে কবি বললে তার কথা আর কেউ গ্রহণ করবে না। আরেকজন বলল, আমরা তাকে জাদুকর বলে চালিয়ে দেবো। কারণ সে এমন এমন কথা বলে যা শুনলে সন্তান বাবার ধর্ম ত্যাগ করে, স্ত্রী তার স্বামীর ধর্ম ত্যাগ করে, স্বামী তার স্ত্রীর ধর্ম ত্যাগ করে, এ সমস্ত কাজ একমাত্র যাদুকররাই করতে পারে, তাই আমরা তাকে জাদুকর বলে ডাকবো। অন্যান্য যাদুকরের মতো সেও একজন যাদুকর; তখন মানুষ আর তার কথা বিশ্বাস করবে না।

মক্কার কাফেররা যে সমস্ত শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সা.)-কে

হেয়প্রতিপন্ন করতো সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা স্মরণীয় করে রাখার জন্য পবিত্র কুরআন মজিদে বিভিন্ন আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে কিছু শব্দ আয়াতসহকারে উল্লেখ করা হলো

পাগল বলত (المجنون)

তারা রাসুল (সা.)-কে পাগল বলত। যেমন আল্লাহ্পাক পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন:

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾

অর্থ: 'তারা বলে, ওহে যার প্রতি বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ।'[৪৯৭]

যাদুকর ও মিথ্যুক বলত

তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে যাদুকর বলত ও মিথ্যুক বলতো। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾

অর্থ: 'কাফেররা বলে তিনি হচ্ছেন একজন মিথ্যুক যাদুকর।'[৪৯৮]

এভাবে তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটানোর মাধ্যমে কষ্ট দিতো।

কষ্টদাতাদের অন্যতম ছিলো উমাইয়া বিন খলফ। তার ব্যাপারে সূরা হুমাযাহর আয়াত নাযিল হয়েছে। আবু জেহেলের ব্যাপারে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে সূরা আলাকে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ،سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾

অর্থ: 'অতএব সে তার পারিষদবর্গকে ডেকে আহ্বান করুক। অচিরেই আমি আহ্বান করবো আযাবের ফেরেশতাদেরকে।'[৪৯৯]

---

[৪৯৭]. সূরা হিজর: ৬
[৪৯৮]. সূরা স-দ: ৪

হযরত ওমর ফারুক (রা.) যেভাবে কাবাগৃহের অভ্যন্তরে বসে কুরআন তেলাওয়াত শুনতো তেমনি আবু জেহেলও কাবাগৃহের অভ্যন্তরে বসে কুরআন তেলাওয়াত শুনতো। কুরআন শুনে হযরত ওমর ফারুক (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আবু জেহেল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ،وَلَـٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾

অর্থ: 'সে সত্যায়িত করেনি এবং নামাজ আদায় করেনি; বরং সে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে।'[৫০০]

বর্তমানে মানুষ আবু বকর (রা:), ওমর ফারুক (রা:), হামজা (রা:) সহ সকল সাহাবাগণকে স্মরণ করে। অপরদিকে আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওতবা, শাইবা, উমাইয়া বিন খলফকেও মানুষ স্মরণ করে। তবে সাহাবাদের স্মরণে বলে রাদিআল্লাহু আনহু; অপরদিকে যারা বিশ্বনবী (সা.)-কে কষ্ট দিয়েছে, তাদের স্মরণে লানাতুল্লাহ আলাইহি পড়ে।

ইতোমধ্যে হজ্জের সময় চলে আসলো। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর পর থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ পর্যন্ত হজ্জের কাজ কর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তৎকালীন আরবের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে জন্মদিনের পোষাক পরে হজ্জ করতো। তারা মনে করত, যে কাপড় দিয়ে তারা মদ পান করে এবং বিভিন্ন অপকর্ম করে সে কাপড় দিয়ে আল্লাহর সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই কাপড় খুলে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতো।

হজ্জের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে হাজিরা আসতে লাগলো ঐ দিকে আবু জাহেল, আবু লাহাবরা পরামর্শ করলো যে, মক্কার সমস্ত প্রবেশদ্বার গুলোতে লোক ঠিক করে দেয়া হোক, যাতে তারা নবাগত হাজীদের বলতে পারে যে, এখানে একজন যাদুকর, পাগল এবং একজন গণক

৪৯৯. সূরা আলাক: ১৭,১৮
৫০০. সূরা ক্বিয়ামাহ: ৩১,৩২

আছে। তার যাদুকরী কথার কারণে ছেলে তার মা-বাবাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে, স্ত্রী তার স্বামীকে ত্যাগ করছে এবং তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে। তাই সেই পাগল, সেই যাদুকর থেকে সবাইকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে।

তাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিজীবী, বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলো, তার নাম হচ্ছে ওলিদ ইবনে মুগিরা। তারা সবাই ওলীদ ইবনে মুগিরাকে বললো, চাচা এখন তো হজ্জের মওসুম আসছে যদি আমরা মুহাম্মাদ থেকে আগত হাজীদের বিরত রাখতে না পারি তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই এমন একটি উপাধি দিন যা আমরা সবার মাঝে প্রকাশ ও প্রচার করবো, যার কারণে মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) থেকে বিরত থাকবে। তখন ওলিদ ইবনে মুগিরা তাদের কথা শুনার পর বললো, আমি তো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, আমি তাঁর কথাগুলো শুনেছি তাঁর কথার সাথে গণকের কথার কোনো মিল নেই। তাঁর কথার সাথে পাগলের কথার কোনো মিল নেই। তার কথার সাথে যাদুকরের কথার কোনো মিল নেই। তখন ওলিদ ইবনে মুগিরা তাদেরকে বললো, আমাকে একটু সময় দাও, একটু চিন্তা করতে দাও। ওলিদ ইবনে মুগিরা তাদের সামনে কুরআনের প্রশংসা করতে গিয়ে যা বললেন তা এখনো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন:

إِنَّ لِقَوْلِهِ لحلاوةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّهُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ.

অর্থ: 'নিশ্চয় তাঁর (হযরত মুহাম্মাদ সা.)-এর কথায় মাধুর্য, মিষ্টি আছে, যা মানুষের শুনতে ভালো লাগে এবং নিশ্চয় তাঁর কথায় মসৃণতা আছে, কোনো গরমিল নেই, তাঁর কথার শুরু ফলদায়ক এবং শেষভাগ আরো বেশী ফলদায়ক এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর কথা একদিন বিজয়ী হবে। ঐ কথার ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না'।[৫০১]

১ .তাফসিরে কুরতুবি, সূরা মুদ্দাসিসরের ১৮ নং আয়াতের তাফসির।

ওলিদ ইবনে মুগিরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, তোমরা তার কথার সাথে প্রতিযোগিতা ও বাধা দিতে যাচ্ছো?; তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আবু জাহেল বলল, চাচা সর্বনাশ! এ কথা আমি ছাড়া আর যেন কেউ না জানে। যদি সাধারণ মানুষ জানে তাহলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে। আপনি আমাদের ধর্মীয় স্বার্থে, রক্তের স্বার্থে, গোত্রের স্বার্থে আপনাকে এ কথা থেকে ফিরে আসতে হবে।

আবু জাহেল আরো বলল, চাচা আপনি কতো টাকা চান? যা চান আমরা তাই দেবো। তখন ওলিদ ইবনে মুগিরা বললেন, তুমি আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছো ? তুমি কি জানো না আমি মক্কার সবচেয়ে সেরা ধনী? তখন আবু জাহেল বললো, না চাচা আপনাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছি না, যদি আপনি এ কথা থেকে বিরত না থাকেন, ফিরে না আসেন তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে। তখন ওলিদ ইবনে মুগিরা বললো, আমাকে কয়েকদিন সময় দাও। তখন আবু জাহেল ও তার সঙ্গীরা কয়েকদিন পর আবার ওলিদ ইবনে মুগিরার কাছে আসল। তখন ওলীদ ইবনে মুগিরা তাদেরকে বললো,তাঁকে যাদুকর বলা যায়, কেননা তাঁর কথার কারণে পরিবারের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে, ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা এক অপরের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। তাই মক্কার মোড়ে-মোড়ে লোক বসিয়ে দেয়া হোক, তারা আগত হাজীদেরকে বলবে এখানে একজন যাদুকর আছে তার কথা যেন কেউ না শোনে।

হাজীদেরকে নিষেধ করার কারণে তাদের মাঝে কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো এবং তারা দলে-দলে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। মুহাম্মদ (সা.) চেয়েছিলেন, তিনি মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিবেন কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা হাজীদেরকে তার কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

একদিকে মানুষ দলে-দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো, অপরদিকে আবু জাহেল রাসুল (সা.) যেদিকে যায় সেদিকে গিয়ে মানুষকে বলতে লাগলো আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ পাগল হয়ে গেছে, সে একজন বড় জাদুকর।

অতএব তোমরা কেউ তার কথা শুনবে না, তার কথা বিশ্বাস করবে না।

"﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾

অর্থ:"এবং কাফেররা বললো, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না। তাতে শোরগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা বিজয় হতে পারো"।[৫০২]

ওলিদ ইবনে মুগিরা ও আবু জেহেলের ষড়যন্ত্র

ওলিদ ইবনে মুগিরা যা ষড়যন্ত্র করেছিলো, তা আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সা.)-কে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। ওলিদ ইবনে মুগিরা সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾.

অর্থ: 'সে চিন্তা-ভাবনা করলো এবং একটা ফন্দি আঁটার চেষ্টা করলো। অভিশপ্ত হোক সে, সে কী ধরনের ফন্দি আঁটার চেষ্টা করলো? আবার অভিশপ্ত হোক সে, সে কী ধরনের ফন্দি আঁটার চেষ্টা করলো? অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর ভ্রু কুঞ্চিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো। অতপর পেছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো। অবশেষে বললো, এ তো এক চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ তো মানুষের কথা মাত্র। শিগগিরই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। তুমি কি জানো, সে দোযখ কী? যা জীবিতও রাখবে না আবার একেবারে মৃত করেও ছাড়বে না। গায়ের চামড়া ঝলসে দেবে।'[৫০৩]

---

[৫০২]. সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ২৬।
[৫০৩]. সূরা মুদ্দাসসির: ১৮-২৯

হযরত ওমর ফারুকের মুখে কালিমায়ে তাইয়্যিবা

তখন বিশ্বনবী (সা.) দু'জন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন। রাসুল (সা.) বললেন,

اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ.

অর্থ: "হে আল্লাহ্ আপনি তাদের দু'জন থেকে যাকে বেশি ভালোবাসেন তাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করানোর মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করুন"।[৫০৪]

এই দোয়াটি রাসুল (সা.) বৃহস্পতিবার করলেন, মাত্র তিন দিন অতিবাহিত হলো, চতুর্থ দিনে ওমর (রা.) খাপমুক্ত তরবারি নিয়ে বের হলেন, রাসুল (সা.)-কে হত্যা করার জন্য (নাউযুবিল্লাহ্)। পথিমধ্যে একজন নবদীক্ষিত মুসলমান হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তখন ওমর (রা.) তাকে পরিষ্কার জবাব দিলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাথা নেয়ার জন্য যাচ্ছি। তখন সেই নবদীক্ষিত মুসলমানটি বললো, আপনি কি আপনার পরিবারের খবর রাখেন? আপনার বোন এবং আপনার বোনের জামাতা মুসলমান হয়ে গেছে। তখন ওমর (রা.) মুহাম্মাদ (সা.)-এর দিকে না গিয়ে সরাসরি বোন ও বোনের জামাতার কাছে গেলেন। দেখলেন খাব্বাব (রা.) তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই বোনের জামাতাকে আঘাত করলেন, এতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন এবং তার স্বীয় বোনকেও আঘাত করলেন। তার বোনও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রইল। তাদের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে ওমর ফারুক (রা.)-এর অন্তর বিগলিত হলো।

যখন তিনি তার বোনের ঘরে প্রবেশ করছিলেন তখন তারা সূরা ত্বহা পাঠ করছিলেন। সূরা ত্বহা শুনার সাথে-সাথে তাঁর অন্তর বিনম্র হলো এবং তিনি

[৫০৪]. ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ গরিব। ইমাম আলবানিও হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তার বোনকে বললেন তোমরা কী পড়ছিলে? তা আমাকে দাও। তাদের হাতে সূরা ত্বহার একটি সহিফা ছিলো। ওমর ফারুক (রা.)-এর বোন তাঁকে বললো, আপনাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তিনি পবিত্র হওয়ার পর সরাসরি রাসুলের দরবারে হাজির হলেন। তাঁর হাতে খাপমুক্ত তরবারি ছিল। তরবারি দেখে সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে গেলেন এবং তাঁরা বিশ্বনবী (সা.)-কে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের মনে হচ্ছে ওমর আপনাকে হত্যা করার জন্য আসছে। তখন ঐ মজলিসে হামজা (রা.) ছিলেন, তিনি বললেন, আমরা তার প্রতিরোধ করবো। তিনি রাসূল (সা.)-এর দরবারে প্রবেশ করার সাথে-সাথে রাসূল (সা.) বললেন, হে ওমর! তোমার কি এখনো হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার সময় আসেনি? এ কথা শুনে ওমর ফারুক (রা.) রাসুলের মুখে কালিমায়ে তাইয়্যিবা এবং কালিমায়ে শাহাদাত পড়া আরম্ভ করলেন।

তাই বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) যথার্থই বলেছেন:

من طريق مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ».

অর্থ: মিশরাহ ইবনে হা'আন এর সূত্রে ওকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যদি আমার পরে কোনো নবীর আগমন হতো, তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাবই হতো।'[৫০৫]

প্রকাশ্যে কাবাগৃহে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা

আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে যুগে-যুগে বড় বড় কাফেরদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। বড়-বড় দু'জন

[৫০৫]. মুসনাদে আহমদ -১৭৪০৫, তিরমিজি -৩৬৮৬, হাকিম -৪৪৯৫, হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং ইমাম জাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন, ইমাম তিরমিজি এবং আলবানি দুজনেই হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মহান নেতা হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও হযরত হামজা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) প্রকাশ্যে কাবাগৃহে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করলেন। ওমর ফারুক (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর বিশ্বনবী (সা.)-কে বললেন

يا رسول الله ، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: «بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم»، قال: قلت: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه

অর্থঃ "ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি জীবিত থাকি অথবা মারা যায় আমরা কি সত্যের উপর নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই, সেই সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠ। তোমরা জীবিত থাকো অথবা মৃত্যু বরণ করো। তিনি বলেন, আমি বললাম, তাহলে আমরা কেন আত্মগোপন করে থাকবো? যে আল্লাহ আপনাকে সত্য নিয়ে প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই আমরা বের হয়ে আসবো এবং সত্যকে ঘোষণা দেবো।

আপনি কি সত্য নবী নন? ইসলাম কি সত্য ধর্ম নয়? আমরা কি সত্যের ওপরে নেই? আমরা সত্যের বাহক হয়ে গোপনে ইবাদত করবো, তারা কুফরি করে প্রকাশ্যে ইবাদত করবে, এটা কখনো মেনে নেয়া যায় না। তাই আমরা কাবাগৃহে প্রকাশ্যে নামাজ পড়বো। নামাযের জন্য কাতারবন্দী হলো। প্রথম কাতারে হযরত ওমর ফারুক (রা.) এবং দ্বিতীয় কাতারে হযরত হামজা (রা.) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেন। এভাবে ইসলাম বিজয়ী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"[৫০৬]

[৫০৬]. আর-রাহিক্ব আল-মাখতুম, শাফীউর রহমার মোবারকপুরী, দারুস সালাম লিন্নাশার ওয়াতাউজি'য়, প্রথম সংস্করণ ১৪১৪ হি., পৃষ্ঠা নং- ৯৯।

পরিশেষে,

রাসুল (সা.) তাদেরকে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে তাওহিদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের মনের গভীরে ঈমানের বীজ বপন করে দিয়েছেন। রাসুল (সা.)-এর দাওয়াতের সময় বছর সংখ্যায় কম হলেও কোয়ালিটিতে অনেক বেশি। তিনি যা করতে সক্ষম হয়েছেন অন্যরা তা করতে পারেননি। তিনি হচ্ছেন সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন-নাবিয়্যিন। স্বল্প সময়ে অনেক কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ একমাত্র রাসুলে করিম (সা.)-কে দেয়া হয়েছে ।

দশম অধ্যায়

রাসুল (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা

রাসুল (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ঈমানের অপরিহার্য দাবী

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে রবিউল আওয়াল মাসেই রাসুল (সা.) জন্ম গ্রহন করেন। পৃথিবীর বুকে তার শুভ আগমন ঘটে। রাসুল (সা.)-এর আগমনে গোটা বিশ্ব জাহান আলোকিত হয়। রাসুলের জন্মের ব্যাপারে, ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তার ওফাতের তারিখ সম্পর্কে কারো মতানৈক্য নেই যে, ১১ হিজরী ১২-ই রবিউল আওয়াল সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন। পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। প্রচলিত মতানুযায়ী যদি ধরেও নেওয়া হয়, রাসুল ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাহলে এই দিন আনন্দ করে জন্ম দিবন উদযাপন করবো নাকি আমরা বেদনায় শোকাহত হবো? নাকি চিন্তা করতে হবে, রাসুল (সা.) দুনিয়াতে কেন এসেছিলেন?

মহান রাব্বুল আলামীন রাসুল (সা.)-কে কেন পাঠিয়েছেন ? রাসুলে করীম (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়তি জিন্দেগীতে তার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, তাওহিদের মিশনকে বাস্তবায়ন করে, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিয়েছেন। আমরা আজ ইসলামের জন্য কতটুকু করতে পারছি? রাসুলের জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। মহান রাব্বুল আলামীন পূর্ণতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾।

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর আমি র্ধম হিসেবে ইসলামকে মনোনিত করলাম"।[৫০৭]

[৫০৭]. সূরা আল ইমরান,আয়াত নং-১৯

রাসুল (সা.) সফলভাবে, সঠিকভাবে, সুচারুরূপে রিসালতের দায়িত্ব পালন করে ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই পূর্ণতার ঘোষনা মহান রাব্বুল আলামীন নিজেই দিয়েছেন এবং রাসুল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে মহান রাব্বুল আলামীন কে সাক্ষ্য রেখে বলেছেন;

وعَنْ أَبِي بكْرةَ رضى الله عنه أنّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبتِهِ يوْم النَّحرِ بِمِنًى فِي حجَّةِ الودَاعِ : إنَّ دِماءَكُم ، وأَمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، فِي شهرِكُمْ هَذَا، فِي بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت.

অর্থ: "আবু বাকারাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুল (সা.) ইয়াওমুন নাহার তথা কোরবানির দিনে মিনার ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের অপরের জন্য হারাম। যেমনিভাবে আজকের এই দিন, এই মাস এবং মাস তোমাদের জন্য হারাম। শুনে রাখ, আমি কি আমার বাণী পৌঁছাতে পেরেছি?। [৫০৮]

এবং সাহাবায়ে কেরাম কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন; আমি কি রিসালতের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পৌছে দিতে পেরেছি? সাহাবারা বললেন, অবশ্যই আপনি নবুয়্যতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন। রাসুল (সা.) তাঁর উপর অর্পিত রিসালতের দায়িত্ব পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি করেনি,কোন কমতি করেনি, যা আমাদেরকে বাড়াতে হবে এবং কোন বিষয় গোপন করেননি যা আমাদেরকে প্রকাশ করতে হবে। রাসুল (সা.) নিজের জীবনে মানবতার কল্যাণে ওহির বাণী মানুষের মাঝে পূর্ণাঙ্গভাবে পৌছে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামদেরকে ইসলাম শিখিয়েছেন।

নবীজির মুহাব্বাতের প্রকৃত স্বরূপ

১। নবীজির মুহাব্বাত মহান ইবাদত

রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করলে সওয়াব হবে। যিনি রাসুল (সা.)-কে বাস্তবে অন্তর থেকে মুহাব্বাত করবে মহান রাব্বুল আলামীন তাকে উত্তম

[৫০৮]. আবু বাকারাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,মুত্তাফাক আলাইহি, ১৫২৪/১৪।

প্রতিদান দান করবেন। যেমনিভাবে নামাজ পড়লে সওয়াব হয়। রোজা রাখলে সওয়াব হয়, হজ্জ করলে সওয়াব হয় তেমনি ভাবে রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করলে,ভালবাসলে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে রাসুল (সা.)-কে কিভাবে মুহাব্বাত করতে হবে। কিরূপ মুহাব্বাত করলে মহান আল্লাহ তা'আলা খুশি হবে। কোন ধরনের মুহাব্বাত করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন। সে ব্যাক্তি কখনো, মুমিন হতে পারবে না, রাসুল (সা.) যার নিকট তার সন্তান ধন সম্পদ এবং সমস্থ মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হবে না।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

অর্থ: 'আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার ছেলে, পিতা ও সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় হবো না।'[৫০৯]

وَقَالَ أَيْضاً : وَالَّذِيْنَ فِيْ بِيَدِه لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِه وَوَلَدِه.

রাসুল (সা.) আরও বলেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার সন্তান ও পিতার চেয়েও অধিক প্রিয় হতে পারবো না"।[৫১০]

فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِه وَوَلَدِه ...

[৫০৯]. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনাকরেছেন, হাদিস নং: ৪৪। ইমাম বুখারীও তা বর্ণনা করেছেন, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, বাবঃ রাসুল (সা.) এর ভালোবাসা ঈমানের একটি অংশ। হাদিস নং:১৫।

[৫১০]. (বুখারী-৫৮/১), আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত।

অর্থ: 'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে সে ব্যাক্তি কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার সত্বা তার ধন সম্পদ তার সন্তান এবং সমস্থ মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হব না।'

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসুল (সা.)-কে দুনিয়ার সকল থেকে বেশি ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর পরে রাসুল (সা.)-কে স্থান দিতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসুল (সা.)-কে বাহিরে যেভাবে ভালোবাসতেন ভিতরেও সেভাবে ভালোবাসতেন। তাঁদের মুখের ভালোবাসা এবং অন্তরের ভালোবাসা ছিল এক ও অভিন্ন। কিন্তু আমরা মুখে রাসুলের মুহাব্বাতের ফুলঝুরি ছড়ালেও অন্তরে রাসুলের মুহাব্বাতের লেশমাত্রও থাকে না। এ কারণে আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, রাসুলের সাথে মিলেনা। একদা হযরত ওমর (রা.) রাসুল (সা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে রাসুল আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় তখন রাসুল (সা.) বললেন, যে পর্যন্ত না আমি তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হব না, সে পর্যন্ত তুমি প্রকৃত মুমিন হবে না। এটা শুনার পর হযরত ওমর (রা.) ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর শপথ অবশ্যই আপনি এখন আমার নিকট সবকিছু থেকে এমনকি আমার প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয়।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত,

وَعَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الآنَ يَا عُمَرُ...

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা

আমরা রাসুল (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সা.) ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর হাত আঁকড়ে ধরা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর ওমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই আপনি আমার কাছে সবকিছুর চাইতে অধিক প্রিয়, শুধুমাত্র আমার নফস ব্যতিত। অতঃপর নবী (সা.) বললেন, "না, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার নফসের চেয়েও অধিক প্রিয় হতে পারবো না ততক্ষণ তুমি ঈমানদার হতে পারবে না। ওমর (রা.) বললেন, এখন অবশ্যই আপনি আমার কাছে আমার নফসের চেয়েও অধিক প্রিয়। তখন নবী (সা.) বললেন,এখন (সঠিকভাবে তোমার ঈমান পরিপূর্ণ) হয়েছে।[৫১১]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما السبب في وجوب محبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإيمان به واتباعه، وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله، ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به وهو أنصح أنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لاطريق له إلا هو، وأما نفسه و أهله فلا يغنون عنه من الله شيئا ..

অর্থ: 'শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, "পৃথিবীর যেকোনো ব্যক্তির চাইতে রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসা এবং তাকে সম্মান করাটা আবশ্যকীয় হওয়ার কারণ হলো, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ববৃহৎ কল্যাণময় জিনিসটা অর্জিত হয় রাসুল (সা.)-এর হাতের মাধ্যমেই। তার প্রতি ঈমান

[৫১১]. বুখারী-৬২৫৭ আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম (রহ.) থেকে বর্ণিত।

আনয়ন করা এবং তাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে পাওয়া যায়। আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া এবং তার রহমত অর্জন করা একমাত্র রাসুল (সা.) মাধ্যমেই সম্ভব। রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাকে ভালোবাসা, তার অভিবাবকত্ব গ্রহণ করা এবং তাকে অনুসরণ করলেই তা পাওয়া যায়। তার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি থেকে কাউকে মুক্তি দিবেন এবং তার মাধ্যমেই তিনি কাউকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছাবেন। দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে উপকারী নেয়ামত হলো ঈমানের নেয়ামত। এবং তা রাসুল (সা.) ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিজের নফস ও সম্পদের চেয়েও অধিক উপকারী ও কল্যাণকর। তার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। অপরদিকে নিজের নফস ও পরিবার পরিজন আল্লাহর আজাবের সামনে কোনো উপকারে আসবে না"।[৫১২]

২. আমরা নবীজি (সা.)-কে কেন মুহাব্বাত করবো? তার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল

** আল্লাহর নির্দেশ পালন

আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা রাসুল (সা.)-কে আমাদের জীবনের চেয়ে বেশী মুহাব্বাত করি।

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

অর্থ: "নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরূপ। আর আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের নিকটতর। তবে বন্ধু-

[৫১২]. মাজমুউল ফাতওয়া -২৪৬/২৭

বান্ধবদের সাথে ভালো কিছু করতে চাও (তা করতে পার)। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।”[৫১৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي.

অর্থ: ‘ইবনে আব্বাস (রা.) নবী কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমি আমার উম্মতের কাউকে খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই করতাম। কিন্তু সে আমার ভাই এবং সাথী।’[৫১৪]

عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

অর্থ: আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে রাসুল (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করা থেকে আমি মুক্ত আছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলিল বানিয়ে নিয়েছে। যেমনিভাবে ইবরাহিমকেও খলিল বানিয়েছেন। যদি আমি তোমাদের মধ্য হতে কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। শুনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের এবং সৎ লোকদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিতো। শুনে রাখ, তোমরা কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিওনা। আমি তা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।[৫১৫]

[৫১৩]. সূরা আহযাব- ৬

[৫১৪]. সহিহ বুখারী, অধ্যায়: সাহাবাদের মর্যাদা, হাদিস নং:৩৪৫৬।

[৫১৫]. মুসলিম-৫৩২।

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জান-মাল,জীবন-মৃত্যু সবকিছু দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসতে হবে। রাসুল (সা.) ঘোষণা করেছেন, আমি যদি পৃথিবীর কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। তাহলে আবু বকর (রা.)-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। আল্লাহ আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এজন্য আমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো না। আল্লাহ রাসুল (সা.)-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আপনি কেন রাসুল (সা.)-কে বেশী প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন না?

** ঈমানের দাবী নবীজি (সা.)-কে ভালোবাসার আরেকটি কারণ হচ্ছে ঈমান

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: الرَّجُلُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ: ‘আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার ছেলে, পিতা ও সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় হবো না।[৫১৬]

আপনি মুমিন হওয়া জন্য পূর্বশর্ত, রাসুলকে আপনার জানের চেয়ে বেশী ভালোবাসতে হবে অন্যথায় আপনি প্রকৃত মুমিন হতে পারবেন না।

**মহৎ গুণের অধিকারী

রাসুল (সা.)-এর মধ্যে সকল প্রকার ভালো গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল, তিনি ছিলেন সকল গুণের আধার। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। সকল শ্রেণীর মানুষ তাকে ভালোবাসতো। সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে যত কোয়ালিটি গুণাবলী ছিল রাসুলের কাছে তার চাইতে হাজার কোটি গুণাবলী ছিল। পৃথিবীর বুকে যত গবেষণা হয়েছে, সব গবেষণায়

[৫১৬]. মুসলিম -৪৪, বুখারী-১৫

মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.) এক নম্বর স্থান দখল করেছেন। এমনকি অমুসলিমদের গবেষণায়ও রাসুল (সা.)-কে সেরাদের সেরা হিসেবে নির্ধারণে বাধ্য হয়েছেন। মাইকেল এইচ হার্ট তার লিখিত গ্রন্থ দি হান্ড্রেড বইতে তিনি মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.)-কে সর্বকালের সর্বকালের সর্বোশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচন করেন। তাকেই আল্লাহ রাহমাতুললিল আলামীন আল্লাহ নিজেই এ ঘোষণা দেন যে,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থ: "নিশ্চয়ই তুমি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী "।[৫১৭]

**** উম্মতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা**

রাসুল (সা.) তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ও স্নেহশীল ছিলেন। উম্মতকে তিনি বেশী ভালোবাসতেন। এ কারনে আল্লাহ তাকে রাহমাতুল লিল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন।

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রাসুল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু"।[৫১৮]

****নবীজি (সা.)-কে মুহাব্বাত করার বহিঃপ্রকাশ**

এর মাধ্যমে বুঝা যাবে, কারা রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করেছেন এবং কারা মুহাব্বাত করছেন না আপনি যদি বলেন, আমি আমার মা-বাবা মুহাব্বাত করি মা বাবাকে মুহাব্বাত করার অর্থ হচ্ছে মা বাবার সেবা শুশ্রুষা করা, মা বাবার যখন যেটা প্রয়োজন সময়মত তা প্রদান করা। মা বাবার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ঔষধ ইত্যাদি যদি আপনি বা বাবাকে

[৫১৭]. সূরা ক্বালাম, আয়াত নং-৪
[৫১৮]. সূরা তাওবা-১২৮

আদর যত্নের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন তখনি বোঝা যাবে আপনি আপনার মা বাবাকে মুহাব্বাত করেন। যদি আপনি মা-বাবার কোন খোঁজ খবর না রাখেন শুধু মুখে বলেন যে, আমি মা-বাবাকে মুহাব্বাত করি। তাহলে সেটা বলা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনিভাবে আপনি যদি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করি তাহলে মুহাব্বাতের প্রমান আপনাকে পেশ করতে হবে।

**** নবীজি (সা.)-কে ভালবাসার বাহ্যিক দলিলসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল**

প্রত্যেক বিষয়ে রাসুল (সা.)-কে প্রধান্য দিতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সব ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর আর্দশকে প্রাধান্য দিতে হবে। যদি আপনি সব কিছুর উপর রাসুলের আদর্শ কে প্রধান্য দিতে পারেন, তখনই বলা যাবে আপনি রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করেন।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।[৫১৯]

যদি আপনার ব্যক্তিগত জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাওয়া-দাওয়া কথা-বার্তা ইত্যাদিতে রাসুল (সা.)-এর আর্দশ মত হয় তাহলে আপনি দাবী করতে পারেন আপনি রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসেন। প্রতি বছর ১২-ই রবিউল আওয়ার মাসে গরু জবেহ করে খেলে এবং কিছু মিষ্টি বিতরণ করলে যদি রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করা মনে করা হয়, তবে তা হবে প্রকৃত গোমরাহী। রাসুল (সা.)-এর জন্ম উপলক্ষে জবেহ করা, জশনে জুলুশ

[৫১৯]. সূরা হুজরাত- ১

করা, নাচানাচি-লাফালাফি করা, রাসুলকে ভালোবাসা নয়। বরং রাসুল (সা.)-কে যদি আপনি সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতে না পারেন তাহলে আপনি হাজারো চেঁচামেচি করেন, গলাবাজি করেন তা দিয়ে রাসুলের প্রকৃত মুহাব্বাত অর্জিত হবে না।

**** নবীজি (সা.)-কে সম্মানের সহিত ডাকতে হবে**

সম্বোধন করার সময় আদব বজায় রাখতে হবে। আপনি রাসুল (সা.)-এর নাম শুনলে " সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে হবে"। রাসুল (সা.)-কে আপনি "মুহাম্মাদ" বলে ডাকতে পারবেন না। "মুহাম্মাদুর রাসুল" বলে ডাকতে হবে। রাসুল (সা.)-কে আপনি আপনার ছেলের মত করে ডাকতে পারবেন না। বলার মধ্যে বেয়াদবি হয় এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

অর্থ: "রাসুলকে তোমরা একে অপরের মত করে ডেকো না"।[৫২০]

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন; তোমরা রাসুল (সা.)-কে নম্রভাবে, ভদ্রভাবে, আল্লাহ্ যেভাবে ডাকতে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে ডাকবে। রাসুলের নাম শুনলেই আপনাকে আদবের সহিত দরুদ পড়তে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসুল (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ নবির উপর দরুদপাঠ করে, হে ঈমানদারগণ তোমরাও তাঁর উপর দরুদপাঠ কর এবং যথাযথভাবে তাকে সালাম পেশ কর"।[৫২১]

[৫২০]. সূরা নুর,আয়াত নং-৬২
[৫২১]. সূরা আহযাব- ৫৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

অর্থ: 'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেউ আমার উপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।'[৫২২]

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:..فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا..

অর্থ: 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী করিম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, "যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার দরূদ পড়ে (রহম করে)"।[৫২৩]

**** বিশ্বনবীর কথা, কাজ এবং মৌন সমর্থনকে সত্যায়িত করতে হবে**

রাসুল (সা.) যে কাজ যেভাবে করতে বলেছে, সে কাজ করতে। যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

﴿وَأَطِيعُوااللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, এবং আনুগত্য কর রাসুলের আর সাবধান হও। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো যে, আমার রাসুলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট প্রচার।"[৫২৪]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾

[৫২২]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু দাউদ- ২০৪১, ইমাম আল বানী তা সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
[৫২৩]. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত,মুসলিম- ৪০৮। আবু দাউদ- অধ্যায়: আস সালাত, বাব: ইসতিগফার। তিরমিজি, অধ্যায়: আস সালাত।
[৫২৪]. সূরা আহযাব- ৫৬।

অর্থ: "আর আমি যে কোনো রাসুল প্রেরণ করেছি তা কেবল এই জন্য, যেনো আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়।"[৫২৫]

নিজের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে রাসুলের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সত্যায়িত করতে হবে। রাসুল (সা.) কী বলেছেন ? কী করেছেন আপনাকে জেনে তা আমল করতে হবে। তখনই বলা যাবে আপনি রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করেন।

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ،﴾

অর্থ: "তোমাদের জন্য রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা আঁকড়ে ধরো এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকো"।[৫২৬]

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾

অর্থ: "এবং সে মনগড়া কথা বলেনা। তা তো কেবল ওহি যা তার কাছে ওহিরূপে প্রেরণ করা হয়"।[৫২৭]

(ইউরোপ, আমেরিকায় অসংখ্য অমুসলিম এখন ইসলামের ছায়াতলে ইসলাম বুঝে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।) আপনি বুঝেন আর নাই বুঝেন রাসুল (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী, তার কাজ ও মৌন সম্মতিকে আপনাকে মানতে হবে এবং আপনাকে জানার চেষ্টা করতে হবে যেভাবে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) রাসুল (সা.)-কে সত্যায়িত করেছেন।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

অর্থ: "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে,

[৫২৫]. সূরা নিসা -৬৪।
[৫২৬]. সূরা হাশর-৭।
[৫২৭]. সূরা নজম-৩,৪।

তারপর আপনি যে ফায়সালা দেবেন তার ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণ সম্মতিতে তা মেনে নেয়"।[৫২৮]

রাসুল (সা.) মিরাজ থেকে এসে ঘোষণা দিলেন, আমি গত রাত্রে মিরাজে গিয়েছিলাম এবং রাতেই মিরাজ থেকে ফিরে এসেছি। তা শুনে কাফেররা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারা বলতে লাগলো মুহাম্মাদ আগের চেয়ে বেশি পাগল হয়ে গিয়েছে। যে বাইতুল মুকাদ্দাসে যেতে আসতে আমাদেও ১৫-২০ দিন সময় লাগে সেখানে তিনি (রাসুল (সা.) নাকি রাতে গিয়ে রাতে চলে এসেছেন? একথা শুনে তারা রাসুল (সা.)-এর মিরাজ যাওয়ার কথা আবু বকর ছিদ্দিক (রা.)-কে শুনাল। আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) বললেন, যদি আল্লাহর রাসুল বলে থাকেন তাহলে তা সত্য। আমি তা সত্য হিসাবে মেনে নিচ্ছি। যদি আপনি রাসুল (সা.)-এর সব কিছু সত্যায়িত না করেন তাহলে আপনি সত্যিকারের মুমিন হতে পারবেন না। আবু লাহাবের মত করে মুহাব্বাত করলে হবে না।

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾

অর্থ: "অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাও"।[৫২৯]

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾

অর্থ: "যে রাসুলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল"।[৫৩০]

রাসুলের জন্মের পর আবু লাহাব উট জবেহ করে মানুষকে খাইয়েছিল। দাসীনীকে আযাদ করে দিয়েছিল। নবী হওয়ার দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্ যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন সবাইকে পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত করে রাসুল (সা.) বললেন, যদি আমি বলি এই পাহাড়ের পিছনে শত্রুরা অপেক্ষা করছে, তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তোমরা কি তা

[৫২৮]. সূরা নিসা-৬৫।
[৫২৯]. সূরা নিসা-৫৯
[৫৩০]. সূরা নিসা-৮০

বিশ্বাস করবে? তখন আবু জেহেল আবু লাহাব সহ আরো যারা ছিল সবাই এক বাক্যে বলল, অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করবো। কারণ তুমি তো আল-আমিন, সত্যবাদী, তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলোনি। তখন রাসুল (সা.) বললেন, জাহান্নাম তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাদের মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহ্র ইবাদত কর। তোমরা মূর্তির দাসত্ব, গোলামী না করে এক আল্লাহর গোলামী কর। তোমাদের কোনো এক আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, তোন মাবুদ নাই, নেই কোন ইবাদতের অধিকারী তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে। একথা শুনে আবু লাহাব পাথর নিয়ে রাসুল (সা.)-এর দিকে তেড়ে আসল। তারা সবাই এক বাক্যে বলল, এজন্য তুমি আমাদের একত্রিত করেছে? যারা ইতিপূর্বে রাসুল (সা.)-কে আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত করেলিছর তারাই রাসুল (সা.)-কে মিথ্যাবাদী এবং জাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করলো। তদ্রূপ আবু জেহেল আবু লাহাবের মত রাসুল (সা.)-এর জন্ম নিয়ে খুশি হলে রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করি বলা যাবে না। যদি রাসুল (সা.) এর আদর্শ নিজের সব ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা যায় তখনই বুঝতে হবে রাসুল (সা.)-এর প্রকৃত ভালোবাসা। তাই বলতে পারি রাসুল (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী আমল করাই হল তাকে প্রকৃত ভালোবাসা। যদি সে রাসুল (সা.)-এর সাথে জান্নাতে থাকতে চান তাহলে রাসুল (সা.)-এর সুন্নতকে জীবিত করতে হবে।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

عن أنس – رضي الله عنه- قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ: وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ."

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে বৎস! তুমি যদি সকাল সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাতে পার যে, তোমার

অন্তরে কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই, তাহলে তাই কর। তিনি আমাকে পুণরায় বললেন, হে বৎস! এটা হল আমার সুন্নাত। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে"।[৫৩১]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

অর্থ: যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন"।[৫৩২]

আমাদের জন্য রাসুল (সা.)-এর জীবনে উত্তম আদশ রয়েছে। মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন;

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرِ﴾

অর্থ: "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসুল (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"[৫৩৩]

عَنْ أَبِي هريرةَ – رضي الله عنه - : أَنَّ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَى)، قيلَ : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله؟ قَالَ : (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى).

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের সকল ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যে

[৫৩১]. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, সুনানে তিরমিজি- ২৬৭৮, অধ্যায়: ইলম, বাবঃ সুন্নাত আঁকড়ে ধরা এবং বিদয়াত তবে বিরত থাকার বিষয়ে যা এসেছে।
[৫৩২]. আল ইমরান,আয়াত নং-৩১
[৫৩৩]. সূরা আহযাব- ২১

অস্বীকার করে সে ছাড়া। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কে অস্বীকার করে? রাসুল (সা.) বলেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্য হয় সে অস্বীকার করে।[৫৩৪]

** বিশ্বনবীর মুহাব্বাতের আরেকটি প্রমাণ হলো

রাসুলের বিরুদ্ধে, তার আদর্শ ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে কোন আঘাত আসলে তা প্রতিহত করতে হবে। যদি কেউ রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আর আপনার মনে কোন জ্বালা সৃষ্টি না হয়, কোন ধরনের প্রতিবাদ সৃষ্টি না হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে আপনি মুমিন নন। আপনি রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসেন না, রাসুল (সা.)-এর আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করবে, আর আপনি চুপ থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না, তাহলে মনে রাখতে হবে আপনার ঈমানের মধ্যে ত্রুটি আছে। আপনাকে চিকিৎসা নিতে হবে, আপনি যতো বড় রাসুল প্রেমিক দাবী করেন না কেন? মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾

অর্থ: "যারা মুমিন তারা আল্লাহ্ এবং তার রাসুল (সা.)-কে সাহায্য করে"।[৫৩৫]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা কে সাহায্য করার অর্থ হল আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা। সর্বশক্তি দিয়ে রাসুলের আদর্শের পরিপন্থি কথা, কাজ প্রতিহত করা। যা ইসলামের উপর আঘাত আসবে, কুরআনের উপর আঘাত আসবে, রাসুলের আদর্শের উপর আঘাত আসবে সে রকম কাজের ও কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলা ও প্রতিহত করা। যারা এই রকম করবে তারাই প্রকৃত সত্যবাদী, তারাই প্রকৃত মুমিন, প্রকৃত মুসলমান।

[৫৩৪]- আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী।
[৫৩৫]. সূরা হাশর,আয়াত নং-৮

** রাসুল (সা.)-এর দাওয়াত এবং রেসালতের সহযোগিতা করা

রাসুলের নবুয়ত এবং রিসালত রক্ষা করার জন্য প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

অর্থ: "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করবেন"।[৫৩৬]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মারয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরায়েলের মধ্য হতে একদল ঈমান আনল এবং অপর দল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর যারা ঈমান আনল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর উপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হলো"।[৫৩৭]

রাসুল (সা.) যেহেতু শেষ নবী, তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। তাই কাদিয়ানীর ভণ্ড নবীকে আমরা নবী মানি না, মানবো না। তাই রাসুলের রিসালতের কাজ আপনাকে পালন করতে হবে। যাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে নাই তাদের কাছে দ্বীন নিয়ে যেতে হবে, দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করতে হবে। আপনি যেখানে আছেন যে অবস্থায় আছেন আপনার সাধ্য মত আল্লাহর দ্বীনের কাজ পালন করতে হবে।

[৫৩৬]. সূরা মুহাম্মদ-৭
[৫৩৭]. সূরা সোয়াফ-১৪

***দ্বীনের "গাইরাত"**

"গাইরাত" বা আত্মসম্মানবোধ হলো পরিপূর্ণ গুণাবলীর একটি। নবী করিম (সা.) তাঁর হাদিসে আল্লাহ তা'আলার জন্য এই গুনটি সাব্যস্ত করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী এবং মুসলিম উভয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলার চাইতে অধিক আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন আর কেউই নেই। সেজন্যই তিনি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সবধরনের অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন"।[৫৩৮]

আর সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানব হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। কারণ আল্লাহ এবং দ্বীনের খাতিরেই তাঁর আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠতো। তিনি নিজের স্বার্থের জন্য কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। ব্যাপারটা সর্বদা এমনই ছিলো, সুতরাং আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে এবং আল্লাহর সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে যদি কোন মুমিনের আত্মমর্যাদা জেগে উঠে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বরং এক্ষেত্রে যদি সে আত্মসম্মান না দেখায় তবে তার ঈমান আছে কিনা এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ পাবে। কারণ অন্তরের ক্রোধ ও অপছন্দই হলো প্রকৃত আত্মসম্মানবোধ এবং সেটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

[৫৩৮]. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা, খারী-২৬৯৩/৬ (৬৯৬৮), মুসলিম - ২১১৩/৪ (২৭৬০)

অর্থ: তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ, সে যেনো স্বহস্তে তা প্রতিহত করে। তা করতে যদি সমর্থ না হয়; তাহলে যেনো মুখে প্রতিবাদ করে। তা করতেও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে যেনো মন থেকে তা ঘৃণা করে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।

বিশ্বনবীর সুন্নাতের উপর আঘাত আসলে তা প্রতিহত করা

বিদয়াত সুন্নাতের সাথে মিশ্রিত হলে বিদয়াত দূর করে সুন্নাত দিয়ে বিদয়াত মুক্ত করতে হবে। সুন্নাতের বিরুদ্ধে রাসুলের আদর্শের বিরুদ্ধে কেউ যদি ষড়যন্ত্র করে তা প্রতিহত করা দ্বীনের "গাইরাত" বা আত্মসম্মানবোধ।

**** বিশ্বনবী সুন্নাতের প্রচার-প্রসার করা**

রাসুল (সা.) এই আদর্শকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে, বর্তমান পার্বত্য অঞ্চলে মানুষ দলে দলে খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে খ্রীষ্টান পল্লী হচ্ছে। তারা খাটি ইংরেজদের মত কথা বলছে। আমরা কি কখনো তাদের কাছে রাসুলের আদর্শ নিয়ে গিয়েছি? রাসুলের আর্দশ ইসলামের বৈশিষ্ট্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পদক্ষেপ নিয়েছি? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকোচিত করে দিয়েছেন, অতঃপর আমি পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম পুরাটাই দেখতে পেলাম। এবং অচিরেই আমার উম্মতের রাজত্ব ততটুকু পৌঁছবে যতটুকু আমার জন্য সংকোচিত করা হয়েছে।[৫৩৯]

রাসুল (সা.) আরও বলেন,

[৫৩৯]. ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ছাওবান রা. থেকে।

وَقَالَ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ.

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা এই কাজটিকে (ইসলামকে) সেই সব স্থানে পৌছাবেন যেখানে দিন এবং রাত পৌঁছেছে (অর্থাৎ সব জায়গায় ইসলামকে পৌছাবেন)। এবং তিনি এমন কোন স্থায়ী মাটির ঘর কিংবা কোন অস্থায়ী তুলার বা ছনের ঘর বাকি রাখবেন না যেখানে এই দ্বীনকে পৌছাবেন না। তা দ্বারা তিনি হয়তো ঐ ঘরকে সম্মানিত করবেন অথবা অপদস্ত করবেন। যে ঘরে ইসলাম থাকবে সেই ঘরকে সম্মানিত করবেন আর যেই ঘরে কুফরি থাকবে সেই ঘরকে অপমানিত করবেন।[৫৪০]

[৫৪০]- ইমাম আহমদ বর্ণনাকরেছেন, তামিম আদ দারমী রহ. থেকে।

একাদশ অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কর্মে নবীজি (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আল্লাহর পথে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য ও ভালোবাসায় তাদের জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে এর বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

সা'দ ইবনে মা'আয (রা.)-এর ঘোষণা

সা'দ ইবনে মা'আয (রা.) থেকে বর্ণিত,

سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ حين قال للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركته، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا أحد، إنا والله لَصبرٌ في الحرب صدق عند اللقاء، فامض بنا يا رسول الله حيث أمرك الله"،

অর্থ: সা'দ ইবনে মুয়াজ (রা.) রাসুল (সা.)- কে বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! এই যে আমাদের সকল সম্পদ আপনার সামনে রাখলাম, এখান থেকে যা ইচ্ছা আপনি নিন এবং যা ইচ্ছা আপনি রেখে দিন। আপনি যা রেখে দিচ্ছেন তার চেয়ে আপনি যা নিচ্ছেন তাই আমাদের কাছে অধিক প্রিয়। যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্রের পিছনে যেতে চান তবে আমরা সেখানে ঝাঁপ দিব এবং আমাদের মধ্য হতে কেউই তা থেকে পিছ পা হবে না। যুদ্ধের ময়দানে আপনি আমাদেরকে ধৈর্যশীল এবং শত্রু মোকাবিলায় বিশ্বস্ত সাথী হিসেবে পাবেন। অতঃপর আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ করেছেন আমাদেরকে সাথে নিয়ে আপনি তা বাস্তবায়ন করুন"।[৫৪১]

[৫৪১]. ইবনে হিশাম, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ।

হযরত আলীর (রা.) মুহাব্বাত

হযরত আলী (রা.) যেভাবে রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করেছেন সেভাবে মুহাব্বাত করতে হবে। রাসুল (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করার জন্য রওনা দিচ্ছিলেন তখন কাফেররা রাসুল (সা.)-এর অপেক্ষায় ছিলেন, তারা রাসুল (সা.)-কে দেখলেই হামলা চালাবে এবং তারা রাসুল (সা.)-এর ঘরে গিয়ে রাসুল (সা.)-কে শহীদ করার জন্য ঐক্যমত হল। তারা রাসুল (সা.)-এর বাড়ীর চার পাশে উৎপেতে আছে। এমন সময় হযরত আলী (রা.) রাসুলের বিছানায় শুয়ে পড়লেন, হযরত আলী (রা.) এটা জানতেন, যে কোন মুহূর্তে তারা রাসুল মনে করে তাকে হামলা চালাতে পারে। তারপরেও রাসুল (সা.)-এর মুহাব্বাতে কারণে, ভালোবাসার কারণে হযরত আলী (রা.) জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন।

হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আপনাদের ভালোবাসা কেমন ছিলো? তিনি বলেন,

قال: "كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا، وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ."

অর্থ: খোদার শপথ, তিনি ছিলেন আমাদের কাছে আমাদের সম্পদ,সন্তান-সন্তুতি এবং পিতা-মাতাদের চেয়েও অধিক প্রিয়। এবং তীব্র তৃষ্ণায় ঠাণ্ডা পানির চাইতেও রাসুল আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয়"।

নিম্নে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়েকেরাম (রা.)-এর ভালোবাসার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলোঃ-

উহুদের যুদ্ধে আবু তালহা (রা.)-এর মানব ঢাল

উহুদ যুদ্ধে রাসুল (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ভালোবাসার চমৎকার এক চিত্র ফোটে উঠেছিল। সেদিন মুশরিকরা যখন রাসুল (সা.)-কে তার সাথে থাকা অল্প কয়েকজন সাহাবিদেরকে সহ ঘিরে রেখেছিলো সেই কঠিন পরিস্থিতিতে সাহাবীরা দ্রুতই রাসুল (সা.)-কে

কাভার করার জন্য তার কাছে ছুটে আসেন। তারা তাদের দেহ এবং রক্ষাকবচ দিয়ে প্রাচীরের ন্যায় তার চতুর্পাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রাণপণ চেষ্টা করে তারা তাকে রক্ষা করেছিলো।

আবু দুজানাহ (রা.) পিঠ রক্ষা করছিলেন। শত্রুদের ছুড়া তীর দেহ ক্ষতবিক্ষত করছিলো কিন্তু তিনি একটুও নাড়াচাড়া করন নি। মালিক ইবনে সিনান (রা.) তার (সা.) কপোল থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত শুষে নিচ্ছিলেন এমনকি তিনি একফোঁটা রক্তও নিচে পড়তে দেননি। আবু তালহা (রা.) রাসুল (সা.)-এর সম্মুখভাগে নিজেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শত্রুদের ছোড়া তীর থেকে রাসুল (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য নিজের বুক চিতিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি বলছিলেন,

ويقول: "نحري دون نحرك يا رسول الله"

অর্থ: "আপনার বক্ষদেশ রক্ষার্থে আমার বক্ষাদেশ কোরবান করে দিলাম হে আল্লাহর রাসুল"।

সেদিন তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তার হাতে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার হাতে ফুঁক দিয়েছিলেন। সাহাবিদের একটি দল উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বলতেন, সে দিনটি ছিলো আবু তালহার দিন। এবং উহুদের দিন যখন রাসুল (সা.)-কে সেই পাথরের উপর উঠার জন্য তার দেহকে তোলা হলো তিনি বলেন,

قَالَ: "أَوْجَبَ طَلْحَةُ"

অর্থ: "তালহার জন্য (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গেলো"।[৫৪২]

আবু বকর (রা.)-এর ভালোবাসা

আবু বকর (রা.) নবী করিম (সা.)-এর কাছ থেকে হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসুল (সা.) তাকে বলেন, তাড়াহুড়ো করো না হয়তো আল্লাহ

[৫৪২]. আল ইসতিয়াব , ইবনে আব্দুল বার (৭৬৪/২)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, আল্লামা জাহাবী (২৫/১), আল ওয়াফী বিল ওফিয়্যাত, আল্লামা সফদী (২৭১/১৬)।

তা'আলা তোমার জন্য কোনো সঙ্গী নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা রাসুল (সা.)-কে হিজরতের আদেশ করলেন তখন তিনি বিষয়টির সংবাদ দিতে আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসলেন। আবু বকর (রা.) রাসুল (সা.)-কে বললেন,

" الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ "

অর্থ: "(আপনি কি) আমার সঙ্গ কামনা করছেন হে আল্লাহর রাসুল? অতঃপর রাসুল (সা.) বললেন,

. فقال له :" الصُّحْبَةَ،"

অর্থ: "হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গ চাই। আয়েশা (রা.) বলেন,

تَقُوْلُ عَائِشَة ـ رَضِيَ الله عَنْهَا : "فوالله مَا شَعُرْتُ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي يَوْمئِذٍ، "

অর্থ: খোদার শপথ, সেদিনের পূর্বে আমি কখনো অনুভব করিনি যে কেউ আনন্দে কাঁদতে পারে। আমি আবু বকর (রা.)-কে দেখেছি যে সেদিন তিনি আনন্দে কেঁদেছিলেন।[৫৪৩]

নারী সাহাবির (রা.) রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিরল প্রেম

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে আবি আউন ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে আমাকে বলেছেন, বনী দীনার গোত্রের এক আনসারি মহিলা ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তার স্বামী এবং ভাই শহিদ হয়েছিলেন। লোকেরা যখন তার কাছে এসে শোকপ্রকাশ করছিলো তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, রাসুল (সা.)-এর কী অবস্থা? তারা বললো, তিনি ভালো আছেন হে অমুকের মা। অতঃপর তিনি বললেন,

[৫৪৩]. আবু বকর (রা.) নবী করিম (সা.) এর কাছ থেকে, (বুখারী)।

قَالَتْ : مَافَعَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا : خَيْرًا يَا أُمَّ فُلَانٍ، فَقَالَتْ : أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَأَشَارُوا لَهَا إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا رَأَتْهُ قَالَتْ : كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ.

অর্থ: তোমরা আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি তাকে দেখতে চাই। তারা ইশারা করে রাসুল (সা.) দেখিয়ে দিল। অতঃপর তিনি রাসুল (সা.)-কে দেখে বললেন, আপনাকে দেখার পরে সব বিপদই তুচ্ছ"।[৫৪৪]

যুবক সাহাবীর বিরল নবী প্রেম

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার ডানে এবং বামে তাকিয়ে দেখলাম, আমি অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে আছি। আমার আকাঙ্খা ছিলো আমি তাদের চাইতেও শক্তিশালীদের মাঝখানে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, চাচা! আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে ভাতিজা তাতে তোমার দরকার কী? সে বললো, আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে গালাগালি করে। সে মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে একই রকম কথা বললো। তৎক্ষনাত আমি আবু জাহেলকে দেখলাম, সে লোকজনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে। সাথে সাথে তারা নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে

[৫৪৪]. ইমাম তবরী তার ইতিহাস গ্রন্থে তা বর্ণনাকরেছেন (৫৩২/২), ইবনে মুনজির তার তাফসিরে (৯০৭), বাইহাকী "দালাইলুন নবুওয়্যাহ" তে (৩০১/৩), এই সনদের ভিত্তিতে হাদিসটি মুরসাল হাসান, ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস পর্যন্ত)।

আঘাত করে হত্যা করলো। অতঃপর তারা রাসুল (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে তাকে জানালো। তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন,

فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: - صلى الله عليه وسلم - كِلاَكُمَا قَتَلَهُ، وقضى بِسَلَبِهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح، وَمُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ،

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়েই দাবি করলো আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসুল (সা.) বললেন, তোমরা দুজনেই তাকে হত্যা করেছ। অবশ্যই তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জামুহ এর জন্য। তারা দু'জন হলো, মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জামুহ এবং মুয়াজ ইবনে আফরা।[৫৪৫]

যায়েদ ইবনে দাসনার মুহাব্বত

হযরত যায়েদ ইবনে দাসনা (রা.)-কে হত্যা করার জন্য কাফেররা শূলীতে চড়িয়েছিল, শূলীতে চড়ানোর আগ মুহূর্তে এক কাফের তাকে বলল, হে যায়েদ ইবনে দাসনা তোমাকে মুক্তি দিয়ে তোর জায়গায় আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-কে শূলে চড়াই, তুমি রাজি আছ? তখন তিনি কাফেরদেরকে উত্তর দিলেন আমাকে মুক্ত করে রাসুল (সা.)-এর গায়ে যদি একটি কাটাও প্রবেশ করানো হয়। তাঁর জন্য আমি প্রস্তুত নই, আমার মত এরকম হাজার সাহাবি শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু রাসুল (সা.)-এর গায়ে একটি কাঁটা প্রবেশ করানো হোক তার জন্য প্রস্তুত নয়।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্বীকৃতি

ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বলেছিলেন আমি এমন কোনো নেতা দেখি নাই যার সাথী, সঙ্গীরা তাকে এমন ভালোবাসে, যেভাবে মুহাম্মাদুর রাসুলের সাহাবিরা তাকে মুহাব্বাত করে। এটাই তো প্রমাণ মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.) একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ রাসুল।

[৫৪৫]. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থেকে, বুখারী -৩১৪১।

কোরাইশদের একটি দল একত্রিত হলো। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও ছিলো। আবু সুফিয়ান তখন বললো, খোদার শপথ হে যায়েদ! তুমি কি পছন্দ করবে যে, এই মুহূর্তে মুহাম্মাদ তোমার স্থানে থাকবে এবং আমরা গর্দান নিয়ে নিব, আর তুমি এখান থেকে মুক্ত হয়ে ঘরে তোমার পরিবারের সাথে থাকবে? যায়েদ বললো, মুহাম্মদ (সা.) এখানে আমার স্থানে থাকবে সেটা তো অনেক দূরের কথা খোদার শপথ, আমি আমার পরিবারের সাথে ঘরে বসে থাকবো আর মুহাম্মাদের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হয়ে তাকে কষ্ট দিবে সেটাও আমি সহ্য করবো না।

অতঃপর আবু সুফিয়ান বললো,

فقال أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا.

অর্থ: মুহাম্মদকে তার সাথীরা যেভাবে ভালোবাসে সে পরিমাণ ভালোবাসা পেতে আমি কোন মানুষকে দেখিনি।[৫৪৬]

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ কোরাইশ এবং তাদের মিত্রদের পক্ষ থেকে রাসুল (সা.)-এর সাথে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করতে মুসলমানদের তাঁবুতে আগমন করেছিল। সেদিন নবী (সা.)-এর প্রতি তার সাহাবিদের ভালোবাসা এবং সম্মান প্রদর্শনের যে চিত্র সে দেখেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে সে বলেছিল,

فَقالَ: أَيْ قَوْمِ، واللهِ لقَدْ وفَدْتُ عَلَى المُلُوكِ، ووَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وكِسْرَى، والنَّجَاشِيِّ، واللهِ إنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أصْحَابُهُ ما يُعَظِّمُ أصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ مُحَمَّدًا، واللهِ إنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إلَّا وقَعَتْ في كَفِّ

[৫৪৬]. আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে হিশাম (১৭০-১৭১/১) আসাদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ইবনে আছীর (২৩০/২)।

رَجُلٍ منهمْ، فَدَلَكَ بهَا وجْهَهُ وجِلْدَهُ، وإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وضُوئِهِ، وإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وما يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا له،

অর্থ: খোদার শপথ, আমি কাইসার, কিসরা এবং নাজ্জাসীসহ বিভিন্ন রাজা বাদশাদের দরবারে গিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মাদকে তার সাথীরা যে পরিমাণ সম্মান করে কোনো রাজাকে তার প্রজারা সে পরিমাণ সম্মান করতে আমি কখনো দেখিনি। খোদার শপথ, সে থুথু ফেললে সেই থুথু যখন তার সাথীদের হাতে লাগে তখন সে তা মুখে বা গায়ে মেখে নেয়। সে তাদেরকে কোন আদেশ করলে তারা অতিদ্রুত সেই আদেশ পালন করে। সে ওজু করার ইচ্ছে করলে ওজুর পানি আনতে তারা রীতিমতো মারামারীর উপক্রম হয়ে যায়। তারা তার সামনে নিচু আওয়াজে কথা বলে। তার সম্মানার্থে তারা কখনো তার চোখাচোখি হয় না।[৫৪৭]

[৫৪৭]. ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে, বুখারি।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাসুলের মুহাব্বাতের পুরস্কার

নবীজির মুহাব্বাতের পুরস্কার

বিশ্বনবী (সা.)-কে ভালোবাসার পুরস্কার হলো জান্নাতে রাসূল (সা.)-এর সাথে অবস্থান করা কত বড় অর্জন!

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾"

অর্থ: "নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ"।[৫৪৮]

যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ من نفسه وماله وَوَلِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".

অর্থ: "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার নফস, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষের চাইতে অধিকতর প্রিয় হবো।[৫৪৯]

রাসূল (সা.) আরো বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ

[৫৪৮]. সূরা আহযাব- ৬
[৫৪৯]. বুখারী -৬৬৩২।

ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا ".

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মু'মিনগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলবো। আমার বড়ো ইচ্ছে হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবা। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, কে, যদি কোনো ব্যক্তির সাদা রঙের কপাল ও সাদা রঙের হাত পা বিশিষ্ট ঘোড়া অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ! তিনি বললেন, তারা (আমার উম্মত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, ওজুর ফলে তাদের মুখমণ্ডল ও হাত-পা জ্যোতির্ময় হবে। আর হাওযের পাড়ে আমি হবো তাদের অগ্রনায়ক। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাওয থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে বেওয়ারিশ উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকবো, এসো এসো। তখনো বলা হবে, এরা আপনার পরে (আপনার দ্বীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তখন আমি বলবো, দূর হও, দূর হও।[৫৫০]

[৫৫০]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, সহিহ মুসলিম- ৪৭২, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত।

রাসুল (সা.)-এর ভালবাসায় কাতর সাহাবি এবং বিশ্বনবীর শান্তনা

**** এক সাহাবি বিশ্বনবী (সা.)-এর কাছে এসে বললেন:**

قال القرطبي: كان ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ شَدِيدَ الْحُبِّ لَهُ قَلِيلَ الصَّبْرِ عَنْهُ، فَأَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَنَحَلَ جِسْمُهُ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ، فَقَالَ لَهُ: (يَا ثَوْبَانُ مَا غَيَّرَ لَوْنَكَ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِي ضُرٌّ وَلَا وَجَعٌ، غَيْرَ أَنِّي إِذَا لَمْ أَرَكَ اشْتَقْتُ إِلَيْكَ وَاسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً شَدِيدَةً حَتَّى أَلْقَاكَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ الْآخِرَةَ وَأَخَافُ أَلَّا أَرَاكَ هُنَاكَ، لِأَنِّي عَرَفْتُ أَنَّكَ تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَأَنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ هِيَ أَدْنَى مِنْ مَنْزِلَتِكَ، وَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ فَذَلِكَ حِينَ لَا أَرَاكَ أَبَدًا، فأنزل الله عز وجل قوله: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

অর্থ: ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, রাসুল (সা.)-এর দাস সাউবান (রা.) রাসুল (সা.)-কে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, তাকে না দেখলে ধৈর্যহারা হয়ে যেতেন। একদিন তিনি রাসুল (সা.)-এর নিকট আসলেন। তাঁর রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং তাঁর শরীর একেবারেই পরিশ্রান্ত হয়ে গেল। চেহারেতে চিন্তার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং নবী (সা.) তাকে বললেন, তোমার গায়ের রং কেনো পরিবর্তন হয়ে গেল? তিনি বললেন, আমার রোগ বা ব্যাথা একটাই তা হলো যখন আমি আপনাকে দেখতে পাইনি তখন আপনাকে দেখার জন্য আমার মন ছটফট করতে লাগলো তাই আমি বন্য প্রাণীর ন্যায় দ্রুতবেগে আপনার কাছে চলে আসি। এরপর আপনি আখেরাতের আলোচনা করলেন। এখন আমার ভয় হচ্ছে, যদি আমি সেখানে গিয়ে আপনাকে দেখতে না পাই তাহলে আমার কি অবস্থা হবে। কারণ আমি জানতে পেরেছি, সেদিন নবীগণের সাথে আপনাকে

উঠানো হবে। আমি যদি জান্নাতে প্রবেশও করি তবে আমার স্থান হবে আপনার চাইতে আরও অনেক নীচে। আর যদি জান্নাতে প্রবেশ না করি তাহলে তো আর কখনো আপনাকে দেখবো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, "আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য হতে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।[৫৫১]

ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আপনাকে আমার প্রাণের চেয়ে বেশী মুহাব্বাত করি, আমি আপনাকে না দেখলে থাকতে পারি না, যখন আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো। আমি যদি আপনাকে জান্নাতে না দেখি তাহলে কিভাবে থাকব, রাসুল তার কথার কোন উত্তর দেননি। তখন সূরা নিসার: ৬৯ আয়াতটি নাজিল হয়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) আরো বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ : حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ .

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা ইবনে কা'নাব আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মালিক (রহ.) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা থেকে, তিনি মালিক ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন গ্রাম্য বেদুইন লোক রাসুল (সা.)-কে বললেন, কখন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে? রাসুল (সা.) তাকে বললেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুলের ভালোবাসা। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথে তোমার কেয়ামত হবে।[৫৫২]

---

[৫৫১]. সূরা নিসা-৬৯ ইমাম কুরতুবী (রহ.), তাফসিরে কুরতুবী, সূরা নিসা -৬৯।

[৫৫২]. মালিক ইবনে আনাস (রা.) থেকে,শারহুন নু'ওয়ী আলা মুসলিম- ৪৯০৪, বাবঃ মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সাথে হাশর হবে।

ত্রুটিপূর্ণ নবীপ্রেম এবং নবীপ্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি

আল্লাহর রাসুলকে আমরা মুহাব্বত করব, রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বত না করলে আমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না, রাসুলের ভালোবাসা হৃদয়ের গভীরে স্থান দিতে হবে। রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত ভালোবাসার দাবি হলো তাঁর অনুসরণ করা এবং আল্লাহর পথে চলা। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾.

অর্থ: "আর নিশ্চয় এটি আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"।[৫৫৩]

আমরা যদি রাসুল (সা.)-কে নিজের সত্তার চেয়ে বেশি মুহাব্বত না করতে না পারি তাহলে আমরা মুমিন না। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

অর্থ:"তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমাদের পছন্দ। আল্লাহ্,তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না"।[৫৫৪]

---

[৫৫৩]. সূরা আন'আম -১৫৩

[৫৫৪]. সূরা তওবা, আয়াত নং-২৪

উল্লেখিত বস্তুসমূহের ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করা স্বাভাবিক, কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের ভালোবাসা মাত্রা কখনো আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের চাইতে বেশি হতে পারবে না এবং আল্লাহর রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চাইতে বেশি হতে পারবে না। একথা বলার শেষ প্রান্তে আল্লাহ বলেন, যদি তোমাদের মুহাব্বত ভালোবাসা আল্লাহর হুকুম, তথা মৃত্যুর আজাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে কখনো হিদায়েত করেন না। যে সমস্ত মুসলমান দুনিয়ার ভালোবাসাকে আল্লাহর ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়; তাদেরকে আল্লাহ্ হুমকি দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তির কথা বলেছেন। আজাবের কথা বলেছেন।

হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল

আপনারা রাসুলকে কিভাবে ভালোবাসেন, রাসুলের জন্য আপনাদের ভালোবাসা কেমন ছিল? তিনি বললেন;

"كان والله أحب إلينا من أموالنا، وأولادنا، وآبائنا، وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ".

অর্থ "আল্লাহ আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয় আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি,পিতা-মাতা এবং তৃষ্ণায় ঠাণ্ডা পানির চাইতে"।[৫৫৫]

আমাদের কাছে আল্লাহর রাসুলের মুহাব্বত আমাদের মা-বাবা, সন্তান, পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ থেকে অনেক বেশী ছিল। তিনি একটি বিরল দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসুলের প্রকৃত ভালোবাসার প্রমাণ দিলেন।

তিনি বললেন একজন পিপাসার্ত মানুষ যেভাবে ঠাণ্ডা পানির প্রতি আসক্ত, তার চেয়েও বেশী আমাদের অন্তরে রাসুলের ভালোবাসা। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য, প্রত্যেক আমলে সালেহ কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত, যদি উভয় শর্ত পরিপূর্ণ না হয় তাহলে কোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

[৫৫৫]. আশ শেফা, খন্ড: ২ পৃষ্ঠা: ২২।

** প্রথম শর্ত হচ্ছে ইখলাসুন্নিয়্যাহ বা বিশুদ্ধ নিয়ত

আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেনো আল্লাহর এবাদত করে তারই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর এটিই হলো সঠিক দ্বীন"।[৫৫৬]

﴿قَالَ: فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "তোমরা আল্লাহর এবাদত কর তার জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে। শুনে রাখ, আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ ধর্ম"।[৫৫৭]

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

অর্থ: ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই নির্ধারিত থাকবে যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া কামানোর জন্য হিজরত করে অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে তবে সে তাই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[৫৫৮]

যে কোনো কাজ করেন, ছোট-বড় সব কাজে আপনার নিয়তকে শুদ্ধ করে নিতে হবে। কেবল আল্লাহর জন্য আপনাকে যে কোনো কাজ সম্পাদন করতে হবে। মানুষকে দেখানোর জন্য, লৌকিকতার জন্য, সুনামের জন্য

[৫৫৬]. সূরা বায়্যিনাহ -৫
[৫৫৭]. সূরা যুমার-২,৩
[৫৫৮]. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, মুত্তাফাক আলাইহি।

আপনি যতই ইবাদত, ভালো কাজ করেন না কেনো আপনার কোনো ইবাদত, কোন সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য, প্রতিদান আল্লাহর কাছে অর্জন করার জন্য, প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাওয়ার আশা রেখে আপনাকে ইবাদত বন্দেগী ও সৎ কর্ম করতে হবে। তখনই আপনি ইবাদতে ও ভাল কাজে স্বাদ পাবেন। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

"أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ"

"তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর অল্প আমলেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে"।[৫৫৯]

আপনি দুনিয়াতে অনেক আমাল-ইবাদত করেছেন, যা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। আপনার নিয়ত ঠিক না থাকার কারণে, কিন্তু এমন অনেক ছোট ছোট ইবাদত, আমল রয়েছে যার কথা আপনি ভুলে গিয়েছেন, তার প্রতিদান আপনি আল্লাহর কাছে পাবেন। একমাত্র আপনার নিয়ত সহিহ থাকার কারণে।

**** দ্বিতীয় শর্ত হলো, প্রতিটি আমলের ক্ষেত্রে নবীজির অনুসরণ থাকতে হবে**

রাসুলের নিদের্শিত পথে হতে হবে। নতুন পথ নতুন মত দেওয়ার অধিকার আমাদের নাই। রাসুল (সা.) যে কাজ যেভাবে যে পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামগন যেভাবে করেছেন ঠিক আমাদের সেভাবে করতে হবে। তার মধ্যে কম-বেশী করা, যোগ-বিয়োগ করার আমাদের কোনো অধিকার নাই।

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

[৫৫৯]. বাইহাকি-৬৪৪৩।

অর্থ: "আর আল্লাহ ও রাসুল কোন নির্দেশ দিলে, কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও রাসুলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"[৫৬০]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারাসু! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।"[৫৬১]

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

অর্থ: "বলুন, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের ভালোবাসেন না"।[৫৬২]

﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا. مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

অর্থ: "যে রাসুলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে বিমুখ হলো, তবে আমি আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি"।[৫৬৩]

নবী (সা.) বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

[৫৬০]. সূরা আহযাব- ৩৬।
[৫৬১]. সূরা হুজরাত- ১।
[৫৬২]. সূরা আলে ইমরান-৩২।
[৫৬৩]. সূরা নিসা -৮০

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের সকল ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যে অস্বীকার করে সে ছাড়া। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কে অস্বীকার করে? রাসুল (সা.) বলেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্য হয় সে অস্বীকার করে।[৫৬৪]

আপনি যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনাকে শিরকমুক্ত আমলে সালেহ তথা সৎ কাজ সওয়াবের কাজ করতে হবে আপনার আক্বিদা যদি শিরকী আক্বীদা হয়, তাহলে আপনার আমল বৃথা যাবে। আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

অর্থঃ "যে ব্যাক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে জেন ভালো কাজ করে আমলে সালেহ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক না করে "।[৫৬৫]

আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দু'টি দল পাই, যারা আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বত করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এই দু'টি পথভ্রষ্ট দল থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। দু'টি দল তাদের নিয়ত খুব ভালো ছিল, কিন্তু রাসুলের অনুগত্য না থাকার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। শুধু নিয়ত ভালো থাকলে হবে না, নিয়তও ভালো থাকতে হবে এবং রাসুল (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে চলতে হবে।

প্রথম দল হলঃ আহলে জাফা أهل الجفاء

যারা রাসুলকে মুহাব্বত করতে গিয়ে ত্রুটি করেছে। যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে নাই। যথাযথ প্রাপ্য রাসুল (সা.)-কে দেয় নাই।

[৫৬৪]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম।
[৫৬৫]. সূরা কাহাফ, আয়াত নং-১১০

শরিয়তের পরিভাষায় জাফা (الجفاء) এর অর্থঃ ইচ্ছা করে ভাল কাজ এড়িয়ে চলা

আহলে জাফা থেকে এখানে উদ্দেশ্য হলো রাসুল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অস্বীকার করা, তাঁর প্রতি বিরোধী মনোভাব পোষণ করা। এই বিবেচনায় জাফা (الجفاء) এর অর্থ হলো রাসুল (সা.)-এর প্রতি যথাযথ ভালোবাসা এবং তাকে যথাযথ প্রাপ্য সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন না করা। রাসুল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্যান্য সাধারণ মানুষের মাঝেও পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস পোষণ করা।

"জাফা" এর কিছু লক্ষণ কিছু কিছু মুসলমানদের মধ্যেও পাওয়া যায় যথাঃ-

১। অপ্রকাশ্যভাবে সুন্নত থেকে দূরে সরে যাওয়া

আমাদের কিছু কিছু ইবাদত অন্য সাধারণ কাজের মতো হয়ে যায়। আমরা ভুলে যাই যে তাতে আল্লাহর সওয়াব রয়েছে। তাই সে ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে আমরা পরিত্যাগ করি। এবং তার সাথে নিরেট ও আত্মিক যে ভালোবাসা থাকে তা আমরা হারিয়ে ফেলি। এসব কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতগুলোকে আমরা ভুলে যাই। শুধু তাই নয়, এই সুন্নতগুলো চর্চা, শিক্ষা দান এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণা সবই আমরা ছেড়ে দিই। অপ্রকাশ্যে আমরা সেগুলোকে অসম্মান এবং হালকা ভাবতে শুরু করি।

২। প্রকাশ্যে সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাওয়া

অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ও অনাবশ্যকীয় অনেক সুন্নাতকে আমরা প্রকাশ্যে ছেড়ে দিই। যেমন বিশ্বাসগত সুন্নতগুলোকে পালন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনা। এবং বিদ'আত ও বিদ'আতীদের সহজেই মেনে নিই। অথবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাগুলোকে আমরা ছেড়ে দিতে কোন রকম দ্বিধা করি না। যেমন খাওয়া-দাওয়া ও পোষাক পরিচ্ছেদের সুন্নাত, বিতরের

নামাজের সুন্নাত, চাশতের দু'রাকাত সুন্নাত, হজ্ব ও ওমরাহর বিধান সম্বলিত সুন্নাত এবং রোজা সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ। কিছু কিছু মানুষের কাছে এই সুন্নাতগুলো নফলের ন্যায় হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। খোদার শপথ, একজন মুমিন বান্দার অন্তর যথাযথ ঈমান স্থির হতে পারবে না যতক্ষণ না সে রাসুল (সা.)-এর সুন্নতকে সম্মান করবে এবং এর প্রতি যত্নশীল হবে ও আমল করবে।

৩। সহিহ হাদিসের বিরোধিতা

সামান্য কারণ দেখিয়ে আমরা সহিহ হাদিসকে এড়িয়ে চলি এবং এর বিরোধিতা করি। যেমন বিবেকের পরিপন্থী, বাস্তবতার সাথে মিলে না এবং আমাল করা সম্ভব নয় এসব ছোট-খাটো কারণ দেখিয়ে আমরা অনেক সহিহ হাদিসকে মানতে অস্বীকৃতি জানাই। এবং হাদিসের সরাসরি নসের অপব্যাখ্যা ও বিকৃত করে থাকি। সহিহ হাদিসের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা আরও একটি কারণ উপস্থাপন করে থাকি তা হলো শুধুমাত্র কোরআনের উপর আমল করা এবং তা ব্যাতিত অন্যকিছু গ্রহণ না করা।

ইবনুল ক্বায়্যিম (রহ.) বলেন,

قال ابن القيم رحمه الله: "وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ: أَنْ لَا يُسْتَشْكَلَ قَوْلُهُ.. بَلْ تُسْتَشْكَلُ الْآرَاءُ لِقَوْلِهِ: وَلَا يُعَارَضُ نَصُّهُ بِقِيَاسٍ بَلْ تُهْدَرُ الْأَقْيِسَةُ وَتُلْقَى لِنُصُوصِهِ. وَلَا يُحَرَّفُ كَلَامُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِخَيَالٍ يُسَمِّيهِ أَصْحَابُهُ مَعْقُولًا، نَعَمْ هُوَ مَجْهُولٌ، وَعَنِ الصَّوَابِ مَعْزُولٌ، وَلَا يُوقَفُ قَبُولُ مَا جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُوَافَقَةِ أَحَدٍ، فَكُلُّ هَذَا مِنْ قِلَّةِ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ عَيْنُ الْجُرْأَةِ."

অর্থ: "রাসুলে হাদিসের প্রতি আদব বা শিষ্টাচার হলো, তার কোন কথার প্রতি সন্দেহ পোষণ না করা। তবে হ্যাঁ, তাঁর কোন কথার উপর পেশ করা মতামতসমূহের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে। কিয়াস বা অনুমান

নির্ভর কোন কথা বলে হাদিসের কোন নসের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা যাবে না। বরং নসের বিপরীতে কোন কিয়াস থাকলে সেটাকে বাদ দিতে হবে। এবং রাসুল (সা.)-এর কোন কথাকে বাস্তবতা থেকে বিকৃত করা যাবে না কারো এমন কোন ধারণার মাধ্যমে যা তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। হ্যাঁ, রাসুলের কোন কথার মর্মার্থ হয়তো অজানা থাকতে পারে কিংবা বাস্তবতা বিবর্জিত মনে হতে পারে। তাই বলে কারো সহমতের উপর ভিত্তি করে তাঁর কোন হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করা যাবে না। এমন করাটা রাসুল (সা.)-এর প্রতি আদবের পরিপন্থী। বরং তা তার সাথে দুঃসাহস দেখানোর শামিল"।[৫৬৬]

৪. বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ ও সুন্নাত পরিবর্তন

বর্তমান মিডিয়ার যুগে جفاء তথা "সুন্নত পালনে অনিহা" প্রকাশ পাচ্ছে রাসুল (সা.)-এর আদর্শ, সুন্নাত, বাস্তবতা ও তাঁর কর্মসমূহকে প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের বুদ্ধিজীবীদের কর্ম দ্বারা পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে। এসব বুদ্ধিজীবীরা কেউ নেতা, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও গবেষক। কেউবা আবার কবি-সাহিত্যিক। এসব বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন কথা ও উক্তিকে রাসুল (সা.)-এর কথার সাথে তুলনা করা হয় এবং তাঁর কর্মের সাথে এদের কর্মের সামঞ্জস্যতা খোঁজা হয়। যার ফলে সাধারণের মনে রাসুলের আদর্শ, তাঁর সুন্নত , কর্ম ও কথার ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে। অথচ রাসুলের সকল কথা ও কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত জীবন্ত ওহি।

﴿إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾

অর্থ: "সেটা ওহি ছাড়া আর কিছুই নয় যা তার কাছে ওহিরূপে প্রেরণ করা হয়"।[৫৬৭]

দুঃখের বিষয় হলো, কেউ-কেউ তাদের এসব কথা ও কর্মকে রাসুল (সা.)-এর কথা ও কর্মের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যারা এসব করে তারা খুবই নিকৃষ্ট ও বিকৃত মস্তিষ্কের লোক।

---

[৫৬৬]. ইবনুল ক্বায়্যিম, মাদারিজুস সালিকিন, খ-২, পৃ-৩৮৭-৩৯১।
[৫৬৭]. সূরা নাজাম- ৫০

মু'তাযিলা

যারা রাসুলকে মুহাব্বত করতে গিয়ে ত্রুটি করেছে, রাসুলকে যথাযথ মর্যাদা দেয় নাই। প্রথমে এদের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, ইসলামের প্রথম দিকে ১টি দল সৃষ্টি হয়েছিল যার নাম ছিল মু'তাযিলা। তারা রাসুলের হাদিস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, রাসুলকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে,'বিবেক' কে মাপকাঠি বানাতো। তাদের বিবেকে যেটা লজিক্যাল মনে হত সেটা গ্রহণ করতো, এবং তাদের বিবেককে রাসুলের হাদীছের উপর প্রধান্য দিত। মানুষের বিবেক বুদ্ধি ত্রুটিপূর্ণ। মানুষের বিবেক বুদ্ধির তারতম্য আছে। মানুষ হচ্ছে দুর্বল, আল্লাহ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

অর্থ: " মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে"[৫৬৮]

মানুষ যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল তাই মানুষের মধ্যে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। তারা যেহেতু রাসুলের হাদিস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিজের বিবেককে মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে তাহলে, আমরা বলতে পারি তারা রাসুলকে মুহাব্বত করতে ত্রুটি করেছে। তারা হাদিসে খবরে আহাদ (যে হাদিস রাসুল থেকে একজন সাহাবী শুনেছেন) সেই হাদিসগুলোকে তারা মানে না। অথচ ইসলামের অসংখ্য বিধান খবরে আহাদ দ্বারা প্রমাণিত। যদি খবরে আহাদ মানা না হয় তাহলে ইসলামের অসংখ্য বিধান মানা হবে না। তারা বলত একজন সাহাবি ভুল করতে পারেন। যদি একথা বলে সাহাবির উপর আক্রমণ করা হয় তা হবে ভ্রষ্টতা। কারণ আল্লাহ নিজেই তাদেরকে সত্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

[৫৬৮]. সূরা আন্নিসা,আয়াত নং-২৪

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: "মোহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকু এবং সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা এবং সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের ন্যায়, যে তার কচি পাতা উদগত করেছে এবং শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে এবং স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাড়িয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তা দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন"।[৫৬৯]

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا *وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا *وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি

[৫৬৯]. সূরা ফাতহ- ২৯

নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে। আর বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়ে যা তারা গ্রহণ করবে; আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রভূত গনিমতের ওয়াদা দিয়েছেন যা তোমরা গ্রহণ করবে; অতঃপর এগুলো আগে দিয়েছেন, আর মানুষের হাত তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। এবং যাতে এটা মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়, আর তিনি তোমাদেরকে সরল পথ দেখান। আর একটি যা এখনো তোমরা অর্জন করতে সক্ষম হওনি। কিন্তু আল্লাহ তা বেষ্টন করে রেখেছেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৫৭০]

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থ: "আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে, এটাই মহা সাফল্য।"[৫৭১]

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত"।[৫৭২]

[৫৭০]. সূরা ফাতহ - ১৮-২১
[৫৭১]. সূরা তাওবা-১০০
[৫৭২]. সূরা হাদিদ -১০

﴿لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করলেন, যারা সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর অনুসরণ করেছে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হওয়ার পর। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।[৫৭৩]

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ *فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

অর্থ: "আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। সে যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিত, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও নেয়ামত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। আর যদি মুমিনদের দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে

[৫৭৩]. সূরা তওবা -১১৭

মিমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করবে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দল আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মিমাংসা করে দাও। এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।"[৫৭৪]

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ: "আর আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না, যারা নিজেদের রবকে সকাল সন্ধ্যা ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়। তাদের কোনো হিসাব আপনার উপর নেই এবং আপনার কোনা হিসাব তাদের উপর নেই। ফলে আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিলে আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"[৫৭৫]

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ: "আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন আপনি বলুন, "তোমাদের উপর সালাম"। তোমাদের রব তার নিজের উপর লিখে রেখেছেন দয়া, নিশ্চয় যে

[৫৭৪]. সূরা হুজরাত - ৭-১০
[৫৭৫]. সূরা আন'আম -৫২

তোমাদের মধ্যে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তওবা করে এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৫৭৬]

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

অর্থ: "এবং আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে, যারা সকাল সন্ধ্যা তাদের রবকে ডাকে, তার সন্তুষ্টির উদ্যেশ্যে এবং দুনিয়ায় জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার জিকির থেকে গাফেল করে দিয়ে এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে।"[৫৭৭]

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ *وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

অর্থ: "আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তার সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমিনে যা আছে, তার সব কিছু ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[৫৭৮]

[৫৭৬]. সূরা আন'আম-৫৪
[৫৭৭]. সূরা কাহাফ ২৮
[৫৭৮]. সূরা আনফাল- ৬২,৬৩

এখনকার একশ্রেণীর লোক

বর্তমান সময়ে একশ্রেণীর লোক আছে, যারা তাদের আক্বিদায় বিশ্বাস করেন, প্রগতিশীল, প্রগতিবাদী মনে করেন। যারা পশ্চিমা সভ্যতায় মুগ্ধ হয়েছে অথবা পশ্চিমা সংস্কৃতি যাদেরকে গ্রাস করেছে। ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে তারা নিজস্ব মাপকাঠির উপর যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করা শুরু করেছে, বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন, কুরআনের দল, তারা শুধু কুরআন মানে, হাদিস মানে না। কুরআনে এমন অনেক বিষয়ে আলোচনা আছে যার ব্যাখ্যা কুরআনে নাই, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখার জন্য আপনাকে হাদিস দেখতে হবে। যেমন, আল্লাহ্ শুধু নামাজ পড়তে বলেছেন, নামাজ কয় ওয়াক্ত পড়বে? কয় রাকাত পড়বে? কিভাবে পড়বে? কখন নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়? আর কখন নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়? তার কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআনে নেই। যদি আপনি শুধু কুরআন মানেন, তাহলে আপনি নামাজ ও পড়তে পারবেন না। অনেক প্রগতিশীল লোকেরা মনে করে ইসলাম হল একটা চিন্তা চেতনা মূল্যবোধের নাম, যা মুহাম্মাদুর রাসুল আরব দেশে প্রবর্তন করেছেন। তা মানা আমাদের জন্য অত্যাবর্শক নয়। কারণ তখনকার পরিবেশ আর এখনকার পরিবেশ এক নয়, তার যুগ আর বর্তমান যুগ এক নয়। তাই বর্তমানে যে বিধানগুলো পরিবেশের সাথে মিলে তা পালন করতে হবে এবং তা গ্রহণ করতে হবে। আর যা পরিবেশের সাথে মিলবে না তা গ্রহণ করা বাধ্যবাধকতা নেই। এরা মূলত রাসুলের মুহাব্বতের ক্ষেত্রে, এবং আল্লাহর মুহাব্বতের ক্ষেত্রে অন্যায় করছে।

দ্বিতীয় দলের পরিচয়

যারা রাসুলকে মুহাব্বত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এমন বেশি করেছে যে রাসুল (সা.)-কে আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দিয়েছে।

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

অর্থ: "আপনি বলুন, হে কিতাবীরা! সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না এবং এমন কওমের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো

না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে"।[৫৭৯]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ؟، فَقَالَ: «جَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

অর্থ: 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্নিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বললো, 'আল্লাহ যা চায় এবং আপনি যা চান'। অতঃপর রাসুল (সা.) তাকে বললেন, তুমি তো আমাকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়ে দিয়েছ, তুমি শুধু বলো, আল্লাহ যা চান।'[৫৮০]

যারা রাসুলকে মুহাব্বত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে, রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বত করতে গিয়ে আল্লাহর সমান করে ফেলেন। যারা রাসুলের মুহাব্বতের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে। তাদের মুহাব্বত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের কাছে রাসুলের মুহাব্বত হচ্ছে আবেগী জিনিস, বিবেকের কোন স্থান নেই। কিছু আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার, কিছু মাহফিল এর ব্যাপার, কিছু কবিতা, গজল, হামদ, নাত পড়ে রাসুলের মুহাব্বত প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের কালচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা, অথচ রাসুলের মুহাব্বত মানে হচ্ছে রাসুলের আদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিফলন করা। সাহাবায়ে কেরামের আর্দশকে নিজের জীবনে ধারণ করা। যারা রাসুলের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা রাসুলের আর্দশকে ধারণ না করে কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রাসুলের মুহাব্বতকে সীমাবদ্ধ করে রাখা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। নবীদের মুহাব্বতে বাড়াবাড়ি করা নতুন কিছু নয়। হযরত মুসা (আ.)-এর উম্মত ইহুদীরা মুসা এবং ওযাইর (আ.)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। এবং

[৫৭৯]. সূরা মায়েদা -৭৭

[৫৮০]. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আহমদ -২৫৬১, শোয়াইব আরনাউত বলেন, হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি।

খ্রীষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহর সন্তান বলেছেন। আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন;

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾

অর্থ: "ইহুদীরা বলে, ওজাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতোপূর্বে কুফরি করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক, কোথায় ফিরানো হচ্ছে এদেরকে"।[৫৮১]

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾

অর্থ: "হে কিতাবীরা ! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, এবং তোমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলো না।"[৫৮২]

রাসুল (সা.) তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে বলেন;

لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولُهُ.

অর্থ: " ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, " তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করো না যেভাবে নাসারাগণ ইবনে মারয়াম তথা ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে করেছিলো। নিঃসন্দেহে আমি একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা বলো আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল"।[৫৮৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ

[৫৮১]. সূরা তওবা -৩০
[৫৮২]. সূরা নিসা -৭১
[৫৮৩]. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারীর -৩২৬১।

بِتَقْوَاكُمْ، لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ».

অর্থ: 'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বললো, হে মুহাম্মদ! হে আমাদের নেতা! হে নেতার পুত্র! হে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষ! হে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষের পুত্র। অতঃপর রাসুল (সা.) বলেন, "হে লোকেরা! তোমাদের উচিত তাকওয়া অবলম্বন করা এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে প্ররোচনায় না ফেলে, আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ এবং আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। খোদার শপথ, আমি চাইনা যে তোমরা আমাকে আমার মর্যাদার চেয়ে উপরে তুলো, যে স্থান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন।[৫৮৪]

আরেক হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

অর্থ: "তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে"।

রাসুল (সা.)-কে কেন্দ্র করে যদি বাড়াবাড়ি করা হয় তাহলে ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের মত আমাদেরকে ধ্বংসের অতল গহবরে নিমজ্জিত হতে হবে। রাসুল(সা.)-কে অন্য কোন বিশেষিত না করে একমাত্র আব্দুল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ বলে সম্বোধন করা কুরআন সমর্থিত। রাসুল (সা.) একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় নিঃশ্বাস একবার যায় একবার আসে এমন অবস্থায় রাসুল (সা.) সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে করে বলেন: ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবী রাসুলদের কবরকে সিজদার জায়গা বানিওনা। তোমরা আমার কবরকে সিজদার জায়গা বানিওনা।

[৫৮৪]. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আহমদ বর্ণনাকরেছেন, নং:১২৫৭৩, শোয়াইব আরনাউত বলেন, এই হাদিসটির ইসনাদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য তবে হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যাতিত।

রাসুল (সা.) জীবনের শেষ মুহূর্তে এই ওসিয়তটি উম্মতের জন্য করে গিয়েছেন। হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন

"لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ".

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা নেমে আসলো তখন কালো রঙের একটি কাপড় তার চেহারায় ঢেকে দেয়া হলো, কিন্তু সেটার কারণে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লে তা সরিয়ে ফেলা হলো, ঐ অবস্থায় তিনি (সা.) বলেন, "ইহুদি এবং নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ কারণ তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। তারা যা করেছে তা থেকে যেনো সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।[৫৮৫]

রাসুলের কবরে সিজদা করা রাসুল (সা.) হারাম করেছেন। এখন যদি কেউ বলে সিজদা ২ প্রকার: একটি ইবাদতের সিজদা, আরেকটি তা'জিমী সিজদা। শেষ পযর্ন্ত কপালটাও যদি বান্দাকে দিয়ে দেয় আল্লাহর জন্য আর কি বাকী রাখলো। কুরআন এবং হাদিস এ কোন প্রমাণ নাই রাসুল (সা.)-কে কোন সাহাবি সিজদা করেছেন এবং রাসুল সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন গাইরুল্লাহ কে সিজদা করা স্পষ্ট শিরক।

নবীজি (সা.) নূরের তৈরী নাকি মাটির তৈরী ?

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা রাসুল (সা.) নূরের তৈরী বলে। তারা রাসুলকে মাটির মানুষ বলতে অস্বীকার করে। অথচ এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

[৫৮৫]. হযরত আয়েশা (রা.)এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী -৪২৫, মুসলিম - ৫৩১।

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

অর্থ: হে রাসুল আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ।[৫৮৬]

আর আমাদের কিছু ভাইয়েরা বলেন রাসুল মানুষ নন, যারা বলে আল্লাহর রাসুল মানুষ নন, তারাও এ আয়াত দিয়ে দলীল দেয়। তারা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে। এ আয়াতের অর্থ করে, বলুন হে রাসুল নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো মানুষ নই। তারা আয়াতের মনগড়া অর্থ করে, নিজের ভ্রান্ত মতবাদকে দৃঢ় করার জন্য। আল্লাহর কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে জঘন্য অপরাধ করছে। এ আয়াতের তাফসীর আল্লাহ্ আরেকটি আয়াত দিয়ে করেছেন। যখন রাসুল (সা.) নবুয়্যত প্রাপ্ত হলেন, তখন কাফেররা রাসুল (সা.)-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তাদের যুক্তি হল আমাদের মতো মানুষকে কেন নবী করে পাঠালেন? যদি আল্লাহ নবী পাঠাত, একজন ফেরেশতাকে কেন নবী করে পাঠাননি? মুহাম্মাদ আমাদের সন্তান, তিনি আমাদের সাথে বড় হয়েছেন, তার মা-বাবা আছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾

অর্থ: "অতঃপর তার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা, যারা কুফরি করেছিলে, তারা বললো, এ তো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা নাযিল করতেন। এ কথা তো আমরা আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের সময়েও শুনিনি।"[৫৮৭]

তাদের প্রশ্ন "আল্লাহ আমাদের মত মানুষকে কেন নবী করে পাঠালেন"?

[৫৮৬]. সূরা কাহাফ, ১১০
[৫৮৭]. সূরা মুমিনুন -২৪

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا *أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا *أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا *أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا *وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾

অর্থ: "আর তারা বলে, আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য জমিন থেকে একটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত করবে। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমনটি ধারণা কর, সে অনুযায়ী আসমানকে খণ্ড-খণ্ড করে আমাদের উপরে ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের মুখোমুখি নিয়ে আসবে। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একটি ঘর হবে অথবা তুমি আসমানে উঠবে, কিন্তু তোমার উঠাতেও আমরা ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করবে যা আমরা পাঠ করবো। বলো, পুতঃপবিত্র মহান আমার রব, আমি তো একজন মানব রাসুল ছাড়া আর কিছুই নই। আর যখন মানুষের নিকট হেদায়েত আসে তখন তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দেয় তাদের একথা যে, আল্লাহ কি মানুষকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন?"[৫৮৮]

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন নবী পাঠিয়েছেন"।[৫৮৯]

[৫৮৮]. সূরা ইসরা, ৯০-৯৪

[৫৮৯]. সূরা আলে ইমরান -১৬৪

﴿و لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾

অর্থ: "আর অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসুল এসেছে"।[৫৯০]

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

অর্থ: "তাদেরকে তাদের রাসুলগণ বললো, আমরাও তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমার নেই। আর কেবল আল্লাহর উপরই মুমিনদের তাওয়াককুল করা উচিত"।[৫৯১]

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِين﴾

অর্থ: "আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না, আর তারা স্থায়ীও ছিল না"।[৫৯২]

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ﴾

অর্থ: "এবং তারা বললো, এ কেমন রাসুল যে খাবার খায় ও বাজারে চলা-ফেরা করে"।[৫৯৩]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রাসুল (সা.) আমাদের মত মানুষ। তবে তিনি আমাদের মত গুনাহগার নন। তিনি নিষ্পাপ। তিনি হচ্ছেন আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন;

﴿أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ"﴾

[৫৯০]. সূরা তাওবা- ১২৮

[৫৯১]. সূরা ইব্রাহিম, ৯- ১১

[৫৯২]. সূরা আম্বিয়া -৮

[৫৯৩]. সূরা ফুরকান -৭

অর্থ: "আমি কেয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা হবো, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার করব বিদীর্ণ করা হবে, আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হবো এবং আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ কবুল করা হবে"।[৫৯৪]

রাসুল (সা.) আরো ইরশাদ করেন,

﴿خُلِقَت المَلائِكَةُ مِن نُورٍ، وَخُلِقَ إِبلِيسُ مِن نَارالسَّمومِ، وَخُلِقَ آدَمُ عَلَيهِ السَّلامُ مِمَّا وُصِفَ لَكُم﴾

অর্থ: 'ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নুর থেকে আর ইবলিশকে সৃষ্টি করা হয়েছে উত্তপ্ত আগুন থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন তা থেকে (মাটি থেকে)।'[৫৯৫]

এই হাদিসের মধ্যে মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়া একটি কথাকে রহিত করার প্রতি ইংগিত রয়েছে:-

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ!

অর্থ: হে জাবের! আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নুরকে সৃষ্টি করেছেন।[৫৯৬]

এই হাদিস সহ এই ধরনের আরও যত হাদিস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে নবী (সা.)-কে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ফেরেশতারাই একমাত্র সৃষ্টি যাদেরকে নুর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম বা তার সন্তানদেরকে নয়। সুতরাং এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর, উদাসীন হয়ো না। ফেরেশতারা ভুল করতে পারে না, দেখা যাচ্ছে রাসূল (সা.) নামাজে সুহু সিজদা দিয়েছেন, যা তাঁর মানুষ হওয়ার প্রমাণ। ইরশাদ হচ্ছে,

[৫৯৪]. মুসলিম, আল ফাযায়েল - ৪২২৩।

[৫৯৫].মুসলিম -২৯৯৬, আল বানী (রহ.) "আসসিল সিলাতুস সহিহা" তে তা উল্লেখ করেছেন, (৪৫৮)।

[৫৯৬]. আজলুনী বলেছেন (৮২৭), জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর সনদে আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) এই হাদিসটি বর্ণনাকরেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ - أَوِ العَصْرَ - فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসুল (সা.) জুহর অথবা আসরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর জুল ইয়াইন খেরবাক ইবনে আমর) রা. তাকে বললেন, নামাজ কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে হে আল্লাহর রাসুল? তখন নবী (সা.) তাঁর সাহাবিদের বললেন, সে যা বলছে তা কি সঠিক? (অর্থাৎ আমি কি নামাজ কম পড়েছি?) সাহাবিরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি (সা.) আরও দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন এবং দুটো সিজদা দিলেন।

সা'আদ (রহ.) বলেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.)-কে দেখেছি মাগরিবের নামাজ দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর পর কথা বলেছেন এরপর বাকি এক রাকাত আদায় করেছেন এবং দুটি সিজদা দিয়েছেন। এবং বললেন, এভাবেই নবী (সা.) করেছেন।[৫৯৭]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان إلا بشرا من البشر يغسل ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.

অর্থ: উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে বলেন, "তিনি (সা.) একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। তিনি নিজের

[৫৯৭]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী, অধ্যায়ঃ সেজদায়ে সাহু, হাদিস নং: ১১৬৯।

কাপড় ধৌত করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং নিজের সেবা নিজেই করতেন ।[৫৯৮]

কাফেররা আমাদের নবীকে অস্বীকার করত, তিনি মানুষ হওয়ার কারণে । আর আমাদের কিছু ভাইয়েরা বলছে রাসুল (সা.) মানুষ নন । মক্কার কাফেররা আশ্চর্য করে বলেছিলেন, আল্লাহ্ কি একজন মানুষকে নবী করে পাঠালেন? মানুষকে রাসুল প্রেরণ করা মক্কার কাফেরদের নিকট অস্বাভাবিক ছিল । তাদের মতে রাসুল মানুষ হতে পারে না । রাসুল হবে ফেরেশতা । তৎকালীন কাফেররা আমাদের এ ভাইদের কথা শুনলে আরো বেশী আশ্চর্য হত ।

**** তারা মনে করে আল্লাহ্ সর্বপ্রথম নবীজি (সা.)-কে সৃষ্টি করেছেন**

আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম । এখন আপনি যদি বলেন সর্বপ্রথম রাসুল (সা.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে । আমারা কার কথা বিশ্বাস করব? রাসুলের কথা ? নাকি তাদের কথা? আমাদেরকে অবশ্যই রাসুলের কথা বিশ্বাস করতে হবে । তিরমিযি শরীফের একটি হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شيءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ । কলম বললো, হে আমার রব! আমি কি লিখবো? আল্লাহ বলেন, কেয়ামত পর্যন্ত তুমি সব জিনিসের ভাগ্য লিখতে থাকো ।[৫৯৯]

[৫৯৮]. আহমদ (২৬২৩৭) ইমাম বুখারী আল আদাবুল মুফরাদের মধ্যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, (৪২০)
[৫৯৯]. আবু দাউদ । হা. নং ৪৭০০, হাইসামী বলেন, তাবরানী হাদিসটি রিওয়াত করছেন রাবিগুলো সিক্বা, আলবানী, হাদিসটি শক্তিশালী ।

**** তারা বলে সমস্ত পৃথিবীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাসুলের জন্য:**

لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاكَ. (حديث موضوع)

অর্থ: "আপনি না হলে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হতো না" হাদীসটি মাওদু" ।[৬০০]

উক্ত হাদিসটি জাল হাদিস, যার মাধ্যমে দলিল পেশ করা যাবে না ।

কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে ঘোষণা দিচ্ছেন সব কিছুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদত করার জন্য । আল্লাহ্ বলেন;

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থ: "আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য" ।[৬০১]

**** তারা আরো মনে করে নবীজির জন্মের দিন লাইলাতুল কদরের চাইতে উত্তম**

লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চাইতে উত্তম, একথা কুরআন,সুন্নাহ ও সাহাবিদের কথার মাধ্যমে প্রমাণিত নয় । আমার রাসুল (সা.)-কে খাটো করবো না, আমারা আবেগ দিয়ে কোন কাজ করবো না, বরং কুরআন হাদিসে যা আছে তা মানব । অপরদিকে আল্লাহ্ বলেছেন

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে' । আপনাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল ক্বদর' কী? সে রাতে ফেরেশতারা এবং রূহ

[৬০০]. ইমাম শাওকানী " আল ফাওয়াইদুল মাজমুয়া ফিল আহাদীসিল মাওদুয়াহ" নামক গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন, পৃষ্ঠা নং: ৩২৬, যাগানী বলেছেন এটি মাওদু, আল বানী "আসসিলসিলতুদ দায়িফাহ" গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেছেন, পৃষ্টা নংঃ ২৮২ ।
[৬০১]. সূরা যারিয়াত, -৫৬

(জিবরাঈল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত"।[৬০২]

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ . فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم

অর্থ: "নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়"।[৬০৩]

তারা আরো মনে করে, নবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন না:

অথচ কুরআনে তার মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾

অর্থ: "মুহাম্মাদ (সা.) রাসুল ছাড়া আর কেউ নন, তাঁর পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়ে গিয়েছে, যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন অথবা শহীদ হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে?"।[৬০৪]

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল "।[৬০৫]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় রাসুল (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে রাসুলের খাঁটি মুহাব্বতকারী হিসেবে কুরআন মজীদ ও সহিহ সুন্নাহর আমল করার তাওফিক দান করুন। (আমিন)।

[৬০২]. সূরা ক্বদর
[৬০৩]. সূরা দুখান -৩,৪
[৬০৪]. আল ইমরান, আয়াত নং-১৪৪
[৬০৫]. সূরা যুমার-৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশ্বনবীর ভালোবাসা অর্জনের উপায়

যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যারা আনুগত্য করবে না, অনুসরণ করবে না সে নাফরমান, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:"كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى"

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের সকল ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যে অস্বীকার করে সে ছাড়া। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কে অস্বীকার করে? তিনি (সা.) বলেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্য হয় সে অস্বীকার করে।[৬০৬]

আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে কিন্তু ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে আমাকে অস্বীকার করে। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ কে আপনাকে অস্বীকার করে? (রাসুল) বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে। যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে না, অনুসরণ করবে না সে নাফরমান, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللَّهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى".

[৬০৬]. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী, কিতাবুল বাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ -৬৭৩৭।

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,"সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে (জান্নাতে যেতে) অস্বীকৃতি জানায় এবং যে ব্যক্তি অবাধ্য উটের মত আল্লাহর সাথে আচরণ করেছে উট যেভাবে মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় সেভাবে আল্লাহর অনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতে প্রবেশে অস্বীকৃতি জানাবে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্য হয় সে অস্বীকৃতি জানাবে।[৬০৭]

রাসুল (সা.) আরো ইরশাদ করেন:

"وددتُ لو أني رأيتُ أحبابِي"، قالوا: يا رسول الله، ألسْنا أحبابَك؟ قال: "أنتم أصحابي، أحبابِي يأتون بعدي، آمنوا بِي ولم يروني".

অর্থ: "আমার মন চায় যদি আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখতে পারতাম" তারা বললো, আমরা কি আপনার বন্ধু নই হে আল্লাহর রাসুল? রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা হলে আমার সাথী। আমার বন্ধু হলো তারাই যারা আমার পরে আসবে, তারা আমাকে না দেখে আমার প্রতি ঈমান আনবে।[৬০৮]

উক্ত হাদিসে বিশ্বনবী তাঁর প্রকৃত বন্ধুগণকে দেখতে চেয়েছেন। রাসুল (সা.)-এর আহবাব হচ্ছে তারা যারা তাঁর পরে দুনিয়ায় আসবে, তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সত্যায়িত করবে, অথচ তারা তাঁকে দেখেনি।

আমরা আটটি গুণের অধিকারী হতে পারলে নবী (সা.)-এর ভালোবাসা অর্জন করতে পারবো

১) সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা

আল্লাহর জিকির সবসময় আপনার মুখে থাকতে হবে। সকল প্রকার গীবত, শেকায়াত, মিথ্যা, পরনিন্দা, নিষিদ্ধ কাজ, মদ জুয়া, সিগারেট

[৬০৭]. ইবনে হাব্বান তার সহিহ গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।

[৬০৮]. রিয়াদুস সালেহীন, বাবঃ অযুর ফযিলত, ৬/২।

ইত্যাদি থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে। যদি এগুলো করে নিজের মুখকে অপবিত্র করেন তাহলে আপনি রাসুলের সামনে কীভাবে যাবেন, একটু ভেবে দেখুন। আপনার মুখ থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয় তাহলে আপনি রাসুলের সামনে কীভাবে দাড়াবেন। রাসুল (সা.) আপনার সামনে থাকবে আপনি কীভাবে রাসুলের দিকে তাকাবেন? সর্বজনিন আল্লাহর জিকির ও পবিত্রতার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

২) বিশ্বনবীর ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করা

রাসুলের নাম শুনলেই বলতে হবে: (সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাসুল (সা.)-এর ওপর দরুদ পড়তে হবে। হযরত ইবনুল কাইয়ুম (রা.) বলেন, রাসুল (সা.)-এর হক সমূহের মধ্যে থেকে আমারা সামান্য হক তার ওপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে আদায় করি। এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে যে নিয়ামতরাজি দিয়েছেন তাঁর ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া আদায় করা। তাই আমরা সাহাবা কিরামগণকে রাসূল (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠের অদম্য আগ্রহী দেখতে পাচ্ছি। ইরশাদ হচ্ছে,

قال: قَالُوا: يَا رَسُول الله، كَيفَ نصلي عَلَيْك؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صل على محمدٍ وعَلى أَزوَاجه وَذريته، كَمَا صليت على آل إِبْرَاهِيم، وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم، إِنَّك حميد مجيد ".

অর্থ: তিনি বলেন, তারা বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কীভাবে আপনার উপর দরুদ পাঠ করবো? তিনি বলেন, তোমরা বল: " আল্লহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ, ওয়ালা আযওয়াজিহি ওজুররিয়াতিহি, কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহিম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মদ, ওয়ালা আযওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি, কামা বারকতা আলা আলি ইবরাহিম। ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ"।[৬০৯]

[৬০৯]. মুত্তাফাক আলাইহি।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ, তার স্ত্রীগণ ও তার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষন করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহিমের পরিবারের ওপর রহমত করেছেন। এবং আপনি মুহাম্মদের ওপর, তার স্ত্রীগণের ওপর ও তার বংশধরদের ওপর বরকত দান করুন। যেভাবে আপনি ইবরাহিমের পরিবারের উপর বরকত দান করেছেন।

৩) সবসময় পবিত্রতা অর্জন করা:

নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন, তিনি সম্মানিত, সম্মানকে পছন্দ করেন, তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পছন্দ করেন,তিনি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে মুহাব্বত করেন, ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করা, মনকে পবিত্র ও শিরক মুক্ত রাখা, আমলকে বিদআত মুক্ত রাখা। তার শরীর পবিত্র, কাপড় পবিত্র, ঘর পবিত্র রাখা, মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা, বাসা-বাড়ি সার্বক্ষণিক এ-সব কিছু আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কাজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

ইরশাদ হচ্ছে,

"إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا، أُرَاهُ قَالَ، أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ ".

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি মহৎ ও উদার এবং উদারতাকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল এবং দানশীলতাকে ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ এবং ইহুদিদের মতো হয়ো না"।[৬১০]

৪) ধৈর্য্যশীল হওয়া

কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, লজ্জাবোধ থাকা, নরম ভাবে কথাবার্তা বলা। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন

[৬১০]. ইমাম তিরমিজি তা বর্ণনা করেছেন, আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, এটি সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের হাদিস থেকে।

عن عائشة أمرًا عجَبًا، قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:إذا أراد الله بأهل بيتٍ خيرًا، أدخل عليهم الرفق.

অর্থ: আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন পরিবারের ওপর কল্যাণ করার ইচ্ছে করেন, তখন তিনি তাদের অন্তরে দয়া বিনম্রতা ঢুকিয়ে দেন"।[৬১১]

অন্য হাদীসে রাসুলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন:

"التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ"

অর্থ: "ধীর-স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়ো করাটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে"।[৬১২]

মুমিন সব সময় যে কোনো কাজ ধীর-স্থিরভাবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে করবে। কেননা তাড়াতাড়ি কাজে কোনো সফলতা নাই। তাড়াতাড়ি কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।

৫) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া

প্রত্যেক মুমিনকে মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। মুমিন হবে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, মুমিন মানে সম্মানি লোক। তার চলাফেরা, কথার্বাতা সহ সকল কাজ রুচির্পূণ হবে।

من حسن إسلام المرإ تركه ما لا يعنيه

অর্থ: "মানুষের ইসলামি সৌন্দর্যের অন্যতম হচ্ছে, অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা"।

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف

[৬১১]. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী।

[৬১২]. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, আবু য়ালি তাঁর মুসনাদে, ইমাম তিরমিজি, তাঁর সুনানে, সাহাল থেকে বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটি হাসান গরিব।

অর্থ: "শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম"।

৬) নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া

রাসুলের মুহাব্বত ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিক সময়ে আদায় করতে হবে। নামাজ না পড়ে মুমিন হওয়া যাবে না, এবং কোনো সুযোগ নেই। আপনি সব কাজ করছেন, আপনার মধ্যে সব ভালো গুন পাওয়া যায় কিন্তু আপনি নামাজে অলসতা করেন, তাহলে আপনি প্রকৃত মুসলমান হতে পারবেন না। আপনি যত বড় ওলি হওয়ার দাবী করেন না কেন, যত কিরামত দেখান না কেন, আপনি নামাজ না পড়লে সেগুলো কোন কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি ঐ হিসাব থেকে পার পেয়ে যাবে সে সফলকাম হবে। আর যে ব্যক্তি তাতে আটকে যাবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং সে ব্যর্থ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

أَوَّل مَا يُحاسبُ بِهِ العبْدُ يَوْم القِيامةِ الصلاةُ؛ فَإِنْ صَلُحت، فَقَدْ أَفَلحَ وَأَنجح، وَإِنْ فَسدتْ، فَقَدْ خَابَ وخَسِر،

অর্থ: "সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসেবে হবে। যদি তা সঠিক হয় তবে সে সফল ও বিজয়ী হবে আর যদি তা নষ্ট হয় তবে সে ব্যর্থ ও পরাজিত হবে"।[৬১৩]

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ.

অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, "হে বেলাল! তুমি দাঁড়াও এবং নামাজের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও"।[৬১৪]

[৬১৩]. ইমাম তিরমিজি তা বর্ণনা করেছেন এবং সেটাকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, ইমাম আবু দাউদ এবং নাসাঈও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[৬১৪]. (ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ তার মুসনাদেও তা বর্ণনা করেছেন এবং শব্দ তার থেকে বলেই সাব্যস্ত। মশকিলে আসার গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বহাওয়ীও তা নিয়ে এসেছেন।

৭) হালাল খাওয়া

আপনাকে হালাল উপার্জন করতে হবে, হালাল ভক্ষণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

অর্থ:"হে রাসুলগণ! পবিত্র রিজিক থেকে আপনারা ভক্ষণ করুন এবং সৎকর্ম করুন, নিশ্চয় আপনাদের আমল সম্পর্কে আমি জ্ঞাত"।[৬১৫]

অনেকেই দেখা যায় নামাজও পড়ে রোজাও রাখে এবং হারামও খায়। তাদের নামাজ, রোজা কবুল হচ্ছে না। ঘুষ খাওয়া ও হারাম খাওয়াই তা প্রমাণিত। হারাম উপার্জনের মাধ্যমে গঠিত শরীল জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وله رِوَايَتَانِ : اَلرِّوَايَةُ الأُوْلَى: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ، أَوْلَى بِهِ."

অর্থ: আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে তাঁর দুটি বর্ণনা রয়েছে, প্রথম বর্ণনাটি হলো, "এমন মাংস (দেহ) যা হারাম উপার্জন খেয়ে বেড়ে উঠেছে, আগুনই তার জন্য অধিক উপযুক্ত"।[৬১৬]

৮) নবীজির সুন্নাতকে যিন্দা করা

রাসুলের সুন্নাতকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে মানুষের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হতে হবে। আপনি সুন্দর হলে পরিবার সুন্দর হবে। ঘর সুন্দর হলে বাড়ি সুন্দর হবে। যে ব্যক্তি সুন্নাত কে জিন্দা করলো সে রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করলো, আর যে রাসুল (সা.)-কে মুহাব্বাত করল, সে রাসুলের সাথে জান্নাতে থাকবে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

[৬১৫]. সূরা মুমিনুন -৫১।

[৬১৬]. ইমাম আহমদ তার মুসনাদে এটি বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ.

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে বলেন, "হে আমার বৎস! যদি তুমি সকাল সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাতে পার যে তোমার অন্তরে কারো জন্য প্রতারণা নেই, তবে তুমি তা কর"। এরপর তিনি আমাকে বললেন, "হে আমার বৎস! সেটা আমার সুন্নাত, আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে"।[৬১৭]

নবী প্রেমের অন্যতম দাবি দরুদ পাঠ

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশি-বেশি দরূদ পাঠ করার জন্য আদেশ করেছেন। যেমন পবিত্র কোরানে তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর ওপর দরুদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও"।[৬১৮]

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন,

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ،

৬১৭. তিরমিজি, ইলম অধ্যায়, হা. নং ২৬৭৮, আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত।
৬১৮. সূরা আহযাব- ৫৬

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

অর্থ: কা'আব ইবনে আজরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! আপনাকে সালাম দেয়ার বিষয়টি তো বুঝলাম কিন্তু আপনার উপর দরুদ পাঠ কীভাবে করবো? তিনি বললেন, তোমরা বলো, "আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি মুহাম্মদ কামা ছল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়াল আলি মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াল আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।[৬১৯]

ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (রহ.) উভয়েরই একটি বর্ণনা রয়েছে,

"اللَّهُمَّ صل على محمد عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"

অর্থ: হে আল্লাহ, শান্তি বর্ষণ করুন আপনার বান্দা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, তার পরিবারবর্গ, পত্নীগণ ও সন্তানগণের ওপর। যেমন আপনি শান্তি বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গেও ওপর। আর বরকত দান করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার, পত্নীগণ ও সন্তানগণের ওপর। যেমন আপনি বরকত দান করেছেন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও পবিত্র সত্তা।[৬২০]

৬১৯. কা'আব ইবনে আজরা (রা.) থেকে বর্ণিত ইমাম বুখারী (রহ.) কা'আব ইবনে আজরা (রা.) থেকে বর্ণিত।
৬২০. ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (রহ.) উভয়েরই একটি বর্ণনা রয়েছে। (মুত্তাফাক আলাইহি) আবু হামীদ আস সাঈদীর বর্ণিত হাদিস থেকে।

এখানে উল্লিখিত দু'টি বর্ণনাই সহিহ ও শুদ্ধ। এর যেকোন একটি নামাজে পড়া যাবে। আর নামাজের বাহিরের ক্ষেত্রে তো বিষয়টি অনেক ব্যাপক। অর্থাৎ নামাজের বাহিরে পড়ার জন্য হাদিসে অসংখ্য দরূদ শরিফ রয়েছে।

الصلاة ও السلام এর সংজ্ঞা:

الصلاة على النبي তথা নবীর উপর "সালাত" এর ক্ষেত্র বিশেষে এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে,

"সালাত" শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে "রহমত" তথা দয়া। আর এটি ফেরেশতাদের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে "ইসতেগফার" তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে "দোয়া" তথা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। মুতাকাদ্দিমীন তথা অগ্রজ আলেমদের মধ্য হতে আল্লামা আবুল আলিয়া, মুতায়াখখিরীন তথা অনুজদের মধ্য হতে ইবনুল কাইয়িম এবং সমসাময়ীকদের মধ্য হতে, ইবনে উছাইমিন সহ অন্যান্যদের মতে, নবীর ওপর সালাত পড়ার অর্থ হলো, তাঁর প্রশংসা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবীর ওপর দরূদ পাঠ করার অর্থ হলো, তিনি ফেরেশতাদের সামনে তাঁর প্রশংসা করেন। আর মানুষ ও ফেরেশতারা নবীর ওপর দরূদ পাঠ করার অর্থ হলো, তারা তাঁর জন্য দোয়া করেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) এই বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন, যার নামকরণ করেছেন, "জালাউল আফহাম ফি ফদলিস সলাতি ওয়াসালাম আলা খইরিল আনাম"।

এই কিতাবে তিনি الصلاة على النبي এর অর্থের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। সুতরাং যারা এব্যাপারে ব্যাপকভাবে জানতে চান তারা এই কিতাবটি অধ্যায়ন করতে পারেন।

শেখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল উসাইমিন বলেন, "সালাত" শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে " রহমত" তথা দয়া করা। আর

এটি ফেরেশতাদের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে "ইসতেগফার" তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে "দোয়া" তথা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

সুতরাং صلى الله على محمد এর অর্থ হলো, আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর রহমত বা দয়া করেছেন।

আর صلت الملائكة عليه এর অর্থ হলো, ফেরেশতারা তার জন্য ইসতেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

আর صلى عليه الخطيب এর অর্থ হলো, খতিব সাহেব তার জন্য দোয়া করেছেন।

সাধারণত আলেমদের মাঝে এই অর্থটাই প্রসিদ্ধ। তবে প্রকৃত অর্থটি এর বিপরীত। কারণ "সালাত" শব্দটা "রহমত" শব্দের চেয়ে অধিক খাছ বা বিশেষায়িত শব্দ। একারণেই সকল মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য দোয়া করতে পারে, এটা বৈধ। কিন্তু অপরদিকে এক মুমিন অপর মুমিনের উপর দরুদ পাঠ করতে পারেনা, এটা বৈধ নয়। এমনকি মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত অন্য কোন নবীর উপর সালাত বা দরূদ পাঠ করা যাবে কিনা এব্যাপারেও আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যদি "সালাত" শব্দটা "রহমত" এর অর্থে হতো তবে উভয়ের মাঝে এই পার্থক্য থাকত না। আমরা যেমন একজনের জন্য দোয়া করতে পারি তেমনিভাবে তার ওপর দরুদ পাঠও করতে পারতাম।

পবিত্র কোরানের ব্যবহারেও উভয় শব্দের মাঝে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

অর্থ: তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত"।[৬২১]

[৬২১]. সূরা বাকারা-১৫৭

এখানে “রহমত” শব্দটাকে “সালাত” শব্দের উপর আতফ করা হয়েছে। আর আতফ হয় দু’টো ভিন্ন অর্থের শব্দের মাঝে। সুতরাং এই আয়াত থেকেও বুঝা যায় যে, “সালাত” ও “রহমত” দু’টি ভিন্ন অর্থের শব্দ।

এ ব্যাপারে আবু আলিয়া (রহ.) যা উল্লেখ করেছেন তাই সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য অভিমত। তিনি বলেন,

নবীর উপর আল্লাহর সালাত বা দরূদপাঠ করার অর্থ হলো, ফেরেশতাদের নিকট তাঁর প্রশংসা করা। সুতরাং اللّٰهُمَّ صل عليه এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ তুমি তোমার নিকটতম ফেরেশতাদের কাছে তাঁর প্রশংসা করো।

এ কথার উপর হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় এই অর্থটি অনেক দুষ্কর। কারণ الصلاة এর শাব্দিক অর্থ হলো, الدعاء তথা দোয়া করা, এটার অর্থ الثناء বা প্রশংসা করা নয়।

এর উত্তর হলো, الصلاة শব্দটির উৎপত্তি الصلة থেকেও হয়। যার অর্থ হলো সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে ফেরেশতাদের কাছে রাসুল (সা.)-এর প্রশংসা করলে তাঁর সাথে সম্পর্কের সেতু বন্ধন অনেক মজবুত হয়। কারণ অনেক সময় প্রশংসা মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তাই বলা চলে প্রশংসা করা মানে সম্পর্ক রক্ষা করা।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, আল্লাহ রাসুল (সা.)-এর ওপর সালাত পড়ার অর্থ হলো ফেরেশতাদের কাছে তাঁর প্রশংসা করা।[৬২২]

السلام على النبي তথা নবীর উপর সালাম পেশ করার অর্থ:

السلام على النبي عليه الصلاة والسلام এর অর্থ হলো, নবী (সা.)-এর (জীবদ্দশায়) দৈহিক নিরাপত্তা, তার দ্বীনের নিরাপত্তা, কবরে তার দৈহিক সুস্থতা এবং কেয়ামতের দিন তার দৈহিক নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা।

[৬২২]. শারহুল মুয়াত্তা’ ১৬৩, ১৬৪/৩)।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল উসাইমিন বলেন,

السلام عليك এর السلام থেকে উদ্দেশ্য হলো, স্বয়ং আল্লাহর গুণবাচক নাম। কারণ রাসুল (সা.) বলেছেন, "إِنَّ اللَّهَ هوالسَّلامُ" অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা হলেন, আস সালাম”। আল্লাহ নিজেও পবিত্র কোরানে বলেছেন,

(الملك القدوس السلام) অর্থ: তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র, শান্তি-ত্রুটিমুক্ত’।[৬২৩]

এ কথার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, আস সালাম অর্থ আল্লাহ তা’আলার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান। السلام عليك এর অর্থ হলো- আল্লাহ তোমার রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হওক।

এ ব্যাপারে অন্যরা বলেন, السلام শব্দটা سلم এর باب تفعيل মাসদার। এর অর্থ হলো, শান্তি বর্ষণ বা নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর দরুদপাঠ কর এবং তাকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও”।[৬২৪]

সুতরাং রাসুল (সা.)-এর ওপর শান্তি বর্ষণ করার অর্থ হলো, তাঁর সকল বিপদ আপদ থেকে নিরাপত্তার দোয়া করা। এখানে প্রশ্ন করা হতে পারে, রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার বিষয়টি বুঝতে পারলাম। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার নিরাপত্তার জন্য দোয়া কীভাবে করা হয়?

[৬২৩]. সূরা হাশর -২৩।
[৬২৪]. সূরা আহযাব- ৫৬।

এর উত্তরে বলা হয়েছে, রাসুল (সা.)-এর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করাটা শুধুমাত্র তাঁর জীবদ্দশার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। কেয়ামত দিবসে ভয়াবহ অবস্থায় তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে থাকি। যেমন কেয়ামতের দিন মানুষ যখন পুলসিরাত পার করবে তখন রাসুল (সা.) বলবেন, اللّٰهُمَّ سلم سلم অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর। সুতরাং শুধুমাত্র মৃত্যুবরণ করলেই মানুষের বিপদ শেষ হয়ে যায় না। তাই মৃত্যুর পরেও তাঁর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করা যায়। তাই কেয়ামতের ভয়াবহ মুহূর্তে রাসুল (সা.)-এর নিরাপত্তার জন্য আমরা দোয়া করি।

এব্যাপারে আরো বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থটি আরও ব্যাপক السلام على الرسول এর অর্থ হলো, السلام على شرعه و سنته অর্থ, তাঁর শরিয়ত ও সুন্নতের ওপর শান্তি বর্ষিত হওক, তা যেন বিকৃতকারীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকুক। কারণ আল্লাহর বাণী,

﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾

অর্থ: "অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসুলের নিকট"।[৬২৫]

এখানে আমাদের মাঝে মতানৈক্য হওয়া বিষয়টি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নিকট উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন। ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁর নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার শরিয়ত ও সুন্নতের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

السلام عليك বাক্যটি কি বর্ণনামূলক বা সংবাদজ্ঞাপক বাক্য নাকি প্রার্থনাসূচক বাক্য? অর্থাৎ, السلام عليك বাক্যটির মাধ্যমে কি আপনি

[৬২৫]. সূরা নিসা-৫৯

এব্যাপারে সংবাদজ্ঞাপন করছেন যে, হে নবী আপনি শান্তিপ্রাপ্ত বা নিরাপদ, নাকি আপনি রাসুলের জন্য দোয়া করছেন যে, হে নবী আল্লাহ আপনাকে শান্তি বা নিরাপত্তা দান করুক।

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এটা একটা দোয়া, এবং দোয়াসূচক জুমলায়ে খাবরিয়া বা বর্ণনামূলক বাক্য।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আর তা হলো এই সালাম কি সেই সালামের মতো যা মানুষ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে দিয়ে থাকে?

এর উত্তর হলো, না, এই সালামটি সেই সালাম নয়। যদি তাই হতো তবে নামাজের মধ্যে এই সালাম উচ্চারণ করলে নামাজ ভেঙে যেত। কারণ নামাজে অপরের সাথে কথা বলা বৈধ নয়। তাছাড়া এমন সালাম সাহাবায়ে কেরাম উঁচু আওয়াজে রাসুলের সামনে উচ্চারণ করতেন এবং রাসুল (সা.) তা শুনতেন কিন্তু তিনি এর উত্তর দিতেন না। যদি সেটা স্বাভাবিক সালাম হতো তাহলে, তিনি উত্তর দিতেন। তারপরও আমরা রাসুলের অনুপস্থিতিতে তার প্রতি সম্বোধন করে এই সালামটি কেন পেশ করি? এমন প্রশ্নের উত্তরে اقتضاء الصراط المستقيم নামক কিতাবে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, রাসুল (সা.) আহ্বান করার দৃঢ়তা বোঝানোর জন্য এমনটা করা হয়, আমরা তাকে এমনভাবে ডাকি যেন তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর উপস্থিতিতে যেমন এই সালাম পেশ করতেন তেমনিভাবে তাঁর অনুপস্থিতিতেও পেশ করতেন। এবং আমরাও স্ব-স্ব স্থান থেকে তাঁর উপর সালাম পেশ করে থাকি।[৬২৬]

নবী (সা.)-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার ফজিলত সম্পর্কিত সহিহ হাদিসসমূহ নিম্নে পেশ করা হলো-

١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرَى فِي وَجْهِكَ

[৬২৬]. আশশারহুল মুমাত্তা-১৪৯, ১৫০/৩।

بَشَرًا لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ قَالَ: " إِنَّ مَلَكًا أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: أَمَا تَرْضَى أَوْ أَلَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟ رواه النسائي عن عبدالله بن أبي طلحة عن أبيه.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর চেহারায় আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার চেহারায় এমন আনন্দ দেখতে পাচ্ছি যা আগে কখনো দেখিনি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার কাছে ফেরেশতা (জিবরাঈল) এসেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার রব বলেন, এতে কি আপনি সন্তুষ্ট নন যে, কেউ আপনার উপর একবার সালাত (দরূদ) পাঠ করলে আমি তার ওপর দশবার সালাত (রহমত) পেশ করবো। এবং কেউ আপনার ওপর একবার সালাম পেশ করলে আমি তার ওপর দশবার সালাম পেশ করবো।[৬২৭]

٢- عن عبد الرحمن ابن عوف قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود، قال : أتاني جبريل قال : من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا.

অর্থ: আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা.)-এর কাছে আসলাম তখন তিনি সিজদারত ছিলেন, অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ সিজদায় ছিলেন। তিনি (সা.) বললেন, আমার কাছে জিবরাঈল (আ.) এসেছিলেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর দরুদপাঠ করবে আমি

[৬২৭]. নাসাঈ, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রহ.) থেকে বর্ণিত।

তার উপর দরুদপাঠ করবো। আর যে ব্যক্তি আপনার উপর সালাম পেশ করবে আমি তার উপর সালাম পেশ করবো।[৬২৮]

٣- عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني آت من ربي فقال : ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا. فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ قال : إن شئت.قال : ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال : إن شئت قال : ألا أجعل دعائي كله؟ قال : (إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة .

অর্থ: ইয়াকুব ইবনে যাইদ ইবনে তালহা আত তামীমী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, " আমার নিকট আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক এসেছিলেন। তিনি বলেন, কোন বান্দা আপনার উপর একবার দরূদপাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার দরূদপাঠ করেন। এরপর এক ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আমার অর্ধেক দোয়া আপনার জন্যই করি।

রাসুল (সা.) বললেন, তুমি চাইলে এমন কর, কোন অসুবিধা নেই। লোকটা বললো, আমি কি আমার দুই তৃতীয়াংশ দোয়া আপনার জন্য করবো? রাসুল (সা.) বললেন, তুমি চাইলে এমন করতে পার, কোন অসুবিধা নেই। সে বললো, আমি যদি আমার পুরো দোয়া আপনার জন্য করি? রাসুল (সা.) বলেন, তাহলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল পেরেশানির জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অর্থাৎ তোমার সব দায়িত্ব আল্লাহর।[৬২৯]

٤- قال حدثنا سلمة بن وردان، قال سمعت أنس بن مالك يقول : ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال : آمين، ثم ارتقى الثانية

[৬২৮]. সহিহ, তরগীব, আল্লামা আলবানী বলেছেন, হাদিসটি সহিহ

[৬২৯]. ইমাম তিরমিজি তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কা'আব থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ ও হাকিম ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাসহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

فقال : آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال : آمين، ثم استوى فجلس، فقال أصحابه : على ما أمَّنت؟

قال : أتاني جبريل فقال : رغم أنف امرئ ذكرتَ عنده فلم يصلِّ عليك، فقلت آمين، فقال : رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، فقلت : آمين، فقال : رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين .

অর্থ: সালমাতা ইবনে ওরদান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বরে এক সিঁড়ি আরোহণ করলেন এবং বললেন, "আমীন' । এরপর দ্বিতীয় সিঁড়ি আরোহণ করে বললেন, "আমীন" । এরপর তৃতীয় সিঁড়ি আরোহণ করে বললেন, "আমীন" । তারপর তিনি মিম্বরে বসলেন । তার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কীসের জন্য আমীন বলেছেন? রাসূল (সা.) বলেন, আমার কাছে জিবরাঈল আমিন এসেছেন এবং বলেছেন, সেই ব্যক্তির লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হোক যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরুদপাঠ করে না, এবং সেই ব্যক্তির লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হোক যে ব্যক্তি তার বাবা-মাকে পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না । এবং সেই ব্যক্তির লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হোক যে রমজান মাস পেয়েও গোনাহ মাফ করাতে পারে না । তাই আমি বলেছি, "আমিন" ।[৬৩০]

٥-وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه

[৬৩০]. ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, এবং হাদিসটি তার সাক্ষের ভিত্তিতে সহিহ, আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত ।

وسلم، وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قَالَ : يَقُولُ بَلِيتَ . قَالَ : «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ .

অর্থ: আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমুআর দিন । সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড় । কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয় ।" লোকেরা বলল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন । সেক্ষেত্রে আমাদের দরূদ কীভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন ।" (বিধায় তাঁদের শরীর আবহমান কাল ধরে অক্ষত থাকবে ।[৬৩১]

٦- قال عليه الصلاة والسلام : أَكْثِرُوا عَلَيَّ من الصلاةِ في كُلِّ يومِ جُمُعَةٍ، فإنَّ صلاةَ أُمّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ في كُلّ يومِ جُمُعَةٍ، فمن كانَ أَكْثَرَهُمْ عليَّ صلاةً كانَ أَقْرَبَهُمْ مِنّي مَنْزِلَةً .

অর্থ: রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমরা জুমার দিন বেশি-বেশি আমার উপর দরুদপাঠ কর । কারণ আমার উপর পাঠ করা দরূদসমূহ জুমার দিন পেশ করা হয় । সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে আমার ওপর অধিক দরূদপাঠক হবে সে অবস্থানের দিক হতে আমার সবচেয়ে কাছে হবে ।[৬৩২]

٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَاجَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّواعَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَعَذَّبَهُمْ وَإِنْشَاءَ غَفَرَلَهُمْ"

[৬৩১]. আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, আওস ইবনে আওস (রা.) থেকে বর্ণিত ।
[৬৩২].আবি উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, বাইহাকি, হাদিসটি হাছান লিয়াগরিহী ।

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, যে সমস্ত লোক কোন দরবারে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার যিকর করেনি এবং তাদের নাবীর প্রতি দরূদও পড়েনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন।[৬৩৩]

٨- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ"

অর্থ: আবু মাস'উদ আল-আনসারি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর মাজলিসে আমাদের নিকট আসলেন। তখন বাশীর ইবনু সা'দ (রা.) তাকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার ওপর দরূদ পাঠের আদেশ করেছেন। আমরা কিভাবে আপনার ওপর দরূদ পড়বো? রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা আক্ষেপ করতে ছিলাম যে, তাঁকে প্রশ্নটি না করাই ভাল ছিল। পরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা বলো, "আল্লাহুমা ছল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি মুহাম্মদ কামা ছল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়াল আলি মুহাম্মদ কামা

[৬৩৩].আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিরমিজি-৩৩৮০, আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বারকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াল আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। আর সালাম তোমরা যেভাবে শিখেছ সেভাবেই দিবে।[৬৩৪]

٩- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» . وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

অর্থ: রাসুল (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা.) আমাকে বলেছেন, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলো, বিসমিল্লাহি ওয়াসাল্লামু আলা রাসুলিল্লাহ, আল্লাহুমা ছল্লি আলা মুহাম্মদ, ওয়ালা আলি মুহাম্মদ, ওয়াগফির লানা, ওয়া সাহহিল লানা আবওয়াবা রহমাতিকা। অতঃপর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখনও একই কথা বলবে। তবে শেষে বলবে, ওয়া সাহহিল লানা আবওয়াবা ফাদলিকা।[৬৩৫]

١٠- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَاتَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ"

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ

[৬৩৪]. আবু মাস'উদ আল-আনসারি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, মুসলিম, আবু দাউদ-৯৮০: আবূ মাস'উদ আল-আনসারি (রা.) সূত্রে বর্ণিত।

[৬৩৫]. ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যা দিয়েছেন, রাসুল (সা.) এর কন্যা ফাতিমা (রা.) থেকে বর্ণিত।

বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা কেউ আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করবে। ওয়াসিলাহ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যার অধিকারী হবেন আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বান্দা। আমি আশা করছি, আমিই হবো সেই বান্দা। কেউ আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ্ প্রার্থনা করলে সে আমার শাফা'আত পাবে।[৬৩৬]

১১ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ».

অর্থ: আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদপাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা সমুন্নত করবেন।[৬৩৭]

যেসব মুহূর্তে দরূদ পাঠ করতে হয়

যে সকল সময় বা মুহূর্তগুলোতে দরূদপাঠ করতে হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

১. যখনই রাসুল (সা.)-এর নাম বা কথা উল্লেখ করা হয়

তখনই তার উপর দরূদপাঠ করা মুস্তাহাব। কেউ- কেউ এটাকে ওয়াজিবও বলেছেন।

২. প্রতিটি আযানের পরে

রাসুল (সা.) বলেছেন,

"إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ"

[৬৩৬]. মুসলিম- ৩৮৪, আবুদাউদ- ৫২৩ আব্দুল্লাহ ইবনু'আমরইবনুল 'আস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, আনাস ইবনে মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত।

[৬৩৭]. ইমাম আহমদ- ১১৫৮৭, নাসাঈ- ১২৯৭ আনাস ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণিত।

অর্থ: "তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। তারপর আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে"।[৬৩৮]

৩. জুমাবার দিনে এবং রাত্রে

রাসুল (সা.) বলেছেন,

"أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

অর্থ: "তোমরা জুমাবার দিনে এবং রাত্রে আমার ওপর বেশি বেশি দরূদপাঠ কর, যে ব্যক্তি তা করবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে স্বাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো"।[৬৩৯]

৪. প্রত্যেক দোয়ার শুরুতে এবং শেষে

ইমাম নববী কিতাবুল আজকারে বলেন, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এব্যাপারে একমত হয়েছে যে, প্রতিটি দোয়া আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা এরপর রাসুল (সা.)-এর ওপর দরুদপাঠের মাধ্যমে শুরু করা মুস্তাহাব। দোয়ার শেষেও দরূদপাঠ করা মুস্তাহাব। এব্যাপারে অসংখ্য আছার রয়েছে।

৫. সকাল সন্ধ্যা জিকিরের সাথে

দশবার করে দরূদপাঠ করা মুস্তাহাব। নবীজি (সা.) বলেন,

"من صلى علي حين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة"

অর্থ: "যে সকালে দশবার এবং বিকালে দশবার আমার ওপর দরুদপাঠ করবে সে কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পাবে"।[৬৪০]

[৬৩৮].আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, মুসলিম- ৩৮৪|

[৬৩৯]. বাইহাকি, শুয়াবিল ঈমান গ্রন্থে আনাস (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লামা সুয়ুতী এটাকে হাসান বলে আখ্যা দিয়েছেন।

[৬৪০]. ইমাম তবরানী দুটি সনদে তা বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে একটা সনদ জায়্যিদ। মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ- ১২০/১০/ সহিহ তরগীব ওয়াত রহীব- ২৭৩/১ ইমাম তবরানী দুটি সনদে তা বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে একটা সনদ জায়্যিদ। মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ- ১২০/১০, সহিহ তরগীব ওয়াত রহীব- ১২৭৩/১

৬. জানাযার নামাজে ৩য় তাকবীরের পর দরূদে ইবরাহিমি পড়া সুন্নত।

৭. নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর

রাসুল (সা.)-এর ওপর দরূদপাঠ করা সুন্নত। কোন কোন আলেম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। তাদের মতে রাসুলের উপর দরুদপাঠ না করে নামাজ শেষ করলে সেই নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. প্রত্যেক বৈঠক শেষ করে উঠার আগে

রাসুল (সা.)-এর ওপর দরুদপাঠ করা মুস্তাহাব। যেমন রাসুল (সা.) বলেছেন,

"مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ."

অর্থঃ যে সমস্ত লোক কোন দরবারে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার যিকর করেনি এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদও পড়েনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন।[৬৪১]

দরূদ শরিফের বিভিন্ন ধরন ও রূপ

١- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ : لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : بَلَى فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ : قُولُوا" :اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

[৬৪১]. আবু দাউদ, তিরমিজি- ৩৩৮০, আহমদ, ইমাম নুওয়ী এবং তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যা দিয়েছেন।

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

অর্থঃ আবদুর রহমান ইবনু আবু লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'ব ইবনু উজরা (রা.) আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া দেব না যা আমি নবী (সা.) থেকে শুনেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনাদের ওপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহিম (আ.) এবং ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী। [৬৪২]

٢- ٨- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ

[৬৪২]. বুখারী-৪৭৯৭,আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত।

إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ"

অর্থ: আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর মাজলিসে আমাদের নিকট আসলেন। তখন বাশীর ইবনু সা'দ (রা.) তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার ওপর দরূদ পাঠের আদেশ করেছেন। আমরা কিভাবে আপনার ওপর দরূদ পড়বো? রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা আক্ষেপ করতে ছিলাম যে, তাঁকে প্রশ্নটি না করাই ভাল ছিল। পরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা বলো, "আল্লাহুমা ছল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি মুহাম্মদ কামা ছল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়াল আলি মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াল আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। আর সালাম তোমরা যেভাবে শিখেছ সেভাবেই দিবে।[৬৪৩]

٣-عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُوْلُوْا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

অর্থ: আমর ইবনে সুলাইম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুমাইদ সা'ঈদী (রা.) আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ

[৬৪৩]. মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ, আবু মাস'উদ আল-আনসারি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, আবু মাস'উদ আল-আনসারি (রা.) সূত্রে বর্ণিত।

(সা.)-এর ওপর, তাঁর স্ত্রীগণের ওপর তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধরদের ওপর। আর আপনি মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর, তাঁর স্ত্রীগণের ওপর এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।[৬৪৪]

٤- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ "قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ".

অর্থ: আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। একবার আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! এই যে 'আসসালামু 'আলাইকা' তা তো আমরা জেনে নিয়েছি। তবে আপনার ওপর সালাত কীভাবে পাঠ করবো? তিনি বললেন, তোমরা পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও আপনার রাসুল মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। যেমন করে আপনি ইবরাহিম (আ.)-এর ওপর রহমত অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বারাকাত নাযিল করুন, যেরকম আপনি ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর এবং ইবরাহিম (আ.)-এর পরিবারবর্গের ওপর বারাকা অবতীর্ণ করেছেন।[৬৪৫]

٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لاَتَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ. قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِّمْنَا. قَالَ قُولُوا اللهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ

[৬৪৪]. বুখারি-৩৩৬৯, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, আম্‌অর ইবনে সুলাইম (রহ.) থেকে বর্ণিত।
[৬৪৫]. বুখারী-৬৩৫৮,আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُول الرَّحْمَةِ اللهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পেশ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দরূদ পেশ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, নিশ্চয় তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। রাবী বলেন, সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তোমরা বলো:

"আল্লাহুম্মাহ ইজ'আল সলাতাকা ওয়া রহমাতাকা ওয়া বারকাতিকা আলা সায়্যিদিল মুরসালীন ওয়া ইমামিল মুত্তাকিন ওয়া খাতামিন নাবিয়্যিন, মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসুলিকা, ইমামিল খাইরি ওয়া কায়িদিল খাইরি, ওয়া রাসুলির রহমাতি। আল্লাহুমা ইব'আছহু মাক্বামাম মাহমুদান এগবিতুহু বিহিল আউওয়ালুনা ওয়াল আখারুনা। আল্লাহুমা ছল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি মুহাম্মদ কামা ছল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়াল আলি মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াল আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।

(অনুবাদ) হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা ও আপনার রাসুল, প্রেরিত রাসুলগণের নেতা, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নবী, কল্যাণের উৎস, কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী ও দয়ার নবী মুহাম্মাদের ওপর আপনার রহমত, আপনার দয়া ও আপনার প্রাচুর্য নাযিল করুন। হে আল্লাহ্! তাঁকে সেই সুপ্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিন, যার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ ঈর্ষান্বিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের ওপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর

বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহিম ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।[৬৪৬]

٦- حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا أبو إسرائيل، عن يونس بن خَبَّاب قال : خطبنا بفارس فقال : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، فقال : أنبأني من سمع ابن عباس يقول : هكذا أنـزل . فقلنا – أو : قالوا – يا رسول الله، عَلمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال : اللّٰهُمَّ صل على محمد و على آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد ، و ارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد و على آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد . »

অর্থঃ আবু কুরাইব বলেন মালার ইবনে ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, ইউনুস ইবনে খাব্বাব আমাদেরকে একটি বক্তব্য দিয়েছেন, অতঃপর তিনি বলেন,"নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা নবীর উপর দরুদপাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার উপর দরুদপাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর"। এরপর তিনি বলেন, হযরত আব্বাস (রা.) বলতে শুনেছেন এমন একজন আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এভাবে যখন আয়াতটি অবতীর্ণ হলো আমরা রাসুল (সা.)-কে বললাম অথবা তারা (সাহাবিরা) বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার ওপর সালাম কিভাবে পেশ করতে হয় তা আমরা জানি। কিন্তু আপনার ওপর দরুদপাঠ কিভাবে করবো? তিনি বললেন, " আল্লাহুমা ছল্লি

[৬৪৬]. ইবনে মাজাহ, এবং এটা একটা মওকুফ, হাদিস আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)থেকে বর্ণিত।

আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি মুহাম্মদ কামা ছল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়াল আলি মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াল আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহিম ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।[৬৪৭]

٧- قال الإمام أحمد : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي".

অর্থ: ইমাম আহমদ বলেন, রুয়াইফা ইবনে সাবিত আল আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের উপর দরুদপাঠ করে এবং বলেন: "আল্লাহুম্মা আনযিলহুল মাক'আদাল মুকাররব ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাতি" হে আল্লাহ! কেয়ামতের দিন তাকে তোমার নিকটে স্থান দিও, তার জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে।[৬৪৮]

عن ابن طاوس، عن أبيه، سمعت ابن عباس يقول : اللَّهُمَّ تقبل شفاعة محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وأعطه سُؤْلَه في الآخرة والأولى، كما آتيت إبراهيم وموسى، عليهم السلام .

[৬৪৭]. ইমাম আহমদ বলেন, রুয়াইফা ইবনে সাবিত আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু কুরাইব হযরত আব্বাস (রা.) বলতে শুনেছেন।

[৬৪৮]. ইবনে মাজাহ, এবং এটা একটা মওকুফ, হাদিস আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত।

অর্থ: ইবনে তাওস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল শাফায়াতা মুহাম্মদ আল কুবরা, ওয়ারফা' দারজাতাহুল উলয়া, ওয়া'তিহি ছু'লাহু ফিল আখিরাতি ওয়াল ওউলা, কামা আ'তাইতা ইব্রাহিমা ওয়া মুসা, আলাইহিমাস সালাম"।

অনুবাদ: "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের মহা সুপারিশ কবুল কর, এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও, এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার চাওয়াগুলো তাকে দান কর, যেভাবে তুমি মুসা ও ইবরাহিম (আ.)-কে দান করেছ"।[৬৪৯]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম কর্তৃক বর্ণিত দরুদ পাঠের চল্লিশ উপকারিতা-

(১) দরূদ পাঠ করার জন্য আল্লাহর দেয়া আদেশ মেনে চলা।

(২) নবীজির জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা যেমন সালাত পাঠ করেন বান্দা হয়েও একই কাজ করতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করা, যদিও দুই সালাতের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

(৩) এতে ফেরেশতাদের মতো একই কাজের সৌভাগ্য অর্জন করা ।

(৪) নবীজির উপর একবার সালাতের বিনময়ে আল্লাহর কাছ থেকে দশটি রহমত একবারে অর্জন করা।

(৫) নবীজির একবার সালাতের জন্য বান্দার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

(৬) তার জন্য দশটি নেক আমলের সওয়াব লেখা হয়।

(৭) তার দশটি গোনাহ মুছে দেয়া হয়।

(৮) দরূদ পাঠ বান্দার দোয়া কবুল হওয়ার কারণ।

(৯) রাসুল (সা.)-এর সুপারিশ লাভের কারণ।

[৬৪৯]. ইসমাইল আল কাযী বলেন, তিনি আলী ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি ইবনে তাওস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আব্বাস থেকে, হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যা দিয়েছেন। إسناد جَيِّد قوي صحيح.

(১০) গুনাহ মাফ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

(১১) বান্দার সবরকমের চিন্তা দূর করতে আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ আল্লাহ নিজেঈ তার দায়িত্ব নিয়ে নেন।

(১২) কিয়ামতের দিন, বান্দা নবীর নিকটবর্তী হতে পারে।

(১৩) নিঃস্ব ব্যক্তির জন্য দরূদ পাঠ সদকা সমতুল্য।

(১৪) আল্লাহ তা'আলা বান্দার চাহিদা মেটানোর কারণ।

(১৫) আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁর উপর প্রার্থনা করার একটি কারণ।

(১৬) দরূদ পাঠ কারীর জাকাত ও তার পবিত্রতার কারণ।

(১৭) মৃত্যুর পূর্বেই বান্দা জান্নাতের সুসংবাদ লাভের কারণ।

(১৮) কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে থাকার কারণ।

(১৯) বান্দার ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণ করার উপায় বা কারণ।

(২০) দরূদ ও সালাম পেশকারী নবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতি-উত্তর লাভের সৌভাগ্য অর্জনের উপায় বা কারণ।

(২১) দরূদ শরিফ যে কোনো মজলিসের ভালোর কারণ, তাই কেয়ামতের দিন তা ঐ বৈঠকবাসীদের জন্য দুঃখ বয়ে আনবে না।

(২২) দারিদ্র্য দূর করার উপায় বা কারণ।

(২৩) বান্দার কাছ থেকে কৃপণতা দূর করার কারণ।

(২৪) অপমান ও লাঞ্ছনার বদদোয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বা কারণ।

(২৫) জান্নাতে যাওয়ার কারণ, কেননা দরূদ শরিফ তার পালনকারীকে জান্নাতের পথে নিয়ে আসে এবং তার অবহেলাকারীকে জান্নাতের পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

(২৬) মজলিসের দুর্গন্ধ থেকে বেঁচে থাকার উপায়।

(২৭) বক্তৃতার সুন্দর সমাপ্তির কারণ।

(২৮) পথচলার পথে বান্দার আলোর প্রাচুর্যতার কারণ।

(২৯) বান্দার অসুস্থতা থেকে বেরিয়ে আসার কারণ।

(৩০) মহান আল্লাহ কর্তৃক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য সুপ্রশংসা অব্যাহত রাখার মাধ্যম।

(৩১) দরূদপাঠকারীর জন্য তার কর্ম ও জীবনে বরকতের কারণ।

(৩২) আল্লাহর রহমত লাভের কারণ।

(৩৩) রাসুল (সা.)-এর প্রতি ধারাবাহিক ভালোবাসা প্রদর্শনের উপায়।

(৩৪) ধারাবাহিকভাবে রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা পাওয়ার উপায়।

(৩৫) বান্দার পথ নির্দেশনার কারণ এবং তার হৃদয়কে উজ্জীবিত রাখার উপায়।

(৩৬) নবীজির (সা.) কাছে দরূদপাঠকারীর নাম পেশ করার উপায়।

(৩৭) সত্য পথের উপর অবিচল থাকার উপায়।

(৩৮) নবীজির কিছু হক আদায় করার উপায়।

(৩৯) এতে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর শুকরিয়া।

(৪০) এটি একটি দোয়া, কারণ এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যে তার বন্ধু এবং প্রেমিকের প্রশংসা করা, তার উপর শান্তি বর্ষিত করা, অথবা বান্দার চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হয়।[৬৫০]

[৬৫০]. ইমাম ইবনে আল কায়্যিম কর্তৃক বর্ণিত রাসুল সা. এর জন্য দরূদ ও প্রার্থনা করার চল্লিশ উপকারিতা: জালাউল আফহাম ফি ফদলিস সালাতি ওয়াসালাম আল খাইরিল আনাম।০

উপসংহার

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ, তিনি ছিলেন চলমান কুরআন। প্রথম দিন থেকেই তিনি ছিলেন মানুষ গড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সফল কারিগর, আদর্শমানব সম্পদ গঠনে ইতিহাসের বিস্ময়কর পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। উপহার দেন মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসায় ভরপুর এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ। নিশ্চিত করেন গণমানুষের জানমাল ও ইজ্জত-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা। সুপ্রতিষ্ঠিত করেন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানসহ সকল মৌলিক অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা, সমাজ থেকে বিদূরিত করেন জুলুম-অত্যাচার, মারামারি-হানাহানি, নির্যাতন-নিপীড়ন ও যাবতীয় অন্যায় অনাচার সর্বস্তরের মানুষের জন্য আদল-ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে গঠন করেন শান্তিপূর্ণও সুন্দর এক বসুন্ধরা। তাই তিনি পৃথিবীবাসীর গভীর আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হন।

১. ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে, ইসলামের আসল দিকনির্দেশনা হলো মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২. ইসলাম আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছে। তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছে। এবং তাদের মুক্তির জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. একই সাথে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে একটি সুন্দর ও সঠিক ধারণা পেয়েছি। এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সম্পর্ক কেমন হতে হবে সে ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ করেছি।

৪. লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমান হলো সকল মর্যাদা ও কল্যাণের সমন্বয় স্থল বা কেন্দ্রবিন্দু।

৫. যেসকল বিপদ ও অরাজকতা সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করে তা সবই মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে হয়ে থাকে। তাই ইসলাম সর্বপ্রথম প্রকৃত মানুষ গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

৬. মানুষের দেহ আল্লাহর তৈরি একটি দালানস্বরূপ। সুতরাং একমাত্র নির্মাতা ব্যাতিত সেই দালানকে ধ্বংস করার কারো অধিকার নেই। এমন কি স্বয়ং মানুষ নিজেও চাইলে তার দেহকে শেষ করে দিতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই তার মৃত্যু হবে।

৭. ইসলামের মহৎ উদ্দেশ্যাবলির অন্যতম হলো জুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যাতে সমাজে শান্তি-শৃংখলা নিশ্চিত হয়।

৮. এই রচনার মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ধর্ম।

৯. সকল হতাশা ও দুর্দশা থেকে মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো ইসলামি নেতৃত্ব গ্রহণ করা।

১০. একটি রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় সম্পর্ককে মজবুত রাখার জন্য ধর্মীয় উদারতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।

১১. অমুসলিমদের সাথে ওয়ালায়েতের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাদের প্রতি উদারতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ওয়ালায়াতের অর্থ হলো তাদেরকে রাজনৈতিক (Guardian) অভিবাবক হিসেবে গ্রহণ করা। এটা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সাথে জড়িত। অপরদিকে তাদের প্রতি উদারতা দেখানো এবং দয়াপ্রদর্শন করার মাধ্যমে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হয়।

১২. শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) মদিনায় নতুন ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করে সেখানে সামাজিক শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল ও নজিরবিহীন।

১৩. সমগ্র পৃথিবী এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এই বিষয়টি অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি যে, অপরের সাথে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি ও সুখ নিহিত রয়েছে।

১৪. ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সমাজ গঠন করেছিলেন সেখানে মুসলমানদের সাথে আহলে কিতাব থেকে শুরু করে মূর্তিপূজারীসহ নানা ধর্মের মানুষ একসাথে বসবাস করতো। এতে প্রমাণিত হয় যে, শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কুরআনে কারিম

২. বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আবু আব্দুল্লাহ আল জু'ফী, আল জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল বুখারী, মুহাক্কিকঃ মুহাম্মদ যুহাইর ইবনে নাসের আন নাসের, দার" তুকিন নাজাত, ১ম মুদ্রনঃ ১৪২২ হিঃ।

৩. বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আবু আব্দুল্লাহ আল জু'ফী, আল জামেউল মুসনাদুস সহিহ আল বুখারি, মুহাক্কিক: মুহাম্মদ যুহাইর ইবনে নাসের আন নাসের, দারু তুকিন নাজাত, ১ম মুদ্রণ: ১৪২২ হি., হাদিস নং: ১৭৪১।

৫. ইমাম বুখারি, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, সহিহুল বুখারি, রিয়াদ, বাইতুল আফকার আদ দাওলিয়া লিন নাশার, ১৪১৯ হি:- ১৯৯৮ খৃ.।

৬. সহীহ মুসলিম, বাংলা অনুবাদ, অনুবাদ : মাওলানা আফলাতুন কায়সার, সম্পাদনা: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

৭. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, ইস্তাম্বুল, দারুত তবায়া আল আমেরাহ, মুদ্রণ: ১৩২৯ হি.।

৮. আল মুসনাদুস সহিহ আল মুখতাসার লিল মুসলিম, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নীসাবুরী (মৃত্যু: ২৬১ হি.), মুহাক্কিক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি, প্রকাশক: দারু ইহয়াইত তুরাস আল আরাবি- বৈরুত, খণ্ড সংখ্যা: ৫।

৯. সুনানে তিরমিযি, বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১০. সুনানে আবু দাউদ, বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১১. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ' ইবনে ইসহাক ইবনে বাশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর আল আযদী আস সাজিসতানী (মৃত্যু: ২৭৫ হি.), সুনানে আবু দাউদ, মুহাক্কিক: শোয়াইব আরনাউত- মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল ক্বাররাহ বালালী, দারুর রিসালাহ আলা আলামিয়্যাহ, মুদ্রণ- ১ম, ১৪৩০ হি. ২০০৯ খৃ., খণ্ড সংখ্যা: ৭।

১২. ইবনে মাজাহ- (মৃত্যু:২৭৩ হি.), সুনানে ইবনে মাজাহ, মুহাক্কিক: শুয়াইব আল আরনাউত- আদিল মুরশিদ ‚ মুহাম্মদ কামিল কুররাহ বালালী আব্দুল লাতীফ হিরযুল্লাহ, দারুর

১৩. সুনানে ইবনে মাজাহ,আল কযওয়িনী, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আবু আব্দুল্লাহ, তাহকিকঃ ফোয়াদ আবদুল বাকি, প্রকাশক: দারুল ফিকির, বৈরুত, খণ্ড সংখ্যা: ২।

১৪. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১৫. ইমাম আহমদ ইবনে হামবল, মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইবনে হামবল, মুহাক্কিক: শোয়াইব আরনাউত ও অন্যান্যরা, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি. ১৯৯৯ইং, খণ্ড সংখ্যা: ৫০, খণ্ড নং: ৪১।

১৬. আবু আব্দুল্লাহ আহমেদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামবল আশ শাইবানি (মৃত্যু: ২৪১ হি.), মুসনাদে আহমদ, মুহাক্কিক: আহমদ মুহাম্মদ শাকের, দারুল হাদিস, কায়রো, মুদ্রণ-১ম, ১৪১৬ হি. ১৯৯৫ খৃ., খণ্ড সংখ্যা: ৮, নং: ৪১৪২ ।

১৭. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১৮. আবু নুয়াইমের দালাইলুন নবুওয়াহ, চতুর্দশ অধ্যায়। ওতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের কাহিনি, ওয়াই পেক মেশিনে সংরক্ষিত ২ মার্চ ।

১৯. আনাস ইবনে মালিক ইবনে আমের আলা আসবাহি আলা মাদনি (মৃত্যু:১৭৯ হি.) মুয়াতগা মালিক বিরিওয়াতি মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী, আব্দুল ওয়াহহাব আব্দুল লতীফ, আল মাক্তাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, খণ্ড: ১।

২০. তবরানি, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব আবুল কাসেম আত-তবরানি, মুসনাদুশ শামিয়ীন, তাহকিক: হামদী ইবনে আবদুল মাজীদ আসসালাফী, (বৈরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, মুদ্রণ- ১৪০৫ হি. -১৯৮৪ খৃ.।

২১. আল্লামা তবরানী, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ, আলা মু'জামুল আউসাত, নং: ১০০৬, তাহকিক: তারেক ইবনে ইওয়াজুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ, আব্দুল মুহসিন ইবনে ইব্রাহিম আল হুসাইনী, প্রকাশক: দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি., খণ্ড সংখ্যা: ১০।

২২. বায়হাকি, আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল খুসরাওজীরদী আল খোরাসানি, আবু বকর (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হি.), শুয়াবুল ঈমান, তাহকিকঃ ড. আবদুল আলী আব্দুল হামিদ হামেদ, প্রকাশকঃ মাকতাবাতুর রুশদ লিন নশর ওয়াত তওজী রিয়াদ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৩/২০০৩, খণ্ড নংঃ ১৪ ।

২৩. আল্লামা আলবানি, আসসিলসিলাতুস সহিহা- আল মুখতাসার,রিয়াদ, আল মাকতাবাতুল মা'আরিফ ।

২৪. ইবনে হাজার, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আবুল ফাজাল আল আসকালানি আশ শাফেয়ী, ফাতহুল বারী শরহু সহিহিল বুখারী, দারুল মা'রিফা বৈরুত, ১৩৭৯, খণ্ড নংঃ ১ ।

২৫. মুল্লা আল হারোয়ী আল ক্বারী, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ, আবুল হাসান নুরুদ্দিন (মৃত্যুঃ ১০১৪ হি.), মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ, দারুল ফিকির, বৈরুত, মুদ্রণ ১ম, ১৪২২ হি., ২০০২ খৃ., খণ্ড ৫ ।

২৬. বুরহান ফওরী, আলাউদ্দিন আলি ইবনে হুসামুদ্দীন আল মুত্তাকী আল হিন্দি, (মৃত্যুঃ ৯৭৫হি.) কানজুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল উম্মাল, মুহাক্কিকঃ বকরী হায়্যানী, সফওয়াতুস সকা, প্রকাশনাঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হি.- ১৯৮১ ইং ।

২৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আল হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামদিয়্যাহ ইবনে নাঈম ইবনুল হাকাম, আদদুব্বী আত তুহমানী আন নীসাপুরী ওরফে ইবনুল বাই'’য় (মৃত্যুঃ৪০৫হিঃ), আল মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, তাহকিকঃ মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,১ম মুদ্রণ- ১৪১১-১৯৯০,খণ্ড সংখ্যাঃ৪, ১ম খণ্ড ।

২৮. আল হুমাইদি, মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ, আল জামউ বাইনাস সহিহাইন বুখারি ওয়া মুসলিম, হাদিস নংঃ (১৭০৭), তাহকিকঃ ড. আলী হাসান আল বাওয়াব, খণ্ড সংখ্যাঃ ৪, দারুন নাশার/ দারু ইবনে হাযাম-লেবানন / বৈরুত, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৩ হি.-২০০২ খৃ. ।

২৯. আল আইনি, বদরুদ্দিন, ওমদাতুল ক্বারী শরহু সহিহিল বুখারী, মুদ্রণ-সদীকাই জমীলুল আত্তার, বৈরুত, ১ম মুদ্রন, দারুল ফিকির, ১৪১৮ হি. -১৯৯৮ খৃ., খণ্ডঃ ৭ ।

৩০. ইবনে বাত্তাল আবুল হাসান আলী ইবনে খালাফ ইবনে আব্দুল মালিক (মৃত্যুঃ ৪৪৯ হি.) শারহু সহিহিল বুখারি লিইবনে বাত্তাল, তাহকিকঃ আবু তামিম ইয়াসির ইবনে ইব্রাহিম, মাকতাবতুর রুশদ, সৌদি আরব, রিয়াদ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি. -২০০৩ খৃ.,খণ্ড সংখ্যাঃ১০ ।

৩১. আন নববী, ইহইয়া ইবনে শরফ আবু জিকরা, শারহুল ইমাম আন নববী আলা মুসলিম, দারুল খাইর, মুদ্রণ ১৪১৬ হিঃ ১৯৯৬ খৃ., হাদিস নংঃ ১৭১৬ ।

৩১. ইবনুল আছির, মুহাম্মদ ইবনে আবুস সা'দাত আল মুবারক ইবনে মুহাম্মদ আল জাযরি (মৃত্যুঃ৬০৬ হি.), জামেউল উসুল ফি আহাদিসুর রাসুল, তাহকিকঃ আব্দুল কাদির আল আরনাউত, প্রকাশকঃ মাকতাবাতুল হুলওয়ানি,= মাকতাবাতুল মিলাহ- মাকতাবু দারুল বায়ান, মুদ্রণ ১ম, খণ্ডঃ ১০ ।

৩২. মুহাম্মদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আল ওসাইমিন (মৃত্যুঃ ১৪২১ হিঃ) শরহু রিয়াদুস সালেহীন, দারুল ওয়াতান লিন নাশার, রিয়াদ, মুদ্রণ-১৪২৬ হি.,খণ্ড সংখ্যাঃ৬, খণ্ডঃ ৬,পৃষ্ঠাঃ ২৫৩ ।

৩৩. আলাউদ্দিন আলি ইবনে হুসামুদ্দিন আল মুত্তাকি আল হিন্দি আল বোরহান ফওরী, (মৃত্যুঃ ৯৭৫ হি.), কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল, মুহাক্কিকঃ বকরি হায়াফি, সাফওয়াতুস সিকা, প্রকাশকঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সংস্করণঃ ১৪০১ হি., ১৯৮১ খৃ., খণ্ড নংঃ ৯ ।

৩৪. ইবনে কাসির, ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর, তাফসীরুল কুর'আনিল আজীম, ১ম মুদ্রণ,রিয়াদ, দারুন তায়্যিবাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২০ হিঃ-১৯৯৯ খৃ.), খণ্ড-৪ ।

৩৫. আশ শানকিতি মুহাম্মদ আল আমিন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুখতার আল জানকি, ১৩৯৩ হি., আজওয়াউল বায়ান ফি ইজাহিল কুর'আন বিল কুর'আন, বৈরুত -লেবানন, দারুল ফিকির লিত তবায়া ওয়ান নাশার ওয়াত তাওজী, ১৪১৫ হি.-১৯৯৫ খৃ. ।

৩৬. সৈয়দ কুতুব, ফি জিলালিল কুর'আন, ১ম মুদ্রষ, (বৈরুত, দারু ইহিয়ায়িত তুরাছিল আরাবি, ১৯৭১) খণ্ড নংঃ ২ ।

৩৭. আল্লামা জামাখশারী,আল-কাশশাফ, খ-২, বাবলী মিশর

৩৮. মুস্তফা সাদেক আর রাফেয়ী, ই'জাযুল কুরানিল কারিম ওয়াল বালাগাতিন নাবাবিয়্যাহ, (বৈরুত / দারুল কিতাবিল আরবি) পৃষ্ঠা নং:২৮২, এবং ড. ফজলে ইলাহি, আন নবিউল কারিম মুয়াল্লিমান, ১ম মুদ্রণ, রিয়াদ, মুয়াসসাসাতুল জুরাইসি লিত তওজী ওয়াল ইলান, ১৪২৪হি:- ২০০৩ ইং ।

৩৯. ফাইরুজাবাদী, আল কামুসুল মুহীত, বাইরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি.-১৯৯৩ খৃ ।

৪০. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, আল মু'জামুল ওয়াসীত, কায়রো, ২য় সংস্করণ, ১৩৮০ হি:- ১৯৬০ খৃ. ।

৪১. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ লিল ইদারাতিল আম্মাহ লিল মুজতামা'আত ওয়া ইহয়ায়িত তুরাছ, আল মু'জামুল ওয়াসীত, দিল্লি, হুসাইনিয়া কুতুবখানা, ইউপি, দেওবন্দ, দারুল উলুম, ২৩৮৬ ।

৪২. আন নাদভী, আবুল হাসান আলী আন নাদভী, মাজা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন, আল কাহেরা, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, নতুন সংস্করণ- ১৪১০ হি.-১৯৯০ খৃ. ।

৪৩. মুহাম্মদ শদীদ, মানহাজুল কুরআন ফিত তারবিয়্যাহ, বাইরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, শারিউ সুরিয়া, মুদ্রণঃ ১৪১৫ হি.- ১৯৭৪ খ্রীঃ ।

৪৪. আব্দুস সালাম হারুন, তাহজিবু সিরাতে ইবনে হিশাম, বৈরুত, মুয়াসসাতুর রিসালাহ, একাদশ সংস্করণ, ১৪১৩ হি. ১৯৯২ খৃ. ।

৪৫. মুহাম্মদ আলী আশ শাওকানি, ফতহুল কদির, আল জামেউ বাইনা ফান্নাই আর রিওয়াহ ওয়াদ দিরায়াহ ফি ইলমিত তাফসীর, ১ম মুদ্রণ, (আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৬খৃ.) খণ্ড নংঃ ২ ।

৪৬. আবু হাফস ওমর ইবনে আলী ইবনে আদিল আদ দামেশকি আল হামবলি, আল লুবাবু ফি উলুমিল কিতাব, দারুন নাশার, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৯ হি.- ১৯৯৮ খৃ., ১ম মুদ্রণ, খণ্ড সংখ্যাঃ ২০, তাহকিকঃ আশ শেইখ আহমদ আব্দুল মওজুদ, ওয়াশ শেইখ আলী মুহাম্মদ আল মুয়াওয়াজ, পৃষ্ঠা নংঃ ৫৫ ।

৪৭. ইবনে হিশাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক, সিরাতে ইবনে হিশাম, তাওযীয়ু রেয়াসাতে ইদারাতিল বুহুসুল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, খণ্ড নংঃ ২ ।

৪৮. মুহাম্মদ ইবনে আফিফি আল খাদরি, নুরুল ইয়াকিন ফি সিরাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন, মুহাক্কিকঃ হাইথাম হেলাল, প্রকাশকঃ দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, ১ম মুদ্রণ:১৪২৫ হি., ২০০৪ খৃ, খণ্ড নংঃ ১ । রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ ১৪৩০ হি. ২০০৯ খৃ., খণ্ড সংখ্যাঃ ৫ ।

৪৯. তাইসিরুল ইলাজ শরহু ওমদাতিল আহকাম, আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সালেহ ইবনে হামাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামাদ আল বাসসাম (মৃত্যুঃ ১৪২৩ হিঃ), তাহকীকঃ মুহাম্মদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক, প্রকাশকঃ মাকতাতুস সাহাবাহ, আল ইমারাত- মাকতাবাতুত তাবেঈন, কায়রো , মুদ্রণ- দশম, ১৪২৬ হি. -২০০৬ খৃ., খণ্ড সংখ্যাঃ ১, পৃষ্ঠা নংঃ ১৯৮, আল আইনী, ওমদুল কারী, খণ্ডঃ ৫ ।

৫০. এয়ানজুরুত তরাজ, আল্লামা আলওয়ী, তাহহিকঃ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম শাহীন, পৃষ্ঠা নংঃ ১৭০, মুদ্রণঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ ।

৫১. ড. ফজলে ইলাহি, শিক্ষক হিসেবে নবি করিম (সা.), রিয়াদ, মুয়াসসাতুজ জুরাইসঈ লিত তাওজী ওয়াল ইলান, ১ম মুদ্রন, ১৪২৪ হিঃ -২০০৩ খ্রি. ।

৫২. সৈয়দ রশিদ রেজা, তাফসিরুল কুরআনুল কারিম, মিশর, মাকতাবাতুল মানার, মুদ্রণ, ১৩৪৬ হি., খণ্ডঃ ১ ।

৫৩. আবুল হাসান নুরুদ্দিন আলী ইবনে আবী বকর ইবনে সুলাইমান আল হাইছামী (৮০৭ হি.), মাওয়ারিদুজ জাময়ান ইলা যাওয়াদি ইবনে হাব্বান, মুহাক্কিকঃ হুসাইন সলিম আসাদ আদদারানী,- তার গোলাম আলী কৈশিক । প্রকাশকঃ দারুসসাকাফাতিল আরাবিয়্যাহ, দামেস্ক, মুদ্রণ- ১ম (১৪১১-১৪১২ হি., ১৯৯০-১৯৯২ খৃ.) খণ্ড সংখ্যাঃ ৯ ।

৫৪. আন নাহলাওয়ী, আব্দুর রহমান, উসুলুত তরবিয়াতিল ইসলামিয়া ফিল বাইত ওয়াল মাদরাসা ওয়াল মুজতামাহ, ২য় সংস্করণঃ দামেস্ক, দারুল ফিকির, ১৪০২/১৯৮২ ।

৫৫. মুহাম্মদ শদীদ, মানহাজুল কুরআন ফিত তরবিয়াহ, (বৈরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, মুদ্রণ- ১৪১৫/১৯৭৪ ।